অপহৃতা

সবকিছু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, প্রায় নিমেষের মধ্যে ঘটে যায় সেদিন। রাত্রির ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে,রশিপুরের নির্জন রাস্তায় প্রায় নিঃশব্দে অন্ধকার চিড়ে চলে যায় মারুতিটি। তারপর যেন কিছুই হয়নি,এমনভাবে পড়ে থাকে থমথমে অন্ধকার রাস্তাটি। যার দুপাশের ঝোপঝাড়ের গাছের পাতাগুলো শুধু একটু আগে চলে যাওয়া যানবাহনটির হাওয়ায়ায় অল্প অল্প দুলছে, ... ক্রমশঃ তাও থেমে গিয়ে একেবারেই স্থির আঁধারের পটচিত্র হয়ে দাঁড়ায় নির্জন পথটি।

শুধু সকাল হলেই শোরগোল ওঠে রশিপুরের জমিদারের বাড়িতে। জমিদারবাড়ির সর্বকনিষ্ঠা অষ্টাদশী অপরূপ সুন্দরী কন্যা তন্নিষ্ঠা নিখোজ। স্বয়ং জমিদার বিভুকান্ত হন্তদন্ত হয়ে চলে আসেন থানায়। সারা রশিপুর থমথমে,সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ সত্ত্বেও কেউ কিছুই বলতে পারেনা।- ঘুমন্ত রাতের অন্ধকারে কখন যে মেয়েটিকে কে বা করা ইলোপ করে নিয়ে গেছে তার খবর কেউ জানেনা। সমস্ত শহরতলি তোলপাড় করে ফেলেও কোনো ফল না পেয়ে বিভুবাবু শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এখন পুলিশের বাহিনীর জোরদার তদন্ত এবং ইলোপকারীদের থেকে কোনো উচ্চমাপের চাহিদার অপেক্ষা ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছুই করার নেই। সমস্ত প্রভাব খাটিয়েও তিনি এখন ব্যার্থমনা।

অধ্যায় ১

বন্দিনী।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে যায় তন্নিষ্ঠার। চোখের ভারী পাতাদুটি যেন আলাদা করতে পারছেনা সে। জীবনে এর আগেও তার বহুবার কোনো চমকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এই ঘুম ভাঙ্গা যেন অনেকটা অন্যরকম। একটা অস্বাভাবিক আরষ্টতা তার সারা শরীর জুড়ে... নাঃ,.. বারবার চোখ টিপেও লাভ হচ্ছে না.. ওষুধের প্রভাবের মতো। দুহাত দিয়ে চোখ কচলাতে গিয়েই চমকে ওঠে তন্নিষ্ঠা,তার হাতদুটি শরীরের পেছনে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা একত্রে! ঠান্ডা ধাতব স্পর্শ,..সম্ভবত লোহার.. যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায়।চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও বাঁধা পায় তন্নিষ্ঠা। সামান্য গোঙানি বেরিয়ে আসে শুধু। সে বুঝতে পারে তার মুখও কোনো কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ঠোঁটদুটি সামান্যতম ফাঁক করতে পারছে সে... । পা দুটি নাড়িয়ে সে বুঝতে পারে সেদুটি বাঁধা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে দেয়াল ঘষটে উঠে পড়ে, .. এখন তার দুচোখ সম্পুর্ন খোলা... কিন্তু অন্ধকারে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। দেয়াল ঘেঁষে সে এগিয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হঠাতই দরজা খুলে যায় এবং চোখ ধাঁধানো আলোয় চোখ কুঁচকে ওঠে তন্নিষ্ঠার।

বরেন পাল বসে ছিলেন সোফায় আরাম করে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের নিজস্ব গন্ধটি নাক ভরে টেনে নিচ্ছিলেন। পাশের টেবলে স্কচ ও সোডার বোতল, কিছু ফাঁকা গ্লাস। তাঁর মুখে সর্বদা এক মুচকি হাসি। আজ বাহান্ন অতিক্রান্ত হলো তাঁর। কিন্তু সেকথা কেউই জানে না তিনি ছাড়া। নিজে একাই তিনি নিজের জন্য এই সামান্য অথচ দামি একচিলতে মদ্যপানের আয়োজন করেছেন।

দুজন পরিচারককে তন্নিষ্ঠাকে আনতে দেখে তাঁর হাসি আরও চওড়া হয়। তন্নিষ্ঠাকে নিয়ে এসে একেবারে তাঁর সামনে দাঁড় করায় লোকদুটি।

বরেন পাল শুধু মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখেন তাঁর সামনে অধিষ্ঠিতা স্বর্গীয় অপরূপাকে। তাঁর ভোগ-প্রবীন হৃদয়ও যেন চলকে ওঠে। সাদা সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা তন্নিষ্ঠার অপরূপ অবয়বটি থেকে যেন আভা নির্গত হচ্ছে অবারিত সৌন্দর্য্যের! যদিও এই মুহূর্তে একটি সাদা ফেট্টি দিয়ে ওর মুখটি বাঁধা, তা সত্ত্বেও! ঘন কালো রেশমী চুল ছড়িয়ে পরেছে দুপাশে কাঁধ অবধি। সুডৌল ঘাড় বরাবর সোনালী-সাদা ত্বকের আভায় আভায় ঢেউ খেলে খেলে নেমে এসেছে যেন তা। হাতদুটি পিছমোড়া করে বাঁধা বলে কামিজটি ওর অপরূপ তনুর সাথে লেপ্টে গেছে, ওড়নাটি গলায় উল্টো করে ঝোলানো। বুকের উপর দুটি মারাত্মক আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় দুটি খাড়া-খাড়া, উদ্ধত স্তন যেন তাঁরই দিকে অত্যন্ত সাহসী ভঙ্গিতে কামিজের কাপড় ঠেলে দাঁড়িয়ে আছে! রীতিমতো পুষ্ট স্তন অষ্টাদশীর পক্ষে... তন্নিষ্ঠার স্তনের গরিমা ঘায়েল করে বরেনবাবুকে, ঢোঁক গেলেন তিনি।.. ওর বুকের পরেই শিল্পীর সমান আঁচড়ে ফুলদানীর মত শরীরের রেখা নেমে এসেছে পাতলা একরত্তি কোমরে। তার পরেই ঢেউ খেলে উঠেছে সুডৌল, সুঠাম নিতম্ব। সব মিলিয়ে যেন স্বয়ং অপ্সরী তাঁর নয়ন-সম্মুখে! শ্বাস ফেলে তিনি হেসে বলেন "সুন্দরী,জ্যেঠুর কোলে এসে বস না!" তিনি নিজের সাদা পাজামা-আবৃত থাইয়ে চাপড় মারেন।

-"মমমহঃ.." তন্নিষ্ঠা প্রতিবাদ করে ওঠে কিন্তু লোকদুটো তাকে ঠেলে এবং বরেন পাল নিজেই ওকে দু-হাতে আকর্ষণ করে ওর হালকা শরীরটা নিজের কোলে আরাআরিভাবে তুলে আনেন। বাম-থাইয়ের উপর তন্নিষ্ঠার উষ্ণ, নরম নিতম্বের স্পর্শে মন পুলকিত হয় তাঁর। দু-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তিনি ওর নরম তনুটি। লোকদুটোকে ইঙ্গিত করেন চলে যাবার জন্য। তারা চলে যাবার সময় দরজা বন্ধ করে দেয়।

-"উমমমমম!" বাহুবন্ধনে বন্দিনী অষ্টাদশীর দিকে তাকান গোঁফের ফাঁকে হাসি নিয়ে বরেন পাল। তন্নিষ্ঠা মুখ সরিয়ে নেয় উদ্ধতভাবে, হাতের বাঁধনে টান দেয়।

-"এই রূপসী! এদিকে তাকাও না!" তিনি ডানহাতে করে নিয়ে আসেন চিবুক ধরে তন্নিষ্ঠার মুখটি তাঁর দিকে ফিরিয়ে "জানি, তোমার মতো সুন্দরীদের খুব অহংকার হয়, সমবয়সী ছেলেদেরই পাত্তা দাওনা তো জ্যেঠুকে কেন দেবে উম? কি তাইনা? হাহাহা.." দরাজ গলায় হাসেন বরেন পাল তন্নিষ্ঠার চিবুক ধরে রেখে। তন্নিষ্ঠার ঠোঁটদুটি শক্ত মুখের বাঁধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওঠে প্রতিবাদে "ম্ম্ম্প্প্প!!" সে নিজেকে ছাড়াতে চায়।

-"আহাহা.. অতো রেগে যাচ্ছ কেন!" বরেন পাল বাহুবন্ধন আরও গাড় করেন.. "উফ তুমি এমন একটি মেয়ে যাকে মুখ-বাঁধা অবস্থাতেও এত সুন্দর দেখায়! দেখবে নিজেকে আয়নায়?"

তন্নিষ্ঠা এবার চুপ করে থাকে। বড় বড় দুটি মায়াবী কালো চোখ দিয়ে রোষানল নিক্ষেপ করতে করতে তার অপহরনকারীর দিকে। তার তীক্ষ্ণ অপূর্ব সুন্দর নাকটির পাটা ফুলে উঠছে অল্প অল্প মুখের বাঁধনের উপর।

-“উম.. রাগ যে তোমার মিষ্টি!” হেসে ওর চিবুক নেড়ে দিয়ে হাত নামান বরেনবাবু। “আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইনা তন্নিষ্ঠা!” তিনি ওর দীঘল কালো চুলে হাত চালান। “শুধু তোমার এই নরম শরীরটা নিয়ে আমার এই একাকিত্ব কাটাতে চাই।” মুচকি হেসে বলেন বরেনবাবু। তন্নিষ্ঠার বুকে নামান তাঁর ডানহাতের থাবা। সাদা কামিজে সুঠাম আদল ফুটে উঠেছে দুটি উদ্ধত, সুডৌল স্তনের। পালা করে পরপর সেদুটি মুঠো পাকিয়ে ধরে চাপ দেন তিনি। সুপ্রসন্ন চিত্তে অনুভব করেন নরম মাংস দলনের সুখটুকু..

-“উম্মঃ!” তীব্র প্রতিবাদে শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা হাতের বাঁধনে জোরে টান দিয়ে। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে সে মুখের বাঁধনের বিরুদ্ধে কিছু বলার ব্যর্থ চেষ্টা করে... কিন্তু দু-হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধত স্তন নিয়ে সে সম্পুর্ন অসহায়।

-“ওহ, অ্যাম সরি !!” সম্বিত ফিরে যেন চকিতে ওর বুক থেকে হাত তোলেন বরেন পাল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ওর চিবুক ধরে বলেন “তা এসব ছাড়াও অবশ্য আমার বৃহত্তর উদ্দেশ্যও আছে। সব খুলে বলব তার আগে জেনে রাখো তোমার কোনো ক্ষতি করব না আমি।..”

-“উম্ম্ম.” তন্নিষ্ঠা শ্বাস টেনে মুখ সরায় অসহায়ভাবে.. এতে তার বুকে কামিজ টানটান হয়ে স্তনজোড়া আরও প্রকট হয়ে ওঠে.. মুখ-হাত বাঁধা অবস্থায় বরেনবাবুর নিবিড় বাহুবন্ধনে অসহায়ভাবে শরীরে মোচড় দিয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার নাচ-শেখা চাবুকের মতো ছিপছিপে অষ্টাদশী তনুটিও কোনো সুবিধা করতে পারেনা।

-“উম্,.. হাহ..” সকৌতুকে তন্নিষ্ঠার বাঁধনমুক্তির প্রচেষ্টাগুলি উপভোগ করেন বরেনবাবু। ওর প্রতিটি প্রচেষ্টায় ওর উদ্ধত স্তনদুটি যেভাবে যুগল ঘোড়সওয়ারের মতো খাড়া-খাড়া হয়ে প্রকট হয়ে উঠছে পাতলা কামিজের কাপড় ঠেলে তা সত্যিই দৃষ্টিনন্দনীয়।

“তনি সোনা, তোমার মুখটা যদি খুলি তাহলে বোকা মেয়ের মতো চেঁচাবে না কথা দাও!”

তন্নিষ্ঠা কঠিন দৃষ্টিতে তাকায় বরেন পালের দিকে।

-“প্লিইইজ, কথা দাও? মিষ্টি সোনা?” তিনি অনুরোধ করেন।

-“উম” তন্নিষ্ঠা রাজি হয়। মুখ নামিয়ে মাথা উপর নিচ করে।

অতএব তন্নিষ্ঠার মুখের বাঁধন খোলেন বরেনবাবু। উন্মোচিত হয় ওর ফুলের পাপড়ির মতো লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট ও ছোট্ট, সুডৌল চিবুক। মুগ্ধ হয়ে যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে ভুলে যান বরেন পাল তাঁর সামনে এমন জ্যোতিষ্ময় রূপের ঝর্ণা দেখে। টসটসে লাবন্যে যেন উপচে পরছে তন্নিষ্ঠার অপরূপ সুন্দর মুখমন্ডল। ওর রাগত ভঙ্গি যেন তা আরও সুন্দর করে তুলেছে।

-“তা, জ্যেঠুকে একটা হামি দাও তো রূপসী!” নিজেকে গুছিয়ে হেসে বলে ওঠেন বরেন পাল তাঁর কোলে বসা বন্দিনী সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

-“না!” তন্নিষ্ঠার গলায় ঝাঁঝ।

-“দাও না! তাহলে তো তোমার বাবারই সুবিধা হয়!”

-“আমার বাবা একটি,ইতর,জঘন্য,কদর্য কীট! ওর জন্য আমি কিচ্ছু করব না কখনো!” তন্নিষ্ঠা শ্বাসের নিচে দাঁতে-দাঁত চেপে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করে।

-“ওহ!” প্রাথমিকভাবে ওর মন্তব্যে অবাক হয়েও তা সামলে নিয়ে বরেন পাল বলে ওঠেন “তাহলে,বাপির উপর রাগ করেই নাহয় আমায় একটা হাম্মি দাও!”

তন্নিষ্ঠা এবার সত্যি সত্যিই মুখ বাড়িয়ে বরেনবাবুর কামানো গালে চপ করে একটি চুমু খায়!

-“হাহাহা, তুমি দেখছি সত্যিই বাপ্পির উপর খুব খাপ্পা!” চমৎকৃত হয়ে হেসে ওঠেন দরাজ কণ্ঠে বরেন পাল তন্নিষ্ঠাকে ঘনভাবে জড়িয়ে ধরে.. “উম, তা কে বেশি ভালো, বাপ্পী না জ্যেঠু?” তিনি বলে ওঠেন।

-“আপনি আমার জ্যেঠু নন!” রাগের উত্তাপে গলা কঠিন তন্নিষ্ঠার।

-“হাহাহাহা..” হেসে ওঠেন জোরে বরেন পাল। তারপর আবার বাহুবন্ধন একটু আলগা করে ওকে তাকিয়ে দেখেন। বিদ্রোহিনী উত্তাপে লালিমামন্ডিত ওর মিষ্টি সুন্দর মুখটাতে রাগের আভা স্পষ্ট.. ঠোঁটদুটো টিপে ধরে আছে ও। কামিজে টানটান খাড়া-খাড়া দুটি দুর্বিনীত স্তন,.. ওর শরীরটা কোমর থেকে একটু বেঁকে আছে আড়াআড়িভাবে তাঁর কোলে বসার জন্য। এতক্ষণ ওর পাতলা কোমরের সুডৌল ভাঁজে ডানহাত রেখেছিলেন বরেনবাবু। এবার তিনি হাত উঠিয়ে ওর বুকের কাছে আনেন.. কামিজে টানটান ফুলে থাকা ওর অহংকারী স্তনদ্বয়কে ছোঁবার ভান করে করে ওর বুকের উপর ঘোরাতে থাকেন হাতটি... চটুল হাসি মুখে নিয়ে।

তন্নিষ্ঠা বিরাগে ঠোঁট কামড়ে ওঠে, দেহে মোচড় দিয়ে নিজের আকর্ষনীয় অষ্টাদশী বক্ষসম্পদদুটি ধূর্ত বরেন পালের লোভী ক্লেদাক্ত থাবার নাগাল থেকে সরাবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু বরেনবাবুর বাম-হাতটি ওর পিঠে দৃঢ় বেড় দিয়ে জড়িয়ে আছে, ফলে তার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়। শুধু তার প্রচেষ্টায় উন্মুখ সুডৌল স্তনদুটি নানাভাবে পাতলা সাদা কামিজে প্রকট এবং প্রকটতর হয়ে উঠতে থাকে বরেন পালের থাবার নিচে,.. সে দুই কাঁধ সংকুচিত করে বুক সরাবার চেষ্টা করে অনেকটা স্তনসন্ধিও প্রকাশ করে ফেলতে থাকে মাঝে মাঝে। অপদস্থতায় তার কর্ণমূল গরম হয়ে ওঠে। বরেনবাবুও খুনসুটি না থামিয়ে ওর বক্ষ বাঁচানোর চেষ্টা উপভোগ করতে থাকেন..

-“আপনি কেন এরকম করছেন!” ভ্রু কুঁচকে অসহায় রাগে বলে ওঠে শেষে তন্নিষ্ঠা।

-“হাহা, কি করছি?” হেসে ওঠেন বরেনবাবু। তিনি এবার স্তনদুটি খামচে দেওয়ার ভান করেন।

তন্নিষ্ঠা রাগে ঠোঁট টিপে হাতের বাঁধনে জোরে মোচড় দিয়ে ওঠে, কাঁধে ঝটকা মেরে বুক সরাতে বিফল চেষ্টা করে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার..

-“হাহা” বরেন পাল এবার সত্যি সত্যিই স্পর্শ করেন তন্নিষ্ঠার স্তন। আলতো করে গাল টেপার মতো করে টিপে দেন পরপর কামিজে উঁচু হয়ে থাকা টিলাদুটি।

অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তন্নিষ্ঠার, শরীরে আরও বিফল মোচড় দিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় একপাশে অন্যদিকে।

-“হাহাহা..” তন্নিষ্ঠার উদ্ধত স্তনের তলদেশ বরাবর চুলকে দিতে থাকেন বরেনবাবু। সমুন্নত টিলাদ্বয়ের উচ্চতা বরাবর বুড়ো আঙ্গুলে আঁচড় কাটেন। তারপর মৃদুমন্দ পীড়ন করতে থাকেন নরম মাংসপিন্ডদুটি কামিজের উপর দিয়ে ধরে ধরে।

তন্নিষ্ঠা এবার উষ্মা ও ক্রোধে লাল হয়ে ওঠা মুখ ফিরিয়ে শুধায় “আপনি কি চান? হ্যা? আমার বাবার কাছ থেকে?” তার গলার স্বর কেঁপে ওঠে চাপা ঘৃনা ও বিরাগে। পিছমোড়া বাঁধা হাতে নাছোড়বান্দার মতো টান দিতে দিতে।

-“হাহা” একগাল হেসে আয়েশ করে তন্নিষ্ঠার আকর্ষনীয় দুটি চোখা চোখা স্তন টিপতে টিপতে তাদের স্পঞ্জের মতো আরামদায়ক নরমত্ব উপভোগ করতে করতে ওর সুন্দর টানাটানা রোষের আগুনে জ্বলন্ত পূর্ণ চোখদুটির পানে তাকান “বলেছি তো সমস্ত খুলে বলবো রূপসী!” তিনি বাঁহাতের ওর পিঠের বেড় আরো ঘনিষ্ঠ করে ডানহাতে স্তন মিশিয়ে নিয়ে চুমু খেতে যান আদুরে ভাবে,.. সঘৃনায় তন্নিষ্ঠা নিজের গাল সরিয়ে নেয়, ফলে চুমুটি এসে পরে ওর ফর্সা গালে।

-“পচঃ..” ওর নরম সুগন্ধি গালেই ঠোঁট ও গোঁফ ডুবিয়ে চুমু খান বরেন পাল। পিঠের বেড় থেকে বাঁহাত নামিয়ে তন্নিষ্ঠার সুঠাম নিতম্বে হস্তস্থাপন করেন তিনি, নরম স্তম্ভদুটি টেপাটেপি শুরু করেন...

-“উমমম, আঃ! ছাড়ুন!” তন্নিষ্ঠা কঁকিয়ে ওঠে *প্রৌঢ় মানুষটির বাহুবন্ধনে, হাত টানটান করে বাঁধনে মোচড় দিতে থাকে,.. ঠোঁট কামড়ে ধরে..

-“উমমম, এই তন্নিষ্ঠা স্কচ খাবে?” হঠাতই বলে ওঠেন বরেনবাবু।

-“না!” তীব্র প্রতিবাদ করে তন্নিষ্ঠা। যেন ধিক্কার ছুঁড়ে দেয়।

-“উম্ম, আচ্ছা ঠিকাছে।” তিনি ওর মাথায় হাত বুলান -‘তুমি এখন যাও, বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যা তোমায় যত্নআত্তি করবে।”

তন্নিষ্ঠা চোখ তুলে চায়।

-“যাও, আমাকে এখন একা জন্মদিনের স্কচ খেতে দাও। দরজা খুলে বেরিয়ে বাঁদিকে যাও, পেয়ে যাবে সন্ধ্যাকে। ও তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।”

তন্নিষ্ঠা মুক্তি পেয়ে বরেন বাবুর কোল থেকে নেমে দৃপ্ত ছন্দে হেঁটে গিয়ে পা দিয়ে ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

বরেন পাল তাকিয়ে থাকেন ওর গমনপথে। তন্নিষ্ঠার হাঁটার ভঙ্গি সত্যিই রাজকীয়।

রাত্রিবেলা ঘরে ঢুকে বরেনবাবু দেখেন বিছানার ধারটিতে বসে আছে তন্নিষ্ঠা। ওর পরনে এখন একটি ছোট নাইটি। নাইটিটি সাদার উপর লাল ফুলকাটা। তন্নিষ্ঠার উরুর অনেক উপরেই শেষ হয়েছে সেটির কানা, সরু ফিতার মতো স্ট্র্যাপ হবার জন্য তন্নিষ্ঠার দুই বাহু, কাঁধ, স্তনসন্ধিসহ দুই সুডৌল স্তনের উপরিভাগের অনেকটা অংশ অনাবৃত। স্তনদুটির বোঁটার একটু উপর দিয়ে শুরু হয়েছে নাইটিটির গলা। তন্নিষ্ঠার পিঠও অনেকটাই নগ্ন নাইটির বাইরে। ওর সমূহ ফর্সা মসৃণ ত্বক যেন আলো বিকিরণ করছে নিজে থেকেই। নাইটির মতই একটি সাদার উপর লাল ফুলকাটা রুমাল দিয়ে তন্নিষ্ঠার মুখ বাঁধা। ওর হাতদুটি আগের মতই পিছমোড়া করে সরু লোহার হাতকড়া দিয়ে বাঁধা, উপরন্তু এখন তন্নিষ্ঠার দুটি ফর্সা পাও সাদা ফিতে দিয়ে পাকাপাকিভাবে একসাথে বাঁধা। তন্নিষ্ঠার চুল এখন খোঁপার মতো করে উঁচু করে তুলে বাঁধা।

-"বাঃ! সন্ধ্যা খুব ভালো কাজ করেছে তো!.." নিজের বিছানায় বন্দিনী অপরূপাকে দেখে মুচকি হেসে অস্ফুটে বলেন বরেন পাল। তারপর বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে বসে তন্নিষ্ঠাকে কোলে তুলে নেন। ওর মোমের মতো মসৃণ নগ্ন ফর্সা উরুযুগলে ডানহাত বলাতে বলাতে বাঁহাতে ওর পিঠে বের দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেন "কি মিষ্টি? তোমার নতুন রাতপোশাক কেমন লাগছে?"

তন্নিষ্ঠা শব্দ করে না। মুখ সরিয়ে রাখে অন্যদিকে।

-"ভালো লাগেনি রূপসী?"

তন্নিষ্ঠা এবারও কোনো শব্দ করেনা, মুখ ফিরিয়ে রাখে।

-"উম্ম" বরেনবাবু ওর নগ্ন উরুর নরম মাংসে চাপ দেন, উরুর উষ্ণতায় হাত সেঁকতে সেঁকতে নাইটির ভিতরে পাঠিয়ে দেন হাত।

-"উকফ!" মুখের বাঁধনে প্রতিবাদ করে সরাতে চায় নিজেকে তন্নিষ্ঠা, কিন্তু পা-দুটি বাঁধা বলে কিছু লাভ হয় না।

-"হমমম" গহীন উষ্ণতার মধ্যে তালু ঘষতে ঘষতে বরেন পাল হাত আরো ভিতরে পাঠিয়ে দেন, স্পর্শ করেন প্যান্টির উপর দিয়ে তন্নিষ্ঠার যোনীদেশের অগ্নিকুন্ড। উত্তপ্ত সেই অংশটি। সেখানকার নরম-তুলতুলে মাংসে চাপ দিতে দিতে তিনি হেসে বলেন "কি আর করা যাবে ভালো না লাগলে! উম্ম, তোমাদের সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েদের অনেক প্যাকনা! হাহাহ!"

তন্নিষ্ঠার সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করে ওঠে যোনিতে বরেন পালের হাতের চাপে,কিন্তু হাত-পা বাঁধা বলে সে একেবারেই অসহায়, এমনকি মুখ-বাঁধা অবস্থায় তার মৌখিক প্রতিবাদও অকেজো! তবুও হাতের বাঁধনে মোচড় দিয়ে সে নিজেকে সরাতে চায় বরেনবাবুর কোল থেকে। বিফল হয় তার প্রচেষ্টা... শুধু নাইটির তলায় তার ব্রা-হীন স্তনগুলি আন্দোলিত হয়ে উঠতে থাকে বারবার এর ফলে। সেটা লক্ষ্য করে আরও মজা পান বরেন পাল।

-“আচ্ছা ঠিকাছে বাবা,!” তিনি শেষমেষ তন্নিষ্ঠার যোনি থেকে হাত সরিয়ে বলেন “ঠিকাছে, এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পরও, তোমার হাতকড়া একটু খুলছি, দুষ্টুমি করবে না!”

তন্নিষ্ঠা রোষদৃষ্টি নিয়ে তাকায় ওনার দিকে।

বরেনবাবু এবার তন্নিষ্ঠার হাতকড়া খোলেন পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি বার করে। তারপর ওকে চিত্ করে শুইয়ে দিয়ে ওর হাতদুটি মাথার উপর তুলে বিছানার রেলিঙের সাথে আবার একসাথে বেঁধে দেন, বলেন “ঠিক আছে, ঘুমাও। হাতের বাঁধন আরেকটু শক্ত করি?”

-“হম্ফ..” তন্নিষ্ঠা দু-দিকে মাথা নাড়ায়।

-“ওকে, ফাইন!” তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দেন। তন্নিষ্ঠার পাশে শুয়ে পরেন ওর দিকে ফিরে। বাঁহাতের থাবাটি স্থাপন করেন ওর স্তনের উপর।

সারা দেহ আড়ষ্ট করে তন্নিষ্ঠা। কিন্তু তার স্তনযুগলের উপর বরেনবাবুর হাতটি নড়াচড়া না করে শুধু পড়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বোজে সে। যদিও ঘুম আসার নয় তার এখন....

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গার পর প্রাতঃরাশ করে বরেন পাল আসেন দুতলায নিজের একান্ত ব্যালকনিতে। ব্যালকনির ঠিক মাঝখানে একটি বড় দোলনা যাতে দুজন বসা যায়। সেই দোলনার উপর এখন তন্নিষ্ঠা বসে আছে। ওর পরনে এখন একটি সাদা চাপা ব্লাউজ ও হলুদ স্কার্ট যা ওর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। একটি হলুদ ফেট্টি দিয়ে ওর মুখ শক্ত করে বাঁধা, হাতদুটি দেহের পেছনে হাতকড়া দিয়ে একসাথে আটকানো এবং ওর দুটি পা একসাথে সাদা ফিতা দিয়ে সুন্দর করে বাহারি গিঁট দিয়ে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। তন্নিষ্ঠার মাথার চুলে এখন একটি ঝুঁটি করা, এবং সেই ঝুঁটিটি হলুদ ফিতা দিয়ে সুন্দর করে বাঁধা। চাপা ব্লাউজটিতে ওর উদ্ধত স্তনদুটি চোখা চোখা হয়ে ফুলে আছে সগর্বে.. পাতলা কোমরে ও সুঠাম নিতম্বে অপূব শিল্পীর আঁচড় যেন। সব মিলিয়ে তন্নিষ্ঠাকে এখন একটি বন্দিনী স্কুলবালিকার মতো লাগছে।

দোলনাটিতে বসে একমনে নিজের পিছমোড়া বাঁধা হাতদুটি বেঁকিয়ে এনে কারিকুরি করে হাতকড়া থেকে খোলার পন্ডশ্রম করে যাচ্ছিল, বরেনবাবুকে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকায় সে।

বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার সর্বদা মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ হন। ভালো লাগে তাঁর মেয়েটির এই বিদ্রোহিনী স্বভাব। তিনি ওর সামনে এসে হেসে ওর চিবুক তুলে ধরেন, বলেন “কি মিষ্টি? কেমন লাগছে সকাল? ভালো ঘুম হলো রাত্রে?”

তন্নিষ্ঠা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু বরেনবাবু ওর চিবুক ধরে রাখেন, জিজ্ঞাসা করেন-

“ব্রেকফাস্ট হয়েছে?”

-“মম” তন্নিষ্ঠা বিরাগ সহকারে সম্মতি জানায়। বরেনবাবু হাসেন। নিশ্চই ওকে জোর করে কোনমতে খাইয়েছে সন্ধ্যা।

-"উম্ম, আমাদের বাড়িতে তুমি অতিথি, তোমার আপ্যায়ন ঠিকমতো করবো বৈকি!" হেসে তিনি দোলনায় বসে এবার তন্নিষ্ঠাকে কোলে তুলে বসিয়ে বলেন "খুব সুন্দর লাগছে তোমায় এই সকালে!"

তন্নিষ্ঠা সমস্ত শরীরে মোচড় দিয়ে ওঠে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। মুখ-হাত ও পা বাঁধা অবস্থায় বরেনবাবুর কোলে এভাবে তার নিজেকে ওঁর খেলার পুতুল মনে হয়। ভাবনাটি তাকে পীড়া দেয়। তাই অনিহা প্রকাশে সে অযথাই হাত-পায়ের বাঁধনের বিরুদ্ধে মুচড়ে চলে শরীর ওঁর কোলের মধ্যে বসে। এবং তা করতে গিয়ে ওর নিতম্ব পাজামার উপর দিয়ে বরেন পালের শিশ্নদেশে ঘষাঘষি করে ওঁর লিঙ্গ জাগিয়ে তুলে। নরম নিতম্ব দিয়ে তন্নিষ্ঠা অনুভব করে বরেনবাবুর লৌহশক্ত আবদ্ধ পুরুষাঙ্গ। শিউরে ওঠে সে..

-"হাহাহা!" সকৌতুকে তন্নিষ্ঠার ক্রিয়াকলাপ দেখে যান এবং অনুভব করে যান বরেনবাবু। তিনি নিজেই এমনভাবে ওকে জুত করে কোলে বসান যে ওর উত্তপ্ত নিতম্বের দুটি নরম স্তম্ভের মাঝে খাঁজ-বরাবর গেঁথে যায় তাঁর শক্ত পুরুষদন্ডটি। তারপর তিনি গভীরভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের সাথে চেপে ধরে ওর নরম-পশম নিতম্বের সাথে নিজের লিঙ্গ একেবারে মিশিয়ে দাবিয়ে দেন।

তন্নিষ্ঠা এবার অসহায়, তার সমস্ত নিতম্বের খাঁজে চেপে বসেছে নিবিড়ভাবে বরেন পালের পুরুষাঙ্গ। এমনকি সে দন্ডটির দপ-দপ স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে! নরাচরা করা মানেই ওঁর পুরুষাঙ্গ দলন করা। নিজের নিতম্বকে সহসাই যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো মনে হয় তার।

-"হমমমম" তন্নিষ্ঠার নরম অষ্টাদশী শরীরটা ঘনিষ্ঠ করেন নিজের সাথে বরেন পাল। ওর তীক্ষ্ণ নাকে চুমু খেয়ে বললেন "বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ফুলটুসি?"

তন্নিষ্ঠা মুখ সরায় অন্যদিকে। ওর চুলের হলুদ ফিতের স্পর্শ লাগে বরেনবাবুর গালে। হেসে তিনি ওর সুগন্ধি চুলে নাক চেপে শ্বাস নেন, তারপর ওর উন্মোচিত ঘাড়ের নরম-মসৃন ফর্সা ত্বকে নাক ঘসেন "উমমমম"

-"মপপ্প্" মুখবাঁধা তন্নিষ্ঠা গুঙিয়ে ওঠে, হাতের বাঁধনে আবার স্বতঃস্ফুর্ত টান দিয়ে।

-"উমমম" গভীর বাহুবন্ধনে তন্নিষ্ঠার মুখের বাঁধনে আটকে দেওয়া চাপা মিষ্টি গোঙানিতে পুলক বোধ করেন বরেনবাবু। তিনি মুখ তুলে এবার ওর অপরূপ সুন্দর চোখদুটি দেখেন। আস্তে আস্তে ওর মাথার পাশ থেকে হাত বুলিয়ে উপভোগ করেন ওর মসৃন সুন্দর ত্বক। মেয়েটির চারপাশে বাহুবন্ধনের বের আরেকটু ঘনিষ্ঠ করে ওর উত্তপ্ত নিতম্বের তুলতুলে নরম পশমে নিজের পুরুষাঙ্গ আরও গেঁথে দিয়ে আরাম নেন তিনি। বলে ওঠেন "তন্নিষ্ঠা, তোমাকে আমি তনি বলে ডাকতে পারি? বা তনিকা?"

-"মমঃ" তন্নিষ্ঠা নিজেকে ছাড়াবার আবার একটি বিফল প্রচেষ্টা করে। তার নিতম্বে গভীরভাবে গাঁথা বরেনবাবুর লিঙ্গ দলিত করছে জেনেও।

-“উম, এই দুষ্টু মেয়ে, আমার দিকে তাকাও!” তিনি দাবি জানান।

তন্নিষ্ঠা মুখ ফেরে। ওর দৃষ্টিতে আগুন।

-“আমার বাগান থেকে আজ দুটো পাকা আম চুরি হয়ে গেছে!”

তন্নিষ্ঠা মুখ নামায়। তার বোধগম্য হয়না বাক্যটির উদ্দেশ্য।

-“আচ্ছা তনি, দুষ্টু, তোমার বুকে এ-দুটি কি?” হঠাতই যেন অবাক হবার ভান করে তন্নিষ্ঠার বুকের উপর ডানহাতের থাবা রেখে ওর সাদা ব্লাউজে টিলার মতো ফুলে উঠা দুটি সুডৌল স্তনের উপর বোলান বরেনবাবু। অনুভব করেন তাদের গড়ন।

-“ম্ছম্ঘ!” তন্নিষ্ঠা তার আকর্ষনীয় দুটি স্তন নিয়ে আবার অসহায় হয়ে পরে বরেনবাবুর কাছে। তীব্র প্রতিবাদে শরীর মোচড়ায় সে, কিন্তু যতই কসরত সে করুকম, সে জানে পিছমোড়া করে বাঁধা দুটি হাত নিয়ে কিছুতেই সে তার স্তন রক্ষা করতে পারবে না বরেন পালের কাছ থেকে।..

-“মনে হচ্ছে এই দুটি আমার আম! ভালো করে টিপেটুপে দেখি, উম্ম!” চোখে-মুখে প্রায় সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বরেনবাবু এবার তন্নিষ্ঠার বামস্তনটি ব্লাউজের উপর দিয়ে জাঁকিয়ে ধরেন, তারপর সেটির সমস্ত নরম মাংস কচলে কচলে টিপতে শুরু করেন মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে... তারপর তিনি ওর ডানস্তনটি মুঠোয় চেপে পেষণ করেন, এইভাবে তিনি তন্নিষ্ঠার ব্লাউজে টানটান খাড়া-খাড়া হয়ে থাকা দুখানা স্তন পালা করে মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে চটকাতে থাকেন।

-“উমমমম! উপ্প্া,..হমম কম্ম!” তন্নিষ্ঠা প্রবল প্রতিবাদে মুখের বাঁধনে গুমরিয়ে উঠতে থাকে সমস্ত শরীর টানটান করে মুচড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে বাঁধনমুক্তির প্রচেষ্টায় বারবার...

-“উফ, কি হলো। মেয়েটা বড় ছটফটে! শান্তি করে একটু অমন ঠাটানো বুকদুটো টিপতে দেবে না! কি হয়েছে!”

-“ম্প্প্া! হম্ম্হক্ম!” তন্নিষ্ঠা প্রানপনে বলে ওঠে।

-“হিসি পেয়েছে?”

-“ম্হ্মম!!” তন্নিষ্ঠা প্রতিবাদ করে।

-“আচ্ছা আচ্ছা,” বরেনবাবু এবার অন্য হাতে ওর মুখের বাঁধন নাকের তলা থেকে নামাতে যান, কিন্তু পারেন না, তন্নিষ্ঠার মুখ খুবই শক্ত করে বাঁধা। অতএব তিনি ওর ঘাড়ের পেছন থেকে গিঁট খুলে বাঁধনটি খুলে ফেলেন।

-“আমার বুক থেকে হাত সরান এখনি!” মুখ খোলামাত্র গর্জে ওঠে তন্নিষ্ঠা। তার গলায় অবদমিত ক্রোধ।

-“কেন এমন সুন্দর দুটো নরম নরম বল!” সকৌতুকে বলে ওঠেন বরেনবাবু ওর স্তন টিপতে টিপতে।

-“না! ওদুটো আপনার নয়!” তন্নিষ্ঠার ফর্সা অপরূপ সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছে ক্রোধে, নিজের স্তনের এমন হেনস্থা যেন সহ্য করতে পারছে না সে আর।

-“উম্ম” মুচকি হেসে বরেনবাবু তাঁর কোলে অধিষ্ঠিতা বন্দিনী রূপসী মেয়েটির দিকে তাকান। কি সুন্দর ওর বসার ভঙ্গি! নরম ফর্সা কাঁধের উপর বিছিয়ে আছে ঝুঁটির ছড়িয়ে পড়া ঘন কালো চুল। কোমর থেকে শরীরটা অপূর্ব কমনীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে বেঁকে আছে যে তা একটি এমন সুন্দরী অষ্টাদশী মেয়েকেই মানায়... দুটি একসাথে বাঁধা পা তাঁর ডান থাইয়ের উপর দিয়ে নেমেছে ভাঁজ ফেলে। মৃদু হাসেন তিনি। মেয়েটি বোধহয় এখন ভুলেই গেছে ওর নরম নিতম্বের মাঝে তাঁর শক্ত পুরুষাঙ্গটি ঢুকে আছে নিবিড়ভাবে। তিনি এবার আরো জোরে জোরে ওর স্তনদুটি টিপতে টিপতে হেসে দরাজ কণ্ঠে বলেন “কি করবে বলত তুমি রূপসী, এই দেখো না কিভাবে আমি তোমার ডবকা বুকদুটো টিপছি! কি হাল করছি নরম পায়রাদুটোর চটকে চটকে, কিন্তু তোমার কিছুটি করার নেই!”তন্নিষ্ঠা ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধরে থাকে রাগে। মুখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখে সে। নিরুপায় ভাবে বরেনবাবুর খানদানি স্তনপীড়ন হজম করতে করতে।

-“হাহা, অথছ এই দুষ্টুদুটোকে ধরার জন্য, শুধু একটু দেখার জন্য কত ছেলের হৃদয় আকুলি বিকুলি করে,.. আর তুমি অহংকারী পরীর মতো এদুটো উঁচিয়ে ঘোরাফেরা করে পাড়াশুধধু লোকের মাথা গরম করে দাও, এখন দেখো আমি তোমার জ্যেঠুমনি হয়ে কিভাবে টিপে টিপে দফারফা করছি এদুটোর! হাহাহা!” হাসতে থাকেন বরেনবাবু।

-“চুপ করুন! মেয়েদের বেঁধে রেখে বুক টিপতে খুব ভালোলাগে না আপনার!” মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা আহত হরিনীর মতো হাতের বাঁধনে নিস্ফল মোচড় দিয়ে।

-“ভীষণ! কিন্তু শুধু বুক কেন মামনি! তোমার কতকিছুই তো টিপবো আমি! শুধু বুকদুটো এমন পাগল করা খাড়া-খাড়া বলে,.. যাই হোক, ওদিকে মন দিও না উর্বশী! দেখো না কি সুন্দর গাছপালা বাইরে! মিষ্টি রোদ..” তন্নিষ্ঠার স্তন থাবায় পাকড়ে পাকড়ে টিপছেন বরেন পালা একটি একটি করে। যেন শায়েস্তা করছেন তাদের ঔদ্ধত্যকে। তন্নিষ্ঠা ঠোঁট কামড়ে পিঠ বাঁকিয়ে তুলে হাতের বাঁধনে টান দেয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে স্তনদুটি আরও সুন্দর ভাবে উঁচিয়ে তুলে পরিবেশন করে ফেলে বরেনবাবুর দলনরত থাবার নিচে। বুকের উপর চোখা চোখা দুটি ধারালো অস্ত্রের মতই যেন প্রকট হয়ে ওঠে সেদুটি, শুধুমাত্র তাঁর থাবায় মর্দিত হবার জন্য। বরেনবাবুও উত্তেজিত হয়ে সেদুটি মুচড়ে মুচড়ে পরপর টিপে ধরেন ব্লাউজশুদ্ধ-

-“আঃ, লাগছে!” ঘাড় বেঁকিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা।

-“উমমম” তন্নিষ্ঠার বুক থেকে হাত নামিয়ে ওর সমতল উদরে কিছুক্ষণ হাত ঘষেন। তারপর হাত চালান করে দেন ওর দুই উরুর ফাঁকে। স্কার্টের উপর দিয়েই সমস্ত তালু দিয়ে চেপে ধরেন ওর নরম, ফুলেল, উত্তপ্ত যোনিদেশ। সেখানকার নরম-গরম মাংসে আঙ্গুলগুলো দাবিয়ে দিয়ে তালু দিয়ে রগড়ে রগড়ে মাখতে থাকেন তিনি তন্নিষ্ঠার যোনি। চটকাতে থাকেন।

তন্নিষ্ঠা বুঝে গেছে প্রতিবাদে করে লাভ নেই। সে ঠোঁট টিপে রাগ ও লাঞ্ছনা হজম করতে করতে দেহ মোচড়ায়। বরেনবাবুর চটকাচটকিতে সে কোমর নাড়িয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে এবং তার ফলে তার নিতম্বের ভাঁজে দৃঢ়ভাবে গাঁথা ওঁর লিঙ্গ রগড়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে... অপদস্থতায় তার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে।

স্কার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেন বরেনবাবু। নরম-পশম প্যান্টি আবৃত সমস্ত গনগনে উত্তপ্ত যোনিদেশ কচলান, আঙ্গুল চেপে ধরে তন্নিষ্ঠার যোনির খাত বরাবর নিচ থেকে উপরে আঁচড় কেটে তিনি অন্য হাতে ওর পিঠের বেড়ে চাপ দিয়ে বলে ওঠেন –

“তনি, তুমি এখনও স্কুলে পড়?”

তন্নিষ্ঠা অপমানক্লিষ্ট মুখ নিচু করে রাখে।

-“বলো না! বলো না!” তিনি ওর যোনির খাতে তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে ঢোকাবার চেষ্টা করেন। প্যান্টির নরম কাপড়সহ তা কিছুটা তন্নিষ্ঠার যোনির ঠোঁটদুটির ভিতর অভ্যন্তরের নরম অঞ্চলে ঢুকে যায়, যোনিগহ্বরে এসে চাপ দেয়। সেখানে চুলকে দিতে দিতে কাকুতি করেন বরেনবাবু।

-“আঃ, আউচ” কাতরে উঠে তন্নিষ্ঠা স্পর্শকাতর অঞ্চলে চুলকানির স্পর্শে, “নাহ” সে গুমরিয়ে ওঠে।

-“উমমমমম!” বরেনবাবু এবার ওর প্যান্টিরও ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরেন সমস্ত নরম নির্লোম যোনি। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন “তুমি শেভ করো সুন্দরী? বাঃ!”

-“আঃ! ছিঃ! হাত সরান আঃ!” নিজেকে ছিটকিয়ে সরিয়ে নেবার বিফল চেষ্টা করে বন্দিনী তন্নিষ্ঠা।

-“উমমম” অষ্টাদশীর নরম নগ্ন যোনি চটকে চটকে কচলে মাখেন হাতে বরেনবাবু। আশ মিটিয়ে স্পর্শসুখ উপভোগ করেন। তারপর যোনির খাতের ভিতর তর্জনী ঢুকিয়ে যোনিগহ্বরটি খুঁজে পেয়ে তাতে চাপ দিয়ে ঢোকাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তন্নিষ্ঠার দুটো পা একসাথে বাঁধা থাকার এবং ও দু-হাঁটু জোর করে চেপে রাখার ফলে ঢোকাতে পারেন না।

-“আঃ, ছারুন, উন্ঘ..” তন্নিষ্ঠা মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে চলেছে শৃঙ্খলিত শরীরে, ওর স্তনদুটি যেন ব্লাউজ ফুঁড়ে ঠাটিয়ে উঠছে অত্যন্ত স্পষ্ট আদল নিয়ে, নরম নিতম্বের মাঝে দলিত হচ্ছে বরেনবাবুর খাড়া পুরুষাঙ্গ...

-“উমমমম, এখানটা কি গরম তোমার রূপসী!” বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার যোনিগহ্বরের চারপাশে নরম, মসৃন স্পর্শকাতর চামড়ায় আঙ্গুল ডলতে ডলতে বলেন, ওর গালে চপ করে একটি চুমু খান।

-“আঃ,.. “ তন্নিষ্ঠা যতটা পারে মুখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

-“জ্যেঠুকে একটা হাম্মি দাও!” আদুরে স্বরে বলে বরেন পাল তন্নিষ্ঠার ঘাড়ে নাক ঘষেন - ‘উমমমম”

-“আঃ!.. “ অসহায়ভাবে ঘাড় সরাতে চায় তন্নিষ্ঠা, তারপর হঠাত মুখ ফিরিয়ে এনে ঝাঁঝের সাথে বলে “আপনি কি চান? কি দিলে মুক্তি দেবেন আমায়? টাকা?”

-“হাহা!” হেসে ওঠেন বরেন পাল ওর যোনি-অভ্যন্তরের নরম পিচ্ছিল মাংস আঙ্গুল দিয়ে ডলতে ডলতে “কোনো টাকাই তোমায় বাঁচাতে পারবে না রূপসী!” তালু দিয়ে নরম-উত্তপ্ত যোনিদেশ চটকান তিনি, আঙ্গুলটি আরো ভিতরে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে আঁটো যোনিগহ্বরের উপরিভাগে কোঁটটি খুঁজে পেয়ে তাতে চাপ দেন।

-“আহঃ!” এবার শিহরিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা তার নিতম্ব কেঁপে ওঠে বরেনবাবুর পুরুষাঙ্গের উপর, “তা’লে কি?” তার গলার ঝাঁঝ হঠাতই প্রশমিত...

-“উম, বলব” তিনি তন্নিষ্ঠার কোঁটটিতে চাপ দিতে দিতে বলেন “তার আগে জ্যেঠুর ঠোঁটে একটা চুমু দাও!”

-“উন্হ্..” ঠোঁট কামড়ে কঁকিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা। কিন্তু তার গলার স্বর এখন উত্তপ্ত, বাধ্য হয়ে সে ঠোঁট বাড়িয়ে চুমু খায় দায়সারাভাবে বরেনবাবুর ঠোঁটে, ওঁর গোঁফে নাক ঘষে যায় তার।

-“উম্ম, লক্ষ্মী মেয়ে! তা কি বলব যেন?” তিনি তন্নিষ্ঠার যোনি চটকিয়ে কোঁটটি বুড়ো আঙ্গুলে চেপে রগড়াতে শুরু করেন গোল গোল করে...

-“আহহহঃ!” তন্নিষ্ঠা শীৎকার করে ওঠে এবার... এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে জোরে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে, “মমঃ” কিন্তু তার শরীর সারা দিচ্ছে অন্যভাবে..

-“কি হলো?”

-“প্লিজ কি করছেন, ছারুন..” তন্নিষ্ঠার গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

-“হাহা” বরেনবাবু অনুভব করেন তাঁর আঙ্গুল চটচটে রসে সামান্য ভিজে ওঠা.. “রূপসী আমার হাতের মধ্যে হিসি করছ! ইশশ.. ঠিক আছে থামছি।” তিনি তন্নিষ্ঠার কোঁট কচলানো বন্ধ করেন, কিন্তু হাত সরান না।

-“আহঃ!” গলায় হতাশা চেপে রাখতে পারে না বন্দিনী তন্নিষ্ঠা। দাঁতে দাঁত চাপে সে.... তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে, শেষপর্যন্ত সে নিজেই নিতম্ব চালনা করে বরেনবাবুর হাতে নিজের যোনি ঘষার চেষ্টা করে... অনুভব করে তার নিতম্বের নিচে ওঁর লিঙ্গের দলন। চোখ বুজে ফেলে সে এহেন আত্মনিপীড়নে।

-“হাহাহা!” হেসে উঠে আবার জোরে জোরে তন্নিষ্ঠার নরম ফুলেল, নির্লোম যোনি চটকিয়ে ওর কোঁট কচলাতে কচলাতে বলেন “উম্ম, কোনো ভয় নেয় ফুলতুসী,নাও,করে ফেল জ্যেঠুর হাতে!”

-“আহ, আঃ .. উম্ম্হ .. উয়াঃ.. মমম” যৌন উত্তেজনায় কাতরিয়ে কাতরিয়ে উঠতে থাকে তন্নিষ্ঠা শৃঙ্খলিত শরীরে, ত্রস্ত হরিনীর মতো মোচড়াতে থাকে দেহ... চোখ বোজা তার..

-“উমমম” বাঁহাতের বেড়ে কোলে বসা সুন্দরী বন্দিনিকে ঘনিষ্ঠ করে জরিয়ে ধরেন বরেন পাল, ওর যোনিতে ঝড় তোলেন।

-“উগ্গাঃ..” যৌন জ্বরে গোঙাতে গোঙাতে তন্নিষ্ঠা এবার বেহিসেবীর মতো নিজের নরম দুটি ঠোঁট জোর করে চেপে ধরে বরেনবাবুর ঠোঁটে, চুম্বন করতে থাকে চাপ দিয়ে।

-“উঘ” তন্নিষ্ঠার এহেন আচরণে বরেনবাবু অবাক হয়ে যান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করে ওকে প্রতিচুম্বন করতে করতে বাঁহাত নামিয়ে একটানে নামিয়ে দেন ওর স্কার্ট, নামিয়ে দেন ওর প্যান্টি। তারপর নিজের পাজামা নামিয়ে তাগড়াই পুরুষদন্ডটি বার করে চেপে একবারে ঢুকিয়ে দেন পেছন থেকে তন্নিষ্ঠার পিছিল যোনির সুরঙ্গপথে,...

-“আন্ছঘ...!!” তন্নিষ্ঠার কঁকিয়ে ওঠার শব্দে ভরে উঠে ব্যালকনি,

-‘হ্রম্ম..” লিঙ্গচালনা করে তন্নিষ্ঠাকে মন্থন করতে শুরু করেন বরেন পাল বাঁহাতে পেছন থেকে ওর উদর পেঁচিয়ে ধরে। ডানহাতে একইভাবে ওর কোঁটটি কচলাতে কচলাতে..

-“আঃ, আহহঃ.. আঃ” শীতকারে শীতকারে ভরিয়ে তুলতে থাকে তন্নিষ্ঠা সমস্ত পরিবেশ, ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ বুজে সে উপভোগ করছে মন্থন,... যৌনসুখে গলা খসখসে হয়ে এসেছে তার.. মুখ পেছন দিকে ফিরিয়ে সে কামড়ে ধরতে চায় বরেনবাবুর ঠোঁট,.. কিন্তু ওঁর চিবুকে দাঁত বসিয়ে ফেলে।

-“অঘর্ঘ..” নিজে রতিসুখে আত্মহারা বরেনবাবু তা গ্রাহ্য করেন না। ওঁর কোলের উপর মন্থনের ধাক্কায় ধাক্কায় নেচে নেচে উঠছে তন্নিষ্ঠার হালকা শরীর..

যৌন উত্তেজনা তীব্র থাকায় এহেন রতিক্রিয়া দীর্ঘ্যব্যাপী হয়না, কিছুক্ষণের মধ্যেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কামক্ষরণ করতে থাকে তন্নিষ্ঠা,... তার পায় সাথে সাথেই বরেনবাবু ঝটিতি ওর যোনি থেকে লিঙ্গ বারবার করেন ঝলকে ঝলকে সাদা বীর্য ছুঁড়ে দেন ব্যালকনিতে।

-“আহহঃ...” তন্নিষ্ঠা এলিয়ে পরে বরেনবাবুর শরীরের উপর।

-“তোমার এটা প্রথম নয়, তাই না?” বরেনবাবু বিধ্বস্ত কণ্ঠে শুধান।

-“অবশ্যই না!..” তন্নিষ্ঠা খসখসে গলায় বলে।

বরেনবাবু ওকে চুমু খেতে যান, কিন্তু ও মুখ সরিয়ে নায় অন্যদিকে।

-“উম্ম্হ..” তন্নিষ্ঠার স্তন টেপেন তিনি। তন্নিষ্ঠা চুপ করে থাকে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী এখনো। হাতের বাঁধনে সে ক্ষীন টান দেয় একটু।

কিছুক্ষণ পর বরেন পাল তন্নিষ্ঠাকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে পরেন। পাজামার দড়ি বাঁধেন। তারপর তন্নিষ্ঠার প্যান্টি ও স্কার্ট ঠিক করে দেন। তারপর হলুদ ফেট্টিটা দিয়ে আবার আঁটো করে ওর মুখ বাঁধেন।

তন্নিষ্ঠা প্রতিবাদ করেনা। মুখ বাঁধা হয়ে গেলে সে তার বড় বড় আয়ত চোখদুটি নিয়ে তাকায় বরেনবাবুর দিকে।

-"কিছু বলবে?" তিনি হেসে ওঠেন।

তন্নিষ্ঠা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

-'উমমম" তিনি আদর করে ওর চিবুক নেরে দেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর প্রস্থান করেন।

তন্নিষ্ঠা শৃঙ্খলিত অবস্থায় দোলনার উপর অসহায়ভাবে শরীর মুচড়িয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

-"সমস্ত ফটোগুলো যোগার করেছো?"

-"জি, টাইম লাগবে,.."

-"সে তো অনেকদিন ধরেই শুনছি.."

-"স্যার, এগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা, যদি সত্যকারের পরিস্কার হাই ডেফিনিশন ডিটেলস চান, তাহলে আমাকে ইমেজ সফটওয়ার এগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে বেশ কয়েকদিন। কিন্তু আপনি যদি মিঃ তেওয়ারীকে পাঠাতে দেন... তাহলে.."

-"না!"

-'কিন্তু স্যার উনিও বিশ্বাসযো..."

-"তোমার কি রেইস দরকার?"

-"মানে স্যার,..."

-"ঠিক আছে যাও। খবরদার এই কথা যেন অন্যত্র না হয়। হলে কি হয় তোমার আগের জনকে দিয়েই প্রমান আছে। কাজ করো।"

-"ইয়েস স্যার! আ..আই..."

-"Haha, Don't be alarmed, just do your job o.k ?"

-"I understand sir !Absolutely sir !"

বৈঠকখানায় সোফায় পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত বরেন পাল স্মিত হাসিমুখে বস্ক ভদ্রলোকটিকে ইশত অধোবদনে বেরিয়ে যেতে দেখেন। তারপর হাঁক পারেন "সন্ধ্যা!"

-"যাই!.." ভিতর থেকে একটি মোটা স্ত্রী-কণ্ঠ ভেসে আসে।

-"বেলা ৯-টা! কাজ কতদূর?"

-"হচ্ছে, শেষ হয়ে এসেছে!"

বরেনবাবু সোফা থেকে উঠে পরেন।

দোতলায় এসে তন্নিষ্ঠার ঘরে ঢোকেন তিনি। সকালের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। তন্নিষ্ঠা জানলার সামনে একটি সিলুয়েটের মতো বসে ছিল। বরেন পালকে ঢুকতে দেখে সে বিছানার ধারে ওঁর মুখোমুখি পা ঝুলিয়ে বসে। সামান্য চঞ্চল সন্ত্রস্ততা ওর অবয়বে।

বরেনবাবু দু-চোখ ভরে দেখেন তাঁর সামনে পরমা সুন্দরী মেয়েটিকে। ওর হাতদুটি পিছমোড়া করে হাতকড়া দিয়ে আটকানো, পা-দুটিও শক্ত করে বাঁধা সাদা ফিতে দিয়ে একসাথে। তবে আজ ওর মুখ বাঁধা নেই। সুন্দর অপরূপ লাবন্যমন্ডিত মুখটির দু-পাশে আজ ওর চুল খুলে রাখা আছে যা বিস্তৃত ওর কাঁধ অবধি। ওর পরনে এখন একটি হলুদ রঙের ব্লাউজ ও নীল রঙের মিনি-স্কার্ট। স্তনদুটি দুখানি কৌতূহলী টিলার মতো ব্লাউজ ঠেলে উঁচু-উঁচু হয়ে আছে, দুটি মোমের মতো ফর্সা মসৃন পা হাঁটু থেকে উন্মুক্ত, পরস্পর সংবদ্ধ। তন্নিষ্ঠার মুখে, ওর অপূর্ব সুন্দর টানা-টানা দুটি চোখে সকালের মিষ্টি আলো পরে মায়াবী লাগছে। স্বতঃস্ফুর্তভাবেই দু-একবার হাতের বাঁধনে টান দিচ্ছে সে। তার দৃষ্টি বরেন পালের দিকে নিবদ্ধ।

বরেনবাবু হেসে ওর সামনে একটি চেয়ার টেনে এনে একেবারে মুখোমুখি বসেন। তারপর কোনো কথা না বলেই দু-হাত তন্নিষ্ঠার বুকে তুলে দিয়ে ব্লাউজের উপর দিয়ে একেক হাতে ওর একেকটি স্ফীত স্তন ভরে রিক্সার হর্ন পাম্প করার মতো করে টিপতে শুরু করেন, নিয়মিত ছন্দে।

-"আঃ!" তন্নিষ্ঠা ঘাড় বেঁকিয়ে হাতের বাঁধনে মোচড় দিয়ে বিরক্তি ও লাঞ্ছনায় ঠোঁট কামড়ে বলে ওঠে "আপনার আর কোনো কাজ নেই?"

-"হাহা, নাঃ, সব কাজ সেরেই তো ফুলটুসিকে দেখতে আসা!" হেসে দরাজ কণ্ঠে বলেন বরেন পাল। তাঁর দুটি থাবা যন্ত্রের মতো টিপছে তন্নিষ্ঠার উদ্ধত দুটি স্তন।

-"উম্স্হ!" শৃঙ্খলিত অবস্থায় শরীরে মোচড় দিয়ে উঠে তন্নিষ্ঠা। কিন্তু এতে বরেন পালের দু-হাতে বন্দী তার স্তনদুটিতে টান লাগে। একমুখ বিরাগ নিয়ে সে ওঁর পানে চায়।

-"উম্ম, ব্রেকফাস্ট করেছো?"

-"আপনার কি মনে হয়!" সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত জবাব তন্নিষ্ঠার।

-“সন্ধ্যা কখনো তোমায় না খাইয়ে রাখবেনা! হাহা!” হেসে বরেন পাল দু-হাতে তন্নিষ্ঠার মখমল নরম স্তন আরও চটকিয়ে চটকিয়ে টেপেন, তাঁর দুহাত তন্নিষ্ঠার বুকের নরম মাংসপিন্ডদুটি নিয়ে নিবিড়ভাবে সংকুচিত হচ্ছে ওর ব্লাউজে গভীর ভাবে বসে গিয়ে গিয়ে, কাপড় টান দিয়ে।

-“আহ..” অস্ফুটে কঁকিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা এবং হাতের বাঁধনে আরো কিছু নিষ্ফল অসহায় টান...তারপর কতকটা নিজের এমন অবস্থা যেন মেনে নিয়েই সে মুখ তুলে বরেনবাবুর দিকে চেয়ে বলে “সত্যি করে বলুন না আপনি কি চান? বাবার কাছে? না মামার কাছে?”

-“হাহাহাঃ,” হেসে ওঠেন বরেনবাবু জোরে। তাঁর কণ্ঠস্বরে গমগম করে ওঠে ঘর। তারপর সামলে বলেন “তুমি বুদ্ধিমতি। একটা জিনিস ঠিকই ধরেছে, চাহিদা আমার অবশ্যই আছে।”

-“কি?”

-“উম, সেকথা তোমাকে বলে কি হবে! তুমি তো আমার বন্দিনী!”

-“আমায় আপনাকে বলতেই হবে!” উদ্ধতভাবে বলে ওঠে তন্নিষ্ঠা।

-“হাহা..” হাসেন বরেনবাবু গলা খুলে, “নইলে তুমি কি করবে সোনামনি ফুলকুমারী?” তিনি ডানহাতে অষ্টাদশীর স্তন মলতে মলতে বাঁহাত তুলে ওর চিবুক নেড়ে দেন।

-“আঃ!’ কঁকিয়ে উঠে বাঁধনে শক্ত টান দেয় তন্নিষ্ঠা... তার মনে হয় ইচ্ছা করেই তাকে রাগিয়ে দেবার জন্য এমন ভাবে তার স্তনপীড়ন করছেন বরেনবাবু। সে এবার মুখ তুলে কিঞ্চিত শান্ত স্বরে ওঁর দিকে চোখ তুলে বলে “আপনাকে তো বলতেই হবে, কতদিন আমাকে এভাবে বেঁধে রাখবেন?”

-“যতদিন আমার মন চায়!”

অপমানে তন্নিষ্ঠার কর্ণমূল উষ্ণ হয়, কিছু বলে না সে।

-“তুমি কোন কলেজে পড়তে আমার তনিকা?”

-“ওই নামে আমায় ডাকবেন না!”

-“কেন?”

-“ওটা আমার দিদির নাম!” বলেই তন্নিষ্ঠা ঠোঁট কামড়ায়..,

-“ও আচ্ছা, তাহলে তনি?”

-“না!”

-“মিষ্টি,.. তনি?” কথাদুটি বলার সময় বরেনবাবু তালে তালে ডানহাতে তন্নিষ্ঠার বামস্তনে তারপর বাঁহাতে ওর ডানস্তনে মোচড় দেন।

-“না বলছি তো!” তন্নিষ্ঠা শীতল দৃষ্টিতে তাকায় ঠোঁটে ঠোঁট টিপে।

-“তাহলে কি বলবো?” বরেনবাবু বাচ্চা ছেলের মতো আবদার করে বলেন খচ খচ করে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে তন্নিষ্ঠার স্তনজোড়া মলতে মলতে.. যেন অস্থির হয়ে পরেছেন।

-“কোনো নামে না! আপনার কাছে আমার কোনো নাম নেই!” ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে তাঁর মুখোমুখি অপরূপ সুন্দরী ললনা, মুখে বিরাগে চুঁইয়ে পড়া লাবন্য নিয়ে..

-“হাহা উম, ছাড় তো তোমার খালি রেগে থাকা!” বলে হেসে বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার স্তনজোড়া নিবিড়ভাবে মুচড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেদুটি ধরেই ওকে কাছে টানেন, নিজেও চিয়ার নিয়ে এগিয়ে ঘন হন...

-“আহঃ!” তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কঁকিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা, তার নিতম্ব বিছানার ধার শুধু ছুঁয়ে আছে এখন..

-“উম” এবার তন্নিষ্ঠার স্তন থেকে হাত নামিয়ে বরেন পাল তাঁর সাদা পাজামার দড়ি খুলে বার করে আনেন তাঁর শক্ত খয়রী পুরুষাঙ্গটি।

বন্দিনী তন্নিষ্ঠা দেহ-মুচড়িয়ে ওঠে বরেনবাবুর উন্মুক্ত লিঙ্গ দেখে, মুখ ফেরায় সে।

-“উমমমম” বরেনবাবু তাঁর খাড়া শক্ত দন্ডটি তন্নিষ্ঠার ফর্সা নগ্ন দুটি হাঁটুতে ঘষতে থাকেন, তারপর তা ওর মিনিস্কার্টের বাইরে অনেকটা প্রকাশিত দুই পরস্পর ঘনসংবদ্ধ, ফর্সা, সুঠাম উরুর মাঝে নিবির উষ্ণতায় ঢুকিয়ে দেন...

-“আঃ! কি হচ্ছেটা কি!” তন্নিষ্ঠা কাতরিয়ে ওঠে ঠোঁট কামড়ে... কিন্তু ওর দুটি পা শক্তভাবে বাঁধা থাকায় ও নানা প্রচেষ্টাতেও নিজের উরুর ফাঁক থেকে বরেন পালের দন্ডটি বার করতে বারে না।

-“উমমম” তন্নিষ্ঠার দুই উরুর মধ্যে উত্তপ্ততায় নিজের পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে রেখে এবার বরেনবাবু ওর নগ্ন উরুদুটির দু-ধারে দু-হাত রেখে সুরসুড়ি দিতে দিতে বলেন “এই, আমার দিকে তাকাও ফুলতুসী! জ্যেঠুর দিকে তাকাও!”

তন্নিষ্ঠা আবার নানা-ভাবে নিজের হাতের বাঁধনে টান দিছে, বরেনবাবুর সুরসুরিতে উরু নাড়িয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে ও, কিন্তু তা করলেই দুই উরুর ফাঁকে বন্দী ওঁর শক্ত, স্পন্দিত পুরুষাঙ্গটি দলে ফেলছে। ওঁর লোমশ দুটি অন্ডকোষ ওর হাঁটুতে লেপ্টে আছে। বরেনবাবু এবার দু-হাত ওর উরুর পাশ থেকে উঠিয়ে তাঁর দুই থাইয়ের মাঝে তন্নিষ্ঠার দুই ফর্সা উরু চেপে ধরেন, তারপর সেই দুই থাইয়ের মাধ্যমে চাপপ্রয়োগ করতে করতে ওর নগ্ন, উত্তপ্ত দুই উরুর মাঝে বন্দী নিজের লিঙ্গদন্ডটি ঘষে ঘষে মলতে মলতে বাঁহাতে ওর স্ফীত ডানস্তনের নরম মাংস মুঠো পাকিয়ে তুলে ডানহাতে ওর চিবুক তোলেন, বলেন:

“তোমার এবং তোমার ফ্যামিলি সম্পর্কে আমার অনেক তথ্য জানা আছে এটুকু এখনকার জন্য বলতে পারি রূপসী তন্বী!”

-“আহ..” দুই উরুর ফাঁকে বরেনবাবুর স্পন্দিত উত্তপ্ত দন্ডটির দলন অনুভব করতে করতে সম্পূর্ণ বেকায়দায় পড়া তন্নিষ্ঠা এবার চোখ তুলে চায় “কি!” তার গলায় জিজ্ঞাসার থেকেও আতঙ্ক বেশি..

-“উম্ম..” বরেনবাবু ওর দুই উরুর ফাঁকে লিঙ্গচালনা করতে করতে আবার দুই হাতে ব্লাউজসহ ওর বুকের নরম মাংসপিন্ডদদ্বয় দলাই মলাই করতে করতে বলেন:

“আমি জানি তোমার বাবা অসমর্থ, কোনো বাস্তব কাজ নেই, শুধু পূর্বপুরুষের জমিদারির জৌলুসে দিন কাটান!..”

-“একথা সবাই জানে!” উদ্ধতভাবে বলে ওঠে সুন্দরী তন্নিষ্ঠা চিবুক ঠেলে।

-“আঃ, পুরোটা শোনো,..” বরেনবাবু ওর দুই স্তনে জোরে মোচড় দেন , “তোমার বাবা অকর্মন্য সেকথা সবাই জানে... কিন্তু ওঁর গোপন গুনগুলি কি সবাই জানে?”

তন্নিষ্ঠা এবার রীতিমতো চমকে উঠে বরেনবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামায়, “কি বলতে চাইছেন আপনি?!”

-“হাহা, রূপসী, কি বলতে চাইছি তুমি ভালই জানো!” বরেনবাবু জোরে জোরে তন্নিষ্ঠার দুই ঘনসন্নিবদ্ধ ফর্সা উরুর মধ্যিখানে পুরুষাঙ্গ চালনা করছেন, ঘর্ষণে দলনে উত্তপ্ত করেছেন.. “এমনকি তোমার থেকে এক বছরের বড় প্রায় যমজ বোন-এর কথাও আমি জানি,.. তোমার বাবার তো দুটি সঙ্গিনী!,.. সমাজকে আঙ্গুল দেখিয়েই একই বসতবাড়িতে!”

-“দুটি সঙ্গিনী?!?” সন্ত্রস্ত, চমকে ওঠা গলায় জিজ্ঞাসে তন্নিষ্ঠা।

হাসেন বরেনবাবু। এক-চোখ টেপেন তন্নিষ্ঠাকে। তন্নিষ্ঠার সুন্দর মুখ গরম হয়ে লাল হয়ে ওঠে।

বরেনবাবু আরো হাসেন ওর অপদস্থতায়। তিনি এবার ওকে ছেরে উঠে দাঁড়ান দুলতে থাকা খাড়া লিঙ্গ নিয়ে,.. তারপর ওর একেবারে সামনে এসে ওর অপরূপ সুন্দর মুখের সামনে আনেন পুরুষাঙ্গটি। শক্ত ও দৃঢ়, দন্ডটির সারা গায়ে শিরা ফুলে আছে, মুণ্ডটি পরিস্কার, চকচকে। মাঝখানে কাটা ভাঁজ। তিনি তন্নিষ্ঠার চিবুক বাঁহাতে তুলে ওর ঠোঁটে এগিয়ে দেন দন্ডটি.. “নাও, চোষো।”

অদ্ভুতভাবেই, বরেনবাবুর এমন আদেশে কোনো প্রতিবাদ না করে তন্নিষ্ঠা মুখে পুরে নেয় ওঁর খাড়া পুরুষাঙ্গ। প্রায় অর্ধেকেরও বেশি দৈর্ঘ্য। তারপর সুষম গতিতে চুষতে থাকে।

-“আআহঃহঃ ...” আরামে কঁকিয়ে ওঠেন বরেন পাল ওর মুখবিবরের অত্যন্ত আরামদায়ক স্পর্শে। তাঁর লিঙ্গ-শোষনে তন্নিষ্ঠার এমন অপ্রাকৃত প্রতিবাদহীনতায়,.. বা যেন কিঞ্চিত আগ্রহেই, তিনি অবাক হলেও তা প্রকাশ না করে দিয়ে সদ্যব্যবহার করেন। ওর মুখে লিঙ্গ ঠেলে ঠেলে দিতে দিতে বলেন:

-“উমমমম, তোমার সম্বন্ধেও আমি অনেক কিছু জানি প্রিয়তমা!”

-‘অম্নঃ” তন্নিষ্ঠা চুষতে চুষতে এবার ওঁর ভিজে লিঙ্গ মুখ থেকে বার করে বলে “কিছুই জানেন না!”

-“তাই নাকি?” বরেন পাল তাঁর সিক্ত দন্ডটি আবার এক ঠেলায় ওর মুখের ভিতর অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন;

-“আঃ, আমি জানি রূপসী তুমি খুব নিষ্ঠুর। নিজের এমন অপূর্ব পাগল করে দেওয়া রূপ সম্বন্ধে তোমার টনটনে জ্ঞান আছে! এবং কার্যসিদ্ধির জন্য তুমি কোনোকিছুতেই পিছপা হওনা! এমনকি শুধুশুধু মজা করার জন্য তুমি কত ছেলের হৃদয় আগুন জ্বালিয়ে তাদের জীবন্ত দগ্ধ হতে দিয়ে হেলায় চলে গেছো!”

তন্নিষ্ঠা চোখ তুলে ওঁর পানে চায় সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা নিয়ে। তার গোল হয়ে থাকা লাল ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে বরেনবাবুর মোটা, বাদামি পুরুষাঙ্গ মসৃন গতিতে ঢুকছে ও বেরোচ্ছে।...

“সৌম্য, যতীন, সুরেশ, ধনঞ্জয়, অরুনাভ, ...” বলে চলেন বরেনবাবু,.. “এদের কারো কথা মনে আছে সুন্দরী? এদের প্রত্যেককে তোমার বিষমেশানো হুলে দগ্ধাতে হয়েছে!”

তন্নিষ্ঠা বরেনবাবুর পুরুষাঙ্গটি মুখ থেকে বার করে “আপনি কেন আমায় এসব কথা বলছেন?” ওঁর ভিজে লিঙ্গমস্তকের ঠিক সামনে এক মিলিমিটার ব্যাবধানে নড়ে ওঠে ওর লাল ঠোঁটদুটি।

-“কেন বলছি?” ওর চিবুক তুলে ধরেন বরেন পাল। ওর তীক্ষ্ণ নাকের সাথে ধাক্কা লেগে তাঁর পুরুষাঙ্গ দুলে ওঠে “তুমি সত্যি কাউকে কোনদিন ভালোবাসতে পেরেছো?”

উত্তরে তন্নিষ্ঠা তার গোলাপী জিভটি একটু বার করে লেহন করে সুনিপুনভাবে বরেনবাবুর লিঙ্গমস্তকটি। ব্যাঙ্গের ছাতার মতো মুণ্ডটির ধার বরাবর জিভ খেলিয়ে নিয়ে এসে ওঁর গোলাপী মুত্রছিদ্রটি চাটে, বড় বড় আয়ত্ চোখদুটি মেলে ওঁর পানে তাকিয়ে মুখে নিয়ে আলতো করে চোষে স্পঞ্জের মতো নরম মুণ্ডটি।

-“আঃ!” সুখানুভূতিতে পা কেঁপে ওঠে দন্ডায়মান বরেন পালের। তন্নিষ্ঠার ঠোঁটদুটো অত্যন্ত আকর্ষনীয়ভাবে তাঁর লিঙ্গমস্তকের চারপাশে চাপ খেয়ে ঠেলে ফুলে উঠেছে। অসম্ভব সুন্দর লাগছে ওকে,.. বরেনবাবু আর না পেরে এবার নিচু হয়ে ওকে জরিয়ে ধরে বিছানায় উঠে পড়েন, পাগলের মতো ওকে চুমু খেতে থাকেন, স্তনপীড়ন করতে থাকেন, নিতম্ব দলন করতে থাকেন...

-“আঃ.. উমঃ..” তন্নিষ্ঠা শৃঙ্খলিত শরীরে মোচড় দিতে থাকে.. “প্লিজ আমার বাঁধন খুলে দিন!”

-“না!” বরেনবাবু খসখসে গলায় বলে ওঠেন।

-“প্লিজ..” ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে তন্নিষ্ঠা..

ওর চোখে কিছু একটা পড়ে থমকে যান বরেন পাল। তারপর কোনরকমে পকেট থেকে চাবি বার করে ওর হাত খুলে দেন, তারপর ওর পায়ের বাঁধনের গিঁট খুলে ফেলেন... তারপরে একটুও সময় না দিয়ে ওকে জরিয়ে ধরে নিজের শরীরের নিচে ফেলে শুয়ে পড়েন.. ওর শরীরে শরীর ঘষতে ঘষতে একটানে খুলে ফেলেন ওর স্কার্ট, নামিয়ে দেন ওর প্যান্টি...

তন্নিষ্ঠা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে হ্যাচকা টান মেরে বরেনবাবুর পাজামা পুরো নামিয়ে দেয়, নিজের দুই উরু দিয়ে বেষ্টন করে ওঁর কোমর...

-"অঘহর্ঘ.." বরেনবাবু এক ধাক্কায় নিজের পুরুষাঙ্গ আমূল প্রবেশ করান তন্নিষ্ঠার যোনিতে, তন্নিষ্ঠা কঁকিয়ে উঠে সপাটে জরিয়ে ধরে ওঁর গলা তার দুই বাহুলতা দিয়ে ... আগ্রাসী ভাবে চুম্বন করে ওঁর ঠোঁটে, কামর বসায়...

-"উম্ম্ম্হ.." বরেনবাবুও পাল্টা কর্কশ চুমুতে চুমুতে ওর নরম মুখ ছিন্নভিন্ন করতে করতে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে মন্থন করতে থাকেন ওর শরীর। তন্নিষ্ঠা দেহ মুচড়ে-বেঁকিয়ে সবলে দুই উরুর দ্বারা ওঁর কোমর সাপটে ধরে ওঁর মন্থনের লয়ে মিশে যেতে থাকে।...

তন্নিষ্ঠার দৈহিক আগ্রাসনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে থাকেন বরেনবাবু। ওর আঁটো, সংক্ষিপ্ত যোনির সমস্ত পেশী যেন তাঁর প্রবিষ্ট দন্ডটি নিংড়ে নিংড়ে নিচ্ছে প্রতিবার... তাঁর মুখের নিচে ওর অপরূপ সুন্দর মুখটি ইশত রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে,... ওষ্ঠাধর সামান্য স্ফূরিত.... দুটি টানা টানা চোখ ঘোলাটে আকার ধারণ করেছে।.. তিনি আরও জোরে জোরে মন্থন করতে থাকেন দেহের নিচে অষ্টাদশীর নরম, জীবন্ত তনুটি... তাঁর দুই অন্ডকোষের ওর যোনির তলদেশে বারবার আছড়ে পরার থপ থপ শব্দে ও একইসাথে খাটের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে ঘর মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর গলার দু-পাশে তন্নিষ্ঠার নরম অথচ সবল দুই বাহুর চাপ আরও বাড়ে...

-"আঃ.. উম্ম.. অঃ.." তন্নিষ্ঠা গুমরিয়ে, কঁকিয়ে উঠছে বরেনবাবুর প্রতিটি ধাক্কায় ধাক্কায়। সে ওঁর চুল মুঠো করে ধরে ওঁর মুখটি নামিয়ে কর্কশ চুমু খায় ওঁর ঠোঁটের উপর, কামড় দেয় তলার ঠোঁটে নিজের সুন্দর, সাজানো দাঁত বসিয়ে...

-"হ্রম্ম..." বাঘের মতো গুমরিয়ে উঠে বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার নরম শরীরটি সপাটে জড়িয়ে ধরে এবার ওকে নিয়ে বিছানায় দুবার ওলটপালট খান,, তারপর নিজে চিত্ হয়ে ওকে উপরে রেখে তলা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মন্থন চালাতে থাকেন।

-"উম্মঃ.." তন্নিষ্ঠা এই নতুন দৈহিক স্বাধীনতা পেয়ে বরেনবাবুর বুকের উপর দুই-হাতের তালুতে ভর দিয়ে নিজের উর্ধাঙ্গ ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তোলে ওঁর শরীরের উপর। তারপর কোমর নাড়িয়ে নাড়িয়ে নিজের যোনিপ্রবিষ্ট ওঁর পুরুষাঙ্গ দলন করে করে রতিক্রিয়া চালাতে থাকে... তার চুলের একাংশ খুলে এসে পড়েছে তার মুখের উপর, তারপর শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ও দ্রুত।

-"আঃ.." দু-হাত বাড়িয়ে তন্নিষ্ঠার দুই উদ্ধত স্তন ব্লাউজসহ সবলে মুঠো পাকিয়ে তোলেন। সেদুটি পিষতে পিষতে বরেনবাবুর ইচ্ছা করে টপ ছিঁড়ে এমন মোহময়ী দুই স্তন বার করে আনতে... কিন্তু তিনি নিজেকে সংবরণ করেন...

তন্নিষ্ঠা আঁকড়ে ধরে বরেনবাবুর বুকের উপর... ঠোঁট কামড়ে ধরে সে শীৎকার করে উঠে দুটি আয়ত চোখ নিয়ে ওঁর পানে চেয়ে।

কিচ্ছুক্ষন এমন চলার পর বরেনবাবু আবার উল্টে নিজের শরীরের তলায় তন্নিষ্ঠাকে ফেলে দানবীয় শক্তিতে ওর নরম উত্তপ্ত অষ্টাদশী দেহটি বিছানায় ডলে ডলে মন্থন করতে থাকেন নিজের প্রকান্ড শরীর দিয়ে। ওর ঠোঁটদুটি মুখে নিয়ে চুষতে থাকেন, ওর সুডৌল চিবুকে কামড় দিতে থাকেন.. অন্তিম মুহূর্ত আগমনের জোয়ার তলা সুখ ঘনিয়ে আসছে তাঁর সারা দেহ জুরে...

তন্নিষ্ঠা কঁকিয়ে উঠে তার দুই হাত পাঠিয়ে দেয় ওঁর দুই নিতম্বের উপর... সবলে আঁকড়ে ধরে ওঁর নিতম্বের সংকোচন-প্রসারণরত মাংসপেশী... তার দুই ফর্সা উরু আবার বেষ্টন করে নেয় ওঁর কোমর নমনীয় স্বাচ্ছন্দে... তার শরীর কেঁপে উঠছে আসন্ন জোয়ারের অশনিসঙ্কেতে...

-"আহঃ.. ওহঃ.." বরেনবাবুর শরীর ঘুলিয়ে তাঁকে প্রায় অবশ করে দিয়ে চলে আসে অন্তিম সুখপ্রাবল্য... তিনি দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করেন....

তন্নিষ্ঠার দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে, তার দুই চোখ সটান খুলে উদ্ভাসিত হয় বরেনবাবুর সামনে....

-"অঘঘর্ঘ্গ...!" সমস্ত লিঙ্গ দিয়ে অনুভব করেন তিনি তন্নিষ্ঠার যোনির অন্তিম মোচড়.. এবং সবকিছু ভিজে ওঠা নিবিড় উত্তপ্ত আর্দ্রতায়... তিনি দেহের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করে নিজের মোচনবেগ প্রশমিত রাখেন...

কিছুক্ষণ পর, একটু শান্ত হলে তিনি আবার শুরু করেন মন্থন। তন্নিষ্ঠা ঠোঁট কামড়ে ওঠে,. তার ক্লান্ত যোনি-পেশী আবার যেন কোন জাদুস্পর্শে সচল হয়ে ওঠে,...

-"আঃ..হমমম.." বরেনবাবুর লিঙ্গ প্রায় অনায়াসে ঢুকতে বেরোতে থাকে তন্নিষ্ঠার এখন-রসসিক্ত, পিচ্ছিল যোনি-অলিন্দের অভ্যন্তরে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশঃ চাপ বাড়াতে থাকেন তিনি আবার...

-"অআঃ.." তন্নিষ্ঠা মাথা পেছনে ঠেলে শীৎকার করে ওঠে,... তার দশ-আঙুল আবার আঁকড়ে ধরে বরেনবাবুর নিতম্ব...

-"হমমমম.." গভীর শ্বাস ত্যাগ করে বরেন পাল নিয়মিত, ক্রমবর্ধমান লয়ে মন্থন করে চলেন তাঁর সুন্দরী, অষ্টাদশী বন্দিনীকে, ওর স্ফূরিত ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে চুমু খেতে খেতে..

-"ম্ম্হ্... উমমমম.." উত্তপ্ত স্বরে গুঙিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা তাঁর চুম্বনরত ঠোঁটের নিচে, তার যৌনজ্বরে আবার আসছে শরীরে কাঁপন,... দুই উরু দিয়ে সে সবলে চেপে বরেনবাবুর চলমান কোমর... ক্রসের ভঙ্গিতে তাঁর নিতম্বের উপর দুই সুঠাম ফর্সা পা মেলে।

-“হমম.. উম্ম..” প্রায় ছুঁড়ির ফলার মতো তীক্ষ্ণ এবং মাপা ধাক্কায় ধাক্কায় তন্নিষ্ঠার আঁটো যোনি-গহ্বরের গভীর অভ্যন্তরে নিজের পুরুষাঙ্গ বিঁধিয়ে দিতে দিতে ওর টানা টানা দুই আয়ত চোখের দিকে তাকান বরেনবাবু।

-“আহঃ!..” প্রবল যৌনসুখে শীৎকার করে তন্নিষ্ঠা নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলে... চোখ বুজে ফেলে সে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে, তার তনুটি আবার মুচড়ে উঠে কেঁপে ওঠে থরথর করে। নিজেকে বরেনবাবুর কাছে সমর্পিতা করে আবার কামক্ষরণ করে তন্নিষ্ঠা।...

-“হম্ম্ম্হ..” লিঙ্গের চারপাশ আবার আর্দ্র রসে ভিজে ওঠা অনুভব করেন বরেনবাবু। অনিবার্য সুনামির মতো ছাপিয়ে আসতে থাকা জোয়ার এবার কিছুতেই আর সামলাতে পারেন না বরেনবাবু। আরও কিছুক্ষণ মন্থন চালনোর পর তিনি ঝটিতি দন্ডটি তন্নিষ্ঠার যোনি থেকে টেনে বার করে উঠে আসেন ওর মুখের কাছে... ওর কমলার কোয়ার মতো দুটি ঠোঁটের উপর সিক্ত, ফোলা লিঙ্গমস্তকটি চেপে ধরে ডানহাতে কচলাতে থাকেন দন্ডটি।

-“উম্মঃ!!” তন্নিষ্ঠা গুঙিয়ে উঠে মুখ সরাতে চায় কিন্তু বাঁহাত দিয়ে ওর মাথা যথাস্থানে রাখেন বরেনবাবু।

তন্নিষ্ঠা শরীর মুচড়িয়ে ওঠে আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিস্ফোরণের প্রমাদ গুনতে গুনতে...

-“আঃ.. আঃ হহখ.” বরেনবাবুর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে...

তন্নিষ্ঠা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ওঁর লিঙ্গ মস্তকটি মুখে নিয়ে নেয়...

-“ইহহখ... আহর্ঘঘগ....” মুহূর্তের জন্য কচলানো বন্ধ হয় বরেনবাবুর... ছিটকে বেরোয় উত্তপ্ত লাভা...

-“অখখ..” তন্নিষ্ঠা গুঙিয়ে কেশে ওঠে একদলা থকথকে ঘন-উত্তপ্ত বীর্য তার মুখবিবরের উপরিভাগে আলজিভের কাছাকাছি প্রচন্ড গতিবেগে আঘাত করলে,...

-“আহঃ..” আবার হাত চলে বরেনবাবুর, আবার বিস্ফোরণ,... তাঁর দেহ উগরে দেয় ঘন উত্তপ্ত বীর্য.. তারপর আবার.. তারপর আবার...

তন্নিষ্ঠা বেসামাল হয়ে পড়ে মুখের ভিতর বরেন পালের বীর্যের প্রাবল্য নিয়ে... কেশে ওঠে সে মুখভর্তি তাঁর বীর্য এবং পুরুষাঙ্গের মাথাটি নিয়ে,... তার ফলে ওর দুই কষ দিয়ে দুটি সাদা বীর্যের স্রোত গড়িয়ে পড়ে, এবং দুই ইশত ফাঁক করা ঠোঁটের ফাঁকে সাদা বীর্যের স্তর উথলে ওঠে...

-“উমঃ..” শেষ বীর্যের দলাটি তন্নিষ্ঠার তীক্ষ্ণ নাকের উপর বিসর্জন করেন বরেনবাবু। সেখান থেকে তা গড়িয়ে এসে ওর আকর্ষনীয় ঠোঁটে পড়ে...

“খেয়ে ফেলো সব সুন্দরী.. ত্বক আরও মসৃন হবে!” হাসেন বরেনবাবু, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর গলা একটু কেঁপে যায়।

তন্নিষ্ঠা তার বড় বড় চোখদুটি মেলে ওঁর পানে চায়... উপায়ান্তর নেই। মুখ সামান্য বিকৃত করে সে শব্দ করে একমুখ ঘন উত্তপ্ত টাটকা বীর্য গলাধঃকরণ করে। তার কণ্ঠনালী উপরনীচ হয়...

-“উমমম..” বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার বাঁ কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়া বীর্যের স্রোত লিঙ্গমস্তক বুলিয়ে সংগ্রহ করে ওর ঠোঁটের ফাঁকে তা চাপেন।.. তন্নিষ্ঠা বিনা বাক্যব্যায়ে চুষে নেয় সেটুকু। তারপর তিনি একই ভাবে ওর ডান কষ থেকে বীর্য সংগ্রহ করে ওকে খাইয়ে ওর তীক্ষ্ণ নাকের উপর থেকে মোটা বীর্যের দলাটি লিঙ্গমস্তকে মাখন.. মসৃণ গতিতে ওর নাক বেয়ে ঠোঁটে নেমে আসে সেটি।

তন্নিষ্ঠা তার গোলাপী জিভ বার করে বরেনবাবুর গোলাপী লিঙ্গ মুণ্ডটি থেকে সাদা বীর্য চেটে নেয়..

“তোমার সুবিমলের কথা মনে আছে?” হঠাত প্রশ্ন করেন বরেনবাবু।

তন্নিষ্ঠা এতটা চমকে ওঠে যে ওর দেহটা কেঁপে ওঠে স্বতস্ফুর্তভাবে। আতঙ্ক ও কৌতূহলের দোলাচলে ভর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায় বরেন পালের দিকে।

বরেনবাবুর লিঙ্গটি নরমতর হয়ে এসেছিলো। তিনি সেটি তন্নিষ্ঠার মুখের উপর থেকে তবুও না সরিয়ে ওর ঠোঁট, গাল, চিবুক প্রভৃতি অংশে সেটি দিয়ে চাপর মেরে, ওর নরম ত্বকে ঘষাঘষি করে লঘু খেলা করতে করতে বলেন

“মনে থাকা উচিত রূপসী... খুব রিসেন্ট ঘটনা!”

-“সুবিমলের সাথে আমার ব্রেকাপ হয়ে গেছে দু-মাস হলো” তন্নিষ্ঠা অস্বস্তিতে মুখে সরিয়ে নেয়। একপাশে ঘাড় কাত করে।

-“হমমমম” বরেনবাবু এবার নেমে এসে তন্নিষ্ঠার নরম শরীরের উপর আরাম করে উপুড় হয়ে শোন দেহের ভার ছেড়ে।দুই কনুই ওর কাঁধের দুপাশে রেখে বিছানায় ভর দেন। ডানহাতে ওর মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন:

“ব্রেকাপ হয়েছিল না তুমি জোর করে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলে সুন্দরী?”

-“কি আসে যায় আপনার তাতে?” তন্নিষ্ঠা ওঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে গলায় ঝাঁঝ নিয়ে বলে ওঠে।

-“হাহা..” মৃদু হাসেন বরেনবাবু “শুনেছি তুমি ব্রেকাপ করার পর ও এক সপ্তাহ নাকি জল ছাড়া কিছু ছোঁয়নি আর নিজের ঘর থেকে বেরোয়ও নি?”

-“জানি। অমন ন্যাকামো অনেকেই করে..” তন্নিষ্ঠার গলার স্বর একটু চাপা এখন।

-“তাও শুনেছো? বাঃ বেশ। তা সুবিমলের মৃত্যুর খবরটা শুনেছো নিশ্চয়ই?”

তন্নিষ্ঠা চোখ নামায়। উপর নিচে মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। তারপর একই স্বরে বলে ওঠে “পুলিশ বলেছে বাইক a c c i d e n t . এর জন্যও কি আমায় দায়ী করতে চান? আর আপনার এত..”

-“তুমি শিওর বাইক a c c i d e n t ?”

তন্নিষ্ঠা বিহ্বল চোখে চায় “আমি অন্যরকম ভাবতেই বা যাবো কেন?”

-“হম..” বরেনবাবু ওর চিবুকে চুমু খান “সুন্দরী তোমার কি কোনো ধারণা আছে যখন ভালোবাসার নামে তুমি তোমার সৌন্দর্য্যের বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত করার পর একটা ব্যবহৃত চ্যুইং গামের মতো ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলে সুবিমলকে তখন কিভাবে তার দিন কেটেছিলো? কোন জ্বালায় এক তরতাজা যুবকের তার নিজের এখনো সুবিস্তৃত জীবনকে অর্থহীন মনে হয় এতটা যে সে খাওয়াদাওয়ার মতো প্রাথমিক কাজগুলোকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করে, দিনে দিনে তিলে তিলে নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত নিবিড় আত্মগ্লানিতে সে আত্মহত্যা করে?” গমগম করে বরেন পালের গলা ঘরের মধ্যে...

-“আত্মহত্যা????” তন্নিষ্ঠা নড়েচড়ে উঠে বরেনবাবুর দেহের নিচে “কি বলছেন তা কি আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আপনি কি করে জানলেন? টি... টি.ভি তে ..”

-“আমি কি করে জানলাম ?” বরেনবাবু এবার সরাসরি তন্নিষ্ঠার দিকে তাকান, তাঁর গলায় আর বিন্দুমাত্র কৌতুক নেই: “আমি কি করে জানলাম? তার কারণ হচ্ছে আমি সুবিমল পালের বাবা! বরেন্দ্রনাথ পাল! এবং আমাকে দিনের পর দিন ওর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া দেখতে হয়েছে..... আর..” বরেনবাবুর গলা হঠাৎই কেঁপে ওঠে “আর নিজের চোখে আমাকে আমার ছেলের মৃত্যু দেখতে হয়েছে! আমার এই দুটো বাহুর মধ্যে ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে!”

তন্নিষ্ঠার মুখটা নিমেষে সাদা হয়ে যায়। যেন ভূত দেখেছে সে। মুখটা ইশত হাঁ করে সে কিছু বলতে যায়, কিন্তু অস্ফুট গোঙানি ছাড়া কিছু বেরিয়ে আসে না। চোখদুটো বিস্ফারিত তার...

বেশ কয়েক মিনিট বাদে গলা দিয়ে শব্দ বের করতে পারে তন্নিষ্ঠা..

“আপনি... আপনি নিশ্চয় ঠা... ঠাট্টা করছেন.!..”

-“আমাকে দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে আমি ঠাট্টা করছি? মিথ্যা বলছি?” বরেন পালের মুখ পাথরের মতো শক্ত। দুটি চোখ আটকানো তন্নিষ্ঠার দুটি চোখে...

তন্নিষ্ঠা আবার স্বর হারিয়ে ফেলে...

“মনে হচ্ছে?” প্রায় গর্জিয়ে ওঠেন বরেন পাল।

তন্নিষ্ঠা কোনরকমে দু-দিকে মাথা মাথা নাড়ে... বরেনবাবু বুঝতে পারেন ওর নরম বুকে চেপে বসা তাঁর বুক দিয়ে ওর হৃৎপিন্ডের এলোপাথাড়ি দৌড়...

অনেকক্ষণ কেটে যায় এক পাথুরে নিঃস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে।

-"কি... কিন্তু টি.ভি তে ... কাগজে.. তবে.." ঘরের নিঃস্তব্ধতায় আঁচর কেটে ওঠে তন্নিষ্ঠার খসখসে, প্রাণহীন কণ্ঠ।

-"সুবিমলের আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলে সংবাদ ও অনান্য মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ জানেনা আসল খবর। তা দিনের আলো দেখার আগেই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ধামাচাপা দিয়ে আমার ছেলের মৃত্যুকে তুচ্ছ দুর্ঘটনার রূপ দিয়ে সবার কাছে পরিবেশন করা হয়েছে পুলিশ এবং ডাক্তারদের মোটা টাকার ঘুষ খাইয়ে!" প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন বরেনবাবু, তন্নিষ্ঠার চোখে সর্বক্ষণ চোখ রেখে।

তন্নিষ্ঠা চোখের পাতা ফেলতেও সাহস করে না।

"এই কাজ, এই জঘন্য, ইতর কাজ কে করেছে জানো?"

দু-দিকে মাথা নাড়ে তন্নিষ্ঠা।

"গ্যেস করো.. ইনি একজন প্রচন্ড ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি!"

তন্নিষ্ঠা চুপ করে থাকে।

-"ঠিক আছে, আর একটা হিন্টস দিছি! ইনি তোমার জন্মদাতা!" শেষের কথাগুলো জোরে জোরে বলেন বরেনবাবু।

-"বা.. বাবা?" তন্নিষ্ঠা বলার মাঝে ঢোক গেলে। তার মনে হয় একটি শক্ত মাটির ডেলা যেন তার গলা দিয়ে নামে...

-"হ্যাঁ, বা.. বাবা" বরেনবাবু ওকে নকল করে বলেন। "ইনি সবকিছু করেছেন তোমার মান রক্ষা করতে! পরিবারের মান রক্ষা করতে। সুবিমল একটি সুইসাইড নোট লিখেছিলো। তাতে ও তোমাদের ব্রেকাপকে দায়ী করে গেছিলো আত্মহত্যার জন্য। সেটি তিনি আমার সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে চিরতরে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তারপর এই নোংরা কাজটি করেছেন!"

-"কি কিন্তু, আপনার কাছে তো কোনো প্রমান নেই..."

-"হাহা.. হাসালে.." বরেনবাবু অনেকক্ষণ পর আবার হেসে ওঠেন, তারপর তন্নিষ্ঠার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলেন "তুমি বুদ্ধিমতি। এইটুকু বুঝতে পারছনা যদি আমার কাছে প্রমানই থাকতো প্রথম থেকে, তাহলে এত ঝামেলা করে তোমায় অপহরণ করতে হত?"

তন্নিষ্ঠা চোখ নামিয়ে নেয়।

“কিন্তু সমস্ত প্রমান, তোমার বাপির কাছে আছে। ইক্লিউডিং ওই চিঠি। এবং তা আমার হবে। এবং তুমি আর আমি মিলে তোমার বাপ্পিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তা সম্ভব করবো বুঝলে খুকুমণি?” তিনি তন্নিষ্ঠার ঠোঁটে, গালে ও চিবুকে চুমু খান তিনটে।

“কিন্তু যদি বাপ্পিকে রাজি করানো সম্ভব না হয়?” তন্নিষ্ঠা শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে।

-“আঃ.. এখনি এত খারাপ কথা ভাবছো কেন রূপসী?” তিনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বলেন “তুমি তো আছ আমার হাতের মুঠোয়..” তিনি তন্নিষ্ঠার চুল থেকে হাত নামিয়ে আলতো করে ওর নরম ফর্সা গলা টিপে ধরেন।

বুকটা ধক করে ওঠে তন্নিষ্ঠার...

“হাহা, ভয় নেই,.. আমার ছেলে তোমার প্রেম প্রত্যাখ্যানে আত্মহত্যা করেছে বলে আমি তোমায় মেরে ফেলতে চাই না...হাহা কোনো ক্ষতিও করবো না.... যা তোমার অলরেডি হয়নি” এক চোখ টেপেন বরেনবাবু “আমি অতো নৃশংস কিংবা পাষন্ড নই তোমার বাবার মতো!”

তন্নিষ্ঠা ভারী শ্বাস ছারে।

“আমার প্ল্যান আরও অনেক সুন্দর আর নিখুঁত।”

-“কি তা?”

“ক্রমশ প্রকাশ্য।” মুচকি হেসে বলেন বরেনবাবু “তবে এটুকু বলতে পারি সুবিমলের কি হয়েছিল তা বিশ্বের সকলে সঠিক জানবে, আর ওর কথা সবাই মনে রাখবে!”

তন্নিষ্ঠা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন কিছুতেই স্বাভাবিক হবার নয়। সে এবার বলে ওঠে-

“কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে বাবার এই কীর্তির কথা আমি আগে থেকেই জানিনা? আমিই সেই বুদ্ধি বাবাকে দিই নি?”

বরেনবাবু আবার মুচকি হাসেন “আমি জানতাম না রূপসী। কিন্তু আমি বলাতে তোমার প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝলাম। আর যাই হও... তুমি অতো বড় অভিনেত্রীও নও!”

তন্নিষ্ঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

“আর তোমার এই অতি সুন্দর অবয়বের তলায় নিষ্ঠুর হৃদয়টাকে কিছু সুনিপুণ শিক্ষা দেবার ভালো ভালো প্ল্যানও আমি করেছি.. উম্..” তন্নিষ্ঠার মুখটায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চুমু খেতে শুরু করেন বরেনবাবু। ওকে চুমু খেতে খেতে ওর নগ্ন উরুর উপর লেপ্টে থাকা তাঁর নগ্ন পুরুষাঙ্গ আবার অর্ধশক্ত হয়ে ওঠে... তিনি নিজের শরীর ওর উপর ঘষতে শুরু করেন।

“প্লিইজ এখন আর না...” তন্নিষ্ঠা মিনতি করে ওঠে। “আমার এখন.... ভালো লাগছেনা!”

তিনি চুম্বন থামিয়ে ওর সুন্দর মুখটির দিকে ভালো করে তাকান। ওর দুটি টানা টানা চোখ সায়রের মতো টলমল করছে। তিনি তাকিয়ে থাকা কালীনই একফোঁটা জল ওর বাঁ চোখ থেকে নির্গত হয়ে গড়িয়ে পড়ে...

তিনি তন্নিষ্ঠার উপর থেকে উঠে বিছানায় অন্য দিকে মুখ করে বসেন। ভারী, গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন

"তুমি নিচে যাও... নিজের ঘরে। সন্ধ্যাকে বলে দাও আমি ডাকছি।"

তন্নিষ্ঠা ধীরে উঠে বসে। নিজের স্কার্ট পরে। একবার বরেনবাবুর দিকে ফিরে তাকায়। জানলার আলোর সামনে তাঁর বসে থাকা আকারটি কালো সিল্যুয়েট-এর মতো লাগছে। সে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় ঘর থেকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রশিপুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে.....

সন্ধ্যা সাতটা। রশিপুরের জমিদারবাড়িতে বিরাজ করছে নিঃস্তব্ধতা।

রান্নাঘরে সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে তন্নিষ্ঠার দু-বছরের বড় বোন তনিকা। মুখের গরণ থেকে শুরু করে দেহসৌষ্ঠব প্রায় সবই তার মিলে যায় তন্নিষ্ঠার সাথে। শুধু তনিকার চুল একটু সামান্য ঢেউ খেলানো, যেখানে তন্নিষ্ঠার চুল সোজা সোজা। তনিকার পরনে এখন একটি সরু-ফিতার স্ট্র্যাপ-ওলা নাইটি। যাতে ওর সুডৌল স্তনদুটির গরণ অনেকটাই স্পষ্ট, স্তনসন্ধি উন্মুক্ত। নায়টিটি চাপা, তনিকার উঁচু-সুঠাম নিতম্বের সাথে সেঁটে রয়েছে, এবং ওর উরুর আগেই শেষ হয়ে গেছে তা। উরু থেকে বাকি দুটি ফর্সা-মসৃন নির্লোম পা তার সম্পুর্ন উলঙ্গ। চুল একটি বিনুনি দিয়ে বাঁধা তার।

জমিদার বিভুকান্ত প্রবেশ করেন কিচেনে। মেয়েকে কাজ করতে দেখে ওর পিছনে এগিয়ে আসেন তিনি। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁহাত ওর বামস্কন্ধে রেখে ভারী, তরল কণ্ঠে শুধান "তনিকা?"

-"বলো বাপি।" শান্ত নরম স্বরে বলে তনিকা কাজ করতে করতে।

বিভুকান্ত এবার ওর পিছনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে নিজের পাজামা-আবৃত শিশ্নদেশ চেপে ধরেন ওর উছলানো নিতম্বের উপর নাইটির উপর দিয়ে। নিজের শক্ত হয়ে ওঠা পুরুষাঙ্গ ওর নরম উত্তপ্ত নিতম্বের মাংসে দাবিয়ে রগড়াতে রগড়াতে পিছন থেকে থেকে ওর কাঁধের পাশ থেকে বিনুনি সরিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে শুধান "মন কেমন করছে তনির জন্য?"

-“সে তো করবেই বাপ্পী..” নরম স্বরে বলে তনিকা পিতার পেছনে মুখ ঘুরিয়ে পিতার পানে চেয়ে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সিঙ্কে বাসন গুলি ধুতে ধুতে বলে “সর্বক্ষণ..”

-“হম্ফ..” বিভুকান্তও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন “পুলিশ কে তো কত করে বললাম,.. কোনো লাভই হলো না! আর কি করতে পারি আমি, বলতো আমায়?” তিনি তনিকার সংক্ষিপ্ত কোমরের ভাঁজে বাঁহাত রাখেন, ওর উত্তপ্ত, নরম তুলতুলে নিতম্বের উপর নিবিড়ভাবে চাপ দিয়ে পুরুষাঙ্গ রগড়াতে রগড়াতে।

-“বাপ্পী, তুমি অতো চিন্তা করনা..” তনিকা নিজের ভিজে বামহাত দিয়ে কোমরে রাখা পিতার হাতে চাপ দেই তনিকা। পিতার নিবিড় চাপে তার উরুদুটি চেপে বসেছে শক্তভাবে সিংকের ধারে “পুলিশ একসময় নিশ্চই ওকে খুঁজে বার করবে!”

-“প্চক..” ছোট্ট একটি চুমু খান বিভুকান্ত মেয়ের নরম ফর্সা উন্মুক্ত কাঁধে। তারপর নিজের বাঁহাত ওর কোমর থেকে তুলে নাইটিতে সুডৌল আঁচড় কেটে ফুলে থাকা ওর স্তনদুটির উপর সোজাসুজি রেখে সেখানকার নরম মাংসে তালু দিয়ে চাপপ্রয়োগ করেন “তর মা তো খালি কাঁদছে!”

-“জানি। তনিকা মাথা নিচু করে বলে। তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এবার সে পিতার দিকে ফেরে নিজেকে ছাড়িয়ে, নরম ঠোঁটদুটো ওঁর গালে চেপে চুমু খায়, ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় “বাপ্পী আসো, মার কাছে যাই।”

-“আমি পারছি না ওকে কাঁদতে দেখতে!”

-‘উম্ম উম” তনিকা পিতার গালে, কপালে, চুমু খেয়ে আদর করে, “প্লিজ বাপ্পী!”

-“আচ্ছা ঠিকাছে!” তিনি রাজি হন অবশেষে।

রাত্রি ১১টা। বিভুকান্ত পোশাক ছেরে একটি সাদা পাঞ্জাবি ও হলুদ পাজামা পড়ে ফেলেন। তারপর চলে আসেন তনিকার ঘরে। পেছনে দরজাটি ভেজিয়ে দেন।

তনিকা বিছানায় শুয়ে বই পরছিল। তার পরনে রাতপোশাক। একটি হাল্কা বেগুনি রঙের ম্যাক্সি। চুল বিছিয়ে দেওয়া বালিশের পাশে। পিতাকে আসতে দেখে সে বই নামিয়ে রাখে।

বিছানায় উঠে দুহিতার পাশে এসে শুয়ে পড়েন বিভুবাবু একটি বালিশ টেনে। “আঃ..”

তনিকা পিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে অল্প হাসে। ঘরের নরম হলুদ আলোয় ওর অপরূপ মুখখানি মায়াবী লাগে।

-“উমমম..” বিভুবাবু মেয়ের দেহের একদম কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে ডানহাত বাড়িয়ে ওর মাথায় হাত বুলান-

-“কেমন আছিস মামণি? আমার ফুলতুসী?”

তনিকা তার সুন্দর করে সাজানো দন্তপংক্তি উন্মুক্ত করে মিষ্টি হাসে “ভালো!”

-“উম” তিনি ওর নরম পাপড়ির মতো ঠোঁটদুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চাপ দেন। মসৃন গালে হাত বুলিয়ে দেন

“তোর মা তো আমার উপর খাপ্পা মনে হলো..”

-“জানি!” মুখ টিপে হাসে তনিকা। তারপর পিতার নাক মুলে দিয়ে বলে “তুমি কিচ্ছুটি পারোনা! খালি মায়ের সাথে ঝগড়া করে ফেলো!”

-“হুহ..” ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বিভুকান্ত চেয়ে দেখেন তনিকাকে। বেহেস্তের হুরির মতো যেন সুন্দরী! মুখে টিপে ধরা প্রাণ মাতানো হাসি, চিত্ হয়ে শোয়ার ফলে ওর উদ্ধত স্তনদুটি পাতলা ম্যাক্সির কাপড় ভেদ করে যেন দুটি পর্বতশৃঙ্গের মতো খাড়া খাড়া হয়ে আছে। চুল এলিয়ে পরেছে ঘারের পাশে... সুডৌল কোমরের ভাঁজটি দেখা যাচ্ছে ও নিম্নাঙ্গ একটু ঘুরিয়ে শোবার ফলে। বিভুকান্ত ওর পাশে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে এবার ওর সুন্দর মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চুম্বন করতে থাকেন।

-“উম্ম..” অল্প শব্দ করে উঠে তনিকা। পিতাকে চুমু খেতে দেয়।

-“উম্মচ.. প্চম..” তনিকার চিবুকে, ঠোঁটে, ঠোঁট ও তীক্ষ্ন নাকটির মাঝে নরম অংশে চুমু খেতে খেতে বিভুকান্ত বলেন “উম্প..কাল সকালে ভাবছি ওসির কাছে যাবো আবার...প্চঃ ... প্চম্ম।”

-“উম্ম” পিতার চুম্বনরত ভারী ঠোঁট, মোটা গোঁফ - চওড়া নাকের তলায় তনিকার সুন্দর ঠোঁটদুটি নড়ে ওঠে “কখন যাবে গো?”

-“দুপুর বারোটা...” বলে বিভুকান্ত মেয়ের ঠোঁটদুটি মুখে নিয়ে একটু চোষেন “উমমমম.. কেন রে?”

-“এগারোটা করো না বাপ্পী!” বিভুকান্তর লালায় ভিজে ওঠা ঠোঁট নাড়িয়ে আবদার করে ওঠে তাঁর মেয়ে “তা’লে আমিও যেতে পারি!”

-“উম” তিনি ওর কপালে, নাকে তারপর সুডৌল চিবুকে চুমু খেয়ে সামান্য হেসে এবার ডানহাত দিয়ে ওকে বেষ্টন করেন “তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে নিয়ে থানায় যাওয়া ঠিক না!”

-“উম্ম” মিষ্টি হেসে তনিকা বলে “যত বাজে কথা!”

মৃদু হাসেন বিভুকান্ত। সুন্দর করে চুমু খান তনিকার ঠোঁটজোড়ায়। তারপর মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর মুখে এখন হঠাতই যেন দুশ্চিন্তার ছাপ।

-“কি হয়েছে বাপ্পী?” তনিকা তার নরম হাত বুলিয়ে দেয় ওঁর গালে কপালে।

-'হমম” শ্বাস ছেরে বিভুকান্ত এবার তনিকার নরম শরীরটির উপর কিছুটা উঠে এসে দুহাত ওর বুকের উপর এনে ম্যাক্সিতে টানটান স্ফীত একেকটি সুডৌল স্তন একেকটি থাবায় জাঁকিয়ে ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিপন্ন স্বরে বলেন “আমি বুঝতে পারছি না তনি, আমার সাধ্যমতো যা করার সব আমি করছি, তবে কি কথাও ভুল থেকে গেলো? আমি কি অপারগ?”

-“বাপ্পী!” তনিকা মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় “আমি জানি তুমি সবরকম চেষ্টা করছো!”

-“কিন্তু তনি, তোর মা তো সব দোষারোপ আমায়... আমি জানি ও যে কথাগুলো বলছে তার সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি,.. কিন্তু”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনিকা মুখ ফেরায় বিছানার বাঁদিকে, ফুলসাইজ আয়নায় নিজেকে দেখতে পায় সে। পিতা তার শরীরের উপরে,.. শক্ত দুহাতে তার উদ্ধত স্তনদুটি টিপছেন। তার দুটি স্তনে ওঁর থাবার প্রত্যেকটি মোচড়ের মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশ পাছে ওঁর আকুলতা,.. বিপন্ন মনের পীড়া! সে মুখ ফিরিয়ে পিতার কাঁচাপাকা চুলে বিলি কাটে,.. ওঁর পাঞ্জাবির হাতা ঠিক করে দেয়, পরম মমতায় ওঁর পানে চেয়ে বলে \

-“বাপি প্লিজ.. মাও জানে তুমি প্রানপনে লড়ছ!”

-“কিন্তু আমার তো তা..”

-“আমি জানি বাপ্পী,” তনিকা পিতার ঠোঁটে তর্জনী রেখে স্তব্ধ করে। তারপর ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

-“তনি আমি যে পারছি না ...” মেয়ের বুকের নরম গ্রন্থিদুটি জোরে জোরে মলতে মলতে মুখ নামিয়ে এবার তিনি ওর ঠোঁটে চিবুকে চুমু খেয়ে বলেন “আমার ভেতরটা সর্বক্ষণ ছটফট করছে,.. আমি কি কিছু ভুল করলাম! আমার আর কি করণীয় ছিল!”

-“বাপ্পী, প্লিইজ,... এত চিন্তা করো না, লক্ষ্মীটি!” তনিকা নরম, উদ্বেল গলায় বলে ওঠে “সব ঠিক হয়ে যাবে!”

-“উম্মচ ..পচ্ম্মম!” তনিকার বুক থেকে হাত সরিয়ে ধ্বসে পরেন যেন বিভুকান্ত ওর উপর ওর ঠোঁটে ও গালে নিবিড় চুম্বন করতে করতে। তিনি মুখ নামিয়ে ওর বুকের উপর নিবিড়ভাবে মুখ ঘষে ঘষে সেখানকার নরম-পুষ্ট মাংসপিন্ডদুটি পেষণ করে তোলপার করতে করতে বলেন “বলা সোজা মামনি.. তুই জানিস না আমাকে কি যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে..” তনিকার ম্যাক্সিতে মারাত্মক ভাবে ফুলে ওঠা দুটি স্তনকে ব্যাকুল,বেপরোয়া আবেগে চুমু খেতে খেতে তিনি এবার ওর বামস্তনের নরম মাংসে মুখ দাবিয়ে দিয়ে ডলেন “জানিস না কত রাত শুধু এপাশ ওপাশ করে কাটে,..” মুখ তুলে তারপর তিনি তনিকার ডানস্তন মুখ দিয়ে চেপ্টে দিয়ে সেটির নরম গদিতে

মুখ ঠেসে বলেন “জানিনা আর কত এমন রাত কাটবে!” তিনি দুহিতার দুখানি খাড়া খাড়া স্তন আবার চুমু খেয়ে মুখ ঘষে ভরিয়ে তুলতে থাকেন।

-“বাপ্পী, তন্নিষ্ঠা আমার বোন! কষ্টটা তোমার শুধু একার নয়!’ তনিকা ওঁর মাথায় সযত্নে হাত বোলায় “আমার, মার তোমার, সবার কষ্ট!”

-“কিন্তু তনি,,” বিভুকান্ত মুখ তুলে ওর গলায় চুমু খেয়ে, ডান থাবায় ওর কোমরে চাপ দিয়ে ওর শরীর বেয়ে তা উঠিয়ে স্তনদুটি পরপর মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে চটকে দেন “আমার কেন জানি ভয় হচ্ছে সব কিছু অনেক বেশি গোলমেলে!”

-“মানে?” তনিকা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় পিতার দিকে।

-“উম্ম” চপ চপ করে চার পাঁচটা চুমু খান বিভুকান্ত তনিকার ঠোঁটে, গালে, গলায়.. তারপর মুখ তুলে ওর অপরূপ সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে ওর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন “আমার মনে হয়, যে বা যারা তন্নিষ্ঠাকে নিয়ে গেছে তারা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে,,”

-“যেমন..?” তনিকা দেহ সামান্য মুচড়িয়ে ওঠে পিতার তলায়, ওর স্তনদুটি ম্যাক্সিতে টানটান হয়ে প্রকট হয়ে ওঠে , যাদের পরক্ষনেই বিভুকান্তর ডান-থাবার কঠিন চাপে নিষ্পেষিত হতে হয় পালা করে “কি জানে তারা?”

মেয়ের সরল প্রশ্নে বিভুকান্ত হেসে ওর দুই উদ্ধত টানটান স্তনের মাঝে হাতের তালু দিয়ে চাপ দেন, তারপর সেখানকার ম্যাক্সির কাপড় মুঠো পাকিয়ে তোলেন “উম্ম্হ, সব পরে বলবো, আপাতত আমি এখন এই পায়রাদুটো চটকাবো আর খাবো রূপসী! কোনো আপত্তি?” তিনি হেসে তনিকার চুলে ঘেরা মায়াবী মুখটির দিকে তাকান।

-“উম” মৃদু শব্দ করে তাঁর সুন্দরী কন্যা চোখ বুজে একপাশে ঘার বাঁকায়। ওর নরম সুন্দর চুলের একটি গোছা ওর পাশ ফেরানো গালে এসে পড়ে ঢেকে দেয় কিয়দংশ।

-“হালুউম্ম!” যেন এক ক্ষুধার্ত শাবকের মতই হামলে পড়েন বিভুকান্ত তনিকার স্ফীত বুকের উপর। প্রথমে দু-হাতে ম্যাক্সির উপর দিয়ে নরম, সুডৌল মাংসপিন্ডদুটি গ্রহণ করে প্রচন্ডভাবে চটকাচটকি করতে থাকেন সেদুটি নিয়ে। যেন তনিকার বুকের উপর তাঁর দুহাত সমস্ত কিছু নিষ্কাশন করে নিতে চায়... “উম্ম, আঃ.. কি নরম আর টাইট এইদুটো তোদের তনি,.. আঃ উম, কোনদিন তোর মায়ের বুক এভাবে টিপিনি,.. উম তন্নিষ্ঠার দুটোও মিস করি খুউউব! তোর আর তোর বোনের দুজোড়া নিয়ে একসাথে,.. উম, নরম আর ছটফটে!”

তনিকা কোনো উত্তর করে না। চুপচাপ সে পিতাকে নিজের মতো করে তার বুক উপভোগ করতে দেয়।

-“উমমমম” দুহিতার দুই কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ সরিয়ে এবার ওর স্তনদুটি উন্মুক্ত করেন বিভুকান্ত। ব্রা-হীন নগ্ন স্তনজোড়া যেন মুক্ত দুই বিহংগিনির মতো আন্দোলিত হয়ে নেচে ওঠে তনিকার

বুকের উপর। ফর্সা, সুগোল, উচ্চবৃন্ত, সুঠাম দুটি পয়োধরের ঠিক মাঝখানে বসানো বৃন্তদুটি লালচে খয়রী। বোঁটা-দুটি বাদামের মতো বসানো।

দু-হাতে পরম আশ্লেষে ধরেন তনিকার নগ্ন স্তনদুটি তার পিতা। বোঁটায় টান মেরে, তালু দিয় রগড়ে রগড়ে, খামচে খামচে টিপতে থাকেন সুবর্তুল গ্রন্থীদুটিকে, যেন সমস্ত রস নিষ্কাশন করে নিতে চান মাংসপিন্ডদুটি চটকে চটকে। নরম ফর্সা গ্রন্থীদুটি পেষণ করতে করতে দুহাতে টান মেরে ওর বুক থেকে উপরে নেবারও ভঙ্গি করতে থাকেন।

-“আঃ উম্ম” তনিকা ঠোঁট কামড়ে উঠতে থাকে, তবে পিতার বাধ্য মেয়ের মতই তার বক্ষসৌন্দর্য্য বিভুকান্তকে মনের ইচ্ছা অনুসারে উপভোগ করতে আপত্তি করে না।

-“অম্ম” দু-হাতের সাথে এবার বিভুকান্ত যোগ করেন তাঁর মুখ। মেয়ের দুই নগ্ন স্তন যাচ্ছেতাইভাবে নিষ্পেষণ করতে করতে এবার একেকটি স্তন নিজের সুবিধামতো করে মুঠো পাকিয়ে মুখে ধরে ঢুকিয়ে কামড়াতে থাকেন ও চুষতে থাকেন। এমনভাবে কিছুক্ষণ দুটি স্তনকেই হেনস্থা করে এবার ভালো করে স্তনভোজনের জন্য তিনি দু-হাত তনিকার পিঠের তলায় পাঠিয়ে ওকে নিবিড়ভাবে সাপটে ধরে নিজের দানবীয় ক্ষুধা নিয়ে হামলে পড়েন ওর ফর্সা সুগঠিত স্তনদুটির উপর। বড় বড় হাঁ করে একেকটি স্তন মুখে পুরে প্রচন্ডভাবে চুষতে থাকেন, চুষতে চুষতে টান মারতে থাকেন উপর দিকে মুখে ভরা অবস্থায় একেকটি স্তনে, এবং তাঁর এমন একেকটি টানে তনিকার ফর্সা একেকটি মাংসপিন্ড তাঁর মুখের তলায় সরু, লম্বা হয়ে আকারে বিকৃত হয়ে উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে সেই অবস্থায় তনিকার স্তন মুখে টেনে ধরে রেখে তার পিতা মুখে ঝাঁকানি দেন, যেন শিকার ধরেছেন।

তনিকা চোখ বুজে শুয়ে থাকে। নীরবে মেনে নেয় তার সুন্দর দুটি স্তন নিয়ে পিতার এহেন আবিষ্ট বর্বরতা। তবে এবারে একেবারে নিষ্ক্রিয় না থেকে সে পিতার মাথায়, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

প্রায় পনেরো মিনিট পর হঠাতই নিজের মাথার পাশে মোবাইলের কম্পন অনুভব করে চমকে ওঠে তনিকা। মনে পড়ে সবার আগে বিভুকান্ত ওখানে মোবাইলটা রেখেছিলেন। পিতার দিকে তাকায় সে। তার স্তন নিয়ে এখনো তিনি গভীরভাবে নিমজ্জিত। বাধ্য হয়ে সে হাত বাড়িয়ে সেটি কাছে আনে।...

-“বাপ্পী,”

-“ঔংমম”

-“বাপ্পী, তোমার ফোন!”

-“ঔম্ঘ্‌.. অম্ম্‌!”

-“প্লিজ ধর লক্ষ্মীটি!”

-“উম্ম,.. এত রাত্রে আবার কে ফোন করে!” তনিকার লালাসিক্ত দুটি স্তন থেকে অল্প মুখ তোলেন বিভুকান্ত।

-“মা”

-“উম্ম..” বিভুকান্ত মেয়ের হাত থেকে ফোনটি নেন। বোতাম টিপে ধরেন তা। তারপর ওর বুকের উপর কাত করে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। নিজের গাল ও মাথার তলায় ওর নগ্ন নরম স্তনদুটি চেপ্টে যেতে দেন। তারপর কথা বলতে থাকেন।

স্ত্রী-এর সাথে কথা বলতে বলতেই বিভুকান্ত নিজের গালের তলায় মেয়ের নগ্ন-নরম স্তনদুটি মলামলি করতে থাকেন তারপর মুখটি একটু তুলে সুগঠিত, উদ্ধত স্তনদুটি নিয়ে নাছোরবান্দা খুনসুটি করতে থাকেন... চেটে দিতে থাকেন, কামড়ে দিতে থাকেন ফোলা ফোলা ফলদুটিকে। ঠোঁটের, চিবুকের ধাক্কায় ধাক্কায় আন্দোলিত করতে থাকেন তাদেরকে, নরম মাংসে মুখ দাবিয়ে দিয়ে চটকাচটকি, ছানাছানি করতে থাকেন যখন তখন। মুখের নিচে দুহিতার দুটি ফর্সা, নরম, প্রগলভ স্তন নিয়ে ফোনের ওপারে পাল্লা দিছেন তাঁর স্ত্রী-এর অভিযোগাবলী ও বাক্যবৃষ্টির সাথে।

তনিকার বামস্তনের স্তনবৃন্তের ঠিক উপরে ছোট্ট একটি তিল আছে। সেই তিলটির উপর চুমু খেতে খেতে, সেটি চাটতে চাটতে বিভুকান্তবাবু স্ত্রী-কে বোঝাতে থাকেন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার কথা এবং পুলিশি হস্তক্ষেপের কথা। তারপর তাঁর স্ত্রী মতামত জানানো কালীন তিনি তনিকার স্তনদুটি পালা করে চুষে যেতে থাকেন চিন্তিত মুখে।

এমনভাবে স্ত্রীর সাথে কথা বলতে বলতেই কিছুক্ষণ পর তনিকার স্তনদুটিকে নিস্তার দিয়ে ওকে উপুর করেন। ম্যাক্সি তুলে দেন ওর নিতম্বের উপর। তনিকার নগ্ন সুঠাম নিতম্ব একরত্তি কোমর সহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কথা বলতে বলতে আটা পেষাই করার মতো তনিকার উল্টানো ফর্সা নিতম্বের উঁচু-উঁচুস্তম্ভদুটি কচলে কচলে চটকাতে চটকাতে সেদুটি ফাঁক করে করে ওর গোলাপী নরম যোনি ও পায়ুছিদ্রের উপর আঙ্গুল দিয়ে দলাদলি করতে থাকেন তিনি।

-“আঃ” অস্ফুটে কঁকিয়ে উঠে তনিকা নরম বালিশে চিবুক গুঁজে দেয়। নিম্নাঙ্গ উত্থিত করে অস্বস্তিতে পিতার অসত হাতের তলায়....

কিছুক্ষণ তনিকাকে এমন ভাবে চটকাচটকি করার পর বিভুকান্ত ওকে আবার চিত্ করে এবার আর দেরি না করে ওর উপর উঠে এসে পাজামা খুলে নিজের শক্ত ঠাটানো পুরুষাঙ্গ ওর নরম, আঁটো-উত্তপ্ত যোনির ভিতর চেপে ঢুকিয়ে ওকে মন্থন করতে করতে স্ত্রীয়ের সাথে কথা বলতে থাকেন ফোনে।

তনিকা বাধ্য মেয়ের মতো পিতার তলায় মন্থীতা হতে হতে বিছানায় দুহাত এলিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। তার দেহটি মন্থনের ধাক্কায় ধাক্কায় আন্দোলিত হতে থাকে। বুকের উপর নগ্ন, স্বাধীন স্তনজোড়া নেচে নেচে উঠতে থাকে।

কিছু পরে ফোন রেখে দিয়ে বিভুকান্ত এবার তনিকার দেহটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ওকে দলে পিষে মন্থন করতে থাকেন পরম আশ্লেষে। খাটে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে। আগ্রাসী ভাঙিয়ে ওর ঠোঁটে-মুখে চুম্বন করতে করতে।

তনিকা সম্পূর্ন সমর্পিতা। তার নরম যুবতী তনুটিকে পিতাকে নিজের সম্পত্তির মতই ব্যবহার করতে দিয়ে সে নিরব থাকে।... তার চোখ দিয়ে একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে,... তার মুখ অভিব্যক্তিহীন।

সঙ্গমশেষে দুহিতার অর্ধনগ্ন দেহটি জড়িয়ে ধরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন বিভুকান্ত। কিছুক্ষণ পরেই নিজের বাহুবন্ধনে অনুভব করেন ওর লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। তাঁর চোখে ঘুম আসতে এখনো অনেক দেরী।

তন্নিষ্ঠার কথা আবার মনে পড়ে তাঁর। ওর সাথে তাঁর সম্পর্কটি তনিকার মতো ছিল না। অনেকটাই অন্যরকম।

দু-মাস আগের এক দুপুরের ঘটনা তাঁর মনে পড়ে যায়.....

তন্নিষ্ঠা নিজের ঘরে টেবিলের সামনে একটি টুলে বসে অধ্যয়নে রত ছিল। নির্জন দুপুর, তনিকা কলেজে। বাড়িতে প্রাণী বলতে তিনি, তন্নিষ্ঠা ও নিচে পরিচারক।

তনিষ্ঠার পরনে ছিল একটি ফুলকাটা সাদা ব্লাউজ ও নীল রঙের মিনি-স্কার্ট। মোমের মতো দুটি মসৃন পা উরু থেকে উন্মুক্ত, একসাথে জড়ো করা। ব্লাউজটি আঁটো, এবং যথারীতি ওর বুকের উপর লোভনীয় ভঙ্গিতে উদ্ধত দুটি স্তন টানটান হয়ে ফুলে আছে সামনের দিকে। স্পষ্ট আদল বোঝা যাচ্ছে তাদের।

তন্নিষ্ঠার চুল আলগা একটি ঝুঁটিতে ছড়ানো ছিল নরম মসৃন ঘাড়ের উপর। পেছন থেকে কাঁধের উপর পিতার ভারী হাতের স্পর্শে সে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে :

-“আমি জানি তুমি এখন কেন এসেছে বাপ্পী!”

-“হুম, অনেক কিছু জেনেছে দেখছি আমার দুষ্টু!” ভারী গলায় বলেন বিভুকান্ত।

তন্নিষ্ঠা মুখে টেপা হাসি নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে এবার মুখ ফেরাতে গেলেই রাবারের খেলনার মতো একটি নগ্ন, শক্ত পুরুষদন্ডটির তার মুখের ধাক্কা লাগে। ওর গালের চাপে মোটা, খাড়া বাদামি রঙের পুরুষাঙ্গটি ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে...

-“বাপ্পী তুমি না আজকাল কি অসভ-অম্ম... ঔমমমঃ..” কথা বলা কালীনই মেয়ের অপরূপ সুন্দর ঠোঁটদুটির ফাঁক দিয়ে জোর করে নিজের শক্ত পুরুষাঙ্গটি অনেকটা ওর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দেন বিভুকান্ত হেসে –“জানি, আমি জানি রূপসী!”

-‘অম্হ..ওয়্ম্হ” একমুখ পিতার শক্ত, দৃপ্ত লিঙ্গ সামলাতে সামলাতে তন্নিষ্ঠা চোখ কটমট করে ওঁর দিকে তাকায়, তারপর ওঁর পুরুষাঙ্গ ঠাসা মুখেই অস্ফুটে হেসে উঠে টুলের উপর নিজের শরীরটা ওঁর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ডানহাত দিয়ে ওঁর কোমর জড়িয়ে ধরে।

-“আহ্হহঃ” আনুপূর্বিক আরামে কঁকিয়ে ওঠেন বিভুকান্ত মেয়ের মুখের ভেতরে লিঙ্গ ঠাসতে ঠাসতে। এইমাত্র তিনি নিমন্ত্রন বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর পরনে ব্লেজার-স্যুট, ট্রাউজার। ট্রাউজারটির বোতাম খুলে চেন নামানো, এবং পুরুষাঙ্গটি উন্মুক্ত যা এখন তন্নিষ্ঠার মুখে ঢোকানো।

-“ঔম্হ” পিতার পুরুষাঙ্গ মুখে ভরা অবস্থায় চোখের পাতা ঝাপটিয়ে বাপের আদুরে মেয়ের মতো তন্নিষ্ঠা ওঁর দিকে তাকায়। দু-চোখ ভরে সেই দৃশ্যটি উপভোগ করেন বিভুকান্ত। ওর চিবুকের কাছে দোদুল দুল দুলছে তাঁর দুটি ঝুলন্ত লোমশ অন্ডকোষ। দেখেন কিভাবে ওর দুটি লাল ঠোঁট তাঁর বাদামি দন্ডটির গোড়ার কাছে পরিধি বরাবর গোল হয়ে আছে। আদুরে শব্দ করে তিনি ওর উষ্ণ-আর্দ্র মুখের ভিতর নিজের পুরুষাঙ্গ চাপ দিয়ে আরও ঢোকাতে চান।

-“উম্ম্ম..” তন্নিষ্ঠা পিতার এই প্রচেষ্টায় গুমরে উঠে মুখ ঠেলে ওঁর পুরুষাঙ্গ মুখে ভরা অবস্থায়,.. যার ফলে ওর বাঁ-গাল পিতার দন্ডের চাপে ঠেলে ফুলে ওঠে তাঁর লিঙ্গমস্তকের আদল নিয়ে।

-‘উম্ম” কোমর ঠেলে ঠেলে সুন্দরী মেয়ের মুখের ভিতর ঠাসতে থাকেন নিজের পুরুষাঙ্গ বিভুকান্ত, আদর করে ওর ঘাড়ে এসে পরা চুল নিয়ে খেলতে খেলতে।

-“উমমমম” মুখের ভিতর পিতার লিঙ্গ-সঞ্চালনের গতি সামলাতে সামলাতে অত্যন্ত আদুরে মেয়ের মতো তন্নিষ্ঠা এবার হেসে ওঁর বাম-থাই বাহুতে জড়িয়ে ধরে বুক ঠেলে দেয়.. পিতার হাঁটু চেপে বসে ওর নরম বুকের উপর, উঠলে উঠে নরম স্তন ব্লাউজের গলার উপর দুধে আলতা চামড়ায় সুডৌল আঁচড় কেটে।

-“উমমমম” মেয়ের আদুরেপনায় আনন্দে হেসে ওঠেন বিভুকান্ত। ওর ঘাড়টি ডান-কব্জিতে আলগা করে বের দিয়ে সুষম গতিতে ওর মুখের মধ্যে পুরুষাঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকেন। তাঁর অন্ডকোষদুটি দোল খেয়ে খেয়ে ধাক্কা মারতে থাকে ওর চিবুকে।

-“অম্ম্ম” পিতার পুরুষাঙ্গ মুখে নরম আদুরে শব্দ করে ওঠে তন্নিষ্ঠা, যা ওঁর লিঙ্গের মাধ্যমে সারা শরীরে অনুরননিত হয়। নিজের আকর্ষনীয় দুটি চোখ মেলে সে মোহময়ী ভঙ্গিতে প্রলুব্ধ করতে থাকে পিতার সমস্ত হৃদয়-বহ্নি। পিতাকে বুঝতে দে না কিভাবে তার ডানহাত অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে তাঁর ট্রাউজারের হিপ-পকেটের দিকে...

টুলে বসা তন্নিষ্ঠার মুখে লিঙ্গচালনা করতে করতে সুখে জর্জরিত দশা তার পিতার। তার উপর ওর ওই লাস্যময়ী চাউনি তাঁকে একেবারে পাগল করে দিচ্ছে! ওর মুখের গভীরে লিঙ্গ ঢোকানোর সময় সুন্দর ভাবে তাঁর দন্ডটিকে শোষণ করছে, তপ্ত জিভ বুলিয়ে আদর করছে লিঙ্গমস্তক ও সর্বত্র... আর ওর ছোট্ট চিবুকের তাঁর দুই অন্ডকোষের সাথে সুমধুর সংঘাত তাঁর মন জুড়িয়ে

দিছে যেন! ওর সমস্ত মুখবিবরটি যেন অসম্ভব পাগল করা সুখের এক সোনার খনি! যত তিনি খুঁড়ছেন, ততই সুখ।

এদিকে তন্নিষ্ঠার হাত সর্পিল গতিতে পিতার হিপ-পকেটে এসে পৌঁছায়, তারপর মসৃন গতিতে বার করে আনে তাঁর মানিব্যাগ... ঠিক তখনি শক্ত হাতে কেউ তার হাতটি ধরে ফেলে।

-"দুষ্টু মেয়ে!"

-"মমঃ" ধরা পড়ে গিয়ে তন্নিষ্ঠা আদুরে ভাবে পিতার পুরুষাঙ্গ মুখে ঠাসা অবস্থায় আরও গাল ফুলিয়ে ওঠে, ওর দু-চোখে দুষ্টুমির ঝলক।

-"এই বয়সেই বাপির থেকে চুরি করা শিকেছো উম্ম?" বিভুকান্ত ছদ্ম রাগ দেখিয়ে মেয়ের গাল টিপে দেন ওপর হাতে।

-"অম" মুখের ভিতর পিতার যৌনাঙ্গটি বাধ্য মেয়ের মতো সুন্দর করে চুষতে চুষতে তন্নিষ্ঠা ওঁকে আনুপূর্বিক আরাম দেবার চেষ্টা করে, ওর হাতটি পিতার হাত ছাড়িয়ে ওঁর মানিব্যাগ-সহ ওর কোলে নেমে আসে। সেখানে দু-হাঁটুর ফাঁকে চেপে ধরে সে তা।

-"এইই দুষ্টু, বাপির মানিব্যাগ ফেরত দাও!"

-"উন্ম্ম্ম্ম্ম!" ওঁর লিঙ্গভরা মুখ ঠেলে আবদার করে দু-দিকে মাথা নেড়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা, যার ফলে ওর মুখের বাইরে বিভুকান্তের লিঙ্গাংশ ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে।

-"দাও!"

-'উম্ম" তাঁর মেয়ে এবার বাধ্য মেয়ের মতো তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেয় মানিব্যাগটি। তারপর তাঁর সিক্ত, উত্তেজনায় বেঁকে থাকা শক্ত দন্ডটি মুখ থেকে বার করে দুটি অন্ডকোষে মুখ গুঁজে দিয়ে বলে "সরি বাপ্পী!"

-"উম" মেয়ের চিবুক তুলে পুরুষাঙ্গটি আবার ওর মুখে ঢোকাতে ঢোকাতে বিভুকান্ত বলেন "আর এমন করো না কিন্তু!"

-"অম.. কম্হনো না!" পিতার লিঙ্গমস্তকটি ললিপপের মতো চুষতে চুষতে তন্নিষ্ঠা আদুরে ভাবে বলে মুখ হাঁ করে ওর মুখের আরো ভিতরে তাঁকে দন্ডটি ঢোকাতে দেয়।

কিছুক্ষণ পরেই তন্নিষ্ঠার মুখের উপর দলায় দলায় কামক্ষরণ করেন বিভুকান্ত এবং লিঙ্গ দিয়ে সেই সমস্ত বীর্য ওর সারা মুখে লেপে লেপে মাখান।

-"উম্ম" তন্নিষ্ঠা বাধ্য মেয়ের মতো তার মুখ নিয়ে পিতাকে শিল্পচর্চা করতে দেয়।

-'উম" বীর্য মাখানো শেষ হলে বিভুকান্ত মেয়ের চিবুক ধরে টুলে বলেন "এইভাবে তুমি এখন পড়াশোনা করো! কেমন?"

-“অসভ্য!” পিতার সাদা বীর্যে চিত্রবিচিত্র মুখ নিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে ওঠে তন্নিষ্ঠা। তার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পরছে মোটা সাদা শুক্ররস। সে টুলে আবার ঘুরে বসে বই কাছে টেনে নেয়।

-“উম দুষ্টু!” হেসে মেয়ের ঝুঁটি নেরে দিয়ে প্যান্টের জিপার আটকে চলে যান বিভুকান্ত।

****

-“উমমম..” স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বিভুকান্ত অনুভব করেন তনিকার দুই নরম উরুর ফাঁকে তাঁর পুরুষাঙ্গটি আবার লৌহকঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি এবার কি মনে করে সন্তর্পনে মেয়েকে বাহুবন্ধনমুক্ত করে চিত্ করে শুইয়ে দেন। তারপর ওর উপর উঠে এসে ওর দুই কাঁধের দুপাশে হাঁটুতে ভর দিয়ে নিজেকে অবস্থিত করেন। তারপর শক্ত খাড়া দন্ডটি ওর ঘুমন্ত ঠোঁটদুটি ফাঁক করে ওর আর্দ্র উত্তপ্ত মুখের ভিতর অনেকটা ঢুকিয়ে দেন। সুখে কেঁপে ওঠেন তিনি।

-“উন্হু” ঘুমের ঘরে তনিকা মৃদু গুমরিয়ে ওঠে..

-“ঘঘরর” সুখে বুরবুর করে উঠে বিভুকান্ত মেয়ের মুখের মধ্যে লিঙ্গ সঞ্চালন শুরু করেন ধীরে ধীরে। ক্রমশ তাঁর গতি বাড়তে থাকে..

-“ঔম্ম!” কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে চমকে ওঠে তনিকা। পিতার লোমশ থাইয়ে হাতের ঠেলা দিয়ে ওঁকে সরাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না...

-“আঃ.. তনি, তুই ঠিক তোর বোনের মতো,.... আঃ... ঠিক তোর বোনের মতো...” সুখে ঘরঘর করে ওঠেন বিভুকান্ত দুহিতার মুখ-মন্থন করতে করতে।

-“অগ্গ্ক্ক,..” ফোঁস করে শ্বাস ফেলে তনিকা মুখভর্তি পিতার যৌনাঙ্গ নিয়ে... নিজেকে ভীষণ বেকায়দায় লাগলেও সে নিজের অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

-“আহহাঃ...আহছা..আহঃ!” কিছুক্ষণ পরেই তনিকার মুখের মধ্যে হরহর করে বীর্যস্খলন করতে লাগেন বিভুকান্ত দুহাতে বিছানার চাদর মুঠো করে ধরে। জোরে জোরে কোমর ঠেলছেন তিনি।

-“অগ্গ্গ্গ..ওহ্ক্ক..” মুখের মধ্যে পিতার লিঙ্গের আস্ফালনে কঁকিয়ে ওঠে ওঁর লিঙ্গমুখে তনিকা,.. গলা আটকে যাবার ভয়ে সে পিতার পুরুষাঙ্গের গোড়ার কাছে বাঁহাতে মুঠো করে ধরে.. কোঁত কোঁত করে গিলে নিতে থাকে পিতার সমস্ত বীর্য নির্গত হবার সাথে সাথে।

-“আহহঃ” সমস্ত খসিয়ে দেবার পর তনিকার উপর থেকে নেমে চিত্ হয়ে শুয়ে পরে লম্বা শ্বাস ফেলেন বিভুকান্ত।

-“অমঃ..” তনিকা বীর্যপ্লাবিত মুখ নিয়ে হাঁপায়, চোখ বুজে ফেলে সে। মুখের ভিতর জমে থাকা বীর্য নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করে...

বিভুকান্তের চোখে এবার ঝর্নার মতো ঘুম নেমে আসে।

****
******

তনিকা প্রায় আধঘন্টা একইভাবে শুয়ে থাকে পিতার পাশে বিছানায়। যখন সে নিশ্চিত হয় পিতার নাসিকাগর্জনের শব্দ পর্যাবৃত্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন সে সন্তর্পনে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কোমরের উপর গুটিয়ে থাকা ম্যাক্সিটি ছেড়ে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। পেছনে আস্তে করে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে ব্যালকনি দিয়ে হাঁটে রাতের আঁধারে। লঘু পা ফেলে নগ্নিকা তনিকা যে ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে তার বাবা-মা'র ঘর। ভেজানো দরজা খুলে সে ঢুকে আসে খালি ঘরের মধ্যে। খোলা জানালা দিয়ে অর্ধস্ফুটিত জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঘরটিকে মায়াবী আলো-আঁধারীর রহস্যময়তা দান করেছে।

তনিকা এসে ফুলসাইজ আয়নার সামনে রাখা টুলটির উপর এসে বসে। অনুভব করে নগ্ন নিতম্বের চামড়ায় প্লাস্টিকের ঠান্ডা স্পর্শ। আয়নায় আলো-অন্ধকারে লুকোচুরিতে সে নিজের নগ্ন শরীরের প্রতিফলন দেখতে পায়। তার মোমের মতো মসৃণ শরীরের একপাশ জানলা দিয়ে এসে পড়া জ্যোৎস্নায় আভান্বিত হয়ে উঠেছে। তার কাঁধের উপর ইশত কোঁকড়ানো চুলে লেপ্টে গেছে আলো। মসৃণ কাঁধের উপর দিয়ে ডোল খেয়ে পিছলে গিয়ে তা সুডৌল নগ্ন স্তনে উথলে উঠেছে আবার বৃন্তের মাঝে বোঁটার তীক্ষ্ণ উত্থানে ধাক্কা খেয়ে। তারপর আবার সাদা বিষন্ন আলো তনিকার অপরূপ সুন্দর সংক্ষিপ্ত কোমরের নিখুঁত ভাঁজে ঢেউ খেলে উঠেছে ওর মসৃণ থাইয়ের কিছুটা অংশ প্রতিফলিত করে।

তনিকা নিজের রূপকথার পরীর মতো সুন্দর মুখাবয়বের একাংশ দেখতে পাচ্ছে আয়নায়। দেখতে পাচ্ছে একটি খোলা চোখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে আয়না থেকে...

আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উলঙ্গ তনিকা আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে...তার অস্ফুটে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দে মুখর হয় ঘর। ধীরে ধীরে তনিকার দুটি হাত উঠে আসে। একটি হাতে ও নিজের স্তনদুটি ঢাকে ওপর হাতে নিজের যোনিদেশ। মুখটা নেমে আসে তার, চিবুক ঠেকে বুকের উপর। অচিরেই তার দেহটি ফুলে ফুলে উঠতে থাকে কান্নার দমকে। তনিকার রোদনরত ভাঙ্গা অসহায় গলার করুন অথচ চাপা শব্দে ভরে ওঠে চারটি দেয়াল।

কতক্ষণ এমনভাবে কাঁদছিলো তনিকা সে জানেনা... যেন এক যুগ পর নিজের অশ্রুলিপ্ত মুখ আয়নায় আবার তুলতে সে চমকে ওঠে।

আয়নায় তার প্রতিবিম্বের বাঁ-পাশে একটি আটপৌরে শাড়ি পরা মধ্যবয়স্কা নারীর ঝাপসা প্রতিচ্ছবি!

দ্রুত সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সে নিজের বাঁ-পাশে।

জানলা দিয়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো, ঠিকরে যাচ্ছে মেঝেয়। কেউ নেই সেখানে।

তনিকার বুকের ভিতরে হাপড়ের মতো ধকধক করছে হৃতপিন্ড... সে লম্বা শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে চায় আয়নায়.... তার প্রতিবিম্বের পাশে ঝাপসা স্ত্রী-অবয়বটি এখনো একইভাবে দন্ডায়মান।

"আপনি আবার এসেছেন? কেন? কে আপনি?" সে ফিসফিসিয়ে বলে।

-"আমি তোমারই... কল্পনা!" তনিকার মাথার ভিতর যেন একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

তনিকা চোখ টিপে বন্ধ করে। আবার খোলে। মূর্তিটি এখনো সস্থানে।

"তুমি কেন এভাবে কাঁদো তনিকা?" তার মাথার ভিতরে কণ্ঠস্বর বলে ওঠে।

-"আমার ছোটবোন অপহৃতা।" মুখ নামিয়ে মৃদু, খসখসে গলায় বলে তনিকা।

-"সত্যিই কি সেই কারণে তুমি এখন কাঁদছিলে?"

তনিকা কিছু বলে না। মুখ নামিয়ে রাখে।

"নিজের দেহ ঠেকে হাতদুটো সরাও তনিকা দেখো নিজেকে।"

-"না!" ঠোঁট কামড়ে ওঠে তনিকা। আবার তার বাঁ-চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। চোখ টিপে বুজে ফেলে সে।

-"হাত সরাও তনিকা। চোখ খোলো। দেখো নিজেকে!"

তনিকা ধীরে ধীরে চোখ খোলে। নিজের স্তনযুগল আর যোনি ঢেকে রাখা দুটি হাত সরায়। আবার মৃদু একপেশে জ্যোৎস্নায় সুস্নাত হয় তার নগ্ন বৈভব।

"কি মনে হচ্ছে তোমার? কেমন লাগছে নিজের শরীর?"

-"নোংরা! ভীষণ নোংরা! এঁটো! ছিবড়ে!..." কান্নার দমকে কঁকিয়ে ও গুমরিয়ে ওঠে তনিকা আবার..

বেশ কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধতা। শুধু চাপা কান্নার শব্দ।

তারপর আবার কণ্ঠস্বর বলে ওঠে "তোমাকে কে এমন করেছে তনিকা?"

তনিকা কিছু উত্তর দেয় না। তার কান্নার দমক থেমে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে সে। কিছুক্ষণ পর সে বলে ওঠে-

"আমি আর অভিনয় করতে চাই না! জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চাই!"

-“কাকে? নিজেকে? না তাকে?”

তনিকা চুপ করে থাকে। তার চোখের জল শুকিয়ে এসেছে। তারপর হঠাত সে উঠে পড়ে। হনহন করে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসে রান্নাঘরে। সিঙ্কের তলা থেকে একটি বাক্স টেনে বের করে তা খুলে বের করে আনে সযত্নে লুক্কায়িত মাঝারি আকৃতির একটি ছোঁড়া।

শক্ত হাতে ছোঁড়াটি উত্থিত ডানহাতে ধরে সে হেঁটে আসে নিজের ঘরের দরজায়।

একহাতে তুলে ধরা ছোঁড়া নিয়ে সে ওপর হাতে আলতো ঠেলা দিয়ে খোলে দরজাটি।

ঘরে এখনো জ্বলছে নরম হলুদ আলো। বিভুকান্ত শুয়ে আছেন এলোমেলো হয়ে। অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর মুখ ইশত হাঁ করে। কপালের উপর কোঁকড়ানো কাঁচাপাকা চুল এসে পড়েছে।

দরজাতেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকে তনিকা। অনেকক্ষণ.... তার টিপে ধরা ঠোঁটদুটি কাঁপতে শুরু করে... চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে আসতে থাকে তার ফর্সা দুই গন্ডদেশ বেয়ে... ধীরে ধীরে তার ছুরিকাসহ উত্থিত ডানহাত নেমে আসে দেহের পাশে। অসহায়ভাবে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে সে আবার। কাঁদতে কাঁদতেই সে দরজাটা আবার ভেজিয়ে ধ্বসে পড়ে দরজার পাশে ব্যালকনির ঠান্ডা মেঝের উপর, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে... তার ক্রন্দন যেনো আর থামবারই নয়...

কিছুক্ষণ পর তনিকা বাঁ-হাঁটু ভাঁজ করে নিজের বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের তলায় ছুঁড়িটির ধারালো অংশও বসিয়ে একটু চাপ দেয়। একফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে... সে দ্রুত তা মুছে নেয় হাত দিয়ে। তার ক্ষতস্থানের তলায় আরও চারটি একইরকম শুকনো কাটা দাগ ফর্সা বুড়ো আঙ্গুলটির তলায়। প্রত্যেকটি ক্ষত বহন করে চলেছে তার ঠিক আজকের মতোই আরো বিগত চারদিনের কষ্টে ভরা এবং ব্যর্থ নৈশ-অভিযানের কথকথা।

তনিকা হাত বুলায় তার নতুন ক্ষতস্থানটির উপর, তার নব বিফলতার স্মারকের উপর। তারপর সে ধীরে উঠে পড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ছোঁড়াটি একইভাবে লুকিয়ে রেখে আবার ফিরে আসে নিজের ঘরে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় তনিকা। বিছানায় উঠে পড়ে পিতার পাশে শুয়ে পড়ে আগের মতো। নগ্নদেহে। চোখ বোজে সে।

কিছুক্ষণ পরেই বিভুকান্তের একটি ভারী হাত এসে পড়ে তার উদরের উপর।

চোখ সটান খুলে যায় তনিকার।

“মমমমহহ... জেগে আছিস সোনামণি?” ঘুমজড়ানো, ঘরঘরে গলায় বলে ওঠেন তিনি।

-“হ্যাঁ বাপ্পি,... কিছুতেই ঘুম আসছে না..” তনিকা নরম গলায় বলে ওঠে।

-“উমমমম...” বিভুকান্ত আদূরে শব্দ করে মেয়ের নগ্ন, উত্তপ্ত, নরম ফুলেল শরীরটা ঘনভাবে জড়িয়ে ধরে নিজের সাথে চেপে ধরেন “আদর কর না মনা... উমমম.. প্লিইজ..”

-“করছি বাপ্পি, তুমি ঘুমিয়ে পড়” তনিকা পিতার নাকে, গালে, কপালে ছোট ছোট চুমু দিতে দিতে বলে ওঠে। ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

-“হমমমমমহঃ..” গভীরভাবে গুমরে উঠে ফোঁস করে ঘুমজড়ানো নিঃশ্বাস ফেলেন বিভুকান্ত।

বসার ঘরে সোফায় তন্নিষ্ঠাকে কোলে আড়াআড়িভাবে তুলে বরেন পাল আরাম করে বসে ছিলেন। তাঁর পরনে জমকালো লাল পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামা। তন্নিষ্ঠার পরনে একটি হলুদ রঙের সালোয়ার-কামিজ। কামিজটি পাতলা, আঁটো। ওর তনুর সাথে লিপ্ত। কামিজটির উপর কালো ফুটকি দিয়ে কারুকাজ করা। তন্নিষ্ঠার হাতদুটি একটি সোনালী রঙের হাতকড়া দিয়ে দেহের পেছনে বাঁধা। মাথার চুল উপরে তুলে সুন্দর করে বাঁধা। তন্নিস্থাকে কোলে জরিয়ে ওর শরীর নিয়ে নানা খেলা করতে করতে বরেনবাবু টি.ভি তে খবর শুনছেন। আপাতত ওর বুকের ওড়নার তলায় তাঁর ডানহাত সচল।

তন্নিষ্ঠা টি.ভির দিক থেকে মুখ সরিয়ে রেখেছিল। তার একঘেঁয়ে লাগছিলো। খবরে যেন কেমন মদির হয়ে যান বরেনবাবু। তন্নিষ্ঠার একইভাবে ওঁর কোলে ওঁর বাহুবন্ধনে এমন বসে বসে থাকতে বিরক্ত লাগে। সে এবার জোর করে নিজেকে বরেনবাবুর কোল থেকে ছাড়িয়ে উঠে পরে সদর্পে টি.ভির সামনে হেঁটে আসে, তারপর টি.ভির দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে (তাঁর দিকে মুখ করে) শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতদুটি দিয়ে টি.ভিটি নিপুন দক্ষতায় সুইচ অফ করে দেয়। তারপর হেঁটে এসে আবার আগের মতো করে ওঁর কোলে উঠে বসে।

বরেনবাবু তাঁর বন্দিনীর ঔদ্ধত্যে একইসাথে বিস্মিত ও নন্দিত হন। ওর কাঁধে বাঁহাতের বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে ডানহাত তোলেন ওর বুকের উপর। ওর দিকে তাকিয়ে বলেন-

-“কি হলো এটা সুন্দরী?”

-“ভালো হয়েছে যা হয়েছে..” বাঁধনে মোচড় দিয়ে বলে তন্নিষ্ঠা।

-“হুমমম” বুক থেকে ওড়না সরিয়ে বরেন পাল দেখেন হলুদ কালো ফুটকি দেওয়া কামিজে টানটান ফুলে থাকা তন্নিষ্ঠার সুডৌল, অহংকারী স্তনজোড়া। যেন তাঁকে প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান জানাচ্ছে! তিনি এবার সেদুটি একটি একটি করে পরপর কামিজের উপর দিয়েই থাবা মেরে চটকে চটকে টিপতে শুরু করেন, কামিজের হলুদ কাপড়ের উপর দিয়ে নরম, সজীব মাংসে তাঁর তালু ডুবে যায়, .. আরামে তালু দাবিয়ে রগড়ান তিনি নরম মাংস, পাঁচ আঙ্গুল ও তালুর মাঝে কচলিয়ে কচলিয়ে মাখেন তন্নিষ্ঠার উদ্ধত ও সুগঠিত একেকটি স্তন পালা করে করে। প্রতিটি স্তনে যথেষ্ট সময় আরোপ করে করে –“রূপসীর দেখছি খুব সাহস বেড়েছে!”

-“উম্মঃ...” তন্নিষ্ঠার অপমানিত লাগে নিজেকে, প্রধানতঃ বুকের উপর নিজের আকর্ষনীয়, উদ্ধত দুটি স্তনের উপর বরেনবাবুর কদর্য থাবার হেতু, এমনভাবে আয়েশ করে তার স্তনদুটি চটকাচ্ছেন তিনি যেন কচলে কচলে শরবত বানাবেন! সে প্রতিবাদে বাঁধনে দৃঢ় টান দিয়ে শরীরে মোচড়

দিয়ে ওঠে, কিন্তু দুটি হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় কামিজে টানটান উঁচিয়ে থাকা নিজের স্তনের উপর বরেনবাবুর হাতে সে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনা। ঠোঁট কামড়ে ওঠে সে..

-"হমমমম.." কোলে বসা বন্দিনী সুন্দরীর কামিজে উদ্ধতভাবে ফুলে থাকা নরম ফুলেল স্তনে পাঁচ আঙুল বসিয়ে শক্তভাবে মুঠো পাকাতে পাকাতে বরেন পাল ওর প্রতিবাদটুকু উপভোগ করেন। তারপর শায়েস্তা করার ভঙ্গিতে হাতের থাবায় আরও জোরে একেকটি স্তন পেষণ করে টান দেন...

-"আহঃ!.." কঁকিয়ে উঠে তন্নিষ্ঠা বুক উঁচিয়ে তুলতে বাধ্য হয় বরেনবাবুর টানে...

-"হমমম" তিনি এবার পাকানো মুষ্টি আলগা করে তন্নিষ্ঠার নরম উদ্ধত বামস্তন তালু দিয়ে পিষ্ট করেন, তারপর তালুতে চাপ দিয়ে উপরে ঠেলে তোলেন। তন্নিষ্ঠার হলুদ কামিজের গলার উপর দুধে আলতা চামড়ায় সুডৌল ভাঁজ ফেলে উথলে ওঠে আকারে বিকৃত হয়ে বিপর্যস্ত স্তনটি। সেই অবস্থায় তিনি এবার তাঁর আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে তন্নিষ্ঠার প্রথমে চিবুক, তারপর ঠোঁট ছোঁন...

তন্নিষ্ঠা চোখের পাতা ঝাপটিয়ে তাকায় ওঁর পানে, ঠোঁটদুটি ইশত ফাঁক করে চাপ দেয় ওঁর আঙুলগুলোয়..

-"উম্ম" তিনি চিমটি কাটেন তন্নিষ্ঠার ঠোঁটে তালু দিয়ে ওর স্তন ডলতে ডলতে।

-"আঃ.." তন্নিষ্ঠা কামড়াতে যায় বরেনবাবুর আঙ্গুল, কিন্তু পারে না। তার আগেই ওর ঠোঁটদুটো একসাথে টিপে ধরেন বরেনবাবু বন্ধ করে।

-"উপ্ফ..." ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে তন্নিষ্ঠা হাতের বাঁধনে মোচড় দিয়ে।

-"উমমম" বরেনবাবু ওর ঠোঁট ছেড়ে আবার পূর্ণ মনোযোগ ওর স্তনদুটিতে ফেরান। একেকটি উদ্ধত মাংসপিন্ড কামিজসহ পাকড়ে ধরে ধরে আয়েশ করে মলতে থাকেন।

-"উম্ম্ফ.." তন্নিষ্ঠ শ্বাস টেনে ওঁর দিকে তাকায় তারপর ঠোঁটদুটো চুমু খাবার মতো করে ফোলায়...

-"উম্ম" তন্নিষ্ঠার কবুতরি নরম বুকে তালু দাবিয়ে আবার আঙুল প্রসারিত করে ওর ঠোঁট ছোঁন বরেনবাবু।

-"প্চুঃ" তন্নিষ্ঠা শব্দ করে চুমু খায়।

-"হমম" তন্নিষ্ঠার উঁচু উঁচু হয়ে ফুলে থাকা উদ্ধত স্তনদুটি বেয়ে হাত নামিয়ে এবার ওর সংক্ষিপ্ত কোমরের ভাঁজে হাত রেখে চাপ দেন বরেনবাবু,.. মুখ এগিয়ে নিয়ে আসেন তন্নিষ্ঠার মুখের উপর।

-"ম্ম্চ্ছ." তন্নিষ্ঠা ওঁর ঠোঁটে চুমু খায় নিবিড়ভাবে, তারপর ওঁর তলার ঠোঁটটি আলতো করে কামড়ে ধরে...

--“অমঃ..” তন্নিষ্ঠার কোমর থেকে হাত নামিয়ে ওর নিতম্বের ফুলে ওঠা স্তম্ভদুটি পালা করে টিপতে টিপতে বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার উপরের ঠোঁটটি মুখে নিয়ে চোষেন..

-“উম্মঃ” উত্তপ্ত শ্বাস ছারে তন্নিষ্ঠা..

বরেনবাবু কোলে বসা সুন্দরী তরুণীর ঠোঁটদুটি এবার লজেন্সের মতো চুষে চুষে খেতে শুরু করেন নিবিড়ভাবে ওকে সাপটে জড়িয়ে ধরে ওর দেহের সুগন্ধি উষ্ণতায় মজে যেতে যেতে। হাত দিয়ে ওর চুলের বাঁধন ঘেঁটে এলোমেলো করে দেন..

-“উম্স্ফ..” তন্নিষ্ঠা ওঁর নিবিড় বাহুবন্ধনে পিছমোড়া বাঁধা হাতে মোচড় দিয়ে কাতরে ওঠে...

-“উম্স্ফ..” তন্নিষ্ঠার ঠোঁটদুটি অনেকক্ষণ চোষার পরে তিনি মুখ থেকে সেদুটি বার করে ওর পানে চান,.. ওর দুই অধরোষ্ঠ সহ নাকের তলায় ও চিবুকের কিছু অংশও এঁট করে ফেলেছেন তিনি, লালায় ভিজে চকচক করছে তন্নিষ্ঠার মুখ। ও জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে তাকাচ্ছে বরেনবাবুর দিকে..স্পর্ধিত স্তনদুটি প্রকট হয়ে ফুলে উঠছে হলুদ কামিজ ভেদ করে..

-“আমার হাতের বাঁধন খুলে দিন না..” ঠান্ডা গলায় বলে ওঠে তন্নিষ্ঠা।

-“না। কেন?” বরেনবাবু হাত উঠিয় ওর চিবুকে ছোঁয়ান, সেখান থেকে সর্পিল মসৃনতায় নামিয়ে ওর বুকের উপর রাখেন।

-“আমার ইচ্ছা, তাই!” তন্নিষ্ঠার গলায় আঁচ।

-“না।” দৃঢ় গলায় বলেন বরেনবাবু। তন্নিষ্ঠার রাগের আঁচে উত্তপ্ত, ক্ষুরধার সৌন্দর্যের অহংকারে উদ্দীপ্ত মুখ তাঁকে মুগ্ধ করে। হাতের নিচে ওর সমান অহংকারী স্তনজোড়া পর পর চাপ দিয়ে ডলেন তিনি, তারপর হাত নামিয়ে ওর কামিজের উপর দিয়ে ওর নাভিতে জোরে তর্জনী চেপে ধরেন।

-“আঃ!” কঁকিয়ে উঠে তন্নিষ্ঠা ঘাড়ে চিবুক গোঁজে... তারপর জোর করে ওঁর হাথ ছাড়িয়ে ওঁর কোল থেকে নেমে পরে। দৃপ্ত ছন্দে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

মুচকি হেসে বরেনবাবু উঠে এসে ওর পেছনে এসে ওর নিতম্বের উপর শৃঙ্খলিত হাতদুটির হাতকড়া ধরে টান দিয়ে ওকে থামান, তারপর হাতকড়ার মাধ্যমেই ওকে ঘুরিয়ে মুখোমুখি করেন-

“কোথায় যাওয়া হচ্ছে সুন্দরী?”

তন্নিষ্ঠা উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকায় ওঁর পানে মুখ তুলে।

-“হাহা” তিনি ওর হাতকড়ায় টান দিয়ে মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে চপ করে একটি ভোগবাদী চুমু খান।

-“উম্ফ!” তন্নিষ্ঠা কামড়ে ধরে ওঁর ঠোঁট, তারপর নিজেই একটি চুমু খায় ওঁর তলার ঠোঁটে..

-“হমম” তিনি মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বলেন-

“সুন্দরী, এখন একটি কাজ করলেই আমি তোমার হাতের বাঁধন খুলতে পারি!”

-“কি?”

-“তোমায় আমাকে নাচ দেখাতে হবে!..”

মুখ নিচু করে তন্নিষ্ঠা।

-“কি রাজি?”

মাথা উপর নিচ করে তন্নিষ্ঠা, তারপর মুখ তুলে কিছু বলতে যেতেই বরেনবাবু তর্জনী দিয়ে ওর ঠোঁট বন্ধ করেন-

“উঁহুঃ.. তুমি বড্ড কথা বলো রুপসিনী!” তিনি মাথা নেড়ে ওকে ছেড়ে টেবিলের ড্রয়ার থকে একটি মোটা ব্ল্যাকটেপ বার করে নিয়ে এসে একটি বড় অংশ ছিঁড়ে ওর ঠোঁটদুটির উপর ভালো করে সেঁটে দেন -“উম, এখন চুপ।” তারপর ওর ওড়নাটি খুলে ওর নাকের তলা দিয়ে পেঁচিয়ে ওর মুখ বাঁধেন।-“তোমার কোনো কথায় আমি এখন উৎসাহিত নই!”

-“উম্ফঃ” তন্নিষ্ঠা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে হাতের বাঁধনে মোচড় দিয়ে..

-“হমমম” নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এবার বরেন পাল রিমোট টিপে টি.ভি চালিয়ে একটি গানের চ্যানেলে থামেন, তারপর তন্নিষ্ঠার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে এসে আবার সোফায় বসেন।..

তন্নিষ্ঠা সচল হয়, গানের সাথে মোহময়ী ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে সে এবার একটানে বরেন পালের আলুথালু করে দেওয়া নিজের চুলের বাঁধন খুলে ঘন মেঘমালার মতো কেশরাজি মেলে দেয় কাঁধের উপর...

-“উমমম..” বরেনবাবু নিজের আসনে হেলান দেন, দুই পা বিস্তৃত করে।

তন্নিষ্ঠা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কোমর ও নিতম্ব দুলিয়ে নাচতে শুরু করে,.. ওর সাবলীল ও একইসাথে নমনীয় উত্তেজক ভঙ্গিতে নিজের অপূর্ব দৈহিক সুষমাসমূহের হাতছানি অশান্ত করে তোলে বরেন পালের মনকে.. টনটন করছে তাঁর শক্ত পুরুষাঙ্গটি।

তিনি হাতছানি দিয়ে তন্নিষ্ঠাকে কাছে ডাকেন।

তন্নিষ্ঠা মদির ঘন দৃষ্টিতে তাকায়, ওর ঘন কেশরাজির থেকে কয়েকফালি চুল এসে ওর মুখের বাঁধনের উপর পরে অপূর্ব মোহময়ী লাগছে ওকে। ধীরে ধীরে ও এগিয়ে আসে...

বরেনবাবু নিজে এগিয়ে এসে এবার তন্নিষ্ঠার হালকা শরীর পাঁজাকোলা করে তুলে নেন..

-“ম্ম্ম্ফ..!” প্রতিবাদ করে ওঠে তন্নিষ্ঠা কিন্তু তা ওর মুখের বাঁধনের মধ্যেই আটকে যায়...

নিজের বিছানায় এনে ওকে চিত্ করে ফেলে তন্নিষ্ঠার উপরে ওঠেন বরেন পাল। একটি একটি করে ওর বস্ত্র উন্মোচন করতে থাকেন।

-“ম্ম্ম্ফ,.. উম্ম্ফ.” তন্নিষ্ঠা মুখবাঁধা অবস্থায় গুমরে উঠে উঠে ওঁকে বাধা দিতে থাকে, তবে দুর্বলভাবে। ওর অমন চাপা গোঙানি বরেনবাবুকে আরও উত্তেজিত করে তোলে।...

ক্রমশ কামিজ তন্নিষ্ঠার শরীর থেকে সরিয়ে ফেলেন বরেনবাবু। ছুঁড়ে ফেলে দেন ঘরের এককোনে ভোগবাদী ভঙ্গিতে..

-“উম্ফ..” তন্নিষ্ঠা কাতরে ওঠে ওঁর নিচে সালোয়ার ও সাদা ব্রা পরা অবস্থায়, অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাবে ব্রা-এর উপর উথলে উঠেছে তার ফর্সা সুডৌল দুটি স্তন।..

-“আহঃ.. রূপসী!” বরেন পাল উত্তেজিত ভাবে ওর হাঁটু, থাই প্রভৃতি তে পাজামার ভিতর দিয়ে নিজের শক্ত পুরুষাঙ্গ ঘষতে ও ডলতে ডলতে কাঁধে সাদা ব্রা-এর স্ট্র্যাপ-এ হাত রাখতেই তন্নিষ্ঠা গুমরে ওঠে-

“উম্ম্ফফম্ম!!..”

-“কি হয়েছে?” বরেন পাল ওর দিকে তাকান। ওড়না ও ব্ল্যাকটেপের সমন্বয়ে ওর মুখ শক্ত করে বাঁধা বলে কিছু বলতে পারছেনা ও, কিন্তু ওর ওই নিবিড় কালো দু-চোখে যে কত সহস্র ভাষা ফুটে উঠছে.. বরেন পাল মুগ্ধ হয়ে দেখেন তাঁর নিচে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েটিকে। অত্যন্ত আকর্ষনীয়ভাবে ওর ব্রায়ে অর্ধাবৃত স্তনযুগল ওঠানামা করছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে ওর বুকের উপর। হলুদ, অর্ধস্বচ্ছ ওড়না দিয়ে মুখ বাঁধা ওর, তার কাপড় ভেদ করে দেখা যাচ্ছে ওর ঠোঁটের উপরে সাঁটা কালো টেপটি। মুখের বাঁধনের উপর তীক্ষ্ন উদ্ধত নাকটি উঁচু হয়ে আছে.. মুখের চারপাশে খোলা চুল ছড়িয়ে আছে ওর..

-“উঁ-উম!” তন্নিষ্ঠা দু-দিকে মাথা নাড়ে।

-“উমমম.. হাহা..” আস্তে আস্তে ওর ফর্সা কাঁধ বেয়ে ব্রায়ের স্ট্র্যাপ নামাতে নামাতে বরেনবাবু হেসে বলেন “তা কিকরে হয় সুন্দরী? অমন সুন্দর খরগোশদুটো তুমি সবসময় লুকিয়ে রাখবে?!”

-“উম্ম! উমুম্ম্হ..!” মুখের বাঁধনে গুমরে উঠে তন্নিষ্ঠা হাত দিয়ে দুর্বলভাবে বাধাপ্রদান করে বরেনবাবুকে... কিন্তু তিনি তা শোনেন না,... শক্তি সহকারে তন্নিষ্ঠার ব্রা ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দেন ঘরের কোনায়! তন্নিষ্ঠার ফর্সা নগ্ন স্তনদুটি লাফিয়ে ওঠে...

-“ওহ...” তন্নিষ্ঠার নগ্ন ঠাটানো দুটি প্রগল্ভা স্তন দেখে মাথায় রক্ত উঠে যায় বরেন পালের... ফর্সা, শংখধবল দুটি পায়রার মতো ছটফটে, উদ্ধত স্তনের চুড়ায় পায়রার ঠোঁটের মতই দুটি লাল বৃন্ত ও বোঁটা বসানো... সুগঠিত দুটি শংখেরই মতো আকৃতি পয়োধরজোড়ার!.. নগ্ন স্তনদুটির

নড়াচড়া যেন পাগল করে দেয় বরেন বাবুকে, তিনি তন্নিষ্ঠার দুটি নগ্ন বাহু এবার দু-হাতে ধরে উপর-নিচে ঝাঁকান ওকে অল্প, সঙ্গে সঙ্গে স্তনদুটি আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

-"হাহাহা.." আমোদে হেসে ওঠেন বরেন পাল... "উন্মঃ!" তাঁর নিচে মুখবাঁধা তন্নিষ্ঠা ওঁর বুকে ঠেলা দিয়ে প্রতিবাদ করে..

-"উমমমম" তিনি মজায় হেসে এবার দৃঢ়ভাবে ঝাঁকাতে থাকেন তন্নিষ্ঠাকে, ফলে তাঁর মুখের নিচে অত্যন্ত লাফালাফি করতে থাকে ওর বুকের উপর ফর্সা মাংসপিন্ডদুটি,.. যেন ওর চিবুক ছুঁয়ে ফেলবে এমন প্রগলভতায়! এহেন হেনস্থায় তন্নিষ্ঠা মুখ সরিয়ে ফেলে, তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট উষ্মা!

-"হমম" বরেনবাবু এবার ওকে ঝাঁকানো থামিয়ে ডানহাত ওর বাহু থেকে এনে খামচে টিপে ধরেন ওর ফর্সা বামস্তনটি, তাঁর মুঠোয় যেন গলে যায় উষ্ণ নরম মাংস... দুবার মন্ডটি কচলে টিপে তিনি দু-আঙ্গুলে ওর স্তনের বোঁটাটি ধরে মোচড়ান..

-"স্হম্ম!.." তন্নিষ্ঠা প্রতিবাদ করে স্তন থেকে ওঁর হাত ওঠাতে গেলে বরেনবাবু হেসে নিবিড়ভাবে স্তনটি মুঠো পাকিয়ে ধরেন। তন্নিষ্ঠা গুঙিয়ে উঠে হাত নামিয়ে নিয়ে রাগত দৃষ্টিতে চায় ওঁর মুখের দিকে।

-"উমমম" হেসে এবার বরেন পাল অপর হাত তন্নিষ্ঠার বাহু থেকে সরিয়ে এনে দু-হাতে ওর দুটি নগ্ন স্তন বেশ ভালোভাবে জাঁকিয়ে ধরেন।

-"মমঃ.." তন্নিষ্ঠার অসহায় লাগে, চোখ নামিয়ে সে একবার দেখে কিভাবে তার সুন্দর আকর্ষনীয় ফর্সা স্তনদুটি বরেন পালের কদর্য কালো দুটি থাবা মুঠো পাকিয়ে তুলে তাদের আকারে বিকৃত করে ধরে রেখেছে... বিরাগে কর্ণমূল গরম হয়ে ওঠে তার চোখ সরিয়ে নেয় সে।

-"উমমম হাহাহা" বরেন পাল এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দুহাতে তন্নিষ্ঠার দুটি নগ্ন স্তনের নরম তুলতুলে মাংস একেবারে পিষ্ট করে ধরেন, যেন সেদুটি নিংড়ে নেবেন ওর বুক থেকে!...

-"উন্স্হুহুঃহহহহ!" যন্ত্রনায় মুখের বন্ধনে তীব্র ভাবে গুমরে উঠে তন্নিষ্ঠা পিঠ বেঁকিয়ে বুক ঠেলে ওঠে,... দু-হাতে শক্ত ভাবে চাদর খামছে ধরে সে।

-"হাহা.. উমমম.." বরেন পাল এবার তন্নিষ্ঠার নগ্ন স্তনদুটি নিয়ে মনের ইচ্ছামতো খেলা করতে থাকেন, দুহাতে সেদুটি চটকে চটকে এবং আরও চটকে তন্নিষ্ঠার বুকের উপর যেন ময়দা মাখতে থাকেন তিনি নরম মাংসপিন্ডদুটি নিয়ে। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দু-চোখ ভরে উপভোগ করে নিতে থাকেন সেদুটির স্বাভাবিক উদ্ধত আকার,.. তারপর আবার সেদুটি দু-থাবায় পাকড়ে ধরে টিপে, চটকে, কচলে নরম মাংস থাবায় মাখামাখি করে, দলাদলি করে একশা করতে থাকেন... তন্নিষ্ঠার বুকের উপর সেদুটি ফর্সা গ্রন্থি তিনি খচ খচ করে টিপতে টিপতে কখনো বা তালু দিয়ে রগড়ে রগড়ে দলন করতে থাকেন,... মাঝে মাঝে দুটি বোঁটার মাধ্যমে টানতে থাকেন সেদুটি,.. কখনো বা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বৃন্তদুটি ডুবিয়ে দিতে থাকেন স্তনের নরম শরীরে..

তন্নিষ্ঠা একপাশে মুখ ফিরিয়ে টিপে চোখ বন্ধ করে সহ্য করে যাচ্ছে বরেন পালের খানদানি স্তনপীড়ন। সে জানে বাধা দিয়ে লাভ নেই তাই দু-হাত দু-পাশে রেখে চাদর মুঠো করে ধরে আছে সে..মাঝে মাঝে স্তনজোড়ায় চাপ অত্যন্ত বেশি হলে সে গুমরে উঠে পিঠ বেঁকিয়ে তুলছে ওঁর কর্মরত দুহাতের নিচে ..

-"উম্মঃ.." প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তন্নিষ্ঠার নগ্ন স্তনজোড়া এমন মলামলি করতে করতে আর থাকতে না পেরে বরেন পাল এবার ক্ষুধার্ত মুখ নিয়ে হামলে পরেন ওর স্তনের উপর। মুখ দিয়ে উথালপাথাল করতে থাকেন সেদুটি ওর বুকের উপর... দুটি হাত ওর পিঠের নিচে পাঠিয়ে জড়িয়ে ধরেন।

-"ম্মহম্ম.." নরম স্তনের চামড়ায় বরেন পালের খরখরে গাল ও গোঁফের স্পর্শে গায়ে কাঁটা দিয়ে শিউরে ওঠে তন্নিষ্ঠা এবার,.. দুটি হাত চাদর থেকে খুলে সে ওঁর পিঠ খামচে ধরে।..

-"অন্স্হঃ.. উন্ম্ম...!" নরম উষ্ণ দানাবাঁধা ফলদুটি মুখ দিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বরেনবাবু ইচ্ছামতো কামর দিতে থাকেন সেদুটিতে,... কামড়ে ধরে টানতে থাকেন নরম মাংস... তন্নিষ্ঠার স্তনের সুগন্ধে মাতাল হয়ে পরেন তিনি যেন...

-"ম্ম্হ.. মঃ" তন্নিষ্ঠার গায়ে যেন এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যৌন আবেগের বিদ্যুত ঝলকে উঠতে থাকে এবার... তার বোঁটায় বরেন পালের কামর পড়তে সে এবার চিবুক ঠেলে শীৎকার করে ওঠে.. "উমমমম!"

-"অন্স্ম' অত্যন্ত আরামে গুঙিয়ে উঠে এবার তন্নিষ্ঠার খাড়া বামস্তনটি হাঁ করে যতটা পারেন মুখে চেপে চেপে ঢোকান বরেন পাল। নিবিড়ভাবে চোয়াল নাড়িয়ে নাড়িয়ে শোষণ করতে থাকেন যেন জ্যান্ত চুষে খাবেন তিনি স্তনটি!

-"উন্স্হ.." এতক্ষণ কঠিন পীড়নের পর নিবিড় শোষনের চাপ যেন তন্নিষ্ঠার স্তনে আগুন জ্বালিয়ে তোলে... গভীর আবেশে গুঙিয়ে উঠে সে বরেন পালের মাথায় হাত বোলায়.. বুক ঠেলে ওঠে পিঠ বেঁকিয়ে...

-"মমম.. আহঃ" ক্ষুধার্ত পশুর মতো তন্নিষ্ঠার বুকের উপর নরম তুলতুলে নগ্ন গ্রন্থিদুটি ভক্ষণ করতে থাকেন বরেন পাল। এক স্তন থেকে ওপর স্তনে ঘরে তাঁর বুভুক্ষু মুখ... চুষতে থাকে, কামড়াতে থাকে, টান দিতে থাকে... যেন তন্নিষ্ঠার বুক থেকে উপড়ে নেবেন, যা ওকে যন্ত্রনায় মুখের বাঁধনে মিষ্টি গলায় গুঙিয়ে উঠতে বাধ্য করে..

অনেকক্ষণ ধরে তন্নিষ্ঠার স্তনদুটি আশ মিটিয়ে উপভোগ করার পর বরেন পাল মাথা তোলেন ওর বুক থেকে। পীড়ন ও শোষনের তাড়নায় ওর স্তনদুটি দুটি পাকা আমের মতো রক্তিমাভ হয়ে তাঁর লালায় চপচপে ভিজে অবস্থায় বুকের উপর ফুলে আছে। অনেক অত্যাচার গেছে সেদুটির উপর দিয়ে!.. বরেনবাবু একবার বামহাতের তর্জনী দিয়ে ওর ভিজে ডানস্তনটির তীক্ষ্ন বোঁটাটি স্পর্শ করতেই কেঁপে ওঠে তন্নিষ্ঠা,.. সত্যিই খুব স্পর্শকাতর হয়ে আছে সেটি! তিনি এবার হেসে হাত উঠিয়ে তন্নিষ্ঠার থুতনি নাড়িয়ে দেন। তন্নিষ্ঠা মুখ সরায়...

-“উম্ম...” তিনি এবার ওর মুখের বাঁধনে, নাকে, গালে চুমু খেতে খেতে বলেন “উমমম এমন জিনিস কখনো লুকিয়ে রাখতে হয় জ্যেঠুর কাছ থেকে! জ্যেঠু এবার প্রতিদিন এদুটো চটকাবে আর খাবে! কেমন?”

-“উম্ম্হ” তন্নিষ্ঠা গুমরে ওঠে ওঁর চুম্বনের মাঝে মাঝে, নিজের নগ্ন বাহুলতা দিয়ে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে,.. কিন্তু মুখবাঁধা বলে প্রতিচুম্বন করতে পারে না।

-“উমমম, মিষ্টি সোনা!” বুকের নিচে ওর নগ্ন স্তনের নরম চাপ নিতে নিতে এবার একহাত সরিয়ে নিজের পাজামা খুলে পুরুষাঙ্গটি বার করে এনে সালোয়ারের উপর দিয়ে তা ওর জংঘায় চেপে ধরে দলতে দলতে আবার ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান ওর মুখের বাঁধনের উপর দিয়ে “প্চুঃ,.. উমমম... ভালো লাগছে মামনির?”

-“উন্ম্মঃ..” আদুরেভাবে গুমরে ওঠে তন্নিষ্ঠা, তার দুই চোখ বরেনবাবুর দুচোখে নিবদ্ধ..

-“তাহলে সালোয়ারের দড়ি খোলো..”

-“হন্ম্ম” তন্নিষ্ঠা মুখ সরায়, স্পষ্ট অপদস্থতায় ও লজ্জায় তার গন্ডদেশ লালাভ হয়ে ওঠে,..

-“হাহা..” বরেন পাল নিজেই তন্নিষ্ঠার সালোয়ার ও প্যান্টি খুলে ফেলেন, তারপর চেপে চেপে ওর যোনির অগ্নিকুন্ডে ঢোকান নিজের টনটন করতে থাকা শক্ত দন্ডটি..

-“হমমমমম্ম্ম্হঃ..” তন্নিষ্ঠার শরীর ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে, সে দুই উরু দিয়ে বেষ্টন করে বরেন পালের স্থুল কোমর।

-“আঃ... রূপসী, তোর কচি গুঁদটা এভাবে আমায় কামড়ে ধরে কেন..!” সুখে দাঁতে দাঁত চাপেন বরেন পাল। জোরে জোরে মন্থন করতে শুরু করেন ওকে।

-“মঃ.. হম্মঃ” তন্নিষ্ঠা গুমরাতে গুমরাতে চোখ বুজে ফেলে, খাটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, তার স্তনদুটি আবার অবাধ্য ভাবে লাফাচ্ছে বরেনবাবুর গলার তলায়..

-“আঃ.. ওহঃ..!” বরেন পাল, দেহের নিচে অল্পবয়সী অপরূপাকে মন্থন করতে করতে ওর মুখবাঁধা অবস্থায় গোঙানি গুলো শুনতে শুনতে যেন উন্মাদ হয়ে পড়েন কামোত্তেজনায়... নিবিড় ধাক্কায় ধাক্কায় তিনি মন্থন করেন, তাঁর অন্ডকোষদুটি তন্নিষ্ঠার নরম নিতম্বে আছড়ে পড়ার থপ থপ শব্দে মুখর হয়ে ওঠে ঘর।

-“হম্ম্হ.. উম্ম্হ..” বরেন পালের বৃহত শরীরের নিচে ফর্সা, উলঙ্গ, রাজহংসিনীর মতই নমনীয় সুন্দর শরীর নিয়ে তন্নিষ্ঠা দেহ মুচড়ে মুচড়ে উঠছে ওঁর প্রতিটি মন্থনের ধাক্কায় ধাক্কায়। সে তার দুই মৃণাল-বাহু দিয়ে এবার বরেনবাবুর গলা জড়িয়ে ধরতে গেলে তিনি বাধা দিয়ে তাঁর বাঁহাত দিয়ে ওর দুটি হাতের কব্জি একসাথে মুঠোবন্দী করে ওর মাথার উপর তাদের ঠেসে ধরেন।

-“উমমমহহ..” তন্নিষ্ঠা গুমরিয়ে ওঠে, একপাশে মুখ সরিয়ে চোখ বোজে। উর্দ্ধাঙ্গ সামান্য বাঁকিয়ে তোলে বরেন পালের আস্ফালনরত শরীরের নিচে...

কিছুক্ষণ এমন চলার পর বরেনবাবু এবার হঠাতই তন্নিষ্ঠার যোনিতে দৃঢ়প্রবিষ্ট লিঙ্গ একটানে খুলে নেন..

“উন্মমমম!!” তন্নিষ্ঠা প্রতিবাদ করে নিম্নাঙ্গ উত্থিত করে তোলে গুমরিয়ে উঠে ওঁর লিঙ্গের সংযোগ বিচ্ছিন্নতায়... তার মদনরতা যোনি যেন হঠাতই শ্বাস আটকে খাবি খায়।...

“শশশ..” বরেনবাবু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তন্নিষ্ঠাকে চুপ করতে বলে নেমে আসেন এবার নিচে। ওর দুটি মোমের মতো ফর্সা সুঠাম উরু দুই বাহুতে আগলে নিয়ে মুখ নামিয়ে আনেন ওর গোলাপ ফুলের মতই সুন্দর, নির্লোম যোনিপুষ্পটির উপর। যোনিটির দুটি পাপড়ির মতো কুঁচকানো ঠোঁট এখন ইশত স্ফীত ও লালচে হয়ে আছে এতক্ষণ মন্থনের জন্য, চকচক করছে রতিজনিত আঠালো রসের প্রলেপে.... বরেনবাবু মুখ নামিয়ে এনে নাক ভরে টানেন সেখানকার মদির বন্য সুগন্ধ।

“মমঃ..” অল্প কেঁপে ওঠে তন্নিষ্ঠা। মুখ নামিয়ে দেখতে চেষ্টা করে।

“ঔম্ম..” মুখ বসিয়ে দেন বরেন পাল তাঁর সামনে উন্মোচিত সুস্বাদু ফল, অষ্টাদশীর পরিস্কার কামানো ফুলেল, উত্তপ্ত ও স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গের উপর। ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরেন আঠালো, ইশত উত্থিত কোঁটটি, সশব্দে চুষতে থাকেন।

“উন্হম্ম্ম্ম!..” প্রচন্ড রতিসুখে তন্নিষ্ঠা দুহাতে বিছানার চাদর খামচে ধরে, মুখ একপাশে ঠেলে চোখ বোজে। ছটফট করে ওঠে তার নিম্নাঙ্গ বরেন বাবুর আলিঙ্গনে।

-“হ্রম্মমম..” শক্তিশালী দুই বাহু দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে ধরেন তিনি তনিষ্ঠার দুই থাই। মুখের মধ্যে জিভ দিয়ে নারাতে থাকেন ওর ক্লিটোরিস... তাঁর না কমানো খরখরে চিবুক ঘষা খায় তন্নিষ্ঠার নরম, স্পর্শকাতর যোনির ফোলা ঠোঁটদুটির উপর।

-“উম্স্হ..” মুখবাঁধা অবস্থায় যতটা পারে গুঙিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা... তার নাকের পাটা ফুলে ওঠে... বিছানার চাদর বারবার মুঠো করে ধরছে সে...

বরেনবাবু এবার ওর কোঁটটিতে নাক ঘষতে ঘষতে ওর পুরো যোনিস্থলটি মুখের মধ্যে চেপে ধরেন। প্রচন্ডভাবে চুষতে থাকেন রসালো ফলটি, আলতো কামড় দিতে থাকেন... তাঁর তন্নিষ্ঠার যোনিভক্ষণের চাকুম চুকুম শব্দে ভরে ওঠে ঘর।

-“উন্স্হ.. হম্স্হ.. উম্ম..” জ্বোরো রুগীর মতো গোঙাচ্ছে তন্নিষ্ঠা, তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বারবার ধনুকের মতো বেঁকে বেঁকে উঠছে উত্তেজনায়.... চোখের পাতা অর্ধনিমীলিত তার এখন।

সমগ্র যোনিদেশের নরম মাংস দাঁতে কাটতে কাটতে বরেনবাবু এবার তন্নিষ্ঠার যোনিখাতটি তলা থেকে উপরে আপদমস্তক লেহন করেন। পাপড়িদুটি ফাঁক করে জিভ ঢুকিয়ে যোনির ছোট্ট

গোলাপী গহ্বরটি চাটতে থাকেন জিভ সরু করে ধকতে চেষ্টা করেন, মিষ্টি আঠালো রস এসে লাগে তাঁর জিভে.... সেই স্বাদে আরো মাতোয়ারা হয়ে তিনি আগ্রাসীভাবে ঠোঁট চেপে ডলেন সেখানকার সমস্ত নরম মাংস... চুষতে থাকেন, চাটতে থাকেন...

-"হুম্ম.. হুম্স্হ,.." তন্নিষ্ঠা ছটফটিয়ে ওঠে দেহকাণ্ড বেঁকিয়ে, তার অষ্টাদশী শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কোষে কোষে যৌন ঝড় উঠেছে..

-"হৌম্স্ম..." বরেনবাবু এবার আবার তন্নিষ্ঠার নরম ফুলো যোনিদেশ সমস্তটাই মুখের মধ্যে শুষে নেন, কামড়ে কামড়ে চুষতে থাকেন।

-"হমম.. হপ্ম্মঃ.." কাটা কইমাছের মতো ছটফট করতে করতে তন্নিষ্ঠা এবার দুই হাতে খামচে ধরে ওঁর মাথার চুল। তার ঢালু উদর ভিতরে ঢুকে যায়, বুক ঠেলে নগ্ন দুটি স্তন দুটি পরিত্রাহী বৃন্ত সহ উঁচিয়ে ওঠে সিলিং তাক করে, ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয় তার শরীর...

ঠিক সেই সময় বরেনবাবু ওর যোনি থেকে মুখ সরিয়ে নেন ওর হাত ছাড়িয়ে।

-"উমমমমহহহঃ.....!!!!" প্রচন্ড হতাশায় মুখের বাঁধনে তীব্র ভাবে গুঙিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠা। বরেনবাবু দেখেন শক্ত করে ধরে থাকা সত্ত্বেও ওর নিম্নাঙ্গের থরথর করে কেঁপে ওঠা। উন্মুখ যোনিপুষ্পটি আরক্তিম, ভীষণ স্পর্শোন্মুখ! কিন্তু তা একবারো ছোঁন্ না তিনি। ব্যর্থ কমক্ষরণের এক পৃথিবী হতাশায় ধ্বসে পড়তে পড়তে তনিষ্ঠা গভীরভাবে গুমরিয়ে ওঠে...

ও কিছুটা শান্ত হলে বরেন পাল আবার উঠে আসেন ওর উপরে। ওর মুখের বাঁধনের উপর, নাকে, চোখে গালে চুম্বন করতে করতে মৃদু হেসে বলেন "খুব আরাম পেয়েছ না রূপবতী?"

-"উম্স্হ.." তন্নিষ্ঠা গুঙিয়ে ওঠে, তার বড় বড় চোখদুটি ওঁর উপর নিবদ্ধ।

-"কি বলছো সুন্দরী?"

-"উপম.. উমঃ.. হমমম!!" অভিযোগ করে ওঠে তন্নিষ্ঠা।

-"কি ভাষায় কথা বলছো বুঝতে পারছি না!" বরেনবাবু হেসে ওর চিবুক নেড়ে দেন। তারপর নিজের শক্ত লিঙ্গ দিয়ে তন্নিষ্ঠার মৌচাকে আবার খোঁচা দেন।

-"উন্ম্মঃ.." তন্নিষ্ঠা শরীর মুচড়ে ওঠে প্রত্যাশায়।

ওকে হতাশ না করে বরেনবাবু এবার নিজের পুরুষাঙ্গ একটি ধারালো অস্ত্রের মতই যেন আমূল বিঁধিয়ে দেন ওর উত্তপ্ত যোনিকুণ্ডের ভিতরে।

"হ্রমঃ.." চাপা কঁকিয়ে উঠে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে তন্নিষ্ঠা, তার দুই টানা টানা চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। মুখের শক্ত বাঁধনের উপর গালদুটো ইশত ফুলে উঠেছে।

মন্থন করতে থাকেন বরেনবাবু আবার খাটে অল্প আন্দোলন তুলে। তন্নিষ্ঠা আলগাভাবে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ নির্বিকারে ওঁর মন্থন খেয়ে সে এবার ওঁকে চমকে দিয়েই জোরে ধাক্কা মেরে ওঁকে চিত্ করে নিজে ওঁর উপরে উঠে আসে যোনির ভিতর লিঙ্গ বেঁধানো অবস্থাতেই। তারপর ওঁর বুকে দুহাত রেখে চাপ দিয়ে নিজে কোমর নাড়িয়ে সমস্ত যোনিপেশী দিয়ে ওঁর শক্ত তাগড়াই লিঙ্গটি নিংড়ে নিংড়ে মন্থন করতে থাকে।

-"আহঃ.. মাগো!" সুখে মাতাল হয়ে চোখ বোজেন বরেনবাবু। তাঁর সমস্ত লিঙ্গদন্ডটি যেন একটি অত্যন্ত আরামদায়ক ভেলভেটের শ্বাসরুদ্ধকর ফাঁদে আটকা পড়ে দলিত হচ্ছে! তিনি আবারও চমৎকৃত হন অষ্টাদশী যোনির সংক্ষিপ্ততা ও নমনীয়তার আতিশয্যে! তন্নিষ্ঠার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর আগত বীর্যস্খলন বেগকে নানা কৌশলে প্রশমিত রাখার চেষ্টা করতে থাকেন এই তীব্র সুখ দীর্ঘস্থায়ী করার হেতু...

সময় কেটে যাচ্ছে... খাটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ যেন থামবারই নয়। তনিষ্ঠা এক অশ্বারহিনীর মতো বরেনবাবুর শরীরের উপরে রতিক্রিয়া করে চলেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরছে তার, নরম চুল এসে মুখের উপর ঝুলে পড়েছে সুন্দর ভঙ্গিতে। নগ্ন স্বাধীন দুটি স্তন নিয়মিত ছন্দে ওঠাপড়া করছে।

আরও কিছুক্ষণ পর আর না পেরে বরেনবাবু তন্নিষ্ঠার দেহটি জাপটে ধরে ওকে নিচে ফেলে দানবীয় শক্তিতে মন্থন করে যান। টানা পনেরো মিনিট মন্থন করে প্রচন্ড গুঙিয়ে ওঠে তন্নিষ্ঠার যোনির ভিতরে কামক্ষরণ করতে থাকেন তিনি ঝলকে ঝলকে!...

তন্নিষ্ঠা দেহ মুচড়িয়ে ওঠে, সেও কামমোচন করে একইসাথে কেঁপে কেঁপে উঠে...

সব শেষ হলে বরেন পাল ওর যোনির ভিতর ক্লান্ত লিঙ্গ ঢুকিয়ে রেখেই ওর মুখে চোখে চুম্বন করে যান। কিছুক্ষণ পড় তিনি কি মনে করে ওর মুখের বাঁধন খুলে ওর ঠোঁটের উপর থেকে টেপ খুলে দেন।

-"আঃ.." তন্নিষ্ঠা শ্বাস ছেড়ে ওঠে, ওর লাল ফোলা ঠোঁটদুটি ইশত স্ফূরিত..

-"মমম" বরেনবাবু থাকতে না পেরে মুখে পুরে নেন তন্নিষ্ঠার মারাত্মক সুন্দর দুটি সদ্য উন্মোচিত পাপড়ির মতো ঠোঁট, লজেন্সের মতো চুষতে থাকেন।

-"মমঃ...." তন্নিষ্ঠা গুমরিয়ে ওঠে। বাধা দেয় না...

দীর্ঘক্ষণ পর তন্নিষ্ঠার ঠোঁটদুটি চেটেপুটে খাওয়ার পর মুখ থেকে বার করলে তাঁর লালায় টসটসে ভেজা ঠোঁটজোড়া নেড়ে সে বলে ওঠে "আপনি... আমার... ভেতরে করলেন..."

-"হাহাহাহা.." দরাজ হেসে বরেন পাল বলে ওঠেন "তোমাকে বার্থ কন্ট্রোল পিল গুলো কি এমনি এমনি খাইয়েছি সুন্দরী?"

তন্নিষ্ঠা কোনো উত্তর করে না।

-“উম্ম.. উম..” গভীরভাবে ওর সারা মুখ চুমাতে থাকেন বরেনবাবু। ওর গালে, নাকে কামড় দিতে থাকেন।

তন্নিষ্ঠা বাধা দেয় না। বরেনবাবুর তলায় নগ্ন শরীর নিয়ে কাতরে উঠে সে একটু...

কিছুক্ষণ পর বরেন পাল ওকে ছেড়ে উঠে পড়েন। নিজের সমস্ত পোশাক ঠিকমতো পরিধান করে ওকে বলেন

“জামা পরে নাও সুন্দরী, তোমায় এখন একটা মজার জিনিস দেখাবো!”

তন্নিষ্ঠা নিজের অপরূপ নগ্ন দেহ নিয়ে উঠে বসে পড়ে নেয় প্যান্টি ও তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সালোয়ার। ব্রা-টি তুলে পরতে গিয়ে দেখে সবকটি হুক ছেঁড়া।

-“হাহাহা.. দরকার নেই রূপসী! কামিজ পড়ে নাও শুধু!” বরেনবাবু উপভোগ করেন ওর হেনস্থাটা।

তন্নিষ্ঠা ওঁকে এক সংক্ষিপ্ত রোষানল নিক্ষেপ করে হেঁটে যায় ঘরের কোনে। সেখান থেকে কামিজ তুলে পড়ে নেয়। ইতিমধ্যে বরেনবাবু খাটের পাশে ড্রয়ার খুলে সরু হাতকড়াটি বার করেছেন। তিনি এবার সেটি ওকে দেখিয়ে নাচান –“তোমার শেষ পোশাকটা ভুলে যেও না সুন্দরী!”

তন্নিষ্ঠা রাগত দৃষ্টিতে ওঁর হাস্যরত মুখের দিকে চায়। তারপর এগিয়ে আসে বিছানায়। ওঁর দিকে পিঠ করে বসে নিজের দেহের পেছনে এগিয়ে দেয় ফর্সা দুটি পুষ্পস্তবকের মতো সুন্দর হাত।

-“উম” প্রসন্ন চিত্তে তন্নিষ্ঠার দুটি হাত ওর দেহের পেছনে একত্র করে হাতকড়া পরিয়ে আটকে দেন তিনি। ক্লিক করে একটি ছোট্ট ধাতব শব্দে তন্নিষ্ঠার হাতের পিছমোড়া বাঁধন সুরক্ষিত হয়।

-“কি দেখাবেন?” তন্নিষ্ঠা এবার বরেনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

-“উম” বরেন পাল হেসে বিছানা থেকে নেমে ঘরের অন্যপ্রান্তে কম্পিউটারের সামনে আরামদায়ক চেয়ারে এসে বসেন। তারপর নিজের খাইয়ে চাপর মেরে ওকে আহ্বান করেন।

তন্নিষ্ঠা বিছানা থেকে নেমে এসে স-সংকোচে ওঁর কোলে বসে। কম্পিউটারের দিকে মুখ করে।

-“উম্ম..” ওকে ঘন করে বাঁহাতে ওর সরু কোমর পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের অর্ধজাগরিত শিশ্নস্থলে ওর নরম-গরম নিতম্বের চাপ নেন বরেন পাল। “এক্ষুনি দেখতে পাবে” বলে তিনি কম্পিউটার সুইচ অন করেন।

কম্পিউটার অন হলে তিনি ডকুমেন্টে ঢুকে একটি ফোল্ডার খোলেন। তার মধ্যে আবার দুটি ফোল্ডার। একটির নাম ‘তন্নিষ্ঠা’ অপরটির নাম ‘তনিকা’।

তন্নিষ্ঠা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়...

“হাহা..” হেসে ওর বিস্মিতভাব উপভোগ করে বরেন পাল শুধান “কোনটা আগে দেখবে রূপসী?”

তন্নিষ্ঠা কিছু বলতে পারেনা,.. হাতের বাঁধনে একটি স্বতস্ফুর্তঃ মোচড় দেয়।

বরেনবাবু নিজেই ‘তন্নিষ্ঠা’ নামক ফোল্ডারটি খোলেন। বড় বড় থাম্বনেল ভিউতে সাজানো ছবিগুলো দেখে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না তা তন্নিষ্ঠা ও তার পিতা বিভুকান্তের অন্তরঙ্গ রতিক্রিয়ার নানা মুহূর্ত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা।

গলা শুকিয়ে আসে তন্নিষ্ঠার... কিছুক্ষণ সে নিজের বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডের হাতুড়ি পেটানো শুনতে পায় শুধু...

বরেনবাবু হেসে ছবিগুলি স্লাইড-শো তে দিয়ে চালু করেন। তারপর তিনি ডানহাতটি কি-বোর্ড থেকে তুলে তন্নিষ্ঠার বুকের উপর নিয়ে এসে ওর কামিজে সটান ফুলে ফুলে ওঠা উগ্র, খাড়া খাড়া দুটি স্তন এক এক করে পালা করে ধীরে ধীরে, আয়েশ করে মলতে আরম্ভ করেন। মিষ্টি হেসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন:

“সব কত হাই ডেফিনিশন! হু হু বাবা,.. সব 4 2 7 2 x 2 8 4 8 পিক্সেল! আড়াই এম.বি সাইজ কম করে প্রত্যেকটার! হাহা..!”

“আ.. আ.. আপনি কোথা থেকে পেলেন এগুলো?” কোনরকমে বলে ওঠে তন্নিষ্ঠা।

-“মনে আছে মেনটেনেন্স-এর জন্য তোমাদের ‘অট্টালিকায়’ ছ-মাস আগে কিছু লোক এসেছিলো? হাহা! তোমাদের বাড়িতে সব মিলিয়েও অন্তত গোটা কুড়িটা ক্যামেরা আছে! প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি তোমাদের মনিটর করে চলেছি! হাহা!”

তন্নিষ্ঠা প্রায় বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে স্ক্রিনে সরতে থাকা ছবিগুলি। প্রত্যেকটি ছবি অত্যন্ত নিখুঁত, বিশ্লেষিত এবং স্পষ্ট, তার এবং বিভুকান্তের মুখ যে কোনো সন্দেহের উর্ধ্বে স্পষ্ট প্রতিয়মান। এমনকি প্রত্যেকটি ঘর্মবিন্দু পর্যন্ত স্পষ্ট!

-“উমমম.. তোমার এই নরম-গরম কবুতরদুটো যেন ঠিক আমার হাতের মাপে তৈরী করা!” কামিজসহ তন্নিষ্ঠার স্তন টিপতে টিপতে ওর ঘাড়ের কাছে আরামে বুঁদবুঁদ করে বলেন বরেন পাল। খোশমেজাজে আবার তাঁর যৌনাঙ্গ শক্ত হয়ে খোঁচা দিছে তন্নিষ্ঠার নিতম্বের মাঝে..

কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই তন্নিষ্ঠার, সে রুদ্ধশ্বাসে একেকটা ছবি দেখে চলেছে। ছবি যেন শেষ হতেই চাইছে না!.. তার দু-চোখ গিলে নিচ্ছে সব।

-“উম, নিজের ছবি অনেক দেখা হলো, এবার দিদির গুলো তো দেখো!” হেসে উঠে এবার বরেন পাল ওর বুক থেকে হাত উঠিয়ে অন্য ফোল্ডারটি স্লাইড-শো তে চালান। তারপর আবার হাতটি ওর বুকে নিয়ে এসে স্তন মলতে থাকেন আরাম করে।

তন্নিষ্ঠা ছবিগুলি দেখতে দেখতে এবার ওঁর আলিঙ্গনে দেহে মোচড় দেয় হাতের বাঁধনে টান দিয়ে, -

“কি-কিন্তু,.. আপনার কাছে এত বড় প্রমাণই যখন আছে বাবার বিরুদ্ধে, তাহলে আমায় শুধু শুধু কিডন্যাপ করেছেন কেন?”

বরেনবাবু এবার ম্লান হেসে বলেন “আমার ছেলের মৃত্যুর আসল কারন ঢেকে যে ইতর কাজটি তোমার বাবা করেছিলেন সে জন্য যেমন তিনি দায়ী, তেমনি আমার ছেলের আত্মহত্যার কারন, ওর হৃদয় তছনছ করে দেবার জন্য যে দায়ী, সে হচ্ছ তুমি! রাগটা আমার শুধু তোমার বাবার ওপর নয় তোমার উপরেও!”

তনিষ্ঠা চুপ করে থাকে। মাথা নিচু করে। তারপর বলে ওঠে “কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করবেন আপনি শেষপর্যন্ত তাহলে? মেরে ফেলে আপনার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন?”

-“হাহা! নানানা!” হেসে তীব্র প্রতিবাদ করে বরেন পাল তন্নিষ্ঠার ডাগর দুটি স্তন থেকে হাত তুলে ওর চিবুক নেড়ে দিয়ে বলেন “এমন অপরূপ সুন্দরী ফুটফুটে একটা মেয়ে তুমি! তোমার বয়সে এত রূপ থাকলে সবারই তা মাথায় চড়ে যায়, যদিও তোমার মতো এতটা হৃদয়হীনা হওয়া সম্ভব কিনা তা আমি বলতে পারবনা! তা ছাড়া এমন সুন্দর, নিখুঁত একটি জীবকে প্রকৃতি থেকে হটিয়ে দেওয়া যে কত বড় অপচয় তা আমি ভালো করে জানি।... তবে সত্য কথা বলি, রাগের মাথায় একবার দু-বার মনে হয় বটে তোমাকে গুরুতর কিছু শাস্তি দেবার কথা! বিশেষ করে যখন আমার ছেলের মুখটা মনে এসে ভাসে..”

তন্নিষ্ঠা চোখ বুজে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে ওঠে, যার ফলে ওর উদ্দেশ্য ছাড়াই ওর কামিজে ব্রা-হীন স্তনদুটি অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বরেনবাবুর হাত ওর চিবুক থেকে মসৃণ গতিতে আসে ওর বুকে। পরপর সেদুটি আবার মলতে শুরু করে মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে, পরম আশ্লেষে।

“তাহলে আমার ভাগ্যে কি আছে?” তন্নিষ্ঠা ওঁর কর্মরত থাবার তলায় বুকটা ঠেলে মুখটা একটু পেছনে হেলিয়ে বলে, তবে সরাসরি ওঁর দিকে না তাকিয়ে। অনুভব করছে সে তাঁর নরম নিতম্বের মাঝে দাবানো ওঁর কঠিন পুরুষাঙ্গের দপদপানি।

-“উম” বরেনবাবু ওর ঘাড়ে অল্প চুমু খেতে খেতে বলেন্ “তুমি এখন আপাতত আমার প্রিয় বন্দিনী হয়েই থাকবে, i n d e f i n i t e l y ! তোমার বাবার কনফেশন তো বুঝতেই পারলে আমি কিভাবে আদায় করবো। তার সাথে তোমার মুক্তির কোনো সম্পর্কই নেই!”

তন্নিষ্ঠা একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে –“আপনাকে কি কোনদিন পুলিশ ছুঁতেও পারবে না এমনটাই বলতে চান?”

-“হাহা, ওই আশায় থেকোনা রুপসিনী! তোমার বাবার মতো আমারও এদিক –অধিক কিছু কৌশল আছে। বরং তুমি দেখতে পারো হয়তো কোনদিন কোনো পুলিশকাকু তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন আমারি সৌজন্যে! হাহাহা..” অট্টহাস্য হাসেন বরেন পাল।

-“তাহলে সেই ‘কৌশল’ খাটিয়েই আপনি আপনার ছেলের আত্মহত্যার প্রমাণ যোগার করে নিচ্ছেন না কেন?” তন্নিষ্ঠা চটজলদি উত্তর দেয়।

-“অতো সহজ নয় রূপসী! সব দুইয়ে দুইয়ে চার নয়! তাছারা এতে মজাই বা কোথায়? আর আমার আসল উদ্দেশ্যও পূরণ হলো না, আমি তোমার বাবার পাবলিক কনফেশন চাই! একেবারে আনুষ্ঠানিক আয়োজনে! হাহা!”

তন্নিষ্ঠা হাতের বাঁধনে টান দিয়ে ওঠে, কিছু বলে না। তার দৃষ্টি আবার স্ক্রিনে তনিকা ও বিভুকান্তের রতিলীলার বর্নাঢ্য পরিবেশনের দিকে ফেরে।

-“উম” চুমু খান বরেন পাল তন্নিষ্ঠার ঘাড়ে, গালে, কানের লতিতে “তবে তোমার আমার সাথে এই সুদীর্ঘ ‘ভাগ্য’ কে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য করা কিন্তু তোমার হাতে!”

-“কিভাবে?” তন্নিষ্ঠা বলে।

-“উম্ম..” হাতের চেটো দিয়ে তন্নিষ্ঠার বুকে সজোরে চাপ দিয়ে ওর নরম স্তনগুলি ওর বুকের সাথে ঠেস দিয়ে ডলে ডলে আরাম নিতে নিতে ওর কানের লতি আলতো করে দাঁতে কাটেন বরেনবাবু-

“তোমার এই রাগী ভাব একেবারে ঝেরে ফেলে দিতে হবে। একদম আদূরে হতে হবে। দুষ্টু-মিষ্টি হতে হবে! আদর খেতে চাইতে হবে! হাসতে হবে! আমি জানি তুমি আমার তোমার এই দুষ্টুমি-খেলা খুব পছন্দ করো ভেতরে ভেতরে! উমমম... তোমাকে একইসাথে আমার আইডিয়াল গুডি-গুডি গার্ল এবং সেক্স-টয় হতে হবে! আমকে সবসময় এন্টারটেইন করে রাখতে হবে! তুমি নিজেও ভালো করে জানো এগুলো তোমার পক্ষে মোটেই শক্ত কাজ নয়!”

তন্নিষ্ঠা হাতের বাঁধনে মোচড় দিয়ে বলে “তাই যদি চান, তাহলে আমায় বেঁধে রাখছেন কেন?”

-“হাহাহা... শোনো রূপসী! তোমায় বেঁধে রাখবো, কি ল্যাংটো করে রাখবো, অথবা অন্য কিছু তা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার! সেই সমস্ত নির্বিশেষে, সব মেনে নিয়েই তোমায় যা-যা বললাম, তেমন হতে হবে। বুঝেছ?”

তন্নিষ্ঠা নিশ্চুপ থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার অবাধ্য দুই হাত বাঁধনে মোচড় দিছে।

“বুঝতে পেরেছো?” বরেনবাবু ওর স্তনে জোরে চাপ দেন।

-“বুঝতে পেরেছি!” তন্নিষ্ঠা মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে, তার চুলের কিয়দংশ তার মুখে লুটিয়ে পড়ে “আর আমি যদি তা হই তাহলে কি আপনি আমায় তারাতারি ফিরিয়ে দেবেন?”

-“উম, তারাতারি ফিরিয়ে দিতে পারি, আবার তুমি ফিরে যেতে নাও চাইতে পারো! হাহা, দেখবে তোমার জীবন চেঞ্জ হয়ে যাবে!”

-“হুম..” তন্নিষ্ঠা মুখ নিচু করে।

-“উম্ম.. কি,.. জ্যেঠুকে একটা সুন্দর হাসি উপহার দাও দেখি!” তিনি হেসে উঠে বলেন।

তন্নিষ্ঠা মাথা নিচু করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সে একটি স্মিত হাসি হাসে বরেন পালের পানে চেয়ে।

মুগ্ধ হয়ে তন্নিষ্ঠাকে প্রথম হাসতে দেখেন বরেনবাবু। তাঁর হৃদয় চলকে ওঠে, কি অবর্ণনীয় সুন্দর তন্নিষ্ঠার হাসি! যেন ওর রূপের সরোবরে এইমাত্র কেউ ঢেউ তুলে দিয়ে গেছে!.. মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে চুমু খান একটি।

তন্নিষ্ঠা মুখ নামিয়ে নেয়।

বরেনবাবু আরও কিছুক্ষণ তন্নিষ্ঠার নরম স্তনদুটি চটকান নীরবে। তারপর ওকে কোল থেকে নামিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন-

“তুমি বরং ছবিগুলো দেখতে থাকো, আমি টুক করে একটু চান করে নিই!”

তন্নিষ্ঠা শৃঙ্খলিত অবস্থায় চেয়ারে বসে পিঠ বেঁকিয়ে শরীরে একটি মোচড় দিয়ে ওঠে ওঁর দিকে তাকিয়ে... তারপর স্ক্রিনের দিকে তাকায়।

বরেনবাবু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

ওঁর পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর তন্নিষ্ঠা দ্রুত নিজের পিছমোড়া করে বাঁধা হাত সুচারু নমনীয়তা ও দক্ষতায় বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে নিজের নিতম্বের তলা দিয়ে গলিয়ে ও দু-পা দিয়ে গলিয়ে দেহের সামনে আনে। তারপর কম্পিউটারের কিবোর্ডে দুহাত তুলে দ্রুত টাইপ করে স্লাইড-শো বন্ধ করে দুটি ফোল্ডার কপি করে। তারপর ডকুমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে ডি-ড্রাইভে ঢুকে একটি অত্যন্ত মামুলি একটি সিনেমা ও দরখাস্ত ভরা ফোল্ডার খুঁজে নিয়ে তার মধ্যে পেস্ট করে। করে রাইট ক্লিক করে ফোল্ডার-দুটি হিডেন করে দেয়। অদৃশ্য হয় তা চোখের সামনে থেকে। এরপর সে ফিরে গিয়ে ডি-ড্রাইভের উপর রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিতে গিয়ে সিকিউরিটি অপশনে সবকটি এট্রিবিউট ‘a l l o w’ করে দেয়। তারপর সব বন্ধ করে আগের জায়গায় ফিরে এসে স্লাইড-শো চালু করে দেয়। তারপর আবার হাতকড়া-বাঁধা হাতদুটি পা ও নিতম্ব দিয়ে গলিয়ে দেহের পেছনে চালান করে। পুরো ঘটনাটা ঘটে যায় পাঁচ-মিনিটের মধ্যে।

দোকানে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি তনিকার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলেন

“তোমার কত বয়স?”

-“কুড়ি।” তনিকা স্মিতহাসি ওনাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে।

-“এর আগে কখনো প্রেগনেন্সি টেস্ট করেছ?”

-“না।”

-“পিরিয়ড লুজ করছে কিনা খেয়াল রেখেছো?”

তনিকা অপ্রস্তুত হেসে মাথা নেড়ে বলে “এমা.. খেয়াল নেই!”

মহিলা এবার একটি ছোট প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে বলেন “এই নাও। ভালো করে ইনস্ট্রাকশন-গুলো পড়বে! বাড়িতে করতে চাও না এখানেই?”

-“এখানেই।” তনিকা লাজুক ভঙ্গিতে বলে।

-“ঠিক হ্যায়!” মহিলা হেসে প্যাকেটটি ওর কাছ থেকে নিয়ে তা খুলে একটি চ্যাপ্টা সাদা থার্মোমিটারের মতো কিট বার করেন। তারপর বলেন “এদিকে ভালো করে দেখো!”

তনিকা ঝুঁকে পড়ে।

-“এই সরু মুখের অংশটায় দশ সেকেন্ড ইউরিনেট করবে। আর এই যে চ্যাপ্টা উইন্ডো-টা দেখছো। এখানে দুটো লাইন দেখতে পাওয়া যায়, একটাকে বলে কন্ট্রোল লাইন, আরেকটা হলো টেস্ট লাইন। ইউরিনেট করার পর দশ মিনিট মতো অপেক্ষা করবে। যদি প্রেগন্যান্ট হও, তাহলে দুটো লাইনই ফুটে উঠবে। আর যদি না হও, তাহলে একটা। শুধু কন্ট্রোল লাইনটা। টেস্ট লাইনটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। অনেক সময় লাইন ঝাপসা হয়ে কনফিউস করে... আমাকে নিয়ে এসে দেখাবে কেমন? সব বুঝেছো?”

তনিকা মিষ্টি হেসে সম্মতিসূচক ভঙ্গি করে।

-“ঠিক আছে, যাও। ল্যাট্রিন বাঁদিকে, হলের কোনায়।”

তনিকা চলে যাবার পর মহিলার পাশে বসে থাকা এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলতে থাকা অল্পবয়সী মেয়েটি এবার ফোন রেখে উনাকে বলে ওঠে:

“মেয়েটা কি সুন্দর দেখতে গো! ছেলে হলে ভারী ফুটফুটে হবে!”

-“আর মেয়ে হলে হবে না বুঝি!” মহিলা হেসে ওঠেন। অপরজন তা শুনে জিভ কেটে বলে “এমা, নানা.. অবশ্যই অবশ্যই!”

কিছুক্ষণ বাদে তনিকা ফিরে এসে মহিলার হাতে কিটটি ফেরত দেয়। মহিলা সেটি দেখে অল্প স্মিতহাসি মুখে নিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলেন:

“রেজাল্ট তো একদম পরিস্কার! কোনো ধোঁয়াশা নেই... তোমার সাথে তোমার স্পাউস কে দেকছি না... তা তোমার পক্ষে এটা ভালো না খারাপ নিউজ?”

তনিকা কিছু বলে না। অভিব্যক্তিহীন একটা স্মিত হাসি তার মুখে লেগে আছে।

বসার ঘরে টি.ভি চলছিলো। বিভুকান্ত তনিকাকে কোলে নিয়ে সোফায় বসে ছিলেন। তবে টি.ভির দিকে তাঁর খুব একটা যে মনোযোগ ছিল তা নয়। তনিকাকে নিয়ে খুনসুটি আদর খেলায় ব্যস্ত তিনি। তাঁর বাম-উরুর তনিকাকে বসিয়ে তিনি ওর সংক্ষিপ্ত কোমর বাঁহাতে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ডানহাত স্বাধীনভাবে ওর শরীরের নানা অংশে খেলা করছিলো। তনিকার পরণে এখন একটি ঘন নীল রঙের পাতলা শাড়ি ও হালকা নীল রঙের ব্লাউজ। শাড়িটি পাতলা এবং ব্লাউজটি চাপা, ওর বুক বাহুর সাথে সেঁটে থাকা। ফলে ওর অপরূপ দেহসৌষ্ঠব, দেহের নানান আঁকবাঁক ও ভাঁজসমূহ খুবই সুন্দরভাবে প্রদর্শিত। তনিকার চুল এখন বেশ বাহারি করে বাঁধা। একটি বড় ফুলের মতো ক্লিপ দিয়ে খোলা চুল সাজিয়ে একপাশে আটকানো। কিছুটা ওর ফর্সা উন্মুক্ত কাঁধের লুটিয়ে আছে, বেশিরভাগটাই ওর পিঠের উপর। বিভুকান্ত এখন খানদানি জমিদারের মতই জমকালো পাঞ্জাবি ও পাজামা পরিহিত আছেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন বাড়িতে পরে থাকতে ভালোবাসেন।

“ম্ম.. উম্হ.. উম্চ..” বিভুকান্ত মেয়ের সুগন্ধি গালে, চিবুকে ঘাড়ে চুমু খাচ্ছিলেন এবং আরামের নানারকম শব্দ করছিলেন। তনিকা মিষ্টি হেসে ওঁকে নরমভাবে সায় দিচ্ছিলো।

“উমমম” তনিকার ঠোঁটে একটি বড় রকম চুমু বসিয়ে এবার ডানহাতে ওর চিবুক তুলে ধরে বিভুকান্ত বলে ওঠেন -“উফ এত টুসটুসে, ডাগর আর নরম কচি মেয়ে!.. উমম... আমার মতো বুড়ো মানুষ কিভাবে সামলাই?”

তনিকা মুখ টিপে মিষ্টি হেসে ওঠে।

বিভুকান্ত এবার ওর চিবুক থেকে হাত নামিয়ে ওর স্ফীত ডানস্তনটি শাড়ি-ব্লাউজ সহ মুঠো পাকিয়ে তোলেন “উম, কি নরম বুক...” তারপর তিনি শাড়ি-ব্লাউজ শুদ্ধই তনিকার দুটি স্তন পালা করে মুঠো পাকাতে পাকাতে বলেন “উম.. চটকে চটকে চটকে যেন সাধ মেটেনা আমার এদুটো নিয়ে!” তাঁর মদির ও আর্দ্র।

-“উম... হিহি..” তনিকা মৃদু হেসে পিতার কোলে একটু নড়েচড়ে বসে। নরম কণ্ঠে শুধায়;

“বাপি, আজ পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ মামনি!” বিভুকান্ত তনিকার বুক থেকে ডানহাত তুলে তা পেছনে পাঠিয়ে ওর স্কন্ধ বেষ্টন করে ওকে আরও ঘনিষ্ঠ করে ওর ঠোঁটে, চিবুকে প্রভৃতি চুমু খেতে খেতে বলেন “উম.. সকালেই তো গেলাম!”

-“উম..” পিতার চুমুর চকাস চকাস শব্দের মাঝে আদূরে ভাবে তনিকা বলে ওঠে “কি বললো?”

-“উম..” ওর নরম, সুগন্ধি কমলার কোয়ার মতো ঠোঁটে চুমানোর ফাঁকে ফাঁকে বিভুকান্ত বলে ওঠেন “উম্হ.. ওদের সেই... উম.. একই কথা.. উপ..উমমম..”

“মহ.. ওরা কিছুই বলতে পারছে না?” পিতার কর্কশ ঠোঁটে তনিকার নরম ঠোঁট ঝাপটিয়ে ওঠে প্রজাপতির মতো।

-“উমমম...” বিভুকান্ত মেয়ের তলার আর উপরের ঠোঁটে কামড় দেন “না মিষ্টিমনি,.. উমমম.. তবে ওরা সময় চাইছে,... ইনভেস্টিগেশন চলছে... উমমমম...” তিনি ঠোঁটদুটো মুখে পুরে নেন, লালা মাখিয়ে ভালো করে চুষে নিয়ে বার করেন। তারপর তনিকার ঠোঁটের উপরের ভাঁজে চুমু খান।

-“মমঃ..” তনিকা অল্প সময়ের জন্য চোখ বোজে। তারপর পিতার বাহুবন্ধনে শরীরটা মুচড়ে বলে ওঠে “কিন্তু বাপ্পি, তুমিও কি কিছু আন্দাজ করতে পারছে না?! অনেকদিন তো হয়ে গেলো!”

-“হমম.. আমি সর্বক্ষণই ভাবছি রে আমার রূপসী পরী! আমার আরেকটা রূপসী পরীর কথা! ভেবে ভেবে যে কুল পাচ্ছি না!” তিনি তনিকার নাকে ও গালে চুমু খান “কি দোষ করেছি যে আমার এমন শাস্তি জুটবে? উম্ম? তুই বল মামনি?”

তনিকা কিছু বলে না। বিভুকান্ত এবার ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ওর মাথার পাশ দিয়ে গাল বেয়ে হাত নামান “কি সুন্দর লাগছে রে তোকে আজকে! তিনি ওর বাঁ-কানের লতিতে আঙ্গুল ঘসেন – “চুমকির মতো দুল পরেছিস কেন রে? ঝোলা দুলদুটো পরতে পারিস তো.. আদর করতে, চুমু খেতে আরও ভালো লাগে।”

-“উম.. ওইদুটো মায়ের তোওওও..” তনিকা আদূরে ভাবে বলে ওঠে।

-“তো?”

-“উম.. পরা অভ্যাস করে ফেললে মায়ের কাছে যদি পড়ে কোনদিন ভুলে চলে যাই তাহলে ভীষণ বকবে!” তনিকা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে।

মেয়ের এমন স্বতঃস্ফূর্ত আদুরেপনা ভাল্লাগে বিভুকান্তের। তিনি এবার হেসে হাত নামিয়ে শাড়ির আঁচলের উপর দিয়েই তনিকার উঁচিয়ে থাকা স্তনদুটি পরপর টিপে বলেন “আর এ-দুটো কার?”

-“যাঃ আমার!” তনিকা লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে হেসে ওঠে। অপরূপ সুন্দর দেখায় ওকে।

-“উম্ নাআআ..” বিভুকান্ত শাড়ি-ব্লাউজসহ তনিকার বুকের ফুটন্ত নরম মাংসপিন্ডদুটি নিবিড় আশ্লেষে থাবায় চেপে চেপে চটকে চটকে বলেন “এই দুটো আমার!”

-“উফ লাগে..” তনিকা লজ্জাভরা দুষ্টু হাসি মুখে মুখ নিচু অবস্থাতেই পিতার পানে চোখের পাতা তুলে চায়, তারপর ডানহাতে ওঁর বাহুতে ঠোনা মারে।

-“উম..” শাড়ির উপর দিয়ে তনিকার উদ্ধত বামস্তনের স্পঞ্জের মতো নরম মাংসে বুড়ো আঙুল দাবাতে দাবাতে বিভুকান্ত বলেন “এই তনি, তুই কথাকলি শিখেছিস না?”

-“উম”

-“একটু নেচে দেখা না বাপ্পিকে, খুব ভালো লাগবে!”

-“ধ্যাত!” তনিকা আবার লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে।

-“ওই দেখো!” বিভুকান্ত হেসে হাত আরও নামিয়ে মেয়ের নাভিতে খোঁচা মারেন শাড়ির আঁচলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে “এত লজ্জা কিসের? মনে নেই?”

-“আছে!” তনিকা চোখ রাঙিয়ে বলে।

-“তা’লে?” বিভুকান্ত হেসে ওর নাভি থেকে ডানহাতের আঙ্গুলগুলি এক্কা-দোক্কা খেলাতে খেলাতে ওর স্তন বেয়ে উঠে ওর গলার কাছে ফর্সা উন্মুক্ত অংশে কুরকুরি দিতে থাকেন.. “রানীর নাচতে ভয়?”

-“উম!” গলায় সুরসুরিতে তনিকা হেসে উঠে, “বাপ্পি, তুমি না!”

-“উমমম.. প্লিইইইজ?” বিভুকান্ত মজা করে বলেন।

-“আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে!” তনিকা হেসে পিতার কোল থেকে উঠে পড়ে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেয়, যার ফলে ওর বুকের উপর শাড়ির আঁচল চেপে বসে ওর খাড়া খাড়া স্তনদুটি অত্যন্ত আকর্ষনীয়ভাবে প্রকট করে তোলে। তনিকা হেঁটে গিয়ে টি.ভি অফ করে টেপ রেকর্ডে একটি কথাকলি-প্রধান সঙ্গীত চাপিয়ে নাচতে শুরু করে নমনীয় ও সহজাত দক্ষতায়। সরু কোমর বেঁকে উঠে তার রাজ-হংসিনীর গ্রীবার মতই, সুডৌল, সুঠাম নিতম্ব উছলে পড়ে ছন্দের অনুপম মাধুর্যে...

বিভুকান্ত মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন কন্যার নাচ। তাঁর মনে-শরীরে অনেক অনুভূতির দ্যোতনা। কন্যার নাচের প্রত্যেকটি আবেগ তাঁর মনে সঞ্চারিত হচ্ছে, প্রত্যেকটি মূর্ছনায় নেচে উঠছে তাঁর মন,.. একইসাথে অশান্ত যৌন সুরসুরানিতে ছেয়ে আছে তাঁর মন, পাজামার ভিতরে আবদ্ধ শক্ত, খাড়া পুরুষাঙ্গ টনটন করছে তাঁর। এবং তা বিভুকান্তের দুই উরুর ফাঁকে পাজামায় বেশ ভালমতই এক তাঁবু তৈরী করেছে... তিনি তা গোপন করার কোনো চেষ্টা না করে বরং নৃত্যরতা কন্যার দিকে দু-পা ফাঁক করে তা প্রদর্শিত করেই বসে আছেন।

নাচতে নাচতে তনিকার মুখে সর্বদা স্মিত হাসি লেগে আছে। এমনকি কথাকলির কিছু দুরূহ মুদ্রা প্রদানের সময়তেও! .. মাঝে মাঝে তার চোরা দৃষ্টি পিতার দুই উরুর ফাঁকে পাজামার তাঁবুটির দিকে চলে যাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে লজ্জারুন হাসিতে মুখে যেন লাবন্যের জোয়ার তুলছে তনিকা।

নাচ শেষ হতে জোরে হাততালি দিয়ে দরাজ গলায় সাধুবাদ করে ওঠেন বিভুকান্ত। তনিকা একরাশ লজ্জায় মুখ টিপে হাসতে হাসতে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে পিতার সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিভুকান্ত ওর দুটি হাত ধরে বলেন "কি অপূর্ব, অসাধারণ নাচতে শিখেছিস তুই তনি!" তিনি ওর শাড়ি থেকে উন্মোচিত সংক্ষিপ্ত কোমরের ময়াল-বাঁকের নগ্ন, মসৃণ ত্বকের উপর ডানহাত রেখে বলেন "আচ্ছা তোদের এই শরীরটা কি রাবার দিয়ে তৈরী? যেভাবে ইচ্ছা বাঁকাতে-চোরাতে পারিস?"

-"উম্.. হিহি" তনিকা মৃদ হেসে ওঠে।

বিভুকান্ত হাত নামিয়ে এবার শাড়ির উপর দিয়ে মেয়ের সুডৌল নিতম্বের ডান দিকের স্তম্ভটি থাবায় চেপে চাপ দেন "নাকি স্পঞ্জ দিয়ে তৈরী?"

-"উমমম.." তনিকা রাগত ভাবে চোখ পাকিয়ে উঠে পিতার কাঁধে আলতো ধাক্কা দেয়।

-"উমমম... আমার সোনামণি। আমার ফুলটুসি! আমার রূপের পরী! আমার বেহেস্তের হুরী! উমমম..." বিভুকান্ত তনিকাকে এবার টেনে কোলে বসিয়ে দু-হাতে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জাপটে ধরে ঘন ঘন চুম্বন করতে থাকেন ওর সারা মুখে, গলায়, কাঁধে... মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তিনি।

তনিকা পিতার ঘন, শক্ত বাহুবন্ধনে মুচড়ে ওঠে নিজের নরম তরুণী শরীর, তার নরম স্তন লেপ্টে গেছে ওঁর গলার কাছে, ঘষা খাচ্ছে ও ডলা খাচ্ছে... ডান থাইয়ের উপর গভীরভাবে বিঁধে গেছে পাজামার ভিতর দিয়ে ওঁর উত্তপ্ত, শক্ত পুরুষাঙ্গ।

"বাপ্পি, কাজের মাসি এক্ষুনি এলে দেখে ফেলবে তো!" সে গুমরিয়ে ওঠে।

-"উম্চ.. দেখুক.." তনিকাকে চাকুম চুকুম শব্দে চুমু খাওয়ার মাঝখানে ঘরঘর করে ওঠেন বিভুকান্ত "কি দেখবে? হমমমমম...."

-"উমমম..." তনিকার নরম ঠোঁটদুটি তার পিতার ভারী কর্কশ ঠোঁটদুটোর তলায় পিষ্ট হচ্ছে বলে সে কিছু বলতে পারে না,.. শুধু চোখ রাঙ্গায়..

-"স্চ.. উম্ম.... দেখবে বাপ তার নিজের মেয়েকে আদর করছে! এতে ঘাবড়ানোর কি আছে?" তিনি তনিকার তীক্ষ্ণ নাকে চুমু বসান।

-"উম্হ.." তনিকা কিছু বলতে পারেনা।

-"উম্ম.. হমম" তনিকাকে এমনভাবে উপভোগ করতে করতে এবার আদরমাখা স্বরে বিভুকান্ত বলে ওঠেন "এই মেয়ে, তুই আমায় কত আদর করতিস, এখন আর করিস না কেন রে?"

-"উম্ম.. তন্নিষ্ঠার জন্য মন খারাপ বাপ্পি!" চটজলদি উত্তর তনিকার।

-“উম..” মেয়ের সুশোভিত ঘাড়ে, গালে চুমু খেতে খেতে বিভুকান্ত বলেন “কথা দিছি বিশ্বের যে প্রেন্তই ও থাকুক, আমি ওকে ছাড়িয়ে আনবই! আর তারপর তোদের দুজনের একসাথে কথাকলি নাচ দেখবো!”

-“ধ্যত বাপ্পি, তন্নিষ্ঠা ভরত-নাট্যম শিখেছে!” তনিকার মুখে লালিমা-লিপ্ত হাসি।

-“উম, আহলে আমি তদের একসাথে কথা-নাট্যম দেখবো!”

-“উম.. হিহি” তনিকা এবার নিজের শ্বেতশুভ্র সুসজ্জিত দন্তপঙ্গক্তি অল্প উন্মোচিত করে হেসে ওঠে। ওর এমন হাসিতে হৃদয় চলকে উঠে বিভুকান্তের। মনে পড়ে যায় তাঁর দু-বছর আগেকার কথা।

বিভুকান্তের প্রথম স্ত্রী-বিয়োগ হয় আজ থেকে ছ-বছর আগে। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বিভাবরীকে আজ থেকে চার বছর আগে। বিভাবরী নিয়ে আসেন তাঁর সাথে তাঁর প্রয়াত স্বামীর দুই কন্যা-সন্তান তন্নিষ্ঠা ও তনিকাকে।

প্রথম থেকেই এই দুই অত্যন্ত সুন্দরী তনয়াকে চোখে লেগে যায় বিভুকান্তের। তিনি স্বভাবতই যৌনকাতর। যৌনতা তাঁর শুধু কেন, তাঁর স্বনামধন্য বংশের অন্যতম দুর্বলতার প্রতিক। বিভুকান্ত বড় হয়েছেন নানারকম গুপ্ত যৌন-ইচ্ছা মনে চেপে,.. তাঁর বিবাহ হয়েছে খুবই সাদামাটা রমনীর সাথে এবং কম বয়সেই। যদিও তা তাঁকে তাঁর যৌনজীবন বিশেষ প্রভাবিত করতে দেয়নি, তবুও সবকিছুর মধ্যে কোথাও যেন একটা ফাঁক, কোথায় যেন একটা শুন্যতা।

বিভাবরীর সাথে বিবাহ খুবই ঘটা করে হয় বিভুকান্তের। রশিপুরের সর্বত্র আলোড়ন ফেলেই সম্পাদিত হয় জমিদারবাড়ির আরেকটি বিবাহ।

কিন্তু তাঁর জীবনে আসল আলোড়ন তোলে দুটি চোখ ঝলসানো রূপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তন্নিষ্ঠা ও তনিকা। ওদের হাঁটাচলায়, কথপোকথনে, প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি ভঙ্গি তাঁকে যেন বারংবার শিহরিত করে করে তুলতে থাকে। তাঁর জীবনে এই দুটি মেয়ের আনাগোনায় তিনি যেন নিজের মধ্যে নতুন, নাম-না-জানা সব অনুভূতি আবিষ্কার করে উঠতে থাকেন। নানা ছলনায়, ছুতোয় ওদের সঙ্গলাভ ও দৃষ্টিলাভের চেষ্টা করে যেতে থাকেন তিনি.. কিন্তু এই দুটি প্রায় জমজ অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ের টানটান দুই চোখের রহস্যময় চাউনি, ওদের অপরূপ সুন্দর মুখের চন্দ্রভা, ওদের দু-জোড়া প্রগল্ভা ছটফটে-উদ্ধত স্তন, সরু নর্তকী কোমরের ছন্দ, উছলানো নিতম্বের আস্ফালন... তাঁকে ক্রমশ অস্থির মাদকতায় পাগল করে তুলতে থাকে। দিনের পর দিন যৌনতায় সজাগ বিনিদ্র রাত্রি কাটতে থাকে বিভুকান্তের নববধু বিভাবরীর পাশে। বিভা নিজে যথেষ্ট সুন্দরী, কিন্তু মায়ের থেকে যেন দুটি কন্যার পাতালস্পর্শী এক দুর্বার আকর্ষণের জালে অসহায় কীটের মতো তিনি জড়িয়ে যাচ্ছিলেন দিনের পর দিন ধরে।

নানাভবে তন্নিষ্ঠা ও তনিকার জীবনে নিজেকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করতেন বিভুকান্ত। ওদের মন জয় করার তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। যখন যা আবদার, সবই তিনি শুনতেন। এবং সে জন্য ক্রমশঃ, দিনের পর দিন বিভাবরীর রোষদৃষ্টির পাত্র হয়ে পরছিলেন তিনি। ‘মেয়েদুটোকে আদর

দিয়ে দিয়ে এমনভাবে মাথায় তোলা' বরদাস্ত করতে পারতেন না বিভাবরী। কিন্তু প্রতাপশালী স্বামীর বিরুদ্ধে জোরালো কোনো মন্তব্য করার সাহসও তাঁর ছিল না।

নানা অছিলায়, আবদার আদর ও খুনসুটির নামে বিভুকান্ত তনিকা ও তন্নিষ্ঠার গাল টিপে দেওয়া, গালে চুমু খাওয়া, কথায় কথায় জড়িয়ে ধরা.. প্রভৃতি আপাত পিতৃসুলভ সম্পর্ক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর হৃদয়ের আগুন নেভার বদলে যেন দাবানল হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রতিটি স্পর্শ, প্রতিটি ছোট্ট নিছক চুমু তাঁর দেহে আগুন জ্বালিয়ে তুলতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই তিনি বাধা লংঘন করেন আর এগোতে পারেন না.... কিন্তু তাঁর মন চাইছে যে আরও বেশি! চাইছে মেয়েদুটির অমন স্ফূরিত নরম পাপড়ির মতো ঠোঁটে চুমু খেতে! চাইছে অমন মসৃণ ঘাড়ের ডৌলে কামড় বসাতে!চাইছে ওদের ঘন চুলে নাক ডুবিয়ে সুগন্ধ নিতে! চাইছে অমন খাড়া খাড়া দুর্বিনীত স্তন মুঠো করে ধরে সজোরে টিপতে! চাইছে ওদের আগুন ঝরানো তরুণী শরীর নিজের শরীরে চেপে ধরে পুরে যেতে! কিন্তু সে সমস্ত ভাবনা রাত্রে নিদ্রিত স্ত্রীর পাশে একাকী স্বমেহনের স্মারক হিসেবেই রয়ে যেতে থাকে।

দু-বছর এমন ভাবে কেটে যায়। তারপর একদিন অযাচিত ভাবেই যেন সুযোগ খুঁজে পান বিভুকান্ত। সুযোগটি আসে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই!

গাড়ি নিয়ে নাচের স্কুল থেকে তনিকাকে আনতে গিয়েছিলেন বিভুকান্ত। গাড়ি পার্ক করে রেখে তিনি বিল্ডিঙ্গের ভিতরে ঢুকে দেখেন সমস্ত শুনশান ফাঁকা। অর্থাত ক্লাস অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তা হলে তনিকা কোথায়?

সুবিস্তৃত হলঘর দিয়ে তিনি হেঁটে যান, তাঁর পায়ে শব্দ ওঠে না। হলঘরের শেষপ্রান্তে তিনি দরজা ভেজানো ঘরটির সামনে আসেন। দরজায় টোকা মারতে গিয়েও দেখেন তা সামান্য ফাঁক করা! ভিতর থেকে আলো এসে পরছে। তিনি কি মনে করে তা আরো ফাঁক করেন। এবং ভিতরের দৃশ্যটি দেখে তিনি চমকে ওঠেন।

তনিকা নাচের পোশাক পরেই তাঁর বিপরীত মুখী দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আছে। তার শরীরের উপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে ঝুঁকে আছেন আর কেউ নয়, তারই নৃত্যশিক্ষক! যিনি তনিকার থেকে বয়সে অন্তত তিনগুন বড়! এহেন অবস্থায় সেই স্বনামধন্য শিক্ষণ তনিকার ঠোঁটদুটি প্রানপনে চুষে চলেছেন, তাঁর ডানহাতটি তনিকার কোমরের তলায়, মৃদু মৃদু চাপ-প্রয়োগ করছে। তনিকার একটি হাত ওঁর ধুতির ভিতরে...

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিভুকান্ত দেখতে থাকেন,,... কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর দুহিতা দরজায় তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায় এবং তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত আকার ধারণ করে! সঙ্গে সঙ্গে বিভুকান্ত দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে চলে আসেন বিল্ডিঙ্গের।

কয়েক মুহূর্ত পরেই তনিকা বেরিয়ে আসে তিনি ওকে নিয়ে নিঃশব্দে গাড়িতে ওঠেন। কিছু বলেন না।

তনিকা সারাটি রাস্তা জুরে তাঁর কাছে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, তার মুখে একই কথা: 'বাপ্পি, মা-কে প্লিইজ কিছু বলো না! মা যেন জানতে না পারে.. প্লিইইজ! তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার!'

বিভুকান্ত প্রথমে নিশ্চুপ থাকেন। তারপর শেষপর্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে ওঠেন গাড়ি চালাতে চালাতে:

"ঠিক আছে, মা কে বলবো না, তবে একটা শর্তে!"

-"কি? তুমি যা বলবে..."

-"সময় মতো জানতে পারবে!" পাথরকঠিন গলায় বলেন বিভুকান্ত। কিন্তু তাঁর মনে তখন সম্ভাবনার ঝড় বইছে.....!... তিনি একবার রিয়ারভিউ মিররে তনিকার উর্বশীর ন্যায় সুন্দর কাতর অবয়বটি একবার দেখে নেন...

এই ঘটনার দু-দিন বাদে তনিকা গোপনে পিতার কাছ থেকে একটি সালোয়ার কামিজ উপহার পায়। এবং আদেশ পায় সেই দিনই দুপুরে, নিভৃতে তাঁর সাথে তাঁর কক্ষে দেখা করতে সেটি পরিধান করে। সেই সময়টায় বিভাবরী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্য, তাই বিভুকান্ত একাই থাকতেন।

তনিকা সালোয়ার কামিজটি পরিধান করে নিজেকে আয়নায় দেখে বেশ চমৎকৃত হয়। কামিজটি কমলা রঙের ও সালোয়ারটি সাদা। কামিজটি বেশ চাপা। তার সুডৌল নিতম্ব ও সরু কোমরের সাথে সেঁটে রয়েছে, এবং তার উদ্ধত পরিপক্ক স্তনদুটি টানটান হয়ে ফুলে রয়েছে কামিজের কাপড় প্রসারিত করে। শুধু তাই নয়, কামিজটির গলার কাছটি অনেকটা বড় করে কাটা। তার ফর্সা স্তনসন্ধি বেশ কিছুটা উন্মুক্ত!

তনিকা বেশ অবাক হয়ে নিজেকে আয়নায় দেখে। তার মনের কোনে সন্দেহের মেঘ, কিন্তু সে এই ভেবে আশ্বাস পায় পিতা হয়তো সাইজে ভুল করেছেন। সে কামিজের ওড়নাটি দিয়ে বুকটা ঢেকে নেয়। কিন্তু তার সন্দেহ লাগে আরেকটি কারনেও! পিতা তাকে নির্দিষ্ট করে চুল বাঁধবারও নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন! একটি মোটা বিণুনী করে বাঁধতে হবে!

যাই হোক পিতার নির্দেশ মতো সাজগোজ করে তনিকা সন্তর্পনে গিয়ে পিতার ঘরের দরজায় টোকা মারে আলতো করে।

-"ভিতরে আয়!"

তনিকা ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। বিভুকান্ত বিছানায় তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর পরণে সাধারণ গেঞ্জি ও পাজামা। তনিকা ভিতরে ঢুকতে তিনি কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক ওর দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ওঠেন:

"পেছনে দরজাটা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দাও মামনি!"

তনিকা দরজা বন্ধ করে বিছনায় পিতার দিকে এগিয়ে আসে।

-"কেমন লাগছে বাপির দেওয়া নতুন সালোয়ার কামিজ? ফুলতুসী?" বিভুকান্ত ভারী গলায় শুধান।

তনিকা মিষ্টি হেসে ঘাড় কাত করে।

-"উম্ম.. ওড়নাটা ওভাবে দেয় না!" মেয়ে বিছনার পাশে এলে বিভুকান্ত দু-হাত উঠিয়ে ওর বুকের উপর থেকে ওড়না সরিয়ে ওর গলায় পিছন দিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেন।

তনিকা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে পিতার মুখের ঠিক সামনে আঁটো ভাবে ফুলে থাকা তার খাড়া খাড়া দুখানা স্তন ও উন্মোচিত স্তনসন্ধি নিয়ে... লজ্জায় তার গন্ডদেশ লাল হয়ে ওঠে।

বিভুকান্তের দৃষ্টি চুম্বকের মতো কয়েক মুহূর্ত দুহিতার অপরূপ স্তন-সৌন্দর্য্যে চুম্বকের মতো আটকে থাকে। তারপর তিনি মুখ নামিয়ে নিজের গলা খাঁকারি দিয়ে থাই চাপড়ে ইশত কেঁপে ওঠা গলায় বলেন:

"এস মামনি, বাপ্পির কোলে বস!"

তনিকা আরও অপ্রস্তুত বোধ করে! কোনদিন সে পিতার কোলে এভাবে বসেনি। সে মুখে একটা আধো হাসি নিয়ে সসংকোচে বিছানায় উঠে পিতার বাম খাইয়ে নিতম্ব স্থাপন করে বসে।...

-"হুম" বিভুকান্ত মেয়েকে আলগা ভাবে আলিঙ্গন করেন। তনিকা বুঝতে পারে পিতার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও উত্তপ্ত, সে কিছু বলেনা। তার অস্বস্তি লাগে।

নিজের শরীরের এত কাছে অপ্সরার মতো সুন্দরী অল্পবয়্সী ললনার উপস্থিতি, ওর পাগল করে দেওয়া সৌন্দর্য্যের আঁচ যেন গায়ে লাগছে বিভুকান্তের! থাইয়ের উপর ওর নরম-গরম নিতম্বের যেখানে চাপ, ঠিক তার পাশেই তাঁর উন্মত্ত পুরুষাঙ্গ পাজামা ঠেলে ফুলে উঠে টনটন করছে। ওর অমন সুন্দর মুখের ইশত অপ্রস্তুত ভাবটির লালিমা, ওর ফর্সা কপালে এসে পড়া কয়েকটি চুল, ওর মরাল গ্রীবা, নরম স্তনের খাঁজ, কামিজে সটান ফুলে ওঠা তাঁরই দিকে যেন উঁচিয়ে থাকা দুটি পয়োধর, সরু কোমরের ইশত বেঁকে থাকার অপূর্ব ভঙ্গি, নিতম্বের দৌল.... সবকিছু যেন একত্রে বিভুকান্তের হৃৎগতি বাড়িয়ে দিচ্ছে! তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে এসেছে,... বাহুডোরে এহেন অগ্নির ন্যায় রমণী-দ্যুতি নিয়ে।

তিনি এবার আলতো করে নিজের অল্প কাঁপতে থাকা ডানহাতের আঙ্গুলগুলি তনিকার নরম গালে ছোঁয়ান, তারপর সেখান থেকে নেমে ওর স্কন্ধ বেয়ে ওর বাহুতে রাখেন, হাত বুলান, নরম মাংস মুঠোয় নিয়ে অল্প চাপ দেন ভারী শ্বাস নিয়ে... তাঁর শরীর জুরে কি এক উত্তেজনার ও নতুন সুখের আলোড়ন শুরু হয়েছে যেন! তরতাজা, জলজ্যান্ত, নরম উত্তপ্ত তরুণী শরীর স্পর্শের প্রত্যেকটি আবেশে যেন দেহের সমস্ত তন্ত্রীতে কি এক অনাস্বাদিত পুলক ও ততোধিক ক্রমবর্ধমান ভোগলিপ্সার এক নিষিদ্ধ হাতছানির আহ্বান!...

তনিকা এবার চোখ তুলে চায়, “কি করছ বাপ্পি!...” সে অস্ফুটে বলে।

“হ্রমম..” গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে বিভুকান্ত এবার গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন “আমি কি করছি তা নয়, কথা হচ্ছে নাচের ক্লাসে তুমি কি করছিলে তাই নিয়ে রূপসী!”

তনিকা দ্রুত চোখের পাতা নামিয়ে নেয়, একটি গভীর শ্বাসে তার বুক ফুলে ওঠে ও নামে “প্লিইজ বাপ্পি, তুমি যতটুকু দেখেছো তার বেশি কিছু হয়নি! সত্যি বলছি!”

-“সত্যি বলছ তার প্রমাণ কি?”

তনিকা চুপ করে মাথা নিচু করে থাকে।

“এমন খবর অবিলম্বেই তোমার মা-কে জানানো উচিত!”

-“না!” তনিকা ততক্ষনাত চোখ তোলে “মা, এমনকি বোনও যেন না জানতে পারে, প্লিইস বাপ্পি!”

-“হম..” গম্ভীর ভাবে বিভুকান্ত তনিকার বাহু থেকে হাত ওর মসৃণ ফর্সা বাঁহাত বেয়ে নামান, ওঁর হাতের খরখড়ে স্পর্শে তনিকার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অল্প... তিনি তনিকার সরু, নরম সুন্দর আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে বলেন “আমি তোমার কাছ থেকে যে এটা আশা করিনি সোনামণি!”

তনিকা নিশ্চুপ।

“তোমরা দুই বোনে যখন যা চেয়েছে তখন তাই কিনে দিয়েছি, সে যতই দাম হোক না কেন! তোমাদের মায়ের তীব্র আপত্তি মাথায় নিয়েই! তার এই প্রতিদান কি আশা করি? তুমিই বলো?” তিনি তনিকার হাত ছেড়ে এবার ওর নরম উত্তপ্ত উরুর উপর হাত রাখেন সালোয়ারের উপর দিয়ে... তনিকা একটু সিঁটিয়ে ওঠে, পিতার আলিঙ্গনে অপ্রস্তুত ভাবে নড়েচড়ে ওঠে।

“বলো?” তিনি ওর নরম উরুতে চাপ দেন। তাঁর শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুত-তরঙ্গ খেলে যায়... তনিকা শিউরে ওঠে।

“বা-বাপ্পি,... আমি সরি!... “ সে কোনরকমে বলে ওঠে শুকনো গলায়।

-“হুম... এটাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম সুন্দরী!” খসখসে গলায় বিভুকান্ত বলে ওঠেন। তাঁর হাত তনিকার উরু থেকে ওর নিতম্বের তানপুরায় এসে থামে কিছুক্ষনের জন্য।

“ওই বুড়ো মাস্টার তোমার শরীরের কোন কোন জায়গায় হাত দেয়?”

তনিকা কিছু বলতে পারে না, চুপ করে থাকে, নিজের নিতম্বের উপর পিতার হাতটি যেন তার গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে!

বিভুকান্তের হাত উঠে আসে ওর কোমরের খাঁজে, তারপর সেখান থেকে অত্যন্ত সাহসী এক পদক্ষেপে সরাসরি ওর কামিজে ফুলে ওঠা বাম স্তনের উপর!

তনিকার দেহ শক্ত হয়ে টানটান হয়ে ওঠে স্তনের উপর পিতার হাতের গরম খসখসে স্পর্শে, কিন্তু কোনো এক জাদুমন্ত্রের বলে সে বাধা দিতে পারে না! তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অসার হয়ে গেছে!

"মাস্টার এখানে হাত দেয়?" বুকের ভিতর হাজার মাদলের দামাল আস্ফালন চাপতে চাপতে ডানহাতের তালুর তলায় মেয়ের সুডৌল অষ্টাদশী স্তনের গঠন অনুভব করতে করতে ওর চোখের দিকে চান বিভুকান্ত।

তনিকার দুটি পাপড়ির মতো ঠোঁট কেঁপে ওঠে, তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না।

দুহিতার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে বিভুকান্ত ইতিমধ্যে টিপে ধরেছেন থাবার মধ্যে ওর বাম স্তনটি রিক্সার হর্নের মতো করে.... তাঁর উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগার,.. স্পঞ্জের চেয়েও নরম, ফুলেল, উত্তপ্ত গ্রন্থিতে তাঁর হাতের আঙুল বসে যাচ্ছে.. কি উত্তেজনাময় অনুভূতি! চোখ বুজে আসে তাঁর, কিন্তু তিনি চোখ বুজতে দেবেন না! চোখ মেলে তিনি দেখছেন এই মনোহর দৃশ্য! যে বহ্নিশিখার রূপের আগুন তাঁকে দু-বছর ধরে পুড়িয়েছে, তাঁর শত বিনিদ্র রজনীর রাতজাগা ছলনাময়ী কুহেলিকা যে মেয়েটি, সেই মেয়েটিকে এখন তিনি তাঁর নিজের পছন্দসই পোশাক পরিয়ে কোলে বসিয়ে তার উদ্ধত পাগল করা স্তন টিপছেন! এ যে কি সুখকর অনুভূতি, তা অনুধাবন করা দায়!

তনিকা শরীর শক্ত করে দৃষ্টি সরিয়ে বসে আছে। তার সাহস নেই একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখার তার চাপা কামিজে টানটান খাড়া স্তনের উপর পিতার অসত হাতকে...

তনিকার বাম স্তনটি কয়েকবার মর্দন করেন বিভুকান্ত, তারপর হাত সরিয়ে এনে ওর ফুলে ওঠে ডানস্তনটি ধরেন, চাপ দিয়ে টেপেন নরম উত্তপ্ত মাংসপিন্ডটি,.. কিন্তু এদিকে তাঁর হৃতপিন্ড ফেটে যাবার যোগার! বেশিক্ষণ অষ্টাদশী তরুণীর এমন ফুটন্ত অহংকারী স্তনে তিনি হাত রাখতে পারেন না... হাত উঠিয়ে তিনি ওর নরম স্তনের খাঁজে রাখেন, তারপর ওর গলার ভাঁজে। একটু কেশে গলা পরিস্কার করে তিনি আবার বলে ওঠেন:

"আমি বলেছিলাম আমি তোমার কু-কীর্তির কথা তোমার মা-কে বলবনা। তবে একটা শর্তে।" বলে তিনি চুপ করে ওর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করতে থাকেন।

তনিকা বেশ কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকে। তার দ্রুত শ্বাস-নিশ্বাস পরছে। কিছুক্ষণ পর একটু স্বাভাবিক বোধ হলে সে মুখ তুলে শুধায়, "কি?"

-"উম.." তিনি বাহুবন্ধনের চাপ বাড়িয়ে ওকে আরও ঘনিষ্ঠ করেন নিজের সাথে।

তনিকা কাতরে ওঠে, এত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় পিতার শরীর থেকে উঠে আশা ঘন গন্ধটিতে তার শরীর কেমন করে ওঠে...

-“শর্ত এটাই যে তোমায় প্রতিদিন এমন সময় খুঁজে নিয়ে এসে বাপ্পিকে খুশি রাখতে হবে! পরপর দু-দিন যদি আমি আদর না পাই, তাহলে মা-কে সব বলে দেবো!”

তনিকা তার আয়ত চোখদুটি তুলে পিতার পানে চায়, তারপর আবার চোখ নামিয়ে বলে “ঠিক আছে বাপ্পি।”

-“আর তোমার সবথেকে নটি ড্রেসগুলো পড়ে আসবে! আমি জানি তোমার আছে!”

তনিকা চুপ করে থাকে।

-“উম” বিভুকান্ত এবার সাহস করে ওর নরম গালে একটি চুমু খান “আর আজকের মতো তোমাকে আমি এমন ডেকে ডেকে নিয়ে আসবো না! গরজটা তোমারই! বাপ্পিকে ঠিকমতো খুশি রাখতে পারলে আমরা সবাই মিলে হ্যাপি ফ্যামিলি হয়ে থাকবো! ঠিক হ্যায়? বুঝেছো তো?”

-“বুঝেছি বাপ্পি!” তনিকা শুকনো গলায় বলে ওঠে।

“ঠিক আছে যাও! আজকে বুঝতে পারছি একসাথে অনেক গেলা হয়ে গেছে তোমার! তাই আপাতত ছুটি দিলাম! কাল কিন্তু এক্কেবারে আমার দুষ্টু মিষ্টি মেয়েটা হয়ে আসতে হবে নিজে থেকে! তোমার পারফর্মেন্সের উপর নির্ভর করবে সবকিছু! ও.কে?”

তনিকা ঘাড় নাড়ে। বিভুকান্ত এবার ওর চিবুক তুলে ধরে বলেন “আর আজ থেকে তোমার ওই নাচের স্কুলে যাওয়া বারণ! তোমার জন্য নতুন স্কুল খুঁজেছি আমি! পরশু সেখানে নিয়ে যাবো তোমায়।”

তনিকা দৃষ্টি নামায়, কিছু বলে না।

-“উম যাবার আগে বাপ্পির গালে একটা হামি দিয়ে যাও!” বিভুকান্ত এবার ওকে ছেড়ে দিয়ে বলেন।

তনিকা সসংকোচে পিতার খরখড়ে গালে একটি চুমু খায়, তারপর বিছানা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে পালাতে যায়।

ও দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই বিভুকান্ত ডাকেন “তনি!”

তনিকা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

“আমাদের এই আদর-খেলার কথা মা বা কেউ জানতে পারলে কি হবে তা নিশ্চই জানা আছে!”

তনিকা মুখ নামে, তারপর কিছু না বলে প্রস্থান করে।

এই ঘটনার পরের দিন:

তনিকা নিজেকে আয়নায় দেখছিলো। এখন বিকেল পাঁচটা বাজে। সে সবে কলেজ থেকে ফিরেছে। বিভাবরী গেছেন ছাদের লাগোয়া ঠাকুরঘরে। সেখানে প্রতিদিন তিনি এই সময়ে পূজা করেন। এবং পাঁচটা থেকে ছটা, এই এক ঘন্টার মধ্যে তাঁকে বিরক্ত করার জমিদারবাড়ির কারো অধিকার নেই। এমনকি তাঁর স্বামী বিভুকান্তেরও না। রশিপুরের জমিদারবাড়িতে সনাতন প্রথা হচ্ছে সকালে পূজা-কার্য সম্পাদন। কিন্তু বিভুকান্ত বিষয়ী মানুষ, পূজা-আচ্চায় তাঁর টান কম এবং বাছ-বিচারও নেই। তাই পিতা-মাতা গত হবার পর সেই সনাতন প্রথার গ্রথন ভাঙ্গতে শুরু করে। তাঁর প্রথম স্ত্রী কল্পনা কিছুটা ধরে রেখেছিলেন, প্রতিদিন জোর করে বিভুকান্তকে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন। কল্পনা গত হবার পর বিভুকান্ত নিজে থেকে কোনদিন আগ্রহ দেখাননি। বিভাবরী আসার পর সেই পূজা-আচ্চার ধুম আবার জাগ্রত হয়েছে।

তন্নিষ্ঠা প্রতি বৃহস্পতিবার পড়তে যায় কোচিং-এ স্কুল থেকে ফিরে। আজ সৌভাগ্য(?)বশতঃ বৃহস্পতিবার। তনিকা আজ পেয়েছে তাই এই সুযোগ। কিন্তু সপ্তাহের বাকি অন্যদিন... তনিকা মাথা নেড়ে সে চিন্তা আর এগোতে না দিয়ে নিজেকে মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আয়নায়।

এখন তার পরণে একটি লাল রঙের টপ ও হাঁটু অবধি লম্বা হলুদ স্কার্ট। কলেজে সে এই টপটিই পড়ে গিয়েছিলো কিন্তু তার সাথে ছিল জিন্স। জমিদারবাড়িতে পদার্পণ করলেও তনিকা ও তন্নিষ্ঠার আধুনিকতায় কোনো ছাপ পরেনি তার। এবং বিভুকান্তও নিজ কারণে মেয়েদের যে কোনো পোশাকেই নির্বিকার থেকেছেন বিভাবরীর অনিহা ও অসন্তোষে তেমন সায় না দিয়ে।

লাল রঙের টপটি বেশ আঁটো এবং সেটির হাতাদুটি খুবই ছোট। তনিকার দুটি ফর্সা সুবর্ণচিক্কন বাহু প্রায় পুরোটাই নগ্ন যার ফলে। টপটি তার বুকের কাছে চাপা। আয়নায় নিজের স্তনদুটি দেখে নিজেরই একটু অস্বস্তি হয় তনিকার। দুটি মারণাস্ত্রের মতো খাড়া হয়ে ফুলে আছে! যেন দুখানি লাল অশনিসংকেত! চোখ নামিয়ে নেয় সে নিজের বুক থেকে। পিতার জন্য সে আজ ছোট স্কার্টটি পরেছে বেছে। হাঁটুর কিছুটা উপর থেকে তার দুটো পা-ই নগ্ন। মসৃণ মোমের মতো নিষ্কলুষ ত্বক। চুল পিতার পছন্দের কথা ভেবে মোটা বিনুণীতে বেঁধেছে সে।

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে ঠোঁটে অল্প লিপস্টিক লাগায় তনিকা। যদিও সে আয়নায় নিজের দিকে প্রকৃতপক্ষে তাকিয়ে নেই, যন্ত্রের মতো মুখে অল্প প্রসাধন করতে করতে সে ভেবেই চলেছে এই মুহূর্তে তার মনের ভাবনার ঘুর্নাবত্তের জোয়ারে...

কি করণীয় তার এমতাবস্থায়? তার অসাবধনতার ফলে যে গোপনতা বিভুকান্ত টের পেয়ে গেছেন তা সে কিছুতেই, মরে গেলেও মা-কে জানতে দিতে পারেনা! কিছুতেই না! এর জন্যে যা করতে হয়, সে তা করতে প্রস্তুত! কিন্তু মনে ভাবলেও, এখন সে বুঝতে পারছে কাজটা অতটা সহজ না। দু-বছর ধরে যে মানুষটিকে সে এতদিন চিনতো এবং কখনই সন্দেহের চোখে দেখার কথা ভাবেই নি, যার কাছে মায়ের কড়া শাসন থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পেরেছে তারা দুই বোন এবং যা নয় তাই বায়না করে পেয়েছে, এখন সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে তিনি দেখা দিয়েছেন তার জীবনে। কিভাবে সে প্রলুব্ধ করবে এই মানুষটিকে? যদিও সে জানে তার নীরব উপস্থিতিতেই তিনি যৌনোত্তেজিত, কিন্তু আগের দিন সে ভালো করেই বুঝেছে তার শীতলতা তিনি চাননা, এবং তাতে তার নিজের কার্যসিদ্ধি অসম্ভব। সত্যিই গরজটা যে তার! নিজের তলার নরম ঠোঁটটা অল্প

কামড়ে ধরে সুন্দরী মেয়েটি আয়নার সামনে। সে জানে কিভাবে নিজের রূপের জাল বিস্তৃত করে পুরুষের হৃদয়ে অগ্নিসঞ্চার করতে হয়, কিন্তু সে জানেনা পিতাকে কি লাস্যে সে মোহান্বিত করবে। সে মনে করার চেষ্টা করে তার দেহের কোন কোন অংশের প্রতি গতকাল পিতা সবথেকে উৎসাহ দেখিয়েছেন। তার ঠোঁট? তার স্তন? তার নিতম্ব? তার উরু?... ভাবতে ভাবতে গায়ে এক আনুপূর্বিক অনুভূতিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অষ্টাদশী তনিকার। একটি অজানা ভয়, অপদস্থতা, এবং তার সাথে মেশানো একটি নাম না জানা কৌতূহল! কিভাবে ভোগ করবেন পিতা আজ তাকে? কতদূর যাবেন তিনি? কতটা আস্থা রাখতে পারে সে এই মানুষটির কথায়?.. সর্বপরি তাঁর কর্মে?

তনিকা আর ভাবতে পারেনা। নাচের শিক্ষকের সাথে তার যে যৌনসম্পর্ক ছিল তা রুটিনমাফিক। কোনদিন তাকে ভাবতে হয়নি নিজে থেকে সেই প্রৌঢ় মানুষটির মনের কথা। সে এটুকু জানতো তাঁর প্রিয় অংশ ছিল তনিকার ঠোঁটজোড়া ও তার নিতম্ব। ক্লাসের শেষে স্পেশাল হাওয়ার্সের পড়ে একান্তে তনিকাকে পেলেই তিনি তাঁর নিয়মমাফিক কাজ শুরু করতেন এবং তনিকাকে শুধু তাঁর লিঙ্গমর্দন করে তৃপ্ত করতে হতো। বিনিময়ে তনিকার বিখ্যাত শিল্পীর সাথে সংযোগ ও মঞ্চে সুযোগ। তার প্রতিভার অভাব ছিল না। তরতর করে সে এগিয়ে চলেছিলো বিনোদন জগতের মই বেয়ে। শুধু নিজের সামান্য একটি ভুলের হেতু তার সেই জীবন থমকে গিয়ে এ কোন পথে মোর নিলো?

তনিকা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নায় নিজেকে মনোযোগ দিয়ে এবার দেখে। কি মনে করে গলার কাছে ও ঘাড়ে সামান্য পারফিউম দিয়ে সুরভিত করে নেয়।

^ ^
^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

পিতার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সে টোকা মারতে গিয়েও থেমে যায়। একটি লম্বা শ্বাস টেনে মনে জোর জড়ো করে। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে ভিতরে।

বিভুকান্ত ঘরের আরামকেদারায় বসে চা খাচ্ছিলেন। প্রতিদিন বিকেলে ধুমায়িত চা পান তাঁর একটি প্রিয় অভ্যাস। তাঁর জন্য চা বানানো হয় বাহারি প্রক্রিয়ায়। এই মুহূর্তে চায়ের সুগন্ধে ঘর ম-ম করছে।

-“কি করছো বাপ্পি?” তনিকা ঘরে ঢুকে একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দেয় পিতার দিকে।

-“এই যে সোনামণি!, কিছুই না! এস কোলে এসে বস!” মুগ্ধ দৃষ্টিতে অষ্টাদশী তনিকার দিকে চেয়ে বিভুকান্ত বলেন পাশের টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে।”

তনিকা এবার কোনো ইতস্ততঃ না করে সাবলীল ছন্দে হেঁটে এসে সরাসরি পিতার কোলে বসে ওঁর বাম উরুতে নিতম্ব রেখে।

কোলের মধ্যে এমন অপরুপা তরতাজা-উত্তপ্ত রমণী পেয়ে পুলকিত ও সমান উত্তেজিত বোধ করেন বিভুকান্ত আবার... শক্ত হতে শুরু করে তাঁর পাজামার নিচে মুক্ত যৌনাঙ্গ। তিনি মেয়েকে কোলে ঘুরিয়ে এমনভাবে বসান যাতে ওর নিতম্বের নরম গরম খাঁজে তাঁর ক্রমবর্ধমান পুরুষাঙ্গ ঢুকে গিয়ে চেপে বসে...

পিতার পুরুষাঙ্গের স্পর্শে শিউরে ওঠে তনিকা ওঁর কোলে, তার সারা শরীর অল্প কেঁপে ওঠে। অনুভব করছে সে তার নিতম্বের খাঁজে পিতার লিঙ্গর শক্ত ও বিবর্ধিত হওয়া, তার সেই সংক্ষিপ্ত পরিসর আরও প্রসারিত করে একটি আগুনের শলাকার মতো বিঁধে যাচ্ছে যেন! সে এখন প্রকৃতই পিতার শক্ত পুরুষাঙ্গের উপর বসে আছে।

তনিকা যত তারাতারি পারে অবস্থাটাকে হজম করে নেবার চেষ্টা করে। ঠোঁট টিপে সে হৃৎপিন্ডের ধুকপুকানিকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে। তাকে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লে হবে না, সিঁটিয়ে থাকলে চলবে না, মনোরঞ্জন করতে হবে পিতার... না হলে... সে আর ভাবতে পারে না। নিতম্বের খাঁজে ঢোকানো পিতার শক্ত, দপদপাতে থাকা পুরুষাঙ্গকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে সে মুখে আবার একটি হাসি ফুটিয়ে সে তার নমনীয় কোমর ইশত বেঁকিয়ে পিতার দেহের ঊর্ধ্বাংশ ঘোরায়।

এদিকে বিভুকান্তের উত্তেজনায় শ্বাস যেন আগুনের মতো বেরোচ্ছে!... মেয়ের উত্তপ্ত নিতম্বের খাঁজের ওমে তাঁর লৌহকঠিন দন্ড এখন সেঁকছে নিজেকে। আরামে তাঁর চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে!... পরম আবেশে তিনি দুহাতে তনিকার ছোট্ট কোমর পেঁচিয়ে ধরেন। নিবিড় ভারী কণ্ঠে শুধান:

-"উমমম কি করছিলে ফুলটুসি?"

-"এই তো কলেজ থেকে ফিরলাম বাপ্পি!" তনিকা মুচকি হেসে বলে। "তুমি কেমন আছ?"

প্রশ্নটা করেই নিজের ভীষণ বোকা-বোকা লাগে তনিকার। সে মনে মনে প্রার্থনা করে বিভুকান্ত যেন এতে বিমুখ না হন... অথবা যদি হন... তাহলে যদি তনিকা মুক্তি পায়... কিন্তু তাহলে তো...

-"হাহাহাহা.." দরাজ কণ্ঠে হেসে উঠে মেয়ের চিবুক ডানহাতে ধরে নাড়ান বিভুকান্ত-

"আমি ভালো আছি মিষ্টি সোনা!"

তনিকা আবার সুন্দর হাসি উপহার দেয় পিতাকে। তার মনে এক অশান্ত দোলাচলের সৃষ্টি হয়েছে! একাধারে তার মন চাইছে এমন অপদস্থতা ও অনৈতিক অবস্থা থেকে পালিয়ে বাচতে, আবার সেই মনই তাকে আবার বাধ্য করছে ভাবতে কিভাবে, কি কি উপায়ে সে এখন তার পিতাকে মনোরঞ্জন করে আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্না হবে!

বিভুকান্ত আরাম করে সুন্দরী তনয়াকে বাম বাহুতে পেঁচিয়ে ধরে ডান হাতে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দেন। তনিকা লক্ষ করে আজ পিতা নিজে থেকে কোনো চেষ্টা তেমন করছেন না, তার কাজ

আরও শক্ত করে... এদিকে ঘরের নৈঃশব্দে দেয়াল ঘড়ির একেকটি টিক টিক শব্দ কর্ণপটহবিদারক মনে হচ্ছে তার, পাঁচটা পনেরো! একটু পরেই বিভাবরী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, আর তার এমন তৈরী করা সুযোগ পন্ড হয়ে যাবে! কি করবে তনিকা? তার যে কিছুই মাথায় আসছে না! কিভাবে ডেকে আনে পিতার সামনে তার ভিতরে লাস্যময়ী মোহিনী রূপটিকে?!

পিতার দিকে তাকায় সে। তিনি স্ব-আমেজে উপভোগ করছেন তনিকার এহেন দুরবস্থা! তার রাগ হয় পিতার উপর। কেন বিভুকান্ত তার নাচের শিক্ষকের মতো নন? কেন তিনি হামলে পড়ে সব লুটেপুটে নিচ্ছেন না তনিকার কাছ থেকে? তাহলে তনিকার কাজটি কত সহজ হত! সে যন্ত্রের মতো থাকতে পারতো আর এই নিয়ে তাকে বেশি চিন্তাখরচও করতে হত না! কিন্তু তা যে হবার জো নেই!

বাধ্য হয়ে তনিকা পিতার কোলে একটু নড়েচড়ে উঠে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই নিজের নিতম্বের মাঝের খাঁজে আটকানো ওঁর শক্ত দন্ডটি দলন করে, উসখুস করে উঠে সে পিতার দিকে চায়। বোঝার চেষ্টা করে তাঁর চোখের মাধ্যমে তাঁর মনের দৃষ্টি... সে দেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে গেলেও বিভুকান্ত বারবার চোরা দৃষ্টিতে লাল টপ-এ টানটান ফোলা তার স্তনজোড়ার দিকে চাইছেন, এবং স্কার্ট থেকে বেরিয়ে আসা তার অর্ধনগ্ন সুমসৃণ উরুদুটির দিকে। সে এহেন অস্বস্তির মধ্যেও একটি চাপা কৌতুক অনুভব করে... এবং সেই অনুভূতি তাকে বেশ অবাক করে নিজের প্রতি!

সে এবার আদূরেভাবে পিতার আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে নিজের বুকটা টানটান করে লাল টপ-এ উদ্ধত স্তনজোড়া আরও চোখা চোখা ও প্রকট করে তুলে সামান্য অস্বস্তির ভঙ্গিতে দেহ অল্প অল্প মোচড়াতে মোচড়াতে, বুকের উপর স্তনদুটির আশেপাশে নিজের ডানহাত উঠিয়ে চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়ে আলতো চুলকে উঠতে উঠতে বলে:

“উম.. উফ... বাপ্পি, এই টপটা যে কি না! ভীষণ কুটকুট করে আমার বুকে মাঝে মাঝে!..”

মেয়ের এমন আচরণে চরম যৌন উত্তেজনায় সারা শরীরে তরিত্ বয়ে যায় বিভুকান্তের! ওর নিতম্বের উত্তপ্ত খাঁজে আটকানো তাঁর লিঙ্গ মোচড় দিয়ে ওঠে... অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলে উঠে নিজের কোলে পীনস্তনি অষ্টাদশী অপ্সরাকে গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ওঠেন:

“এম... খুব অস্বস্তি হয়?”

“উম... ক্লাসের মধ্যে হয় যখন,.. আর আমি ফার্স্ট বেন্চ-এ বসি! কিছু করতে পারিনা!” তনিকা মোহময়ী হেসে পিতার বুকের কাছে গুমরে উঠে অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে স্তনজোড়া উঁচিয়ে তোলে আদূরে শ্বাস টেনে... তারপর নিজের বিণুনীটি ঘাড়ের পেছন থেকে টেনে সামনে এনে উঁচিয়ে তোলা স্তনদুটির মাঝখান দিয়ে টেনে এনে চাপ দেয় “কি করি বলত? এই টপটা আমার তো খুব পছন্দ!”

“ব্রা পরিসনা?” চোখের সামনে উত্তেজক দৃশ্য দেখতে দেখতে হৃৎপিন্ডের গতি সামলাতে সামলাতে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করেন বিভুকান্ত।

তনিকা মিষ্টি হেসে দেহকাণ্ড সুন্দর নমনীয় ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে বলে.. “হিহি.. উম, ব্রা দিয়ে কি পুরো বুক ঢাকা যায় বাপ্পি? তুমি নাআআ...” তার এবার একটু একটু মজা লাগছে। সে দেখছে পিতার স্বাভাবিক হবার প্রচেষ্টা, তার দুই নিতম্বস্তম্ভের ফাঁকে আটকানো তাঁর পুরুষাঙ্গের যেন নিজস্ব প্রাণ আছে! সেই দন্ডটির বারবার মুচড়ে উঠা, যেন মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায়, অনেক উহ্য কথাই বলে দিচ্ছে!...

“হমম..” আর না পেরে বিভুকান্ত তাঁর লোভী ডান থাবা এবার তনিকার আকর্ষনীয় বুকের উপর তোলেন। ওর সুডৌল ডানস্তনটি চুলকাতে শুরু করেন... “এখানে চুলকায়?”

-“উম্ম” তনিকা পিতার হাতের তলায় বুক ঠেলে ওঠে আদরমাখা ভঙ্গিতে। কাতরে ওঠে উরুতে উরু ঘষে, কিন্তু বিভুকান্ত ওপর হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরেছেন বলে বেশি নড়াচড়া করতে পারেনা।

বিভুকান্ত দুহিতার বিণুনীটি বুকের উপর থেকে সরিয়ে আবার পেছনে ফেলে এবার ওর বামস্তন জোরে জোরে চুলকান “এখানে?”

“উম.. উহ.. বাপ্পি কি জোরে চুল্কাছো!” তনিকা নাকিস্বরে প্রতিবাদ করে। ক্রমশঃ ব্যাপারটা তার কাছে এবার স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে উঠছে। মজা লাগছে তার...

-‘উম..” বিভুকান্ত এবার চুলকানি বন্ধ করে শক্ত হাতে মুঠোয় টিপে ধরেন টপ-সহ তনিকার উদ্ধত বামস্তন, প্রচন্ড নরম মাংসে তাঁর আঙুল দেবে গিয়ে মুঠোর বাইরে লাল ডিমের আকারে তনিকার স্তনের কিয়দাংশ ফুলে ওঠে।

“আউচ” তনিকা মৃদু কঁকিয়ে ওঠে...

“উম্হ..” পরম আশ্লেষে স্পঞ্জের মতো নরম মাংসপিন্ডটি কয়েকবার ডলে চটকিয়ে তিনি হাত সরিয়ে আনেন তনিকার ডানস্তনের উপর, খাবলে ধরে সজোরে মুঠো পাকান সেটি...

“আঃ.. বাপ্পি!”

-“কি?” বিভুকান্ত মেয়ের বুকের উপর হাতের তালু ঘষে ঘষে ওর খাড়া খাড়া নরম ফলদুটি ওর বুকের সাথে দাবাতে দাবাতে বলেন। মাঝে মাঝে মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে চাপ দিতে থাকেন একেকটিকে।

“উম্হ..” পিতার অসত, লোভী তালুর তলায় বুক উঁচিয়ে রেখে তনিকা নিজের নিম্নাঙ্গে এক সুচারু মোচড় দিয়ে ওঁর লিঙ্গ ডলে দিয়ে ওঁর দিকে আয়ত্ চোখ তুলে তাকিয়ে ঠোঁট মুচকিয়ে হেসে ওঠে “আমার এতটাও কুটকুট করেনা বাপ্পি!”

-“উম্ম্হ..” উত্তপ্ত শ্বাস ছেড়ে বিভুকান্ত বলেন “তোর বুকদুটো কেউ এভাবে টিপেছে তনি?”

-“উমমম...” বিভুকান্ত মেয়ের দুটি খাড়া স্তন থেকে হাত তুলে ওর কাঁধ থেকে টপের অংশ কিছুটা সরিয়ে আবিস্কার করেন ওর লাল ব্রা-এর স্ট্র্যাপ। হাতে নিয়ে নারাচারা করেন সেটি। তারপর স্তন বেয়ে হাত নামিয়ে উদর বেয়ে নেমে ওর কোমরে ঘুরে এসে চাপ দেন সুডৌল কোমরের মরাল গ্রীবার মতো বঙ্কিম অংশটিতে।

“কি সুন্দর কোমর তোর!” তারিফ করেন তিনি “কত সাইজ রে?”

-“পঁচিশ” তনিকার আবার সামান্য অস্বস্তি হতে থাকে। সে বুঝতে পারছে না পিতার হাতের গতিবিধি..

“উমমম... নর্তকী মেয়ে আমার!” খসখসে গলায় প্রশংসা করে বিভুকান্ত এবার তাঁর নামিয়ে তনিকার স্কার্টের বাইরে উন্মুক্ত উরুর উপর রাখেন। মসৃণ, মোমের মতো, নরম ত্বক... হাতের তলায় যেন গলে যায়!...

তনিকা শিউরে ওঠে নিজের ফর্সা নগ্ন উরুতে পিতার বাদামি, খসখসে তালুর নিবিড় স্পর্শে... সে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই দুই উরু ঘন-সন্নিবদ্ধ করে ওঠে।

-“উম্ম্হ..হমম..” মেয়ের উরুর নরম তুলতুলে মাংস থাবায় টিপে ধরে ডলেন তালু দিয়ে বিভুকান্ত,... তনিকা উসখুস করে উঠে তাঁর কোলে, নিতম্বে অনৈতিক ভাবে ঠাসা ওঁর যৌনাঙ্গ রগড়ে দিয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও,... সে বুঝতে পারছে সে তার লাস্য আবার হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু তাকে তা যে কোনো প্রকারে তা ফিরিয়ে আনতে হবে..

মেয়ের উরু দুটি পরপর থাবা চেপে চেপে চটকান বেশ অনেক্ষণ ধরে বিভুকান্ত,.. যেন আশ মিটছে না তাঁর নরম অষ্টাদশী টাটকা মাংসে... টিপে চটকে তনিকার ফর্সা দুটি উরু লাল করে ফেলছেন তিনি... ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরছে তাঁর....

“বাপ্পি তুমি খুব ভালো পা মালিশ করো তো!” নিজেকে একটু সামলে নেবার পর গলায় একটু উত্তাপ আনার চেষ্টা করে তনিকা বলে ওঠে এবার..

“উমমম..” বিভুকান্ত তনিকার নরম মসৃণ উরুতে তালু ঘষে এবার তা ওর স্কার্টের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দেন... সংক্ষিপ্ত প্যান্টির বাইরে সুগোল নরম, সম্পূর্ণ মসৃণ, উত্তপ্ত একটি গোলক অনুভব করে তাঁর হৃদয় চলকে ওঠে... কি যে জাদু এমন তরুণী কুহকি শরীরে!... তিনি সজোরে টিপে ধরেন সেটি, মাখনের মতো নরম মাংস সঙ্গে সঙ্গে কঠিন থাবায় নিষ্পেষিত হয়...

“আউচ!” অস্ফুটে কঁকিয়ে পিতার কোলে আবার কাতরে ওঠে পরমা সুন্দরী মেয়েটি,...

“এটির সাইজ কত?” তিনি শক্ত হাতে তনিকার নরম নিতম্ব কষে টিপতে টিপতে বলেন।

“ছত্রিশ বাপ্পি...” তনিকা স্থির থাকতে পারেনা তার নিতম্বে পিতার এমন কঠিন নিপীড়নে... এবং তার ফলে ডলে দিতে থাকে তাঁর লিঙ্গ.. “আউচ.. লাগছে বাপ্পি!”

“উমমম..” বিভুকান্ত এবার তাঁর হাতের সমস্ত নোখ বসান তনিকার নিতম্বের নগ্ন চামড়ায়, তারপর তা দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে ওর উরুর পাশ বেয়ে হাঁটুর দিকে আসতে থাকেন, ওর নরম চামড়ায় সাময়িক দাগ টানতে টানতে পাঁচ আঙ্গুলের নোখের...

-“আঃ,,,” তনিকা এবার নিদারুন অস্বস্তিতে কেঁপে ওঠে “কি করছো বাপ্পি!”

“হমমম..” চাপা উত্তেজনায় ঘরঘরে শ্বাস ফেলে উঠে বিভুকান্ত নিজের বৃহত, গাঢ় বাদামি থাবাতি এবার তনিকার দুটি ফর্সা, সুমসৃণ উরুর মাঝে ঢোকাতে চেষ্টা করেন...

তনিকা সিঁটিয়ে ওঠে আবার ওঁর কোলে, বাধা দিতে যায়, কিন্তু অধিকতর বিবেচনাবোধ মাথায় রেখে অতিকষ্টে নিজেকে সামলায়... ঘনসন্নিবদ্ধ উরু-জোড়া সামান্য ফাঁক করে হাত ঢাকতে দেয় পিতাকে... কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে:

“বাপ্পি, কি খুঁজছে ওখানে... আঃ..”

“উম্ম” অসত, লোভী হাত মেয়ের দুই উরুর ফাঁকে অত্যন্ত উত্তপ্ত গহীন অঞ্চলে চালান করতে করতে প্রচন্ড উত্তেজনায় ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলেন বিভুকান্ত। “আমার সোনামনির লুকোনো খরগোশটা!” তিনি ভারী কণ্ঠস্বরে বলেন।

“বাপ্পি... না, মা এক্ষুনি এসে পড়বে! আঃ...” তনিকা এবার প্রতিবাদ না করে পারেনা ... পিতার অনধিকার অনুপ্রবেশে রত, তার নরম ফুলেল ত্বক যেন কামড়াতে থাকা রুক্ষ খরখড়ে থাবার দুপাশে তার উরুদুটি কেঁপে ওঠে থরথর করে।

ওর প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে তিনি হাত আরও ঢুকিয়ে এবার সত্যি সত্যি স্পর্শ করেন প্যান্টি আবৃত কন্যার নরম, গনগনে উত্তপ্ত জংঘা!

“অআহঃ..” তনিকার গলা দিয়ে অর্ধ অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে আসে,,..

“হমম..” বিভুকান্ত তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাসরি মেয়ের যোনিদেশে নরম, পশম প্যান্টির উপর দিয়ে চাপেন, আগুন গরম, নরম তুলতুল অঞ্চলে তাঁর আঙুল অনেকটা দেবে যায় সহজেই। তিনি পরম আশ্লেষে তা ডলতে থাকেন সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে...

“কি করছ.. ইশ.. আঃ..” তনিকা পিতার কোলের মধ্যে দেহ মুচড়িয়ে উঠতে থাকে...

বিভুকান্ত ভালো করে বাঁহাতে দুহিতাকে পেঁচিয়ে ধরে বলেন “আমার খরগোশটাকে চটকাচ্ছি! একদম ছটফট করবি না!”

“উফ বাপ্পি, আঃ.... অতো জোরে ডোলো না! আঃ... ইশ!“

“উহমম..”

“আউচ... বাপ্পি মা এসে পড়বে, ছাড়ো এবার!!”

“উম..” বিভুকান্ত এবার মেয়ের যোনি ঢেকে রাখা প্যান্টির হেম-এর ধার বেয়ে তর্জনী বোলান, তারপর তা টেনে সরিয়ে এবার সরাসরি ওর নগ্ন যোনির উপর তালু চেপে ধরে ডলেন, নরম যোনিকেশ লাগে তাঁর হাতে...

“অআঃ.!!!... “ তনিকা না পেরে শীৎকার করে ওঠে এবার, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কামড়ে ধরে... নিরুপায় ভাবে পিতার বাহুবন্দী নিম্নাঙ্গ মুচড়ে ওঠে... “ইশশ.. বাপ্পি ছাড়ো! প্লিইজ .. আঃ” তার সমস্ত লাস্য এবং নবলব্ধ কৌতুকসমৃদ্ধ আত্মনির্ভরতা এখন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবং এখন সে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবস্থাও তার নেই যে!....

“ইশ তোর এখানে এত চুল কেন?” কন্যার ভগাঙ্কুরে তর্জনী দিয়ে ডলে একইসাথে ওর যোনির ঠোঁটদুটি কোমল কেশ সরিয়ে উন্মোচিত করে তাদের অভ্যন্তরস্থ মসৃণ, ইশত আঠালো ত্বক বুড়ো আঙুল দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে বলে ওঠেন বিভুকান্ত।

“বাপ্পিইইই,, ইশশ আঃ.. জানিনা! উফ..” তনিকা ঠোঁট কামড়ে ধরে।

“এক্ষুনি বাথরুমে গিয়ে তুমি এই সমস্ত চুল কামিয়ে সাফ করবে সুন্দরী! না হলে ওটা আর চটকাবো না আমি! বুঝেছো?”

“বুঝেছি বাপ্পি!” লাঞ্ছনায়, অপদস্থতায় করুন স্বরে বলে ওঠে তনিকা। “এখন প্লিইজ ছাড়ো! মা দেখলে কেলেঙ্কারি হবে!”

“উম্ম” বিভুকান্ত এবার ওর স্কার্টের ভিতর থেকে হাত বার করেন। কিন্তু ওকে ছাড়ার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরা বাঁ হাত উপরে তুলে এবার ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে ডানহাত ওর বুকে তুলে নরম-উন্মুখ স্তনদুটি টপ-এর উপর দিয়ে আবার জম্পেশ করে মর্দন করতে করতে বলেন “এই দুটোর সাইজ কত তো জিগ্গেস করলাম না!”

“চৌত্রিশ বাপ্পি!”

-“উম্ম,.. কত কাপ?”

-“সি কাপ।” তনিকা লাঞ্ছনায় মাথা নিচু করে পিতার হাতে নিজের স্তনদুটি পীড়িত হতে দিতে দিতে এভাবে তাদের বর্ণনা দিতে বাধ্য হওয়ায়!...

“উম, ঠিক আছে ..” বিভুকান্ত মেয়ের উগ্র দুটি স্তন থেকে হাত তুলে ওর চিবুক নেড়ে দিয়ে বলেন “তোমায় ছুটি দিলাম!”

তনিকা তারাতারি ওঁর কোল থেকে উঠে পড়ে... এতক্ষণ ওর নিতম্বের খাঁজে আটকে থাকা ওর পিতার দন্ডটি যেন পাজামার মধ্যে দিয়ে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঁচিয়ে ওঠে!

“মনে থাকে যেন যা করতে বললাম এক্ষুনি!” বিভুকান্ত কন্যার হাত ধরে ফেলে বলেন।

“ঠিক আছে বাপ্পি!” তনিকা বলে।

“আর এখন থেকে তোমার ব্রা-প্যান্টি পরা একদম বন্ধ! বাইরে যেতে হলে শুধু ব্রা পরবে। প্যান্টি পরতে যেন একদম না দেখি! এর অন্যথা যেন না হয়! বুঝলে?”

তনিকা বিস্ময়াহত ভঙ্গিতে তাকায় “কিন্তু বাপ্পি...

“উহুঃ... কোনো কথা শুনতে চাইনা আর আমি! এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো যা বললাম তা করো!”

তনিকা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর কিছু না বলে ওঁর হাত ছাড়িয়ে নিঃশব্দে জোরে পা চালিয়ে প্রস্থান করে।

“আহ..” পাজামার উপর দিয়ে টনটন করতে থাকা লিঙ্গ চেপে ধরেন বিভুকান্ত। তারপর কোনরকমে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দিকে দ্রুত হাঁটা লাগান।

রাত্রিবেলা সবাই মিলে একসাথে খেতে বসেন গোল টেবিল জুরে। বিভুকান্ত ইচ্ছা করেই তনিকার ডান পাশটিতে বসে পড়েন।

তনিকা সেই মুহূর্তে একটি সাদা ব্লাউজ ও নীল স্কার্ট পড়ে ছিল। তন্নিষ্ঠা মায়ের সাথে নানা গল্প করতে করতে খাচ্ছিল।

কেউ এদিকে লক্ষ করছে না দেখে বিভুকান্ত এবার ধীরে ধীরে টেবিলের তলা দিয়ে পাশে বসা কন্যার স্কার্টের ভিতর দিয়ে বাঁহাত চালান করে দেন।

তনিকা থাইদুটি শক্ত রাখে, পিতার দিকে তাকায় না। খেয়ে যেতে থাকে।

বিভুকান্ত নোখ বসান জোরে ওর মাখন-নরম উরু-মাংসে...

বাধ্য হয়ে তনিকা উরু আলগা করে। পিতার হাত আরও ভিতরে ঢুকে তার যোনি স্পর্শ করতে সে কেঁপে ওঠে।

নরম, নগ্ন, মসৃণ, পরিস্কার কামানো যোনির স্পর্শ পেয়ে আহ্লাদে খুশি হয়ে ওঠেন বিভুকান্ত। চুলকে দেন তিনি কন্যার যোনির নরম, চেরা ঠোঁটের উপর।

তনিকা উসখুস করে ওঠে খেতে খেতে...

বিভুকান্ত এবার ওর নরম, ফুলো যোনির স্ফীত পাপড়ি দুটি তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে একসাথে চেপে ধরে গাল টেপার মতো করে সজোরে টিপে ধরেন নরম তুলতুলে মাংস।

-"আঃ!" কঁকিয়ে ওঠে তনিকা। বিভুকান্ত ততক্ষনাত হাত সরিয়ে নেন।

"কি হলো রে!" বিভাবরী চমকে মেয়ের দিকে তাকান।

"কিছু না মা! গলায় কাঁটা লাগলো.." তনিকা বলে ওঠে, ওর গলা একটু কেঁপে যায়।

"এত বড় মেয়ে তুই এখনো গলায় কাঁটা ফোটে দিদি?" তন্নিষ্ঠা হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

"এই চুপ কর! ওর কষ্ট হচ্ছে না! তনি, বড় ভাতের ডেলা পাকিয়ে গিলে নে, কাঁটা চলে যাবে!"

"খাচ্ছি।" তনিকা বলে ওঠে। যদিও সে জানে তার কাঁটা এত সহজে চলে যাবার নয়... দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

বিভুকান্ত গম্ভীর ভাবে ভাত খেয়ে যেতে থাকেন।

বিভুকান্ত ভেতরে ভেতরে যেন উন্মাদ হয়ে পড়ছেন! অল্পবয়সী তরতাজা তরুণী শরীরের মোহে তাঁর সমস্ত অন্তর জর্জরিত হয়ে আছে। সারাদিন আঠার মতো তাঁর চোখ তনিকার দিকে লেগে আছে। বিশেষ করে ওর দুটি স্তনের দিকে। আগের দিন তিনি প্রমাণ পেয়েছেন তনিকা প্যান্টি পরা বন্ধ করেছে তাঁর কথা মতো। কিন্তু ব্রা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন নি।তাই তিনি সময়ে অসময়ে তনিকার পোশাকের উপর দিয়ে, ফাঁক দিয়ে ওর স্তনের অবস্থান, দুলুনি এবং পোশাকে স্তনবৃন্তের ছাপ অনুধাবন করার এক পাগল করা নেশায় মেতেছেন তিনি! তনিকার স্তনদুটি খুবই উদ্ধত। যে কোনো পোশাকে সেদুটি সবসময় উত্তেজক ভঙ্গিতে খাড়া খাড়া হয়ে থাকে, তাই বিভুকান্ত বুঝতে পারেন না ও ব্রা পরেছে কিনা। কেননা তাঁর দৃঢ় সন্দেহ ওর ব্রা খোলা স্তনদুটির মধ্যে কোনো দৃশ্যমান অবনতি পরিলক্ষিত হবে! তাই স্তনের আন্দোলন প্রকৃতি ও বোঁটার তীক্ষ্নতা অবলোকন ছাড়া গতি নেই....

বিভাবরী সেই সময় খুব একটা স্বাধীন মুহূর্ত দিচ্ছিলেন না। তাঁর শখ হয়েছিল কাশী যাবার। কিন্তু বিভুকান্ত রাজি নন। নানরকম মনগড়া ব্যস্ততা ও কারণ দেখিয়ে তিনি স্ত্রী-কে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিভাবরী নাছোরবান্দা। শেষ-পর্যন্ত তিনি রেগেমেগে ঠিক করলেন তিনি বাপের বাড়ি যাবেন, সেখানে ভাই-বোন দের রাজি করিয়ে বিভুকান্তকে ছাড়াই কাশী ঘুরে আসবেন।

তন্নিষ্ঠার সে সময়ে স্কুলে গরমের ছুটি চলছিলো। সেও প্রচন্ড বায়না ধরলো মায়ের সাথে যাবার. এবং দিদিকেও নিয়ে যেতে হবে! তনিকা নিমরাজি মতো হচ্ছিলো যদিও তার কলেজের ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে ক-দিনের মধ্যেই। বিভুকান্ত এতে আপাতভাবে আপত্তি করেন না।

বিভাবরীও আপাত-সন্তুষ্ট থাকেন এমন মীমাংসায়। স্বামীকে একা রেখে যেতে তাঁর মধ্যে তেমন ভাবন্তর দেখা যায়না, তাঁদের দাম্পত্য জীবন এমনিতেই ঘটনাবিহীন ছিল। কথাবার্তাও তাঁদের মধ্যে খুব কমই হত, টুকিটাকি প্রয়োজনীয়তা ছাড়া। জমিদারবাড়ির বাইরে তাঁরা পরিচিত ছিলেন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে.... ভিতরে তাঁরা দুজনে যেন দুটি আলাদা গ্রহে বাস করতেন। বিভাবরী তাঁর সাত্ত্বিক, মাপা নিয়মের মহাবিশ্বে, আর বিভুকান্ত তাঁর... যাই হোক।

পরের দিন সকালে বিভুকান্তের মানসিক অস্থিরতা দূর হয়। সক্কাল সক্কাল তনিকা একটি খয়রী ব্লাউজ ও সাদা স্কার্ট পরে চা দিতে এলে, ও চায়ের কাপ ট্রে থেকে তাঁর সামনে নামিয়ে রাখার জন্য ঝুঁকে পড়ার সময় ওর ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে ফর্সা, সুবর্তুল দুটি বলের দোদুল-দুল দুলানি দেখে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি হয় যে ও ব্রা পরেনি। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ওকে একটি নরম হাসি উপহার দেন।

তনিকাও একটি মিষ্টি হাসি প্রতিদান করে চলে যায় তখন। বিভুকান্তকে স্কার্টে লেপ্টে যাওয়া ওর সুডৌল দুটি নিতম্ব স্তম্ভের উত্তেজক নড়াচড়ায় নিজের অজান্তেই ঘায়েল করে দিতে দিতে।

কিন্তু সেদিন কিছুতেই বিভুকান্ত তনিকার সাথে নিভৃত সময় খুঁজে বার করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তনিকাও সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পাচ্ছিলো না। তন্নিষ্ঠা এবং বিভাবরী তাকে নিয়ে সারাদিন মজলিস করে আসন্ন কাশী ভ্রমণের সমস্ত প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বাদ-বক্তব্য সারবেন। কিছুতেই সে নিজেকে ছাড়াতে পারছিলো না। কত যে কথা তাঁদের!

বিভুকান্ত অস্থির হয়ে উঠছিলেন তাঁর তরুণী দুহিতার সংসর্গ লাভের ফাঁক খুঁজতে খুঁজতে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে তনিষ্ঠা নিজের ঘরে শুতে যায় এবং বিভাবরী কিছুক্ষণের জন্য শৌচাগারে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্যবব্যবহার করেন। তনিকা রান্নাঘরে থালা গোছাচ্ছিল। তিনি ঝটিতি রান্নাঘরে ঢুকে পরে ওকে চমকে দিয়ে ওকে সিংকের পাশের দেয়ালে ঠেসে ধরে ওর সুডৌল স্তনদুটি খয়রী ব্লাউজের উপর দিয়ে দুহাতে পাকড়ে ধরে দ্রুত লয়ে জোরে জোরে টিপতে টিপতে বলেন:

“উফ সারাদিন দেখা পাইনি সুন্দরী কুহকিনীর!”

-“বাব্বাঃ! কি জোর চমকে দিয়েছো বাপ্পি!” তনিকা দেয়ালে ঠাসা অবস্থায়ই জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে বলে ওঠে “কি করছো এখন, মা আছে তো! তন্নি... ”

-“মা বাথরুমে গেছে। তন্নি ঘুমাচ্ছে। শোনো রূপসী তোমার সাথে কথা আছে!”

-“কি?” তনিকা তার আয়ত দুটি কাজলকালো, টানাটানা চোখ মেলে পিতার পানে।

-“উম্ম.. তোমাকে পাওয়াই তো মুশকিল!”

-“বাপ্পি প্লিইইজ,... আমি তোমার কাছে যেতাম। কিন্তু মা আর তন্নি কিছুতেই যে...”

-“আহ.. সেসব নিয়ে নয়। অন্য কথা।”

-“কি?”

-“তোমার কাশী যাওয়া হবেনা। তন্নি আর তোমার মা যখন চলে যাবে.. তখন শুধু তুমি আর আমি..”

-“কিন্তু বাপ্পি আমি তো বলে দিয়েছি!...”

-“এক্সকিউজ খাড়া করো, বলবে তোমার শরীর খারাপ,.. বা অমন কিছু। তুমি যেতে পারবে না!”

তনিকা তার অপরূপ সুন্দর মুখটি ইশত নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভাবে। এদিকে বিভুকান্ত ওর স্তনদুটি ব্লাউজের উপর দিয়ে শক্ত দুই থাবায় মুঠো পাকিয়ে জোরে জোরে চটকে চলেছেন সমানে। ওর দুটি নরম, পুষ্ট পয়োধরে তাঁর আঙ্গুলসমূহ বারবার বসে যাবার সময় ওর ব্লাউজের গলার বাইরে তাদের আকারে বিকৃত হয়ে দুটি সুডৌল অর্ধচন্দাকৃতি ভাঁজ ফেলে বারবার উথলে ওঠা পরম আহ্লাদে দেখছেন তিনি।

“ঠিক আছে বাপ্পি!” শেষপর্যন্ত তনিকা মুখ তুলে বলে। “আমি তাই বলবো। এখন ছাড়ো, মা এসে পরবে!”

“আর আরেকটা ব্যাপার আছে। ভালো করে শোনো।” আদেশের সুরে বলেন তিনি: “যে কদিন শুধু আমরা দুজন, এই বিশাল অট্টালিকায় একা একা থাকবো, সেই কদিন, সর্বক্ষণ তোমায় একেবারে উলঙ্গ হয়ে থাকতে হবে। সারাদিন, সারারাত, কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া, বাকি যত কিছু যা আছে সব করার সময়! গায়ে যেন একটা কণাও সুতো না থাকে! বুঝেছো?” তিনি এবার ডানহাতে মেয়ের বুকের ফলদুটি মোচড়াতে মোচড়াতে বাঁহাত নামিয়ে স্কার্টের উপর দিয়ে মুঠো পাকান ওর উত্তপ্ত যোনিদেশ। চটকাতে শুরু করেন।

তনিকা পিতার এহেন আদেশে যারপরনাই চমকে ওঠে, সে দেয়ালে ঠাসা অবস্থায় এবার শরীর প্রতিবাদে মুচড়িয়ে উঠে বলে “যাঃ, টা হয় নাকি বাপ্পি! কি বলছো! পাগল হলে নাকি!... বাইরের কত লোকও তো আসবে!..’

-“উম, আমি তোমার কোনো মতামত শুনতে চাইনি তো রূপসী! আর বাইরের লোক এলে তুমি ভিতরে ঢুকে যাবে। ওটা কোনো সমস্যাই নয়! তোমার মা ও বোন যে কদিন বাপের বাড়ি ও কাশীতে থাকবে, অর্থাত মোট ষোলো দিন, সে ক-দিন তুমি পুরো ন্যাংটো হয়ে থাকবে বাপির কাছে! সবসময়! বুঝেছো? কিছু পরা চলবে না। চাইলে সাজতে পারো, বরজোর দু একটা গয়না পরতে পারো! বুঝলে?”

তনিকা বিপন্ন মুখে চুপ করে থাকে। তারপর মুখ তুলে অনুনয় করে বলে “আমায় অন্তত একটু ভাবার সময় দাও! প্লিইজ বাপ্পি!”

-“উমমম... ঠিক আছে সোনামণি!” বিভুকান্ত এবার দুহাত রাখেন তনিকার দুই কাঁধের উপর “তোমায় পনেরো মিনিট সময় দিলাম। যত পারো ভাবো। কিন্তু এর কোনো অন্যথা হলেই তোমার মা সব জেনে যাবে! সেটা মনে থাকে যেন!”

-“কিন্তু বাপ্পি, আমার কলেজ...”

-“তোমার শরীর খারাপ, মনে নেই?” হেসে বলেন বিভুকান্ত।

-“তাছাড়া বাড়ির কাজের লোকেরা দেখে ফেলে যদি? পাড়ার সবাইকে, মা কে বলে দেয়?”

-“কাজের লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ে আসে রূপসী! তখন তোমাকে শুদ্ধ আমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে! হাহা.. বুঝলে?” হেসে বলেন বিভুকান্ত।

তনিকা আবার চুপ করে যায়। বিভুকান্ত ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে বলেন “ভাবো রূপসী। উত্তর কিন্তু দিতে হবে হ্যাঁ কি না। কোনো মাঝ পথে যাবার উপায় নেই!”

“ঠিক আছে বাপ্পি, আমি তোমায় বলে দেবো!” তনিকা হাজার অপদস্থতা হজম করে কোনমতে বলে ওঠে।

পিতা চলে যাবার পর তনিকা যেন ধ্বসে পড়ে। দু-হাতে সিংকের উপর ভর দিয়ে সে মাথা নামায়... কালো সিংকের পাথরের উপর তার ফর্সা, সুন্দর আঙুল গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে চোখ বুজে।

এ কি অবস্থায় এসে পৌঁছালো সে?! তার যে কোনো ধারণা নেই এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারে সে!... পিতার এই আদেশ সে কি করে মেনে নেবে? সে ধারনাও করতে পারছে না কিভাবে পিতা যা বলেছেন তা সে সম্পাদন করবে, বা শুরু করবে! যতবার সে ভাবছে ততবার তার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে উঠছে.... নানা! সে এ কাজ করতে পারেনা! কি করে তার পক্ষে সম্ভব নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা! সমস্ত লজ্জা, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে! বিভুকান্ত একবারও ভেবে দেখলেন না সেকথা? তার কথা? কোনরকমে সে তার পিতৃকর্তৃক দৈনন্দিন যৌন-লাঞ্ছনা মেনে নিয়ে একটি ছন্দ আনতে সক্ষম হচ্ছিল নিজের জীবনে, তারপরে এই?

নানা! এ হতে পারেনা! তনিকা মুখ তোলে। সে নিশ্চই কোনো এক প্রচন্ড বিশ্লেষিত দুঃস্বপ্ন দেখছে! ঘুম থেকে উঠে পরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে! কিন্তু এই কথাটি যখন সে ভাবছে, তখন একই সাথে তার মনের একটি বৃহত অংশ ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছে যে এ যে কঠিন বাস্তব! যার রুক্ষ স্পর্শ, স্বাদ সে এখন যেন আরও বেশি করে অনুভব করতে পারছে হঠাত! আর সেই স্পর্শ তার শরীরের প্রতিটি কোষে যেন ছ্যাঁকা দিচ্ছে নির্মমভাবে!

নাহ! তনিকা তার কাঁপতে থাকা দশ আঙুল এবার শক্ত মুঠোয় বদ্ধ করে। তাকে শক্ত হতে হবে! ভেঙ্গে পড়লে চলবে না! কিন্তু সে কিভাবে এর মোকাবিলা করবে? যদি সে পিতার আদেশ অমান্য করে তাহলে তো মা সব জেনে যাবে! আর জেনে গেলে...! তনিকা ভাবতে পারেনা! মনে পড়ে যায় তার কিছু ঘটনার স্মৃতি! তার কোমর ও পিঠে এখনো বর্তমান কিছু বাঁকা দাগ।... বিভাবরীর

চোখে অন্যরকম পশুবত হিংস্র এক গা শীতল করে দেওয়া দৃষ্টি... তন্নিষ্ঠার ঘরের কোনে দাঁড়িয়ে দু-চোখে হাত চাপা দেওয়া ও একটানা চিৎকার করে যাওয়া এমন কিছু দৃশ্য দেখতে দেখতে যা কোনো শিশুর দেখা উচিত না! শিউরে ওঠে তনিকা ভাবতে ভাবতে... তার মন ছাপিয়ে যেন এক-বর্ষা প্লাবন ফুলে ফেঁপে উথলে উঠতে চায়! কি করবে সে? সে যে সম্পূর্ণ অসহায়!

তন্নিষ্ঠাকে কি বলবে সে? নানা! না! কক্ষনো না! ছোটবোনটিকে সে কিছুতেই বলতে পারবে না একটা কথাও! বড় খুশি যে ও এখন! কাশী যাবে মা আর দিদির সাথে, কত আশা নিয়ে বসে আছে মেয়েটা! ওর দু-চোখে যে হাজারো স্বপ্নের লক্ষ নিযুত তারকার ঝিলিক! নাহ! মরে গেলেও না!

তনিকা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে! এ হতে দিতে পারেনা সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে... তাকে কিছু একটা করতে যে হবেই! মধ্যস্থতার যখন উপায় নেই তখন.... হ্যাঁ সে মা-কে নিজেই বলবে সব ঘটনা! প্রচন্ড রেগে উঠবেন মা! তার পিঠের কালসিটে হয়তো আরও বৃদ্ধি পাবে! হয়তো সারা জীবন তাঁর চোখে সে নষ্ট মেয়ে হয়ে যাবে!.... নষ্ট মেয়ে হয়ে যাবে সে! তনিকা সিংকের পাথর যেন খামচে ধরতে চায়... কিন্তু নাঃ! আর না! আর ভাববে না সে! শেষ করতে হবে তাকে! এখনি!

দ্বিতীয় চিন্তাকে কোনরকম প্রশ্রয় না দিয়ে সে এবার গটগট করে হেঁটে আসে বিভাবরীর ঘরের দরজায়।

“মা, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে!”

কিন্তু তার চোখের সামনে দৃশ্য দেখে সে হতভম্ব হয়ে যায়! তার জন্য যেন অপেক্ষা করেই বসে আছেন বিভাবরী ও তন্নিষ্ঠা বিছানার ধরে বসে। -“আমি জানি তুই কি বলবি!” থমথমে মুখে বলে ওঠেন বিভাবরী। তনিকার হৃতপিন্ডটি যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়! “ক..কি!... কি জানো?” “জমিদার মশাই (বিভাবরী স্বামীকে ওই নামেই সম্বোধন করেন। রশিপুরের জমিদার বাড়িতে সনাতন প্রথা মেনে) এক্ষুনি বলে গেলেন তোমার খুব মাথা ব্যথা ও জ্বর! পরশু তুমি আমাদের সাথে যেতে পারবে না!” -“ম্... মা... আমি..” -“এদিকে এস। আমার কাছে!” তনিকা যন্ত্রবত এগিয়ে যায় বিছানায় বসা মায়ের কাছে। কাছে এসে দাঁড়ায়। সে অনেক কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি তার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে! বিভাবরী হাত বাড়িয়ে মেয়ের কপালে হাত দেন। “এ কি.. সত্যি তো! আহারে! তোর তো গা খুব গরম!” মায়ের কণ্ঠস্বরে, ওঁর স্পর্শে, এমন কিছু একটা ছিল.... তনিকার ভিতর থেকে সব কিছু যেন হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে! সে হঠাতই বিভাবরীর গলা জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে “মা! .... মাগো!” ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তার শরীর কান্নায়! কি করে বোঝাবে সে তার এই উত্তাপ যে জ্বর থেকে নয়!... তন্নিষ্ঠা চমকে উঠে দিদিকে হঠাত এমন ভেঙ্গে পড়তে দেখে! বিভাবরীও থতমত খেয়ে যান। তারপর ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন “আঃ.. কাঁদিস না মা আমার! এই তো মাত্র কয়েকদিনের জন্য থাকবো না আমরা! যাবো আর আসব রে! কাঁদিস না লক্ষ্মীটি!” তিনি মেয়ের অশ্রুসিক্ত মুখ দুহাতে তুলে ধরেন, চুমু খান ওর কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন “কাঁদিস না মা! তুই অমন করে কাঁদলে...” তাঁর গলা ভেঙ্গে আসে... ঢোঁক গিলে

তিনি বলেন “আমরা যাবো আর আসব! তুই বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠ! তারপর কথা দিচ্ছি সবাই মিলে একসাথে যাবো একদিন! তুই আমার এত ভালো মেয়ে!” তিনি ওর চিবুক তুলে ধরেন। কিন্তু তনিকার কান্না যে কিছুতেই থামবার নয়! অবারিত বারিধারার মতো অশ্রু নির্গত করে চলেছে তার চোখ! সুন্দর মুখটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে... “তনি কান্না থামা! তুই বড়! এমন করে কাঁদলে কি করে হবে! ওই দেখ তোর বোনটাও কাঁদছে! কান্না থামা!” এবার নরম ধমক লাগান বিভাবরী মেয়েকে। সত্যি সত্যিই তন্নিষ্ঠার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নেমেছে... “আমাদের সকলকে কাঁদাবি তুই!” তনিকা নিজেকে সামলে ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু কথা থেকে যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে! সে না পেরে আবার মায়ের গলায় মাথা গুঁজে ডুকরে ওঠে। মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে যান বিভাবরী -“ভালো হয়ে থাকবি সোনামণি আমার! জমিদার মশাইকে যত্নআত্তি করবি ভালো করে, বুঝলি! আমি যতদিন থাকবো না! আমি কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না, বড় একরোখা মানুষটা! ওনাকে তোর হাতেই রেখে গেলাম রে মা আমার। তোর মতো আর কাউকে ভরসা করতে পারি না যে রে সোনা!” তনিকা তার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকায়। কত কথা যেন এই মুহূর্তে বলে উঠতে চাইছে তার ওই দুই সায়রের মতো চোখ! শুধু যদি বিভাবরী পড়তে পারতেন তার অসহায় দু-চোখের ভাষা! শুধু যদি সেদুটি আয়না দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন ওর মনের ভিতরটা! কিন্তু তা যে হবার নয়! গলার কাছে ডলা পাকিয়ে শ্বাস আটকে আছে তনিকার... কে যেন বোবা করে দিয়েছে তাকে হঠাত তার মনের মধ্যে এক পৃথিবী আর্তনাদ ঠেসে রেখে! তন্নিষ্ঠা এবার পাশ থেকে দিদিকে জড়িয়ে ধরে ওর চুলে মুখ গুঁজে চুমু খায় “কোনো চিন্তা করিস না দিদি! আমি প্রত্যেকদিন তোকে ম্যাসেজ করবো। প্রত্যেকদিন! প্রমিস!” তনিকা নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরে বোনকে এবার মাকে ছেড়ে। দুহাতে নিবিড়ভাবে ওকে নিজের বুকে চেপে ধরে ওর কাঁধে চিবুক রেখে চোখ বুজে ফেলে। কিন্তু তার বন্ধ দুই চোখ দিয়েও যেন কোনো এক অলিক উপায়ে নেমে আসে অবিরত বারিধারা! রশিপুরের জমিদারবাড়ির বাইরে তখন গাছগাছালির পাতা নড়ছে না একটাও উত্তপ্ত সেই দুপুরে। শুধু দুরে একাকী একটি চিল দু-ডানা স্থির রেখে শুন্যে পাক খেয়ে চলেছে। কিছু দূরে পুকুরের ধারে পড়ে ঝলসানো রোদে পুড়ছে একটি খালি কলসি। কেউ তাকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।...

রশিপুর জায়গাটি আজ থেকে দশ এগারো বছর আগেও পুরোপুরি গ্রামীন এলাকার মধ্যে পড়ত।

কোলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নর্থ-সেকশনের ট্রেন ধরে উত্তর বারাসতে আসতে হত। তারপর সেখান থেকে ট্রেন বদল করে হাসনাবাদ যাবার গাড়ি ধরে পৌনে এক ঘন্টা মতো যাত্রা করে চলে আসতে হত মালতিপুর নামে একটি স্টেশনে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে অথবা ভ্যানরিক্সায় বেশ অনেক কিলোমিটার অতিক্রম করলেই তবে মিলতো সুসজ্জিত সবুজে ভরা গ্রামটির দেখা।

তবে বিগত দশ বছরে মানচত্র ও পটভূমিকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে রেলের পরিধি, এসেছে নতুন অনেক গাড়ি। এখন শিয়ালদহ থেকে মালতিপুর আসার জন আর বারাসত জংশন থেকে গাড়ি বদল করতে হয় না। সরাসরি হাসনাবাদের গাড়িই আপনাকে পৌঁছে দেবে এই স্টেশনটিতে।

মালতিপুর স্টেশনে নামলেই প্রথমেই যা দেখতে পাবেন আপনি, তা হলো স্টেশনের বাইরেই উন্মুক্ত অবারিত সবুজ প্রান্তর!... লম্বা তালগাছ, নারিকেল গাছের ভিড়, আর শান্ত নির্লিপ্ত প্রাঙ্গনে স্নিগ্ধতার আঁচড় টেনে নীল ভেড়ি।

রশিপুরে যেতে হলে আপনাকে নামতে হবে মালতিপুর স্টেশনে। সেখান থেকে উঠতে হবে ভ্যানরিক্সায়। তবে যুগের কল্যানে এখন আপনি ভ্যানরিক্সার সাথে সাথে পাবেন মোটর-চালিত ভ্যানরিক্সা ও অটো-রিক্সোও।

দু-পাশে সবুজ গাছের ঝারি, ছোট বড় হলুদ স্কুলবাড়ি, থেকে থেকেই মুরগির পোল্ট্রি ফার্ম, সূক্ষ্ম কচুরি-পানা জমে যাওয়া ছোট ছোট সবুজ পুকুরের আনাগোনা, হাজারো রকমের পাখির ডাক। যেতে যেতে দূরে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন ছড়ানো ছিটানো কিছু ইঁটভাটা, আর অগুন্তি মাছের ভেড়ি।

তবে প্রযুক্তির উন্নতির ছাপ গত ক-বছরে মালতিপুরেও পড়েছে বলা বাহুল্য। তাই ওপরে বর্ণিত দৃশ্যমালার সাথে সাথে আপনি পাবেন বিক্ষিপ্ত কিছু বাড়ির উপরে ডিশ-এন্টেনা, মোবাইলের টাওয়ার। স্টেশনের একটু কাছে থাকলে দফায় দফায় রিচার্জ বুথ এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপন। তাছাড়া রশিপুর যাবার পথও এখন সম্পূর্ণ পিচে বাঁধানো, মসৃণ।

তিরিশ মিনিট-পৌনে এক ঘন্টা পর আপনি এসে উপস্থিত হবেন রশিপুরে। প্রথমেই দেখতে পাবেন এখানে আপনি মাছের আরত। নাক চেপে কিছুটা দূর অতিক্রম করলেই সবুজ ডেকে নেবে আপনাকে তার নিজস্ব ছন্দে। ইন্টারনেট, টেলিফোন, মোবাইল, কেবল টিভি সবই এখানে পৌঁছে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও রশিপুর ধরে রেখছে কোন এক আশ্চর্য উপায়ে তার গ্রামীন সনাতনতা। রাঙ্গা, নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে হেঁটে যাবেন আপনি দু-পাশে নানাবিধ গাছের ছাউনির আরামে হাঁটতে হাঁটতে। এক অপরূপ নৈঃশব্দে ও প্রকৃতির আন্তরিক সৌরভে স্নিগ্ধ হবে আপনার মন।

রশিপুরের সনাতনতার অন্যতম প্রতিক হচ্ছে তার জমিদারবাড়ি। এখন বিভুকান্তের আমলেও তার শৌর্য ও মাহাত্ম কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। যদিও এখানে ওখানে খসে পড়েছে ইঁটের অবয়ব, বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটির পূর্ব কোণের একটি বিশেষ অংশ অশ্বত্থের আলিঙ্গনে প্রাচীনতা লাভ করেছে যেন একটু বেশিই অন্যদের থেকে।

পুরনো লোহার জংধরা গেটে হাত দিয়ে চাপলেই শুনতে পাবেন আপনি যেন দীর্ঘযুগের আহ্বান বয়ে আনা সেইপরিচিত ক্যাঁচ করে শব্দ। তারপরই এসে পড়বেন আপনি জমিদারবাড়ির বিখ্যাত বাগানে। যেখানে প্রতিনিয়ত কুড়ি-জন মালি ও শ্রমিক নিযুক্ত বিভিন্ন জাতীয় গাছের বর্নাঢ্য, মন অবশ করে দেওয়া সমারোহের প্রাচুর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য। বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ি-বিছানো পথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আপনি হাজির হবেন বিশাল কারুকার্যমন্ডিত সদর দরজায়। যার ভিতরে যাওয়া আসা করার অধিকার মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। এই অট্টালিকাসম বাড়িটির দু-তলায় একটি আধখোলা জানালা দিয়ে এসে পড়েছে সকালের স্নিগ্ধ রোদের আলো। জানালা দিয়ে এসে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে তা শ্বেতপাথরের মেঝের উপরে। জানালার ভিতরের সকালের

নবীন আলোয় ও আঁধারের লুকচুরিতে ভরা ঘরের ভিতরে যদি তাকানো যায় তাহলে চোখে পড়বে একটি অন্যরকম, অভূতপূর্ব দৃশ্য।...

সেই উদ্ভাসিত সূর্যালোক এসে পড়েছিল আয়নার সামনে দন্ডায়মান রমনীর স্বর্গীয় দেহবল্লরীর একাংশে।

অষ্টাদশী সেই তরুণী দেহে একটি সুতিকাখন্ডও বিরাজ করছিলো না।

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে এক নিজের দুটি ফুলের পাপড়ির মতো পেলব মসৃণ ঠোঁটের তলারটি আলতো করে কামড়ে ধরেছিলো পরমা সুন্দরী মেয়েটি দু-চোখে এক আনত, প্রায় স্পর্শকাতর দৃষ্টি নিয়ে।

নিজেকে সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যে আয়নায় আগে কখনো দেখেনি, তা নয়। তবে আজ সূর্যালোকে মাখামাখি এই সকালে, নিজেকে তার প্রথম শুধু নগ্ন নয়, 'উলঙ্গ' মনে হচ্ছিলো!

ইশত কোঁচকানো খোলা চুল নগ্ন পিঠে ছড়িয়ে রেখেছিল সে। হালকা আলোয় দীর্ঘ গলার ফুটে ওঠা দুটি কন্ঠার হাড়ের আভাস... যার মাঝে অতল অন্ধকার... যেন এক শিল্পীর সুনিপুণ আঁচড়ে আঁকা দুই কাঁধ থেকে নেমে এসেছে মসৃণ সাবলীলতায় দুটি মসৃণ মৃণাল বাহু। যে-দুটির শুধু একাংশেই প্রতিফলিত হচ্ছে হলুদ রবি-প্রভা, বাকি সুডৌল ব্যপ্তি অন্ধকারে রহস্যাবৃত।

অনির্বচনীয় দুটি সমুন্নত, উদ্ধত নগ্ন স্তন যেন সদর্পে মাথা তুলে তারই দিকে তাকিয়ে আছে আয়নায়। তাদের সুবর্ণচিক্কন, পেলব ত্বকে পিছলে যাচ্ছে গলানো সোনার মতো আলো। দুটি অর্ধগলোকের ঠিক মাঝে বসানো দুই হালকা খয়রী স্তনবৃন্ত, যাদের নিখুত গোলাকার পরিধির ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ দুটি বাদামের মতো আকৃতির তীক্ষ্ণ বোঁটা। বোঁটাদুটি শক্ত হয়ে উঁচিয়ে রয়েছে যেন কোনো অজানা আবেশের শিহরণে, কোনো অপরিকল্পিত মাহেন্দ্রক্ষণের প্রমাদ গুনতে গুনতে!... সোনালী আলোকে ঠিকরে, তার আবরণ ভেদ করে যেন সেই দুখানি স্তনের বোঁটা মুখ তুলে আছে অন্ধকার থেকে অপার কৌতূহলে নাম না জানা বহির্বিশ্বের পানে। দুটি পূর্ণ স্তনের তলদেশ একটুও নুয়ে পড়েনি, তাদের নিম্ন-পরিধির শেষ সীমা টেনে দিয়েছে দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি অন্ধকারের দাগ।

একপাশে আলো, ও একপাশে অন্ধকারের দুটি নিখুঁত সুডৌল আঁচড় কেটে নেমে গেছে নগ্নিকা রূপসীর উদর, তারপর কটিদেশ। উদরের নিম্নভাগে উদ্বেলিত আলোর মাঝে যেন হঠাতই এক অপরিসীম রহস্যের নিগুঢ় আহ্বান নিয়ে নিজের চারপাশে একটি আঁধারের জগত তৈরী করে নিয়েছে অপরূপ সুন্দর নাভিটি। যেন অন্ধকার একটি হ্রদ! নিজের বিপজ্জনক তলদেশ উদ্ভাবনের জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নিবিড় অন্ধকারের শান্তিতে, কোনো এক রৌদ্রপিপাসিত পথক্লান্ত পর্যটককে!

নাভির নিচেই নিম্নদরের মাখনের ন্যায় মসৃণ ত্বক অল্প উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোয়, তারপরেই তা আবার নেমে গেছে কোন এক অত্যন্ত গহীন, অতলস্পর্শী খাদে! ত্রিভুজাকার সেই গ্রন্থ উপত্যকার নির্লোম, মোলায়েম নরম ত্বক যে আলোর সাথে এক অদ্ভূত লুকোচুরি খেলায়

মেতেছে। দুটি নরম পুষ্পের পাপড়ি যেন লজ্জারুন নারীর ব্রীড়া নিয়ে কিছুটা মুখ তুলেই আবার লুকিয়ে পড়েছে অন্ধকারের ঘোমটার আড়ালে, তাদের মাঝে বিরাজ করছে যেন একটি বিপজ্জনক, গভীর চেরা খাত। লালচে বিপদের ইশারা যেন লুক্কায়িত সেই ফাটলের ভিতরে! অথচ পৃথিবীর সকল পুরুষের নাবিক-হৃদয়কে কোনো এক অবর্ণনীয় মদির আকর্ষণের উন্মাদনায়, দামাল ঝরে বিপর্যস্ত একটি জাহাজকে যেমন কোনো সুদূর, নাম না জানা দ্বীপের বাতিঘর আকৃষ্ট করে ডেকে নিয়ে যায়, সেইভাবেই জগতের উষালগ্ন থেকে অনিবার্য মিলনেচ্ছায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে অশান্ত ঢেউএর উপর দিয়ে...

তরুণী অষ্টাদশীর পশ্চাতে খোলা চুলের শেষ সীমানার পর তার নমনীয় দেহ কান্ড মাঝখানে একটি অন্ধকারের নিখুঁত, লম্বা আঁচড় নিয়ে নৌকার মতো সুডৌল অবহে নেমে গেছে নিচে ক্ষীন কটিদেশে। সেখানে সাময়িক অন্ধকারের পর দুটি পুর্ণকলস, সুবর্তুল অর্ধগোলক যেন আলোর জোয়ার নিয়ে উথলে উঠেছে উদ্ধত ভঙ্গিতে! তাদের মাঝে গভীর, গাঢ় অন্ধকারের বিভাজিকা। তারপরেই পিছনে কালো আঁধারের ঢালু ভূমি এবং সামনে দুই পূর্ণচন্দ্রের ঝলসানো আভা নিয়ে ফুটে উঠেছে দুই সুঠাম উরু, তারপর সেদুটি পরিনত হয়েছে সুদীর্ঘ, সুমসৃণ সুগঠিত দুটি পাদুকায়।

“তনি!!....” অট্টালিকার নিঃস্তব্ধতা চিড়ে গমগম করে ওঠে এক ভারী কণ্ঠস্বর... এ দেয়ালে ও দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে তা এসে পৌঁছায় মেয়েটির কক্ষে, ধাক্কা দেয় শব্দ-ঊর্মি নগ্ন অষ্টাদশীকে জোরালো আবহে...

কেঁপে ওঠে রমণীর সারা উলঙ্গ শরীর সামান্য।

-“যা... যাই বাপ্পি!” গলা তুলে বলে ওঠে অপরুপা নগ্নিকা। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ও সচ্ছল করে রাখতে গেলেও তা একটু কেঁপে ওঠেই!

নরম, গোলাপী তলার ঠোঁটের কোনটি নিজের মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের আলতো চাপ থেকে মসৃণ গতিতে বেরিয়ে যেতে দেয় মেয়েটি... কেঁপে ওঠে তা অল্প আসন্ন ঝড়ের আগে ঠান্ডা সোঁদা বাতাসে বিপন্ন পত্রপল্লবের মতো।

স্বতস্ফূর্ত ভাবেই তার দুই পেলব, মসৃণ, কোমল হাতদুটি উঠে আসে। একটি হাত আড়াআড়িভাবে ঢাকে দুটি শংখস্তনকে, অপরটি উন্মুক্ত যোনিপুষ্পটিকে।

ঘুরে দাঁড়ায় মেয়েটি আয়নার দিক থেকে, লঘু পা ফেলে একেকটি অনিশ্চিত অথচ সুষমামন্ডিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে থাকে দরজার দিকে।

সকালবেলা বেশ আয়োজন করেই নিজের সুসজ্জিত ঘরে বিভুকান্ত তাঁর আরামকেদারায় বসে, সকালের রোদের আমেজে অল্প অল্প দুলতে দুলতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর পরনে জমকালো কালোর উপর জরির কাজ করা পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামা।

জমিদারবাড়ির এই আরামকেদারাটিও খুব প্রাচীন, তিন পুরুষ ধরে ব্যবহৃত। তবে দামি উৎকৃষ্ট মানের সেগুন কাঠের তৈরী সেটির দেহে তেমন কোনো বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। যদিও বহু ঝড় গেছে এটির উপর দিয়ে, বহু ভাঙ্গা গড়ার সাক্ষী এটি নিজে প্রায় অপরিবর্তিত থেকে। শুধু দোলবার সময় এক মৃদু কাঠে কাঠ ঘষার খস খস শব্দ। প্রাচীন কাল থেকে যে শব্দের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

চোখ খবরের কাগজের দিকে হলেও বিভুকান্তের মন আজ অশান্ত। তাঁর অষ্টাদশী সুন্দরী তনয়া, তনিকার আজ প্রথম তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে আসার সময় হয়েছে! এবং এখন, এই সকাল থেকে আগামী দীর্ঘ ষোলো দিন সে সর্বক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তে এ বাড়িতে নগ্নিকা হয়েই থাকবে তাঁর বিশেষ ইচ্ছানুযায়ী এমন কথাও তিনি ওর কাছ থেকে আদায় করেছেন। নানা সম্ভবনার কথা ভেবে তাঁর হৃদয় চঞ্চল। তবে তাঁর বহিরাবয়ব শান্ত ও সমাহিত। অভিজ্ঞতা তাঁকে নিয়ন্ত্রণশক্তি উপহার দিয়েছে। যদিও এমন ঘটনা তাঁর সুদীর্ঘ যৌন-জীবনেও অনুপস্থিত।

একটু আগেই তিনি হাঁক দিয়েছেন তনিকাকে। এবং ওর মিষ্টি গলায় প্রত্যুত্তর শুনেই বুঝেছেন ও যে কোনো মুহূর্তে দরজায় আবির্ভূত হবে।

এবং অনিবার্য ভাবেই বিভুকান্তের প্রতিক্ষার অবসান হয়।

সকালের উদ্ভাসিত আলোয় এক দেবীরুপিনী অপ্সরার মতো রূপ নিয়ে নগ্ন অবস্থায় পিতার ঘরের দরজা থেকে অতি সামান্য ভিতরে এসে দাঁড়ায় তনিকা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীরে। তার মুখটি ইশত নিচু করা। সুবিস্তৃত কেশরাজি এসে ঢেকে দিয়েছে কপালের সামান্য একটু অংশ। এক-হাতে স্তনজোড়া ও ওপর হাতে যোনিদেশ ঢেকে রেখেছে ব্রীড়াবনতা মেয়েটি। বিভুকান্তের দোরগোড়ায় এই দীর্ঘাঙ্গিনী মোহিনী যেন ওঁর ঘরটি তার নগ্ন শরীরের রূপের এক স্বর্গীয় আলোর আভায় যেন দ্যুতিময় করে তুলেছে আরো!

ধীরে ধীরে বিমোহিত, আচ্ছন্ন বিভুকান্ত খবরের কাগজ নামান। তাঁর চোখের পলক যেন কোনো অন্তহীন সময়ের আবর্তনে স্থির... এত রূপসী হতে পারে একটি মেয়ে? এত মর্মান্তিক সুন্দর?

“বুক আর উরুর মাঝখান থেকে হাত দুটো সরাও! তোমাকে ওদেরকে ঢেকে রাখতে কি উপদেশ দিয়েছি আমি?” অন্তরে অশান্ত সমুদ্র দামাল ঝড়ে ফুলেফেঁপে উঠলেও বিভুকান্তের গলা গম্ভীর, এবং স্থৈর্য্যসম্পন্ন।

তনিকা সামান্য ইতস্তত করে, ক্ষনিকের জন্য যেন দুটি অপরূপ আঁখিপল্লব উঠিয়ে এক ঝলক দেখে নেয় পিতাকে, তারপর আস্তে আস্তে তার দুই হাত নামিয়ে নেয় দেহের দু-পাশে। তার নগ্ন শরীরটা একটু কেঁপে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই!

অনিমেষ দৃষ্টিতে পান করেন বিভুকান্ত সকালের উদ্ভাসিত আলোয় অষ্টাদশী কন্যার নগ্ন দেহসৌন্দর্য্য।

তাঁর দু-চোখ গিলে নেয় যেন ওর দুটি নগ্ন পীনোদ্ধত স্তন, নিম্ননাভি, ক্ষীন কটি, অল্প ফুলে ওঠা নগ্ন জংঘা, নির্লোম হালকা গোলাপির আভাযুক্ত যোনি, দুটি সুঠাম ব্যালেরিনার মতো দীর্ঘ পা, দীর্ঘ দুই বাহুলতা.. ওর শরীরের সমস্ত আঁকবাঁক। মুখ নিচু করে আছে বলে তিনি ওর মুখশ্রীর অনুপম লাবন্য দেখতে পাননা। ঘন চুলের ঘেরাটোপে তা যেন একটি রহস্য কাহিনী ধরে রেখেছে!

“আস্তে আস্তে এক পাক ঘুরে যাও!” আদেশ করেন বিহুকান্ত নগ্ন দুহিতাকে।

তনিকা নীরবে পিতার আদেশ পালন করে। নিজেকে তার ব্যক্তিগত সামগ্রী মনে হয় রশিপুরের জমিদারের। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে এসে সে আবার আগের মতো দাঁড়ায়। এর মধ্যে দেখে নিয়েছেন বিভুকান্ত ওর পিঠ, নিতম্বের অপার সৌন্দর্য্য দু-চোখ ভরে।

“কাছে আয় ফুলরানী! বাপির কোলে এসে বস!”

হঠাত পিতার কণ্ঠে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে চমকে মুখ তোলে তনিকা।

বিভুকান্ত মুখে প্রসন্ন হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছেন ওর জন্য।

ধীর পায়ে তনিকা হাঁটে এগিয়ে আসে পিতার কাছে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে ভীষণ আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে দুলে দুলে ওঠানামা করে তার দুটি স্বাধীন নগ্ন স্তন এক অপূর্ব ছন্দে।

মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে পিতার কোলে এসে স-সংকোচে বসে। অত্যন্ত অস্বস্তি হয় তার নিজের সমূহ নগ্নতা নিয়ে পিতার এত ঘনিষ্ঠ হতে। তার নগ্ন নিতম্বের কোমল ত্বকে যেন ফুটছে তাঁর পাঞ্জাবির জরির কাজগুলি।

“উমমম..” কোলের মধ্যে তরতাজা, সম্পূর্ণ নগ্ন, পরমা সুন্দরী অষ্টাদশী তরুণীর নরম, ফুলেল-উত্তপ্ত শরীরের ঘনিষ্ঠতার ওমে মদিরতায় যেন পাগল পাগল হয়ে ওঠে বিভুকান্তের শরীর ও মন। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে তনিকার নরম, নগ্ন শরীরটি তিনি দুই বাহুতে আলিঙ্গন্ করে বলে ওঠেন:

“তুই জানিস, তোদের, অল্পবয়সী মেয়েদের এই পোশাকটাতেই সবথেকে সুন্দরী লাগে?” আহ্লাদে ঘরঘর করছে তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর এবার।

তনিকা লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বিভুকান্ত হেসে ওর চিবুক ডানহাতে তুলে ধরেন:

“আরে, সোনামণি এখনি শুরুতেই এত লজ্জা পেলে হবে? এখন তো আধ-মাস মতো তোমায় এরকম ন্যাংটো হয়েই থাকতে হবে!”

পিতার মুখে সরাসরি ‘ন্যাংটো’ শব্দটা শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে তনিকার,... তার রোমকূপগুলি জীবন্ত হয় যেন।

বিভুকান্ত ওর দুটি নগ্ন স্তনের দিকে তাকান। নিজের বাহুদুটি ও একটু ঘন করে রেখেছে শরীরের দু-পাশে যার ফলে সে-দুটি ফর্সা নরম মাংসপিন্ড ঠেলা খেয়ে দুটি আদূরে পায়রার মতো পরস্পরের গায়ে লেগে আছে মাঝখানে নরম ভাঁজ তুলে। তিনি আজ প্রথম অনুধাবন করেন তনিকার নগ্ন স্তনদুটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য। তিনি পরিলক্ষ করেন যে তনিকার স্তনজোড়ার বৃন্তদুটি সু-উচ্চ, একটুও নিম্নগামী নয়, এবং স্তনদুটি বৃন্তদ্বয়ের কাছে একটু কৌণিক আকারে ফুলে উঠেছে সামনের দিকে, যার ফলে স্তনদুটি সামনের দিকে পায়রার ঠোঁটের মতোই একটি সুঁচালো আকার পেয়েছে। এখন বুঝতে পারেন তিনি কেন ব্রা না পরলেও তনিকার দুটি বুক যেকোনো পোশাকেই অতো উদ্ধত দেখায়! যেন দুটি মারাত্মক উদ্ধত মারনাস্ত্র বুক থেকে তাক করে রাখে মেয়েটি সকলের দিকে, কিন্তু তাঁর জানার সৌভাগ্য হয়েছে আদতে সে-দুটি তুলতুলে নরম, প্রানের জোয়ারে পুষ্ট দুটি প্রগল্ভা গ্রন্থি।

দুটি স্তনেরই রং অত্যন্ত ফর্সা। গোলাপী আভাযুক্ত। যেন কোনদিন সূর্যালোকের স্পর্শ পায়নি দুই অভিমানী বিহঙ্গী! দুটি বৃন্তের চারপাশে শুরু হয়েছে লালচে আভার এক মায়াবী বলয়, তারপর হালকা খয়রী বৃন্তত্বক। প্রায় নিখুঁত গোলাকার সেই খয়েরি অংশ ছোট ছোট ফুটকির মতো ফুলে ওঠা কিছু অমসৃনতায় সজ্জিত। তার ঠিক মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে বাদামের মতো দেখতে সুন্দর সুঁচালো বোঁটা। যে কি অপার কৌতূহলে বহির্বিশ্বকে দেখছে!

তনিকার দুটি অনাবৃত স্তন থেকে মুখ তুলে তিনি ওর মুখের পানে চান। অপরূপ সুন্দর মুখটি ওর লজ্জারুন হয়ে রয়েছে। কি অতুলনীয় সুন্দরীই না লাগছে ওকে! দুটি নিখুঁত, বাঁকা ভ্রুর তলায় টানা টানা দুটি অপূর্ব চোখ! সুদীর্ঘ দুই আঁখিপল্লব ইশত আনত হয়ে রয়েছে, যার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু দেখা যাচ্ছে চোখের সাদা অংশ এবং মুটি উজ্জ্বল কালো মণি।

তীক্ষ্ণ নাকটির গোড়ার কাছটিতে একটু অল্প লাল আভা। অরুনিমা মেয়েটির দুই ফর্সা গালেও। নাকের তলায় খুব সুন্দর অল্প একটু নরম, খাঁজকাটা অংশ, তারপরেই গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো দুইটি হালকা গোলাপী, পেলব, ইশত স্ফীত ওষ্ঠাধর। তলার ঠোঁটটির ঠিক মাঝখানে একটি মিষ্টি খাঁজকাটা দাগ। তারপরেই নেমে এসেছে ছোট্ট অথচ সুডৌল চিবুক।

তনিকার মায়াবী মুখটি ঘিরে ঢেউ খেলানো ঘন কালো চুলের সম্ভার। বেশিরভাগই তা ওর পিঠে ছড়ানো, কিন্তু কিছু অংশ ওর ফর্সা কাঁধের উপর এসে পড়েছে অপূর্ব এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে।

কোলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ অষ্টাদশী সুন্দরীর উলঙ্গ শরীর থেকে উঠে আসা মনমাতানো গন্ধ নাক ভরে নিচ্ছিলেন বিভুকান্ত। তাঁর লোভী দুটি ভোগপ্রবীন চোখ যেন চকচক করে উঠছিলো। তনিকা আড়চোখে তা দেখে আরও শিউরে ওঠে। তার মনে হয় সম্পূর্ণ অচেনা এক ব্যক্তির কোলে সে নগ্ন অবস্থায় বসে আছে।

-"উমমম.." আবেশমদির, উত্তপ্ত শ্বাস ফেলে বিভুকান্ত এবার নগ্ন মেয়েটির সুন্দর ঠোঁটদুটি ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোঁন্ বানতে ওকে ভালো করে বেষ্টন করে।

“কিভাবে, কতভাবে যে তোকে ভোগ করবো, তা ভেবে উঠতেই পারছি না!” তিনি আস্তে আস্তে তাঁর খরখড়ে, কর্কশ বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপে চেপ্টে ফুলিয়ে দেন তনিকার নরম ওষ্ঠাধর, তারপর আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেদুটি ডলতে ডলতে বলেন “উম্ম,.. তোর কি মনে হয় রূপসী?”

-“উম্ম্হ..” পিতার মোটা, খসখসে বুড়ো আঙ্গুলের দলনে ক্রমাগত নিষ্পেষিত হতে থাকা দুটি ঠোঁট নিয়ে তনিকা অল্প গুমরে ওঠে শ্বাস ছেড়ে, কিছু বলতে পারেনা সে। তার নরম ঠোঁটদুটি দৃঢ়ভাবে নিষ্পেষণ করছেন তিনি।

-“উম.. হম..” সুপ্রসন্ন চিত্তে তনিকার পাপড়ির মতো ঠোঁটদুটি ডলতে ডলতে তাঁর আঙ্গুলের নিচে সেই নরম, পেলব বস্তুদুটির নিষ্পেষিত হওয়া অনুভব করার আরামে হেসে ওঠেন বিভুকান্ত অল্প, আহ্লাদে দেখেন কিভাবে, তিনি ডলার সময়, নানান্ আকারে বেঁকেচুরে যাচ্ছে তনিকার নরম, নমনীয় ঠোঁটদুটি, আরও হাজারগুন আকর্ষনীয় করে তুলছে যেন প্রতিটি আঙ্গুলের মোচড় ওর ঠোঁটজোড়াকে। কিচ্ছুক্ষন তিনি মনের ইচ্ছামতো ভঙ্গিতে ওর নরম ঠোঁটদুটি পিষ্ট করে বিভিন্ন আকৃতি দান করতে থাকেন।

তনিকা ভীষণ অস্বস্তিতে বিভুকান্তের কোলে কাতরে ওঠে। এ কি খেলায় মেতেছেন তার ঠোঁটদুটি নিয়ে তার পিতা? কোনদিন সে ভাবতে পারেনি তার ঠোঁটদুটিকে এমন হেনস্থা কেউ করতে পারে,... এমনকি তার নাচের শিক্ষকও শুধু প্রানপনে চুষেই শান্ত থাকতেন। কিন্তু এ ভাবে খসখসে রুক্ষ্ম আঙুল দিয়ে তার পেলব ঠোঁটদুটি রগড়ানো... তনিকা পিতার আঙুল থকে উঠে আসা মৃদু সিগারেটের গন্ধ পায়। অপদস্থ লাগে তার নিজেকে..

বিভুকান্ত এবার তাঁর কোলে বসা নগ্নিকার ঠোঁটদুটি বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলা বন্ধ করে তর্জনী এবং বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে সেদুটি টিপে ধরেন। তনিকার ঠোঁটদুটি সরু হয়ে ফুলে ওঠে তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকে।

“কি গো রূপসী? চুষতে দেবে আমায় এই নরম চেরী দুটো?” তিনি হেসে বলে ওঠেন ঠোঁটজোড়া ওভাবে ধরে রেখেই।

তনিকা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে এমন অবস্থায়। যেন তার ঠোঁটদুটি কোনো সুস্বাদু আঙ্গুর, এমনভাবে বিভুকান্ত সেদুটি টিপে ফুলিয়ে তুলে চুষতে চাইছেন। সে মুখ সরাতে না পেরে দুটি চোখের মণি অন্যদিকে সরিয়ে রাখে।

-“উম ঠিক আছে যাও! খাবো না তোমার মধু!” বিভুকান্ত অভিমানের ভান করে ওঠেন। কিন্তু তাঁর হাতদুটো ছাড়েনা তনিকার ঠোঁটদুটি “যতক্ষণ না তুমি খেতে দেবে!” তিনি আবার ডলতে, রগড়াতে ও টিপতে শুরু করেন তনিকার ঠোঁটদুটি নিজের ইচ্ছা মতো। মাঝে মাঝে তিনি ঠোঁটদুটির কোনে, উপরে, আশেপাশে ছোট্ট ছোট্ট চিমটি কাটতে থাকেন নোখ বসিয়ে।

নিজের দুটি নরম পাপড়ির মতো ঠোঁটে একটানা দলন, ঘর্ষণ, পীড়ন ও তীক্ষ্ণ নোখ বসানো নিতে নিতে তনিকা অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।.. তার ঠোঁটজোড়া ফুলে লাল হয়ে উঠতে থাকে পীড়নের তাড়নায়...

“উমফ..” শেষপর্যন্ত সে গুমরে ওঠে।

“কি?” আবার আগের মতো ফুলিয়ে তোলেন তনিকার ঠোঁটজোড়া টিপে ধরে বিভুকান্ত।

-“উন্ম্ফ..” কোনমতে সম্মতিসূচক শব্দ করে ওঠে তনিকা।

-“হমম.. লক্ষ্মী মেয়েরা বাপির কথা শোনে!” তিনি এবার পাশাপশি ঠোঁটদুটি না টিপে, উপরনীচে ধরে টিপে ফুলিয়ে তোলেন সেদুটি। তনিকাকে বাহুতে আরও ঘনিষ্ট করে এনে এবার টিপে ফুলিয়ে তোলা সেইদুটি নরম পাপড়ি তিনি প্রথমে একটা চুম্বন করেন, তারপর জিভ দিয়ে আপাঙ্গ লেহন করেন..

তনিকা দেহ মুচড়িয়ে ওঠে..

-“হমম..” তনিকার ঠোঁট ছেড়ে এবার দুবাহুতে ঘনিষ্ঠ করে ওকে চেপে ধরে বিভুকান্ত মুখে পোরেন ওর ঠোঁটদুটি, চোষেন্। চুষতে চুষতে আরামে শব্দ করে উঠে তিনি মাথা পেছন দিকে হেলান, যাতে তাঁর শোষণরত ঠোঁটদুটিতে বন্দী তনিকার নরম ঠোঁটজোড়া আকারে বিকৃত হয়ে লম্বা হয়ে ওঠে তাঁর মুখের বাইরে টানটান হয়ে। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ ধরে রেখে তিনি সেদুটি হঠাত ছেড়ে দেন।

তনিকার ঠোঁটদুটি স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে সামান্য কেঁপে ওঠে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পরছে তার।

বিভুকান্ত আবার মুখ নামিয়ে এনে সেই আকর্ষনীয় ঠোঁটদুটি আবার নিজের লোভী, কর্কশ দুই ঠোঁটের মাঝে তুলে নিয়ে থুতু মাখিয়ে অল্প চোষেন্, তারপর সেদুটি খুলে নিজেরই লালায় মাখামাখি সেদুটি ঠোঁটের প্রথমে উপরের, তারপর নিচেরটিতে কামড় দেন সামান্য চাপ দিয়ে।

-“আঃ..” তনিকা কঁকিয়ে ওঠে অস্ফুটে..

-“হুউউম..” আবার ওর ঠোঁটদুটো মুখে পোরেন বিভুকান্ত। চোয়াল নাড়িয়ে নাড়িয়ে মুখের ভিতর সেদুটি নিবিড়ভাবে দলন করে কিছুক্ষণ চুষে ছেড়ে দেন।

তনিকা এতক্ষণ হস্ত ও মৌখিক নিপীড়নে দুটি ফুলে ওঠা, আরক্তিম, লালাস্নাত, ইশত স্ফূরিত ঠোঁট নিয়ে হাঁপাতে থাকে অল্প অল্প।

-“হম..” বিভুকান্ত এবার তাঁর ডানহাতের খসখসে তালু রাখেন সরসরি তনিকার নগ্ন বাম কাঁধের উপরে।

শিউরে উঠে কেঁপে ওঠে তনিকা।

আস্তে আস্তে তিনি ওর কোমল মসৃণ বাহু বেয়ে হাত নামান। তনিকা ঘাড় হেলিয়ে কাতরে ওঠে চোখ বুজে নিজের নগ্ন মোলায়েম ত্বকে পিতার খরখড়ে পুরুষালি তালুর আনাগোনায়... স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে বাহুটি পিতার দিকে ঠেলে ওঠে।

আরামে শ্বাস ফেলে ওঠেন বিভুকান্ত অষ্টাদশী কন্যার নগ্ন, সোনালী আভাযুক্ত ত্বকে হাত বোলাতে বোলাতে, ওর বাহু বেয়ে আবার হাত উঠিয়ে ওর কাঁধে রাখেন তিনি। তারপর তা আরেকটু নামিয়ে আঙুলগুলিকে আলতো করে বিশ্রাম দেন ওর বামস্তনের উপরিভাগের ফুলে ওঠার শুরুর অংশে।

তনিকা আবার কাতরে উঠে চিবুক নামিয়ে নিজের ঘাড়ে গুঁজে দেয়...

বিভুকান্ত স্পষ্ট দেখতে পান তাঁর হাতের নিচে ওর স্তনের তীক্ষ্ণ বোঁটার চারপাশে খয়রী বৃন্তের এবরোখেবড়ো জমি আরো সজাগ হয়ে ওঠা, দেখেন ওর নিটোল গোলাকার মাংসপিন্ডটির সারা গায়ে রোমকূপ জেগে ফর্সা চামড়ায় হালকা ফুটকি ফুটকি হয়ে ওঠা।

হাত নামিয়ে স্তনটি আলগোছে ধরে তিনি আলতো করে স্পর্শ করেন সেটি তীক্ষ্ণ উঁচিয়ে থাকা বোঁটাটি।

তরিতপৃষ্টের মতো কেঁপে ওঠে তনিকা তাঁর বাহুবন্ধনে।

-"হাহা" হেসে উঠে তিনি বোঁটাটি এবার তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে ধরে একটি ছোট্ট অথচ তীক্ষ্ণ টিপ দেন।

-"হাঃ,," শরীর মুচড়ে মৃদু স্বরে কঁকিয়ে ওঠে তনিকা পিতার আলিঙ্গনে..

টিপে ধরে থাকা বোঁটাটি তিনি এবার মোচড় দিয়ে পেঁচাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি তনিকার নরম স্তনটিতে বৃন্ত সহ চারপাশের অংশের চামড়ায় পেঁচানোর দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেন।

"আআঃ.." তনিকা কঁকিয়ে ওঠে এবার বেশ শ্রুতিগোচর শব্দে।

বিভুকান্ত এবার মেয়ের বোঁটাটি দু-আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা অবস্থায় সেটির দ্বারা স্তনটি টানতে থাকেন, টানতেই থাকেন যতক্ষণ না নরম মাংসপিন্ডটি আকারে বিকৃত হয়ে লম্বা হতে হতে সম্পূর্ণ কৌণিক আকার ধারণ করে একটি শঙ্কু হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ সেভাবে সেটি টেনে ধরে রেখে তিনি সকৌতুকে উপভোগ করেন দৃশ্যটি। তারপর হঠাত তিনি ছেড়ে দেন। স্তনটি যেন লাফিয়ে উঠে দু-বার আন্দোলিত হয়ে নিজের স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

-"উম" পরম আশ্লেষে এবার তিনি নরম স্তনটিকে তাঁর কর্কশ থাবায় পাকড়ে ধরে মুঠো পাকিয়ে তোলেন যতক্ষণ না তাঁর মুঠোর ফাঁক দিয়ে ডিম্বাকারে বিকৃত হয়ে বৃন্ত-সহ সেটির কিছুটা অংশ ফুলে বেরিয়ে আসে।

-"আঃ.." গুমরে ওঠে তনিকা।

-"লাগছে?" তিনি হাসিমুখে দুহিতার দিকে চান।

তনিকা উত্তর করেনা। মুখ নামিয়ে নেয়।

-“এইবার লাগছে?” তিনি আরো জোরে টিপে ধরেন।

-“আআহ..” তনিকা আবার কম্কিয়ে ওঠে তবে এবারও উত্তর করেনা।

-“এবার?” প্রায় সর্বশক্তি দিয়ে মুঠো পাকান তিনি মুঠোবন্দী নরম তুলতুলে গ্রন্থিটি, দেখেন তাঁর মুঠো থেকে ফুলে ওঠা অংশে লাল আবিরের ছড়িয়ে পড়া,.. রক্তিমাভ হয়ে ওঠা সেটির পরিত্রাহী বোঁটা নিয়ে।

-“আআউচ!! লাগছে !” তনিকা আর্তনাদ করে ওঠে চাপা স্বরে।

-“হাহাহা..উম্ম.. কি নরম, তুলতুলে একেবারে!” বিভুকান্ত তাঁর কোলে বসা অষ্টাদশী কামিনীর সুগোল স্তনগ্রন্থীটি এবার থাবা দিয়ে চটকে, টিপে পীড়ন করতে করতে বলেন তালুতে ফুটতে থাকা সেটির তীক্ষ্ণ বোঁটাটির অস্তিত্ব অনুভব করতে করতে, “অথচ সবসময় এমন খাড়া-খাড়া হয়ে থাকবে যেন বুলেট ছুঁড়ে দেবে! হাহা!”

তনিকা লজ্জায়, অপদস্থতায় মুখ নামিয়ে নেয়।

হাতের মুঠোয় তরুণী সুন্দরী মেয়ের নরম, নগ্ন স্তন পেয়ে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে পরেছেন বিভুকান্ত। আশ মিটিয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্তনটিই থাবাবন্দী করার চেষ্টা করে করে চটকিয়ে চটকিয়ে ডলতে থাকেন সেটির সমস্ত নরম উত্তপ্ত নির্যাস, যেন ময়দা মাখছেন। তনিকার ব্যথা লাগে, মাঝে মাঝে স্তনে কর্কশ টান পড়লে সে কঁকিয়ে উঠতে থাকে অস্ফুটে, ভয় হয় চটকাতে চটকাতে নরম গ্রন্থিটি যেন তার বুক থেকে উপড়ে না নেন্ তার পিতা..

তনিকার নগ্ন বাম-স্তনটি এমনভাবে মুষ্টি পেষণ করতে করতে সেটি রক্তিমাভ করে ফেলেন বিভুকান্ত। তারপর ওর ওপর স্তনটিও এমনিভাবে সমান সময় আরোপ করে বোঁটা নিয়ে টানটানি করে, চটকে ডলে হেনস্থা করে একশা করার পর তিনি ওর বুক থেকে হাত উঠিয়ে হাসিমুখে দেখেন নিজের হাতের কাজ।

তনিকার দুটি সুডৌল স্তনই লাল লাল হয়ে ফুলে আছে ওর বুকের উপর উঁচু হয়ে এতক্ষণ নিপীড়নে।

“হাহা দেখ তোর আমদুটো টিপে টিপে পাকিয়ে দিয়েছি!” হেসে উঠে তনিকাকে বলেন বিভুকান্ত।

তনিকা মুখ সরিয়ে রাখে। তার ঠোঁটদুটো টিপে ধরা অপদস্থতায়।

-“উম্ম” মেয়ের স্তনের তলায় ঢালু মসৃণ নগ্ন ত্বক বেয়ে হাত নামান বিভুকান্ত। নেমে আসেন ওর গভীর নাভিকুন্ডে। সেখানে তর্জনী দিয়ে মৃদু খোঁচা দেন তিনি।

-“আঃ” আবার কঁকিয়ে ওঠে তনিকা তাঁর বাহুবন্ধনে।

-“উমমমম..” তিনি ওর নাভির মধ্যে তর্জনী গোঁজেন্। আরও চাপ দেন যেন গভীরতা মাপছেন সেটির। তার নিচেই তিনি দেখতে পান কিভাবে দুটি ফর্সা নগ্ন উরু পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে

চেপে ধরে নরম, ফুলেল, নির্লোম যোনিদেশ ঢেকে বসে আছে মেয়েটি। শুধু একটুখানি আভাস দেখা যাচ্ছে নরম, ফুলে উঠা জংঘার।

তনিকা শরীর মোচড়াতে থাকে চোখ বুজে ওঁর আলিঙ্গনে বন্দিনী অবস্থায়।

-"আঃ.. এত ছটফট করো কেন সুন্দরী!" তিনি এবার হাত উঠিয়ে দুহাতে নগ্ন দুহিতাকে আলিঙ্গন করে একেবারে নিজের বুকে চেপে ধরেন। "উম্ম? নাইবা দিলে এই বুড়ো বাপ্পিটাকে অমন সুন্দর নরম কচি শরীরের একটু স্বাদ দিতে? এত আপত্তি করলে কিন্তু আমি রেগে যাবো!" তিনি ওর নাকে নাক ঘষেন্।

-"উম্ম্হ্.." তনিকা গুমরে ওঠে। তার নগ্ন স্তনদুটি পিতার বুকের সাথে একেবারে লেপ্টে পিষ্ট হয়ে আছে। এবং ওঁর পাঞ্জাবীর ধাতব বোতামগুলি সেদুটির নরম চামড়ায় দেবে যেন ফুটে যাচ্ছে। তাছাড়া ওঁর শক্ত লিঙ্গের স্পর্শ লাগছে তার উরুতে শুধু পাজামার ব্যবধানে এবার, গায়ে আবার কাঁটা দিচ্ছে তার।

-"উম" চপ করে মেয়ের ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে তিনি এবার ওকে আরামকেদারায় বসিয়ে নিজে উঠে পড়েন। তারপর বিছানার তলায় একটি কাঠের বাক্স খুলে দুটি নূপুর বার করেন। সেদুটি নিয়ে এসে তিনি ওর কাছে এসে ওর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়েন্।

তনিকা অবাক চোখে দেখে পিতার কান্ড।

-"উমমম.." বিভুকান্ত তনিকার ফর্সা দুটি পা টেনে নেন নিজের কোলের উপর। তারপর ওর নরম, গোলাপী পায়ের পাতা দুটি রাখেন সরাসরি নিজের দুই উরুর মাঝে, পাজামায় তাঁবুর মতো ফুলে ওঠা পুরুষাঙ্গের উপর।

তনিকা শিউরে ওঠে পায়ের তলায় পিতার শক্ত, উত্তপ্ত পুরুষাঙ্গের স্পর্শে। তার দুই সুন্দর পায়ের পাতার সবকটি আঙুল কুঁকড়ে ওঠে। আরামকেদারায় দুহাতে ভর দিয়ে সে সরিয়ে নিতে চায় পায়ের পাতাদুটি।

-"উঁহু.. সরিয়ে নেয় না লক্ষ্মীটি!" তিনি ওর নরম পায়ের পাতাদুটি আরও ঘনভাবে চেপে ধরেন নিজের পাজামায় ফুঁসতে থাকা পুরুষদন্ডের উপর।

তনিকা এবার সরিয়ে নেয় না। তার দুটি পায়ের পাতার আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে খাড়া অস্ত্রের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে পিতার লিঙ্গটি পাজামা ঠেলে,.. নিজের পায়ের দুই তালুর তলায় সে অনুভব করছে তাঁর দুটি ভারী, শক্ত অন্ডকোষ। অস্বস্তি, অপদস্থতায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে তার। বিভুকান্ত ওর পা-দুটি হস্তমুক্ত করলেও সে সেদুটি ওঁর পুরুষাঙ্গের উপর রেখে দেয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার দুই পায়ের পাতার আঙুলগুলি আবার কুঁকড়ে ওঠে। কিন্তু তা করে নিজের দু-পায়ের তলায় পিতার শক্ত দন্ডটিতে আঁচড় কেটে সেটি পুলকিত করে তোলে সে আরও।

-"হম.." প্রসন্ন হেসে বিভুকান্ত এবার নূপুরদুটি নিয়ে একটি একটি করে মেয়ের পায়ে পরাতে থাকেন..

-“বাপি, কি করছো..” তনিকা এবার অস্ফুটে না বলে পারেনা।

-“উম্ম.. এই যে নূপুরদুটো দেখছো সোনামণি, এই দুটি আমাদের জমিদারবংশের মর্যাদাধারী সম্পদগুলির মধ্যে একটি। আমি চাইলে এটি লাখ টাকায় বেচে দিতে পারি!”

তনিকা নিজের পায়ের তলায় পিতার শক্ত তাগড়াই পুরুষাঙ্গের দপদপ স্পন্দন অনুভব করতে করতে, পায়ের তালুর উপরে নূপুর পরিয়ে দেবার জন্য ওঁর তালুর খসখসে স্পর্শ ও নূপুরের ধাতব স্পর্শ অনুভব করতে করতে ওঁর মুখের দিকে তাকায় ..

“উম.. তোমাকে এই দুটি দিয়ে আমি এই ক-দিন সাজিয়ে রাখতে চাই রূপসী!” নূপুর পরানো হয়ে গেলে তিনি প্রসন্ন মুখে কন্যার দুটি পা ঘনভাবে নিজের পুরুষাঙ্গ-অন্ডকোষে চেপে ধরে আহ্লাদী গলায় বলে ওঠেন

-“বাহ! কি সুন্দর দেখছে এদুটো তোর পায়ে! যেন তোর পায়ের জন্যেই তৈরী করা!”

তনিকার মনে অস্বস্তি, অপদস্থতার মধ্যে একটা নাম না জানা শীতল অনুভূতির স্রোত বয়ে যায় ওর শিরদাঁড়া বেয়ে, তার মনে হয় সে এই প্রাচীন জমিদারবাড়ির নানান আসবাবের সাথে ক্রমশ যেন মিশে যাচ্ছে....

তনিকার নরম ফর্সা নূপুর পরা পা দুটি নিজের পাজামা-আবদ্ধ শক্ত পুরুষাঙ্গের উপর ডলাডলি করতে করতে বিভুকান্ত এবার মুখ তুলে হেসে বলেন “কক্ষনো খুলবে না এদুটো! উম? মিষ্টি রূপসী?”

তনিকা নীরবে ঘাড় কাত করে। সে সরাসরি তাকাতে পারছে না নিজের দুটি পায়ের দিকে।

বিভুকান্ত এবার ওর পা-দুটো ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়েন। বলেন “যাও রূপসী, এবার হেঁটে গিয়ে ওই বিছানার উপর বাপির জন্য শোও! এখন বাপি ভোগ করবে তোমায়।”

পিতার প্রত্যকটি কথা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো লাগে তনিকার কানে। সে মুখ নিচু করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হেঁটে যায় বিছানার দিকে।

বিভুকান্ত সপ্রসন্ন চিত্তে উঠে পড়েন মেঝে থেকে। হেঁটে যাওয়া নগ্ন অষ্টাদশীর নিতম্বের আন্দোলন মুগ্ধ করে তাঁকে, ওর পায়ের নূপুরের ছম-ছম আওয়াজ তাঁর মনে যেন বীণা হয়ে বেজে বেজে ওঠে!...

তনিকা পিতার বিছানায় এসে নিজের নগ্ন শরীর নিয়ে চিত্ হয়ে শুয়ে পড়ে।

বিভুকান্তর হৃদয় আবার চলকে ওঠে। তনিকা কি নিজেও বুঝতে পারছে, বিছানায় অমনভাবে শুয়ে নিজের অজান্তেই নিজেকে কত আকর্ষনীয়া করে তুলেছে সে? ঢেউ খেলানো চুল ঢেকে আছে অমন সুন্দর মুখের একপাশ, দুটি শঙ্খধবল নগ্ন উদ্ধত স্তন সুঁচালো দুই অগ্রভাগ নিয়ে সিলিঙের দিকে তাক করে ফুলে ফুলে উঠেছে ওর বুক থেকে দুই স্থলপদ্মের আকারে.. ঢালু উদর নেমে গেছে নিচে.. তারপরেই অর্ একটি সুঠাম নূপুর পরা পা অর্ধেক ভাঁজ করে তোলা, আরেকটি পা নামানো। সকালের স্বর্ণালী আলো ধুয়ে যাচ্ছে ওর নগ্ন শরীরের মসৃণ, নিখুঁত ত্বকের উপর দিয়ে।

মনের মধ্যে লোভে গরজাতে থাকা সিংহটিকে চেপে রেখে বিভুকান্ত বিছানায় উঠে আসেন উলঙ্গ কন্যার বাঁ পাশে। ঘনিষ্ঠ হয়ে আধশোয়া হন ওর পাশে তাকিয়ায় ভর দিয়ে। বাঁ হাত বাড়িয়ে প্রথমে ওর চুলে ঢাকা গালের উপর রাখেন।

তনিকা শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলে আবার।

তনিকার গাল, গলা বেয়ে বিভুকান্তর ভারী বাদামি থাবাটি নেমে এসে ওর উদ্ধত স্তনের উতরাই বেয়ে ওঠে। নোখ দিয়ে খোঁটেন্ তিনি সেটির সর্বোচ্চ উচ্চতাই বাদামি শক্ত বোঁটাটি। তাঁর হাত স্তন পরিবর্তন করে। এবার তিনি নখরাঘাত করেন ওর ডান স্তনের বোঁটাটিকে।

তনিকা কেঁপে কেঁপে উঠছে পিতার এমন ব্যবহারে, কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না সে..

বিভুকান্ত এবার তনিকার স্তনের বোঁটায় নোখের অত্যাচার থামিয়ে স্তনদুটি পরপর থাবায় পাকড়ে শক্ত মোচড় দেন মুঠোর মধ্যে নরম স্তনমাংস নিষ্পেষিত করে।

-"আঃ!.." কঁকিয়ে দেহ মুচড়ে ওঠে তনিকা... বুকটা ঠেলে ওঠে পিতার হাতের তলায়।

বিভুকান্তর থাবা এবার দুহিতার নগ্ন স্তন থেকে নামে ওর উদরে নোখের আঁচড় দিয়ে হাত নামান তিনি সেখানে, তর্জনী দিয়ে উত্তপ্ত নাভিকুন্ডটি কিছুক্ষণ ডলেন, তারপর হাত আরও নামাতে চান ওর দুই উরুর ফাঁকে।

তনিকা দৃঢ়সংবদ্ধ করে ফেলে দুই উরু ভাঁজ করে,তাঁর হাতকে আটকিয়ে।

"পা ফাঁক করো রূপসী! বাপি তোমার কাঠবেড়ালীটা নিয়ে খেলতে চায়!"

তনিকার রোমকূপরা আবার যেন বিদ্রোহ করে ওঠে পিতার মুখের ভাষা শুনে। কোনো এক মন্ত্রবলে যেন তার দুটি উরু ফাঁক হয়ে যায়।

-"হমমমম.." গভীর আরামের শব্দ করে বিভুকান্ত এবার সমস্ত তালু দিয়ে চেপে ধরেন তনিকার সম্পূর্ণ নির্লোম উত্তপ যোনিদেশ। কিছুক্ষণ উপভোগ করেন তিনি সেটির নরম-পশম স্পর্শ, গনগনে উত্তাপ।

নিজের নারীত্বের সবথেকে কোমল ও গোপন স্থানে পিতার তালুর খসখসে, উষ্ণ স্পর্শে সর্বাঙ্গ কাতরিয়ে ওঠে তনিকা। তার পিঠ বেঁকে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই, কাঁধ দুটি টানটান হয়।

“উমমম” আয়েশ করে তালু দিয়ে রগড়াতে ও ডলতে শুরু করেন বিভুকান্ত হাতের নিচে কন্যার নরম, ফুলেল উত্তপ্ত যোনিদেশ।

তনিকা উসখুস করে ওঠে, মাথা এপাশ ওপাশ করে...

-“উম্ম.. বাপির দিকে তাকাও চোখদুটো খুলে রূপসী!” তনিকার যোনি চটকাতে চটকাতে বিভুকান্ত ওকে আদেশ করেন।

তনিকা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে, সমস্ত মনের জোর এক করে তার বড় বড় চোখদুটি মেলে ধরে পিতার পানে।

“উম” বিভুকান্ত কন্যার যোনির নরম দুটি ঠোঁট টিপে ধরেন, সেদুটি ডলতে থাকেন পরস্পরের সাথে.. “আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি এখন। এবং আমি সত্যি উত্তর চাই। মিথ্যা কথা বললে কিন্তু আমি বুঝতে পারবই!”

-“আঃ” যোনিতে পিতার কর্কশ দলনে তনিকা অস্ফুট কঁকিয়ে ওঠে, ঘাড় বেঁকায়..

“প্রশ্ন হচ্ছে” বিভুকান্ত এবার তনিকার যোনিপুষ্পের দুটি নরম স্পর্শকাতর পাপড়ি ফাঁক করে তর্জনী চালান করেন ভিতরে, খুঁজে পান সেখানকার নরম পিচ্ছিল মাংসে ভরা অঞ্চল, তর্জনী নাড়িয়ে আবিষ্কার করেন যোনির গহ্বরটি। তর্জনীর গাঁট দিয়ে সেই অংশটি ডলতে ডলতে তিনি বুড়ো আঙুল দিয়ে উপরে ওর তীক্ষ্ণ কোঁটটি রগড়াতে থাকেন “তুমি কি কুমারী?”

-“আঃ বাপ্পিইইই... প্লিইইইজ..” তনিকা কঁকিয়ে উঠে উলঙ্গ দেহ মুচড়িয়ে তোলে তার স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গ নিয়ে পিতার এহেন অসভ্য খেলায়..

“প্রশ্নের উত্তর দাও সুন্দরী!” বিভুকান্ত এবার তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে তাদের কাজ করতে দিয়ে নিজের মধ্যমা কে সক্রিয় করেন, সেটির মাথা দিয়ে চাপ দেন তিনি তনিকার যোনিগহ্বরটির উপর, তারপর আরেকটু জোরে চাপ দিয়ে প্রবেশ করান গহ্বরটির ভিতরে, নরম স্যাঁতস্যাঁতে গুহাটিতে, চাপ দিয়ে আরও ঢুকিয়ে দিতে থাকেন তিনি নিজের মধ্যমা কন্যার যোনির অভ্যন্তরে..

-“আউঃ.. আঃ..” তনিকা চিবুক ঠেলে ওঠে, বিছানার চাদর খামচে ধরে। তার নিম্নাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে পিতার হাতের তলায়..

বিভুকান্ত তাঁর মধ্যমার চারপাশে অনুভব করেন্ তনিকার যোনির অভ্যন্তরের দেয়ালের পেশীগুলির সঙ্কোচন, প্রবিষ্ট আক্রমনকরি আঙ্গুলটির চারপাশে শক্ত হয়ে চেপে বসে তারা, তারপর ধীরে ধীরে শীথিল হতে থাকে,.. বিভুকান্ত এবার তাঁর তিন-আঙ্গুলের কাজ একসাথে চালিয়ে যেতে যেতে দুহিতাকে আদেশ করেন:

“বাপির দিকে তাকাও, চোখ খোলো, প্রশ্নের উত্তর দাও!”

তনিকা কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না এমনভাবে আক্রান্ত হতে থাকা যৌনাঙ্গ নিয়ে,.. বারবার নগ্ন শরীর বিছানায় মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে উঠছে সে যোনিতে আঁটা পিতার অসত হাত নিয়ে, সে এবার কোনরকমে মুখ ফিরিয়ে তাকায় পিতার দিকে। ওঁর মুখ শান্ত, অবিচল ও গম্ভীর। মনের মধ্যে যে কি চলছে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু চোখদুটি চকচক করছে স্পষ্ট লালসায়... বেশিক্ষণ সেই আগুনের দিকে যে তাকানো যায় না! তবুও এবারে তনিকার চোখ নামানোর উপায় নেই।

-"নাহ... আঃ"

-"না কি?" বিভুকান্ত তাঁর মধ্যমাটি আরো প্রবিষ্ট করেন ওর আঁটো গর্তের ভিতর, বুড়ো আঙুল দিয়ে দলিত মথিত করেন ভগাঙ্কুরটি।

-"আআউছচ... আআআহ.. হঁহহমমমমহহহ.." তনিকা কঁকিয়ে উঠে ঠোঁট কামড়ে ধরে,..

-"না কি?"

-"আঃ.. আ আমি কুমারী নই! আঃ. আআহ.."

-"তাই ভেবেছিলাম!" সহসা তনিকার যৌনাঙ্গ থেকে হাত উঠিয়ে নেন বিভুকান্ত।

-"নাঃ..আআআহ!" কঁকিয়ে উঠে তনিকা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডানহাত নিয়ে ঝটিতি স্থাপন করে যোনির উপর, আঙুলগুলি দিয়ে ডলতে থাকে সেটি। সে অবাক হয়ে যায় নিজের আচরণে,... একি করছে সে?!

-"হাত সরাও!" বিভুকান্ত মেয়ের অবস্থা দেখে মনে মনে হেসে উঠে মুখে ধমক লাগিয়ে ওর হাত এক থাপ্পরে ওর যোনি থেকে সরিয়ে দেন "আমি কি অনুমতি দিয়েছি তোমায় এমন অসভ্যতা করার!"

-"আহ,,..." তনিকা প্রচন্ড হতাশ স্বরে কঁকিয়ে গুমরে ওঠে, পিতার কথা মেনে সে দেহের দু-পাশে রাখে। কিন্তু তার, ফুলে ওঠা, আরক্তিম যোনিপুষ্পটি যেন কইমাছের মতো খাবি খেতে থাকে চাতক পাখির তৃষ্ণা নিয়ে শুধু যেন এতটুকু স্পর্শের বাসনায়,... অসহায়ভাবে নিম্নাঙ্গ উঁচিয়ে তোলে তনিকা।

বিভুকান্ত মুচকি হেসে ওর জংঘার ঠিক উপরে হাত রাখেন আবার। কিন্তু যোনি স্পর্শ করেন না।

-"আঃ. আহঃ,, বাপ্পি.." ব্যর্থতা, অসহায়তায়, দপদপ করতে থাকা যৌনাঙ্গ নিয়ে করুন স্বরে আবেদন করে ওঠে তাঁর অষ্টাদশী কন্যা। চোখ টিপে বুজে ফেলেছে সে এহেন আত্মনিপীড়নে,.. তবুও এক্ষুনি যে তার চাই শুধু একটু স্পর্শ... শুধু একটু ছুঁয়ে দিক পিতা আবার তার কোমল যোনিপুষ্পটিকে, শুধু একটি বার তাঁর খরখড়ে আঙ্গুলের স্পর্শ... "আঃ" ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দেয় তনিকার, প্রচন্ড যৌনজ্বরে অস্থির সে। দেবেন কি পিতা? তার নিষিদ্ধ ফলটি আরেক বার ছুঁয়ে?

পরম স্নেহে যেন দেখেন বিভুকান্ত তাঁর কন্যার তাঁর এতক্ষন অত্যাচারে আরক্তিম, স্পর্শোন্মুখ যোনিদেশ। লাল হয়ে, স্ফীত হয়ে যেন একটি গোলাপের মতো ফুটে উঠেছে পাপড়ি মেলে সুন্দর নির্লোম অঙ্গটি! কি যেন বলে উঠতে চাইছে তাঁকে পরম আকুতি নিয়ে! তিনি হাসিমুখে এবার ওর যোনিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঠিক তার পাশে ওর নগ্ন সুঠাম দুই উরুর তলদেশে আস্তে আস্তে হাতের নোখের আঁচড় টানতে থাকেন। আঁচড় কাটতে কাটতে আঙুল ঘষতে ঘষতে তিনি ওর নরম ত্বক বেয়ে ওঠেন, যোনিটি অগ্রাহ্য করে সেটি প্রদক্ষিন করে উঠে আসে তাঁর হাত, ঠিক যোনির উপরে ওর নাভির বেশ কিছুটা তলায় নরম চামড়ায় আঁচড়ে দিতে থাকেন, আঙ্গুল দিয়ে চাপতে থাকেন.. তারপর আবার নেমে আসে তাঁর হাত। যোনিটি ত্রিকোণাকারে প্রদক্ষিন করে করে যেতে থাকেন তিনি বারবার, কিন্তু স্ফীত, আরক্তিম ফলটিকে একবারও স্পর্শ করেন না।

তনিকা চোখ বুজে ঠোঁট টিপে শুয়ে আছে। পিতার স্পর্শে অস্থির হয়ে উঠছে সে,.. কখনো তার উরুদুটো থেমে নেই... ওঠানামা করছে সেদুটি। অপেক্ষা করে আছে কখন তার আগুন জ্বলতে থাকা যোনিতে হাত পড়বে তাঁর পিতার,.... এই বুঝি পড়ে, এই বুঝি পড়ে! আশায় আশায় পিতার স্পর্শ অনুসরণ করে সে পিঠ বেঁকিয়ে উঠছে প্রত্যাশায়,... কিন্তু নাঃ! এ কি খেলায় মেতেছেন বিভুকান্ত তাকে নিয়ে? তার অবাধ্য হাত মাঝে মাঝেই যেন তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চলে আসছে দু-উরুর ফাঁকে, কিন্তু মাছি তাড়াবার মতো করে থাপ্পর মেরে তাদের বারবার সরিয়ে দিচ্ছেন বিভুকান্ত। যেন একটি মজার খেলা তাঁর এটি।

-"উম্ম এবার উপুড় হয়ে শোও সুন্দরী!" পিতার গমগমে কন্ঠস্বরে সে চমকে ওঠে।

-"মম...ক...কি?"

-"উপুড় হয়ে শোও!" দৃঢ় গলায় মেয়েকে আদেশ করেন বিভুকান্ত।

তনিকা একরাশ হতাশা নিয়ে উপুড় হয়। তার স্পর্শকাতর যোনির সাথে বিছানার চাদরের স্পর্শে মাতাল হয়ে ওঠে তার শরীর! নিতম্ব নাড়িয়ে ডলতে থাকে সে নিজেকে বিছানার সাথে।

-"এই" বিভুকান্ত ধমক দিয়ে চপেটাঘাত করেন মেয়ের কোমরে "আমি বলেছি নিজেকে বিছানার সাথে ঘষতে? একদম নড়বে না! স্থির হয়ে শুয়ে থাকো!"

তনিকা স্থির হয়। গুঙিয়ে ওঠে সে হতাশায়। তার শরীরের প্রত্যেকটি জাগ্রত কোষ যেন চাইছে নিজের যৌনাঙ্গটি ডলে দিতে বিছানাতে। কিন্তু মনের জোর জড়ো করে সে স্থির থাকে, আর্ত যৌনাঙ্গ নিয়ে।

-"উম" বিভুকান্ত চোখভরে দেখেন এবার মেয়ের উল্টানো শরীরের নগ্ন সৌন্দর্য্য। ওর পিঠ থেকে চুল সরিয়ে পিঠটা পুরো উন্মুক্ত করেন তিনি। কি অপরূপ দৃশ্য! সম্পূর্ণ মসৃণ উপত্যকাটি শুধু মাঝখানে একটি খাঁজ নিয়ে ঢালু হয়ে নেমে গেছে কোমরের গ্রস্ত অঞ্চলে। তারপর ফুলে উঠেছে তনিকার দুটি নগ্ন নিতম্ব। আহা, কি যে ভষণ আকর্ষনীয় সেই নিতম্বজোড়া! যেন কোমরের তলায় দুটি বৃহদাকার, ফর্সা আপেল উঁচু হয়ে উঠেছে। দুটি থামের মতো সুঠাম পা নেমে গেছে তারপর...

তিনি তাঁর বাঁহাতের তালু রাখেন মেয়ের পিঠের উপর। উপর নিচ করে বোলাতে থাকেন। আঃ.. কি সিল্কের মতো নরম, মসৃণ যে ওর ত্বক! তনিকার নগ্ন ত্বকের রেশমী জাদুতে আবার আচ্ছন্ন হন তিনি। তাঁর ইচ্ছা করে সারাদিন এমন হাত বুলিয়ে যেতে এমন স্বর্গীয় স্পর্শানুভূতি নিয়ে! তিনি আস্তে আস্তে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে তর্জনী বুলিয়ে নামিয়ে আনেন সম্পূর্ণটা, একেবারে ওর ঘাড়ের তলা থেকে নিতম্বের ঠিক উপর অবধি।

"মমমমহঃ.." তনিকা গুমরে ওঠে পিতার এহেন কাজে।

-"হম.. মনে হচ্ছে আমার খুকুমণির ভালো লাগছে যেন এমন করলে?" তিনি হেসে ওঠেন। একইভাবে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে আঙুল বুলিয়ে নামাতে ও ওঠাতে থাকেন।

-"হম্মঃ.." তনিকা বিছানায় মুখ গুঁজে ফেলতে চায়,.. প্রত্যেকটি স্পর্শ যেন তার যোনিতে একেকটি তরিত বার্তা পাঠিয়ে দিচ্ছে ভীষণ ইচ্ছা করছে তারর যৌনাঙ্গটি ঘষতে পিতা এমন করা কালীন। কিন্তু তার যে নড়াচড়ার অনুমতি নেই!

"উম" কিছুক্ষণ এমন করে তনিকার শিরদাঁড়ায় আরাম দিয়ে তিনি হাত নামিয়ে রাখেন ওর নিতম্বের সুগোল একটি স্তম্ভের উপর। আঃ.. প্রচন্ড উত্তেজনায় বুক ফেটে হৃতপিন্ড বেরিয়ে আসতে চায় বিভুকান্তের মেয়ের অত্যন্ত আকর্ষনীয় নগ্ন নিতম্বের উপর নিজের হাতটি রেখে! কি সুগোল, কি মসৃণ, কি নিখুঁত! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় ভগবান আছেন কোথাও! না হলে এত নিখুঁত জিনিস কি প্রকারে সম্ভব তৈরী করা? শ্বাস ফেলে তিনি আয়েশ করে দুটি নগ্ন মসৃণ, সুবর্তুল গোলকে পালা করে হাত বোলাতে থাকেন। উপভোগ করতে থাকেন এমন স্বর্গীয় অনুভূতি।

তনিকার সাড়া শরীরে আবার কাঁটা দেয় নিজের অনাঘ্রাত নিতম্বে পিতার খসখসে পুরুষালি তালুর স্পর্শে... নিতম্ব স্বতঃস্ফূর্তভবে ঠেলে ওঠে সে পিতার হাতের নিচে।

"হম্ম্ম্হ" বেশ কিছুক্ষণ আরাম করে হাত বোলানোর পর বিভুকান্ত একটি স্তম্ভ মুঠো পাকিয়ে তোলেন,.. আহঃ.. কি প্রচন্ড নরম, তুলতুলে মাখনের মতো যেন তাঁর হাতে গলে যেতে চাইছে নরম মাংস। এত সুগঠিত বস্তু কখনো এত নরম হতে পারে? তিনি অবাক হয়ে দেখেন,... এই বোধহয় অষ্টাদশী শরীরের জাদু! তিনি এবার শক্ত হাতে একেকটি স্তম্ভ টিপতে ও চটকাতে শুরু করেন সমস্ত তালু দিয়ে ডলে ডলে।

প্রচন্ড আরাম হয় তাঁর এভাবে তরুণী মেয়েটির নগ্ন নিতম্ব টিপতে। নরম উত্তপ্ত মাংসের প্রাচুর্যে যেন পাঁচ আঙুল বসে যাচ্ছে তাঁর...

তনিকা পিতাকর্তৃক এমন শক্ত নিতম্ব নিপীড়নে গুমরে ওঠে বিছানায়। কিভাবে একরাশ লোভ আর ভোগলালসা নিয়ে চটকাচ্ছেন তিনি তার নরম পুষ্ট নগ্ন মাংস মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে... আবার মনে পড়ে তাঁর নাচের শিক্ষকের কথা। তিনিও তনিকার নিতম্ব খুব চটকাতেন, কিন্তু তাঁর মোচড়গুলোয় পিতার মতো এত পুরুষালি জোর থাকতো না। বিভুকান্ত যেন প্রত্যেকটি মোচড়ে তার একেকটি নিতম্বস্তম্ভের সমস্ত রস নিষ্কাশন করে নিতে চাইছেন!...

বেশ অনেকক্ষণ ধরে একটানা তনিকার নিতম্বদুটি চটকে চটকে সেদুটি টকটকে লাল করে ফেলেন বিভুকান্ত। ওর যন্ত্রণা এবং একইসাথে কামজ্বরে মোড়া গুমরানিগুলি তাঁকে আরও উত্তেজিত করে তুলছিল। ফর্সা চামড়া লাল হয়ে উঠতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনা... তিনি শেষমেষ স্তম্ভদুটিকে নিস্তার দিয়ে হেসে লাল লাল দুটি তরমুজে চপেটাঘাত করে সেদুটি আন্দোলিত করে তোলেন।

তনিকা অপদস্থতায় মুখ লুকায় নিজের বাহুতে।

বিভুকান্ত এবার ওর নিতম্বের খাঁজে হাত রাখেন। শিউরে ওঠে তনিকা। তিনি হাত বোলাতে বোলাতে তর্জনী দিয়ে ওর পায়ুদ্বারটি খুঁজে পেয়ে চাপ দেন।

"আঃ!" কঁকিয়ে ওঠে অস্ফুটে তনিকা।

হেসে তিনি মেয়ের ছোট্ট গোলাপী পায়ুদ্বারটি টানটান করেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমার দ্বারা.. তারপর সেটি সেভাবে টানটান করে রেখে তিনি তাঁর তর্জনীটি গহ্বরের আঁটো মুখে রেখে চাপ দিয়ে ঢোকাবার চেষ্টা করতে থাকেন।

-"আঃ.. আঃ.. বাপ্পি, লাগছে আঃ!" তনিকা কঁকিয়ে উঠতে থাকে।

ওর আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিভুকান্ত তর্জনীটি আরও চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেন সেই প্রচন্ড আঁটো গর্ততে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ুদ্বারটি যেন কামড়ে ধরে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর প্রবেশকারী আঙ্গুলকে...

-"আঁআঁআঁআআহঃ.." তনিকা আর্তনাদ করে ওঠে। নিঃস্তব্ধ অট্টালিকায় তার গলা প্রতিধ্বনিত হয়।

-"হাহা" মৃদু হেসে বিভুকান্ত তাঁর আঙুল বার করে আনেন কন্যার পায়ুর গর্ত থেকে। তারপর সেই গোলাপী গর্তটির পরিধি বরাবর আঁচড় কেটে খেলা করতে থাকেন।

তনিকা ঠোঁট কামড়ে ওঠে। নিতম্ব ঠেলে ওঠে পিতার হাতের তলায়।

বিভুকান্ত এবার হাত আরেকটু নামিয়ে কোনো আগাম সতর্কবার্তা না দিয়েই স্পর্শ করেন কন্যার নরম স্পর্শকাতর যোনি।

-"ইয়াখ.. অআহঃ.." তনিকা ভীষণ সুখে শীৎকার করে উঠে তার জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে পিতার কর্কশ হাতের স্পর্শে আবার। ছিটকে উঠে সে যেন বিছানার উপর একটু...

"হাহাহা.. দেখো আমার ফুলটুসির অবস্থা!" জোরে হেসে ওঠেন বিভুকান্ত তনিকার উন্মাদনা দেখে। তিনি আলতো করে করে ওর যোনিদেশ এবার ধীরে ধীরে অপাঙ্গ আঁচড় কেটে চুলকে দিতে দিতে থাকেন হাতের চার আঙুল দিয়ে, উপর থেকে নিচ অবধি টেনে টেনে, প্রচন্ড স্পর্শকাতর যোনির পাপড়িদুটির উপর দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে নামে তাঁর নোখগুলি।

“আআহ.. বাপ্পি.. উমমমমহঃ... অআহঃ.. প্লিইজ আআহ..” ভীষণ শীৎকার করে করে গুমরে উঠতে থাকে তনিকা, ঠোঁট কামড়ে ধরে সে মুখ দৃঢ়ভাবে গুঁজে দিয়েছে নিজের নরম নগ্ন বাহুতে। সুখে থরথর করে কাঁপছে তার ভিতরটা,.. আবার একইসাথে তীব্র আকাঙ্খায় ও হতাশায় গুমরে উঠছে। পিতার এমন ধীর, আলতো করে আঁচড় কাটা তাকে উন্মাদ করে দিচ্ছে, ভীষণভাবে চাইছে সে নিজের নরম অগ্নিপুষ্পটি ওঁর হাতের মধ্যে রগড়ে একেবারে পিষ্ট করে ফেলতে... কিন্ত ওঁর আদেশ অমান্য করতে পারছে না সে।সত্যিই তার বড় করুন অবস্থা।

এদিকে কন্যার যোনিতে আলতো করে চুলকে দিতে দিতে মজা পাচ্ছেন বিভুকান্ত ওর অস্থির অবস্থা দেখে, মাঝে মাঝেই মর্জি হলে তিনি ওর তীক্ষ্ণ, বাদামের মতো শক্ত হয়ে ওঠা ভগাঙ্কুরটি একটু টিপে টিপে দিচ্ছেন, এবং তা করলে ওর ছিটকে ছিটকে ওঠা দেখতে দারুন মজা লাগছে তাঁর। ওকে নিজের দম দেয়া পুতুল মনে হচ্ছে তাঁর।

সকালের নতুন রোদের আরাম নিতে নিতে আরও কিছুক্ষণ দুহিতার নগ্ন যোনি নিয়ে খেলা করেন নিজের মতো করে বিভুকান্ত, ওর আরও জোরে ঘষে, রগড়ে দেবার ইচ্ছা ও করুন, প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র আবেদনগুলিকে একদম গুরুত্ব না দিয়ে। তাঁর ক্রীড়ারত হাতের উপর একটি কন্টকবিদ্ধ সাপের মতো এঁকবেঁকে মোচড় দিয়ে উঠতে থাকে তনিকার নমনীয়, ফর্সা নগ্ন তনুটি। সপ্রসন্ন চিত্তে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ওর মিষ্টি গলার উদ্গাত আর্ত শীৎকার, গোঙানি ও সিসকিয়ে ওঠার অসাধারণ আকর্ষনীয় শব্দ সমূহের অপরূপ মূর্চ্ছনা শুনে নিজের শ্রবণেন্দ্রিয় পুলকিত করতে থাকেন তিনি।

কোনো তাড়া নেই তাঁর আজ..

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার তনিকার যোনি থেকে হাত সরিয়ে নেন।

-“উমহম...!” তীব্র হতাশায় কঁকিয়ে উঠে ঠোঁট জোরে কামড়ে ধরে তনিকা, যেন রক্ত বার করে ফেলবে সে এবার নরম ঠোঁটটি থেকে। দৃঢ়ভাবে কপাল চেপে ধরে বাহুতে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার নিতম্ব কিছুটা উপরে উঠে আসে নিষ্ক্রমণরত পিতার হাতের সাথে স্পর্শলাভের বৃথা আশায়... তারপর আবার ধপ করে বিছানায় পতিত হয়।

“ঘুরে শোও। চিত্ হয়ে।” আদেশ বিভুকান্তের।

বিছানার সাথে অগ্নিবিকিরণরতা যোনিদেশ চেপে ধরে সে যেটুকু প্রশমন করতে পারছিল যৌন-দহনজ্বালা, এখন তাও কেড়ে নিলেন তার পিতা! তনিকা চিত্ হয় আবার নিজের অপূর্ব নগ্ন দেহসৌষ্ঠব নিয়ে। তার নগ্ন উদ্ধত স্তনদুটি প্রচন্ড আকর্ষনীয়ভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে...

“হুমম..” রূপসী নগ্নিকা মেয়ের দেহসুষমা দেখতে দেখতে বিভুকান্ত এবার নিজের পাজামার দড়ি খোলেন। পাজামা খুলে নগ্ন করেন নিজের স্থূল, লোমশ নিম্নাঙ্গ।

তনিকার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে পিতার নগ্ন, আন্দোলিত হতে থাকা পুরুষাঙ্গ দেখে... গাঢ় বাদামি, সুদীর্ঘ, তাগড়াই এবং মোটা দন্ডটি। সাড়া লিঙ্গগাত্রে শিরা এবং উপশিরা ফুলে উঠে সেটিকে

আরও শক্তিশালী এবং ভয়ানক আকার দান করেছে। মুণ্ডটি স্ফীত, ব্যাঙ্গের ছাতার মতো। সেখানে বাদামি ছালের থেকে বেরিয়ে এসেছে হালকা বাদামি মুখটি, একটু ভিজে তা, চকচক করছে, মাঝখানে একটি খাঁজকাটা বিভক্তি,.. এবং তারই ঠিক মাঝে একটি লাল ছিদ্র। সসম্ভ্রমে সে লক্ষ করে ওঁর দুটি ঝুলন্ত লোমশ অন্ডকোষ। ভারী ও বৃহত সেই দুটি শক্তিশালী থলি যে কত বীর্য সম্পাদন করতে পারে সে ধারণা করতে পারেনা! একেই বলে হয়তো জমিদারি তেজস্বিতা!

সে আরো আতংকিত হয় যখন সে দেখে তাঁর নগ্ন নিম্নাঙ্গ নিয়ে তার মুখের কাছে উঠে আসছেন্ পিতা। উলঙ্গ দেহ নিয়ে সে উসখুস করে ওঠে বিছানার উপর...

“উম” বিভুকান্ত ওর সমস্ত আশংকাকে সত্য প্রমাণিত করেই, উঠে আসেন নগ্নিকা তনিকার কাঁধের কাছে। ওর কাঁধের দু-পাশে দুটি নগ্ন হাঁটু রেখে বসে তিনি ওর সরাসরি মুখের উপর শুইয়ে দেন নিজের নগ্ন, তাগড়াই লিঙ্গ।

-“উম্হ..” তনিকা মুখ কুঁচকে সরিয়ে নিতে গেলে বিভুকান্ত ওর চিবুক ধরে ততক্ষনাত তা সোজা করে দেন। “মুখ সরাবে না একদম!” তিনি আদেশ করেন। তারপর ভালোভাবে আবার ওর মুখের উপর নিজের পুরুষাঙ্গটি লম্বালম্বি রাখেন চিবুক থেকে কপাল অবধি। তারপর ওর চিবুক ছাড়েন্।

তনিকা বুঝতে পারে প্রতিবাদে লাভ নেই। তাই সে এবার আর মুখ সরায় না। রাখতে দেয় পিতাকে তার মুখের উপর পুরুষাঙ্গটি শুইয়ে। চোখ বুজে থাকে সে। অনুভব করছে সে তার চিবুকে ওঁর দুটি লোমশ অন্ডকোষের ছোঁয়া, আর মুখের উপর শোয়ানো উত্তপ্ত দন্ডটির সমস্ত ভার। তার মনে হয় যেন এক অগ্নিশলাকা তার মুখের উপর কেউ রেখে দিয়েছে। কি ভারী এবং কি উত্তপ্ত তার পিতার যৌনাঙ্গটি! তা থেকে বিকিরিত হচ্ছে উত্তাপ এবং এক অদ্ভূত পুরুষালি গন্ধ। তনিকা ভাবে তার সারা শরীর ঘুলিয়ে আসবে সেই ঘ্রাণে, কিন্তু সে অনুভব করে সেই ঝাঁঝালো পুরুষালি আঘ্রাণে কি যেন এক অজানা মদিরতা ছড়িয়ে পড়ছে তার সমস্ত সত্তা জুড়ে! এতক্ষণে সে আবার উপস্থিতি উপলব্ধি করে তার কামাগ্নির হোমহুতাশনে অস্থির যৌনাঙ্গের। দুটি উরু ঘষে ওঠে সে পরস্পরের সাথে। শরীরটা ইশত মুচড়ে ওঠে পিতার তলায়..

দু-চোখ ভরে চোখের সামনে দৃশ্যটি দেখতে থাকেন সকালের উদ্ভাসিত আলোয় বিভুকান্ত। তনিকার অপরূপ সুন্দর মুখের উপর শোয়ানো তাঁর বৃহত, গাঢ় বাদামি পুরুষাঙ্গ। ওর সুডৌল ফর্সা চিবুকের তলায় লেপ্টে আছে তার দুটি লোমশ অন্ডকোষ। ওর মুখের তলা থেকে উপরে রাখা তাঁর দন্ডটি। দন্ডটির আগার দু-পাশে ওর দুটি ঠোঁটের কোন শুধু দেখা যাচ্ছে, বাকিটা দন্ডটি দিয়ে চাপা। সম্পূর্ণ তীক্ষ্ণ নাকটিই চাপা পড়েছে তাঁর ভারী লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের তলায়। দুটি অপরূপ চোখের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে তাঁর লিঙ্গ,.. কপালের মাঝখানে ফুলে উঠেছে তাঁর লিঙ্গমস্তকটি, এবং ওর চুলের মাঝখানে কাটা সিঁথির মাঝে শেষ হয়েছে পুরুষাঙ্গটির ব্যাপ্তি। খাঁজকাটা, চকচকে লিঙ্গাগ্রটি বিরাজ করছে সেখানে।

সম্পূর্ণ স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গ দিয়ে এখন অনুভব করছেন এখন বিভুকান্ত তনিকার মুখ। অন্ডকোষদুটিতে লেপ্টে থাকা ওর মিষ্টি ছোট্ট চিবুক, লিঙ্গের তলায় চাপা পড়া ওর নরম দুটো ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক। তনিকার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পুড়িয়ে দিচ্ছে তাঁর দণ্ডটিকে।...

"চোখ খোলো রূপসী!" আদেশ করেন তিনি।

তনিক বুঝতে পারেনা তার এহেন অপদস্থ অবস্থায় সে কি করে চোখ খোলে! পিতার লিঙ্গ মুখের উপর নিয়ে... কিন্তু ওঁর আদেশের যেন নিজস্ব এক মন্ত্রবল আছে তনিকার দেহের প্রতিটি অঙ্গের উপর। চোখ খোলে সে।

মুগ্ধ চোখে দেখেন বিভুকান্ত তাঁর পুরুষাঙ্গের দু-পাশে তনিকার টানাটানা, দুটি বড়বড় চোখ খুলে যাওয়া! যেন কোনো রহস্যময় এক মঞ্চের পর্দা উন্মোচন হয়। কি অপরূপ, মোহিনী দৃষ্টি মেয়েটির! তাও আবার ওর কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই! তিনি এবার নিজের লিঙ্গ ওর নরম মুখ-নাক-ঠোঁটের উপর অল্প অল্প ঘষা শুরু করেন্। ডলতে শুরু করেন ওর মুখটি নিজের যৌনাঙ্গ দিয়ে, ধীরে ধীরে। তাঁর ডানহাত উঠে আসে, ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

-"উম্হ্.." গুঙিয়ে ওঠে তনিকা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে, সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে কাতরে ওঠে তার দেহ... এর আগে তার কিছু মুখমেহনের অভিজ্ঞতা আছে স্মৃতির ঝুলিতে, কিন্তু এ কি করছেন বিভুকান্ত? কিভাবে আস্তে আস্তে ডলছেন তার নরম, রূপসী মুখটি নিজের সমূহ শিশ্ন দিয়ে! ওঁর শক্তিশালী, শিরাবহুল লিঙ্গগাত্রের তলায় ধীর গতিতে পিষ্ট হচ্ছে তার নাক, ঠোঁট, চিবুক, গন্ডদেশ... চিবুকে ঘষা খাচ্ছে দুটি ভারী, শক্ত অন্ডকোষ। কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে তনিকার.... সে বুঝতে পারছে না এ শুধুই অপদস্থতা না আরও কিছু!.. কেউ আগে তার মুখ এভাবে ব্যবহার করেনি। দুটি উরু সে অস্থিরভাবে ঘষে ওঠে পরস্পরের সাথে..

সুন্দরী কন্যার ততোধিক সুন্দর, নরম উত্তপ্ত মুখটি ধীরে ধীরে নিজের শক্ত, আখাম্বা দন্ডটি দিয়ে ডলতে ডলতে এবং সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রচন্ড যৌনসুখে যেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করে বিভুকান্তের! সবথেকে উপরি পাওনা ওর ওই দুটি, খোলা, টানাটানা চোখ... কি যে সম্মোহনকরি, মোহময় ও আকর্ষনীয় ওই দৃষ্টি! আর ওর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস! যেন জীবন্ত দগ্ধ করছে তাঁর সমস্ত যৌনাঙ্গকে, দগ্ধ করছে তাঁর অন্তর! তবুও কোনরকমে বুকে উদ্বেলিত আবেগ ও উত্তেজনা চেপে একটি গম্ভীর ভাব বজায় রেখেই তিনি তার কাজ করতে থাকেন।

তনিকা মুখট ঠেলে ওঠে পিতার লিঙ্গের তলায়, কি যেন এক আবেশমদির উষ্ণ ধারাপাত শুরু হয়েছে তার মনের মধ্যে, সে অবাক হচ্ছে কেননা সে জানতো না এই ধরণের কোনো অনুভূতি তার মধ্যে আদৌ কোনদিন বিরাজ করতে পারে! নিজের মুখের নরম চামড়ায় পিতার দলনরত ভীষণ শক্তিশালী যৌনাঙ্গটি ঠোঁট-নাক-গাল ডলতে থাকার ও অন্ডকোষদুটির তার চিবুকে ঘষতে থাকার নিয়মিত ছন্দের মধ্যে সে হারিয়ে ফেলছে নিজেকে,... তার সারা দেহ সাড়া দিয়ে উঠছে,.. তরিতস্ফুলিঙ্গ খেলে যায় যেন তার যোনিতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দুহাত নেমে আসে...

-"না!" সঙ্গে সঙ্গে তনিকার নিম্নগামী ফর্সা হাতদুটি ধরে ফেলেন বিভুকান্ত ওর মুখের উপর একইভাবে পুরুষাঙ্গ ডলতে ডলতে। সেদুটি টেনে এনে তিনি ওর মাথার উপরে তোলেন, তারপর

বাঁহাতে ওর দুটি হাতেরই নরম কব্জি একসাথে চেপে ধরে রাখেন ওর মাথার উপর বিছানার সাথে ঠেসে।

-"উম্হ্." তনিকার দীর্ঘশ্বাস পুড়িয়ে দেয় তাঁর লিঙ্গ আবার... ও তার বড় বড় চোখদুটির পাতা ঝাপটিয়ে ওঠে পিতার পানে। সেই চোখে কি যেন এক ভাষা পড়ে আরও উত্তেজিত বোধ করেন বিভুকান্ত। তিনি এবার বাঁহাতে ওর দুটি হাত একইভাবে চেপে রেখে ডানহাতে নিজের লিঙ্গটি ধরে সেটির কামরসে সিক্ত, চকচকে লিঙ্গাগ্র ওর সাড়া মুখে বোলাতে, ডলতে ও রগড়াতে লাগেন, যেন শিল্পচর্চা করছেন ওর মুখের উপর তিনি।

প্রথমে তিনি ওর বাঁকা ভ্রুঁ-দুটোর উপর নিখুঁত আঁচড় কেটে বুলান লিঙ্গের মাথা.. তাঁর কামরসে তাদের কিছুটা সিক্ত করে ফেলে। তারপর ওর নাক বেয়ে চকচকে রসের একটি দাগ টেনে তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর লিঙ্গ, ওর নাসিকার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে রেখে চাপ দেন। এরপর তিনি তা ওর নাকের নিচে খাঁজকাটা বেয়ে নামিয়ে আনেন ওর গোলাপী ঠোঁটজোড়ার উপর। ডলতে থাকেন তিনি নরম ঠোঁটদুটি নিজের লিঙ্গাগ্র দিয়ে পরম আশ্লেষে। কিছুক্ষণ ঠোঁটজোড়া ডলে, ক্রমঃনিঃসরণরত কামরস দ্বারা সেদুটি ভিজিয়ে পিচ্ছিল করে ফেলে তিনি তা ওর চিবুকে ঘষেন্। তারপর চিবুকের ধার প্রদক্ষিন করে উঠে ওর দুটি নরম ফর্সা গন্ডদেশে ডলাডলি করতে থাকেন তা পর্যায়ক্রমে।

-"উম্হ্..অআঃ.." তনিকা গুমরে ওঠে, মুখের উপর পিতার লিঙ্গের একটানা দলন ও ওঁর ভিজে চটচটে কামরসের স্পর্শে ও তেজি ঘ্রাণে সে আবার চোখ বুজে ফেলে... পিতার বাঁহাতের মুঠোয় অসহায় পাখির মতো আটকা পড়া তার দুই হাতের আঙুলগুলি একবার মুঠো হয়, একবার খোলে।

মেয়ের অপরূপ সুন্দর মুখটি দেখছেন পরমানন্দে বিভুকান্ত। এতক্ষণ দলনে দলনে ওর দুটি গাল, ঠোঁটের আশপাশ, চিবুক আরক্তিম করে ফেলেছেন তিনি। ওর সমস্ত মুখটি মাখামাখি তাঁর লিঙ্গ থেকে একটু একটু করে চুঁইয়ে পড়তে থাকা কামরসে, চকচক করে উঠছে তা। তিনি আবার লিঙ্গটি আগের মতো ওর পুরো মুখের উপর চেপে ডলতে শুরু করেন। কি মনে করে তিনি ওর মাথার একগোছা চুল এনে চেপে ধরেন ওর মুখের উপর দলনরত নিজের পুরুষাঙ্গের উপরে। আরামে শীৎকার করে উঠতে বাধ্য হন তিনি, তাঁর শক্ত পুরুষাঙ্গের নিচে ওর নরম উত্তপ্ত মুখ এবং উপরে ওর সিল্কের মতো চুলের স্পর্শ যেন তাঁকে উন্মাদ করে তোলে!...

-"হম্ম্হ্.." তনিকাও গুমরে ওঠে। এমন অভিনব অবস্থায় তার শরীরে এক অদ্ভূত ঝর্ণা শুরু হয়েছে যেন.. তার দুচোখ, তার জগত জুড়ে এখন পিতার শক্ত, উত্তপ্ত, স্পন্দিত লিঙ্গ, তাঁর দুটি লোমশ, ভারী অন্ডকোষ, তাঁর লিঙ্গনিসৃত কামরস, তীব্র পুরুষালি ঝাঁঝে ভরা ঘরান... আর পারছে না সে! অস্থিরভাবে ঘষাঘষি করছে সে দুই উরু.. কেউ যদি একবার, শুধু একবার ছুঁয়ে দেয় তার মরমে মরতে থাকা যোনিকুন্ডটি!..

তনিকার মুখের উপর আরও কিছুক্ষণ একটানা নিজের পুরুষাঙ্গ ঘষার পর বিভুকান্ত এবার আরেকটু উঠে তাঁর দুটি কেশে ভরা অন্ডথলি ঘনভাবে চেপে ধরেন তনিকার ঠোঁটের উপর..

“মমমমহহ..” তনিকা গুঙিয়ে ওঠে উত্তপ্ত, ভারী এবং লোহার মতো শক্ত হয়ে থাকা বস্তুদুটির স্পর্শে। তার নাকে এসে লাগে পিতার শিশ্নকেশ... সে নিজেই তার ঠোঁটদুটো ডলে দেয় সেদুটির উপর! কোনো এক অজানা ইচ্ছাশক্তি এসে ভর করেছে তার উপর,.. সে নিজেই বুঝতে পারছে না! সে তনিকা তো? না অন্য কেউ তার দেহের ছদ্মবেশে?!!

বিভুকান্ত এবার কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাত তাঁর লিঙ্গ নামিয়ে এনে সোজা ঢুকিয়ে দেন তা তনিকার অর্ধস্ফূরিত ঠোঁট দুটির মধ্যে দিয়ে ওর মুখের ভিতরে!, অনেকটা! আরামে চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি তাঁর দন্ডের চারপাশে মেয়ের মুখবিবরের প্রচন্ড উত্তপ্ত, আর্দ্র আবরণে! তাঁর দুটি থাই সহ সমূহ নিম্নাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে!

“ঔম্মঃ..” তনিকা বিস্ফারিত চোখে তাকায় পিতার দিকে, ছটফট করে ওঠে সে ওঁর দেহের তলায়। কিন্তু নিজের দেহের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া টুকু কেটে যেতেই সে বুঝতে পারে তার তলায় চাপা পড়া নিজের আরেকটি অনুভূতি! মুখে ঠাসা পিতার শক্ত, স্পন্দিত দন্ডখানি নিয়ে সে গুমরে ওঠে চোখ বুজে! কি অপূর্ব অনুভূতি! মুখভর্তি যেন এক তেজস্বী, দামাল সিংঘকে জব্দ করে আটকে ফেলেছে সে! লোহার মতো শক্ত অথচ ভেলভেটের মতো মোলায়েম, অস্ত্রের মতো দৃঢ় অথচ রোদের মতো উষ্ণ। টগবগে, প্রানবন্ত, স্পন্দিত! সে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে জিভ দিয়ে লালায় স্নান করায় পিতার ভিতর তাঁর লিঙ্গের মুণ্ডটি। আদর করে জিভ দিয়ে তাঁর মুত্রছিদ্রটিকে চেটে। একটি শোষনের টান দেয় শক্ত দন্ডটির চারপাশে চোয়াল সংকুচিত করে... আবেশে ভরে ওঠে তার অন্তঃকরণ!

-“আআহ.. অআঃ, মামনি, কি করছিস তুই আহ..” আরামে কোঁকাতে কোঁকাতে বিভুকান্ত কন্যার নরম চুল মুঠো করে ধরেন, “চোখ খোল সোনামণি, প্লিজ চোখদুটো খোল!”

তনিকা তার দুই চোখ খুলে তাকে পিতার পানে। শুধুমাত্র সে চোখদুটি খুলেই পিতাকে শীৎকার করে উঠতে বাধ্য করে।

-“উম্ম্হ.. আঃ’ আরামে সুখে গলতে গলতে তনিকার মুখের দিকে তাকান বিভুকান্ত। দেখেন তাঁর মোটা পুরুষাঙ্গটির পরিধি বরাবর কিভাবে ওর গোলাপী দুই ঠোঁট গোল হয়ে এঁটে রয়েছে তাঁর শিরাউপশিরাযুক্ত লিঙ্গগাত্রের চারপাশে। আস্তে আস্তে তিনি কোমর নাড়িয়ে ওর মুখের ভিতরে তাঁর লিঙ্গটি ঢোকাতে-বার করতে থাকেন নিয়মিত ছন্দে, দেখতে থাকেন বেরিয়ে আসার সময় তাঁর লিঙ্গগাত্রের ওর লালায় ভিজে চকচক করে ওঠা... আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠা গলায় তিনি বলতে থাকেন –

“আহ... কতদিন আমি এটা করার স্বপ্ন দেখেছি রূপসী আমার! আহ! তোর অমন সুন্দর মুখের ভিতর.. আহ আআহ!”

-“হমম... অম্মঃ” তনিকা উত্তপ্ত গলায় আওয়াজ করে ওঠে পিতার লিঙ্গ ভরা মুখ নিয়ে... ওঁর অন্ডকোষদুটি বারবার এসে ধাক্কা খাচ্ছে তার চিবুকে.. মুখমেহন তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নয়! কিন্তু কোনদিন সে কারো লিঙ্গ চোষনে এমন আবিষ্ট ও সম্মোহিত বোধ করেনি! কোনো পুরুষাঙ্গ এভাবে তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি! সে চোয়াল নাড়িয়ে শোষণ করে, তার ইচ্ছা করে চোখ

বুজে উপভোগ করতে এমন সুখটুকু, কিন্তু পিতা আদেশ দিয়েছেন তাকে চোখ খুলে রাখার। এখন তার চোখে চোখ রেখে তার মুখের মধ্যে লিঙ্গচালনা করছেন তিনি। হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন চুলে, গালে। তনিকা গভীরশ্বাস নেয়,.. অনুভব করছে সে তার মুখের ভিতরে একটানা পিতার লিঙ্গ-নিসৃত গরম রসের নির্গমন... গলাধঃকরণ করে ফেলছে তা সে আবেশে। চক্ষু মুদে আসতে চাইছে তার আরামে, উত্তেজনায়...

খুব ধীরে ধীরে তনিকার মুখের মধ্যে লিঙ্গচালনা করছেন বিভুকান্ত। ওর মুখের মধ্যে এখনি বীর্যমোচন করার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর... কিন্তু মন চাইছে সারাদিন এমন ভাবে থাকতে। এই সুখ নিয়ে যেতে চিরকাল!

-"মমঃহম্ম!" কিছুক্ষণ পরেই তাঁর লিঙ্গ মুখে তাঁর দুহিতা গুমরে ওঠে শব্দ করে। এতক্ষণ ওর মাথার উপর ঠেসে রাখা ওর দুটি হাতে টান অনুভব করেন তিনি।

-"কি হয়েছে রূপসী পরী?" তিনি তাঁর সম্পূর্ণ লালাস্নাত, উত্তেজনায় বেঁকে ওঠা দন্ডটি ওর মুখ থেকে বার করেন।

-"বাপ্পি... প্লিজ আমি আর পারছি না! প্লিজ আমাকে নাও! প্লিইইজ... মমমহ.." তনিকা বলতে বলতে চোখ বুজে ফেলে প্রচন্ড আত্মনিপীড়নে।

পরমা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যার মুখে এমন কথা শুনে চমৎকৃত হন বিভুকান্ত! ওর হাতদুটি ছেড়ে দিয়ে এবার ওর মুখে নিজের দন্ডটি আবার উত্তেজনায় চেপে ডলতে ডলতে তিনি খসখসে গলায় বলে ওঠেন "উম তাই? তাহলে বল তোর এই সুন্দর মুখটা আমার!"

-"উম্ম্হ.. আঃ!"

-"বল!"

-"আঃ.. আমার এই সুন্দর মুখটা তোমার বাপ্পি!.. উম্ম্হ.."

বিভুকান্ত এবার ওর শরীর বেয়ে নেমে এসে ওর দুটি নরম স্তনে পরপর নিজের শক্ত লিঙ্গ দাবিয়ে দাবিয়ে ডলেন, স্তনে টান দিয়ে দিয়ে "বল, তোর এই নরম খাড়া বুকদুটো আমার!"

-"মমঃ.. আমার এই নরম খাড়া বুকদুটো তোমার বাপ্পি!" তনিকা চোখ বুজে ঠোঁট কামড়ে ওঠে, বুক ঠেলে ওঠে পিতার লিঙ্গের তলায়।

বিভুকান্ত ওর স্তন থেকে ওর ঢালু ফর্সা পেট বেয়ে নেমে আসেন ওর নাভির উপর, সেখানে চেপে নিজের লিঙ্গ ঢোকাতে চান তিনি..

-"আঃ!" কঁকিয়ে ওঠে তনিকা দেহ মুচড়ে..

-"বল এই মিষ্টি নাভিটা..."

-“উমমম.. ওই মিষ্টি নাভিটা তোমার আহ!” পিতার কথা শেষ হবার আগেই তনিকা গুমরে উঠে বলে।

বিভুকান্ত জ্বলন্ত কামের আগুনে দগ্ধাতে দগ্ধাতে শেষ পর্যন্ত আরও নেমে তনিকার নরম, ফুলে ওঠা, নির্লোম, ভীষণ উত্তপ্ত যোনিদেশের উপর চেপে ধরেন নিজের গরজাতে থাকা দন্ড... তনিকা ভীষণ শীতকারে দেহ টানটান করে উঠে এবার তার দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পিতার পাঞ্জাবী পরা চওড়া পিঠ...

“বল ‘আমার নরম কাঠবেড়ালীটা তোমার...!” বিভুকান্ত কন্যার যোনিছিদ্রের উপরে উপর-নিচ করে ডলতে থাকেন তাঁর গনগনে উত্তপ্ত, সিক্ত, পিচ্ছিল লিঙ্গমুন্ডটি।

-“বাপ্পি,,. প্লিজ প্লিজ প্লিজ..” তনিকা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকা রুগীর মতো চোখ বুজে মাথা এপাশ ওপাশ করছে ... ঠোঁট কামড়ে ধরছে... ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে...

-“বল!”

-“বাপ্পি আমার নরম কাঠবেড়ালীটা তোমার!” তনিকার চোখ টিপে বোজা, ওষ্ঠাধর কাঁপছে...

তনিকার কথা শেষ হওয়া মাত্র এক চাপ দিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ ওর যোনিরসে পিচ্ছিল ছিদ্র দিয়ে পুরোটা ঢুকিয়ে দেন ওর যোনিমুখ টানটান প্রসারিত করে, তাঁর অন্ডকোষদুটি এসে সশব্দে আছড়ে পড়ে ওর নিতম্বের খাঁজের উপর!

“হাআআঃ..”

তনিকার চোখদুটি সটান খুলে যায়। তার শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে বিভুকান্তের তলায়।...

বিভুকান্ত দাঁতে দাঁত চেপে ওঠেন যখন তাঁর দৃঢ়প্রবিষ্ট দন্ডের চারপাশে তনিকার যোনির সমস্ত পেশী এঁটে বসে মরণফাঁদের মতো, তরতাজা রসালো গনগনে উত্তপ্ত ফলটি যেন কামড়ে ধরেছে সম্পূর্ণ ঢোকানো তাঁর তাগড়াই, মোটা শিশ্নটিকে একেবারে সেটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে... তাঁর মনে হয় এক্ষুনি যেন তিনি বীর্যপাত করে ফেলবেন, কিন্তু প্রচন্ড মনের একাগ্রতা জড়ো করে সামলান তিনি নিজেকে...

তনিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক ও বিমোহিত হয়ে যান... ওর ওই দুই সম্পূর্ণ খোলা চোখে যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীত্ব এসে ভর করেছে, যেন যুগের শুরু থেকে প্রত্যেকটি মেয়ের তরুণী থেকে নারী হয় ওঠার কথকথা সেই দুই চোখে লিপিবদ্ধ কোনো এক রহস্যময়, বিলুপ্ত, আদিম ভাষায়.... ওর ওই দুই চোখে, ইশত ফাঁক হয়ে থাকা দুটি ঠোঁটে, সর্বত্র যেন প্রকৃতির সমস্ত মাধুর্য্য উপচে পড়ছে, যেন বিকেলে নদীর কোলে ঢলে পড়া সূর্যের আকাশে ছড়ানো আবিরের আহ্লাদ! ঘরে ফিরতে রত পাখিদের আকাশে ঝাঁকের মতো মনকে উদাস করে নিয়ে কোন এক ভেলায় করে উধাও হয়ে যেতে চায় কোনো সুদূর সাত-সমুদ্রের পারে!... বিভুকান্ত চেষ্টা করেও পারেননা চোখ সরিয়ে নিজেকে এহেন সম্মোহনজাল থেকে মুক্ত করতে, ডানহাত উঠিয়ে তিনি

তনিকার মাথায় হাত বুলিয়ে ওর চুল নিয়ে খেলা করেন... দৃঢ় প্রতীতি হয় তাঁর যে তাঁর জীবনে এমন সুন্দরী নারীর সাথে এর আগে তার সাক্ষাত হয়নি, আর হয়তো হবেও না!...

পিতা তার চাতক পাখির মতো তৃষ্ণার্ত, খাবি খেতে থাকা যোনির মধ্যে এক ধাক্কায় লিঙ্গ ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্রই তনিকার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে গেছে... সহসা তার মনে হয় তার সত্তা থেকে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে আর সমস্ত কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে ওই পূর্ণতার অনুভূতিটুকু ছাড়া.. সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যেন পৃথিবীর সমস্ত বায়ুমন্ডলের চাপ সে অনুভব করছে তার দু-কানে! জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করে সম্পূর্ণ পূর্ণতার আস্বাদ! আবার নতুন করে যেন সে কুমারীত্ব হারায় তার। এই প্রথম সে অনুভব করে নিজে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গিয়ে আরেকটি সত্তার কাছে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব কোনো এক আদিম নির্ভরতায় সঁপে দেওয়ার অনির্বচনীয়, অপার্থিব অনুভূতি!... আসতে আসতে তার হুঁশ ফিরে আসতে থাকে... চোখের দৃষ্টি পরিস্কার হতে থাকে,.. কানের উপর থেকে চাপ উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে সকালের পাখির কিচিরমিচির শব্দ ও দেয়ালঘড়ির আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। সে বুঝতেও পারেনি কখন সে পিতার পিঠে পাঞ্জাবির উপর দিয়ে নিজের দু-হাতের সমস্ত নোখ বসিয়ে দিয়েছে। আলগা করে সে তার হাতের চাপ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের ক্ষমতা ফিরে পেতেই তার সমস্ত অনুভূতি প্লাবিত করে উপচে ওঠে একরাশ সুখ,... অস্ফুটে গুঙিয়ে ওঠে সে নিজের যোনির প্রত্যেকটি সজাগ কোষ দিয়ে পিতার প্রবিষ্ট লিঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করে। তার মনে হয় এর থেকে আঁটোভাবে তার যোনি পরিপূর্ন করা আর কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়,.. তার মনে হয় ওঁর দন্ডটির প্রত্যেকটি স্পন্দনে তার যোনির দেয়াল যেন প্রসারিত হচ্ছে আরো, বারবার করে। সে ভারী একটি শ্বাস ফেলে নিজের শরীরের টানটান অবস্থাকে শিথিল হতে দেয়।

বিভুকান্ত অনুভব করেন তাঁর লিঙ্গের চারপাশে তনিকার যোনির দেয়ালের চাপ কমে আসা। তিনি এবার আস্তে আস্তে কোমর চালনা করে শরীর উপর নিচ করে মন্থন করতে শুরু করেন দুহিতাকে... এক ধীর অথচ দৃঢ় লয়ে।

তনিকা সুখে হাঁসফাঁস করে উঠে এবার নিজের দুই উরু তুলে পিতার কোমর বেষ্টন করে ধরে... আরও নিজের ভিতর ঢুকতে দিতে চায় তাঁকে,... দুই মৃণাল-বাহু দিয়ে সে ওঁর গলা পেঁচিয়ে ধরে সে। নিজের সাথে মিশিয়ে নিতে চায়.. পিতার তৈরী করা ছন্দের সাথে সেও বিলীন হয়ে যেতে শুরু করে।

অষ্টাদশী কন্যাকে মন্থন করতে করতে ওর মুখের দিকে তাকান বিভুকান্ত। ওর সুন্দর মুখটি কি যেন এক আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, ওর দুই চোখ এখন অর্ধনিমীলিত। ওর মুখটি উঠছে ও নামছে তাঁর মন্থনের তালে তালে,... উঠছে ও নামছে ওর গোটা নগ্ন শরীর। সুডৌল স্তনদুটি যেন নিজস্ব এক ছন্দ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে.. ফুলে ফেঁপে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে সেদুটি মন্থনের গতিতে।

ধীরে ধীরে মন্থনের গতি বাড়ান বিভুকান্ত। ধীরে ধীরে পুরনো, প্রাচীন খাটে শব্দ শুরু হয়... তনিকার মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসে, আবার সিসকিয়ে উঠতে থাকে সে, শীৎকার করে উঠতে থাকে।

ক্রমবর্দ্ধমান লয়ে মন্থনের গতি আরও দ্রুত করেন বিভুকান্ত, মৃদু থপ থপ শব্দ শুরু হয় তাঁর অন্ডকোষগুলি আছড়ে পড়ার... পিস্টনের মতো ঢুকতে ও বেরোতে থাকে তাঁর কঠিন বাদামি, শিরাবহুল, চকচক করতে থাকা দন্ডটি তনিকার গোলাপী, সর্বোচ্চ সীমায় টানটান প্রসারিত পিচ্ছিল গহ্বরটির মধ্যে।

-"উম্ম... আঃ.. ইশশশ... হম্মহহ.." তনিকা গোঙাতে থাকে উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে, তার শরীর জুড়ে আসছে কাঁপন ধরা জ্বর, ভরা কোটালের মতো... তার একটি হাত বিভুকান্তের গলা থেকে নেমে এসে দেহের পাশে টানটান প্রসারিত হয়ে ওঠে,... এখানে ওখানে খামচে ধরতে থাকে মেয়েটি বিছানার চাদর।

এমনভাবে মন্থন চালিয়ে যেতে যেতে তনিকাকে উত্তেজনার শিখরে পৌঁছে যেতে দেখতে থাকেন বিভুকান্ত নিজের আসন্ন বীর্যমোচনবেগ প্রচন্ড মনের জোর একত্র করে চেপে রাখতে রাখতে, একসময় ও ঘন ঘন শ্বাস ফেলে গোঙাতে শুরু মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্থন বন্ধ করে স্থির হয়ে যান।

-"উন্স্হঃ..!" তনিকা তীব্র হতাশায় ঠোঁট কামড়ে ধরে। তার টিপে বোজা দুটি চোখ দিয়ে যেন জল বেরিয়ে আসবে এবার! বিভুকান্ত বুঝতে পারেন তাঁর প্রবিষ্ট লিঙ্গের চারপাশে ওর সমস্ত যোনিকুন্ডটির প্রতিবাদে মোচড় দিয়ে ওঠা.. কিন্তু তবুও তিনি স্থির থাকেন, যদিও তাঁর লিঙ্গ ফেটে বেরিয়ে আস্তে চাইছে বীর্যের প্রবল ফোয়ারা!

ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদু লয়ে তিনি আবার মন্থন চালু করেন।

তনিকা চোখ খুলে তাকায় পিতার দিকে। তার ঠোঁট এখনো কামড়ে ধরা। ধীরে ধীরে সেও তাল মেলায় পিতার ক্রমবর্দ্ধমান গতির সাথে। নিজের সমস্ত সংযম একত্র করে আটকে রাখে ব্যর্থ রসমোচনের হাহাকার।

মন্থনের গতি আবারও বাড়তে থাকে। খাটে আবারও শব্দ শুরু হয়। তনিকা আবার গোঙাতে শুরু করে... সকালের নিজস্ব নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে যৌনসঙ্গমের শব্দগুলিতে ভরে ওঠে রশিপুরের জমিদারবাড়ির দু-তলার জমিদারকক্ষটি।

উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছে গিয়ে এবারে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননা কিছুতেই বিভুকান্ত। এক নিয়ন্ত্রণহীন সুনামির মতোই অন্তিম বার্তা জানিয়ে তাঁর সাড়া শরীর ঘুলিয়ে ওঠে... দাঁতে দাঁত চেপে তিনি এক দীর্ঘ জান্তব শব্দ করে ওঠেন:

-"আআররররঘঘঘর্ঘ্ঘগ.."

তনিকাও একইসাথে তার উন্মাদনার চরম শিখরে এসে পৌঁছায়। চিবুক ঠেলে ওঠে সে অন্তিম উত্তেজনায়,.. মনে হয় তার সে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে...

প্রকৃতির সবথেকে শক্তিশালী উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির সহসা বিস্ফোরণ হয় যেন, গরম, থকথকে লাভা উগরে দিতে থাকে তা প্রচন্ড আক্রোশে! তনিকার যোনির গহীন অভ্যন্তরে এক পৃথিবী বীর্য ঝলকে ঝলেকে উগরে দিতে দিতে যেন উন্মাদ হয়ে পরেন বিভুকান্ত বীর্যস্খলনের প্রচন্ড সুখে!

তনিকা যেন তার সমস্ত যোনি, জরায়ু দিয়ে অনুভব করতে থাকে পিতার তীব্র বীর্যমোচন। তার সাড়া শরীরের শিরায় শিরায় ঢুকে পরছে যেন সেই তেজী, উত্তপ্ত ঘন তরল.... নিজেও সে কামমোচনের অবহে থরথর করে কাঁপছে.. রস ছিটকে বেরোচ্ছে যেন তার যোনি থেকে পিতার পিস্টনের মতো ঢুকতে বেরোতে থাকা দন্ডটি আবর্তন করে... চোখ খোলা তার, তবুও কিছু দেখতে পাছে না সে...

বিভুকান্তের ধারণা নেই জীবনে কোনদিন কোনো নারীর মধ্যে তিনি এত বীর্য উগরেছেন বলে। শেষ যেন হতে চাইছে না তাঁর কামক্ষরণ...

কত সময় কেটে যায় এমন করে তাড়া দুজনেই জানেন না। অবশেষে শান্ত হয় দুজনের আন্দোলিত হতে থাকা শরীর। স্তব্ধ হয় বিছানার শব্দ।

জীবনের অন্যতম দীর্ঘ কামক্ষরণ সমাপ্ত করে বিভুকান্ত কিছুক্ষণ দুহিতার উপর ধ্বসে পরে থাকেন মৃতের মতো।

তনিকা পিতার দেহের সম্পূর্ণ ভার নিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে চোখ বুজে অন্তিম তৃপ্তিতে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আর কোনদিন স্বাভাবিক হবার নয়!

অবশেষে হঠাত যেন সমস্ত বাস্তব এসে নিষ্ঠুর আঘাত করে তনিকাকে। পিতার দেহের নিচে ছটফট করে ওঠে সে।

বিভুকান্ত গুঙিয়ে উঠে একটু দেহ তোলেন কন্যার শরীরের উপর থেকে।

তনিকা তরিঘরি করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে,... ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে নিজের নগ্নতা নিয়ে।

বাথরুমে এসে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে স্নান করে তনিকা। তার শরীর তখন আর কিছু চাইছিলো না। শুধু বারিধারার স্পর্শ। অবিরত, ঠান্ডা বারিধারা।

স্নান শেষ করার পর নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ সম্পূর্ণ বারিমুক্ত করে তনিকা যত্ন নিয়ে। তারপর আয়নায় এসে সে চুল বাঁধে একটি ঝুঁটি করে। আয়নায় নিজেকে দেখে সে এক অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে। কে তাকিয়ে আছে তার দিকে? এক্ষুনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকে দেহ সমর্পণ করতে হয়েছে। ধর্ষিতা সে? কিন্তু সত্যিই কি সে ধর্ষিতা?

এই প্রখর সত্যর সামনে দাঁড়াতে পারে না তনিকা। আয়নায় নিজের চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নেয় সে। তার মনে হয় তার জগত যেন দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটি ভাগ যেন একটি পুরনো বাড়ির মতো ধ্বসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে ধুসর এক ধ্বংসভূমির উপর, আরেকটি ভাগে সে এবং তার পিতা বিভুকান্ত।

সে অসহায়ের মতো দ্বিতীয় ভাগটিকেই আঁকড়ে ধরে।

চুল বাঁধা শেষ করে সে এসে পৌঁছয় আবার পিতার দরবারে। অবাক হয় সে ঘরের ভিতরের দৃশ্যে। জমিদারবাবু আবার সমস্ত কাপড় পরিধান করে পরিপাটি হয়ে বসেছেন আরামকেদারায়,.. তাঁর সামনে এর মধ্যে কখন একটি বৃহত থালায় নানারকম ফলমূলসমৃদ্ধ প্রাতঃরাশ সাজিয়ে দিয়ে গেছে চাকরটি। চমকে উঠে সে চারিধারে তাকায়। কেউ তার নগ্নতা দেখে ফেলেনি তো?

দোরগোড়ায় তনিকাকে দেখতে পেয়েই হাসিমুখে দুহাতে হাতছানি দিয়ে ডাকেন তিনি ওকে।

মন্ত্র-মুগ্ধের মতো তনিকা তার সমূহ নগ্নতা নিয়ে এসে বসে পড়ে পিতার কোলে। ঘনভাবে।

-"উম্ম..' বাঁহাতে সদ্যস্নাত উলঙ্গ কন্যাকে নিবিড়ভাবে নিজের শরীরের সাথে বেষ্টন করে ডানহাতে প্লেট থেকে একটি ফল তুলে মুখে পোরেন বিভুকান্ত সেটির অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেকটা তনিকার মুখে এগিয়ে দেন।

-"উহম" উষ্ণ শব্দ করে পিতার মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা ফলে কামড় বসিয়ে কেটে নেয় তনিকা নিজের ভাগটুকু। নরম গোলাপী ঠোঁটদুটি দিয়ে সেটি চেপে নিয়ে মুখের ভিতর পুরে দেয়।

বিভুকান্ত সপ্রসন্ন চিত্তে হেসে ওর মাথায়, গালে হাত বুলিয়ে দেন। তারপর হাত নামিয়ে ওর বুকের উপর দুটি সুবর্তুল, শঙ্খধবল নগ্ন স্তন পরপর থাবায় নিয়ে চটকান, মুচড়ে দেন বোঁটাদুটো...

"উম্ম.." তনিকা আদূরে ভাবে পিতার কোলে নিজের নগ্ন দেহ মুচড়িয়ে ওঠে।... কেমন এক অদ্ভূত অস্বস্তিকর স্বস্তি এবং নিরাপত্তার অনুভূতির সাথে সে নিজেকে একাত্ব বোধ করছে... অথচ একই সময় সে নিজেকে এখনো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে... ঠোঁটদুটি আধখোলা বিস্ময়ে তার,... অবাক চোখদুটি দেখে চলেছে অনতিদূরে আরামকেদারায় পিতার কোলে ওঁর ঘন বাহুবেষ্টনে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে আদূরেভাবে লতাপাতার মতো এঁকেবেঁকে উঠতে... ওঁর হাত থেকে বাড়িয়ে দেওয়া ফল সাদরে মুখের মধ্যে গ্রহণ করতে!

রাত ১১টা।

ঘুমে নিঃস্তব্ধ রশিপুর।

সমস্ত আলো নিভে গেছে আশেপাশে বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোয়। নিভে গেছে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা লণ্ঠনগুলি খড়ের ছাদ দেওয়া কুঁড়েঘরগুলিতে।

কিন্তু আলোর অভাব নেই কোথাও। আজ পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার তরল আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে গ্রামপ্রান্তর, ঘরবাড়ি, গাছপালা।

মাঝে মাঝে শুধু কিছু রাতজাগা পাখির আর্তনাদ, নৈঃশব্দের আকাশে তারা খসার মতোই।

জ্যোৎস্নায় এক রহস্যময় প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে রশিপুরের জমিদারবাড়ি।

সেই অট্টালিকার দো-তলায় বিশাল ব্যালকনিতে রেলিঙে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ তনিকা। রেলিঙের উপর দুটি হাত রেখে। তার নগ্ন শরীরের সমস্ত মাধুর্য ধুয়ে যাচ্ছে রুপালী জ্যোৎস্নায়।

তনিকার পিছনে রাতপোশাক পরে ওর সংক্ষিপ্ত কটিদেশ বাঁহাতে আবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছেন বিভুকান্ত। ওর নগ্ন নিতম্বের খাঁজের মধ্যে বিশ্রাম নিছে তাঁর রাৎপশাকের মধ্যে স্বাধীন, অর্ধস্ফিত পুরুষাঙ্গটি। তিনি অপর হাতে তনিকার ঘাড় থেকে চুল সরিয়ে ওর ফর্সা মরাল গ্রীবা বেয়ে ছোট ছোট চুমু খাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে আলতো কামড়ও দিচ্ছিলেন। তনিকা চাপা আদূরে, মিষ্টি আওয়াজ করছিল ওঁর ক্রিয়াকলাপে।

আজ সকাল থেকে এখন অবধি বিভুকান্ত তনিকার সাথে মোট চারবার যৌনসঙ্গম করেছেন। তবুও যেন তাঁর খিদে মিটছে না। দুহিতার নগ্ন শরীর ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। এক্ষুনি তাঁদের চতুর্থতম যৌনমিলনের পর দুজনে এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়। দেখছেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতের রশিপুরের শোভা। লম্বা ফাঁকা ব্যালকনিতে এখন শুধু ওঁর চুমু খাওয়ার ছোট ছোট শব্দ ও তনিকার নরম গলায় গুমরে ওঠার স্বল্প আওয়াজ। দুহাতের পাতা রেলিঙের উপরে রেখে দাঁড়িয়ে সে। তার চোখদুটি যেন সুদূর কোন প্রান্তরে ছুটে পালাতে চাইছে। দুটি নগ্ন উদ্ধত স্তন তাদের ইশত স্ফীত, সূচাগ্র অগ্রভাগ নিয়ে যেন অপার বিস্ময়ে দেখছে প্রকৃতিশোভা। রুপো গলা আলো যেন পিছেল যাচ্ছে সে-দুটির সুবর্ণচিক্কন, মসৃণ ত্বক বেয়ে।

“বাপ্পি, আমার ভয় করছে!”

-“উম” বিভুকান্ত আরাম করে মেয়ের ডানকানের লতিটি মুখে নিয়ে চুষছিলেন। স্বাদ নিছিলেন সুস্বাদু চামড়ার। হঠাত এমন কথা ওর মুখে শুনে তিনি ওর কানের কাছেই ঠোঁট নেড়ে ওঠেন “ভয় কিসের রূপসী? বাপি তো আছেই!” তিনি নিজের দাড়িভরা গাল ঘষেন্ তনিকার ফর্সা, নগ্ন, মসৃণ ও পেলব ঘাড়ের সংবেদনশীল ত্বকে, উপর নীচ করে।

-“ইইইইহ.. উম্ম” তনিকার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে সে ওঁর আলিঙ্গনে কাতরে ওঠে “কি করছো.. আঃ!”

-“উমমম” তিনি আলতো কামড় বসান ওর নগ্ন ঘাড়ের চামড়ায়,.. অল্প একটু অংশ চুমুর মতো করে মুখে চেপে চোষেন্, লেহন করেন জিভ দিয়ে সুস্বাদু চামড়া “কেন ভয় করে তোমার সোনামণি?”

-“আমরা আজ চারবার করলাম, চারবারই তুমি ভিতরে..”

-“কি? ভিতরে কি? কার ভিতরে?”

তনিকা লজ্জায় মুখ নামায়, “ধ্যত, তুমি জানো তো..”

-“উহু! আমি জানিনা! কি ভিতরে?”

-“তুমি আমার ভিতরে ফেললে!”

-“কি ফেললাম!” বিভুকান্ত খেলা করেন তনিকার কানের উপর নরম চুলের সুগন্ধে নাক ঘষে, হাসেন।

-“উম্ম..” তনিকা এবার গুমরে উঠে উষ্মা প্রকাশ করে “বাপ্পি তুমি না!..”

-“কি? আমি তো বুঝতেই পারছি না তোর ভিতর আমি কি ফেলে দিয়েছি!”

-“উফ, তোমার বীর্য, হয়েছে!” তনিকা গুমরে ওঠে।

-“হাহা..” মেয়ের মুখে নিজের বীর্য শব্দটি শুনতে খুব ভালো লাগে বিভুকান্তের। কেমন যেন রোমাঞ্চ হয় তাঁর “তুমি তো বার্থ পিল-এ আছে রূপসী মোহিনী!এত চিন্তা কিসের?”

-“উম, বার্থ পিল নিয়েও শুনেছি অনেকের হয়ে যায়..”

-“ওসব চিন্তা কোরো না! তোমার কোনো ভয় নেই কিছু হবে না! বাপি তোমার কিচ্ছু হতে দেবে না!” তিনি আবেশমদির ভাবে তনিকার কাঁধে, ঘাড়ে মুখ ঘষেন্, কামড় ও চুমু দেন।ওর নরম নিতম্বের খাঁজে দাবান নিজের অর্ধ-জাগরিত যৌনাঙ্গ।

-“উম” তনিকা ঘাড় ঠেলে ওঠে, “কিন্তু বাপ্পি....”

-“উমমম! বলছি না কোনো ভয় নেই!”

-“তুমি কি করে শিওর হচ্ছ?”

-“আমি জানি! এই নিয়ে একদম চিন্তা করবে না!” বিভুকান্ত মুখ এগিয়ে এনে তনিকার গালে চুমু খান তারপর ঘাড়ে, কাঁধে, বাহুতে। তারপর তিনি ওর বগলের তলা দিয়ে মুখ গলিয়ে এগিয়ে এনে ওর ডানস্তনটির বৃন্তে চুমু খান, বোঁটাটিতে অল্প কামড় দিয়ে মুখে নিয়ে চোষেন্ একটু।

-“ইশ.. হিহি..” তনিকা শিউরে লাফিয়ে ওঠে নিজের পরিস্কার কমানো বগলের তলায় পিতার চুলভরা মাথার সুড়সুড়িতে “কি করছো!”

-“উম্ম, “ মেয়ের স্তন হেকে মুখ তুলে তিনি বলেন “বাপি একটা বুক চুষলে আরেকটা বুক এগিয়ে দিতে হয় সুন্দরী মেয়েদের!”

তনিকা লজ্জা পেয়ে যায় পিতার কথায়। লজ্জামেশানো হাসি নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখের তলায় এগিয়ে দেয় নিজের উদ্ধত বামস্তন।

-“অম্ম” কন্যার বাড়িয়ে ধরা স্তনটির সুঁচালো অগ্রভাগটিতে একই ভাবে প্রথমে চুমু খান, মুখে নিয়ে অল্প কামড়ান, তারপর চোষেন্ বিভুকান্ত। তারপর মুখ তোলেন।

তনিকা আবার ঘুরে আগের মতো দাঁড়ায়। আবার জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যায় তার মুখ-বুক। সেই আলোয় চকচক করছে এখন তার দুই স্তনবৃন্ত, পিতার লালায় সিক্ত সেদুটি।

-“উম, আমি শুতে গেলাম মামনি! অনেক রাত হলো, আয় শুতে..” বিভুকান্ত কন্যার কাঁধে হাত রাখেন।

-“উম, আমি আরেকটু দাঁড়াই বাপ্পি! তুমি যাও শুয়ে পড়!” তনিকা আদূরে গলায় বলে।

-“উম, ঠিক আছে। তবে বেশি দেরি করবে না!” কন্যার ফর্সা মসৃণ পিঠ বেয়ে ডানহাতের থাবা নামান বিভুকান্ত, তাঁর হাত এসে পড়ে ওর দুটি উছলানো নিতম্ব স্তম্ভে। মুঠো পাকিয়ে সেদুটি একটু চটকান তিনি শ্বাস ফেলে, পালা করে। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যান।

নগ্ন পিঠে খোলা চুলের সমারোহ খুলে রেখে তনিকা দেখে যায় দো-তলার বারান্দা থেকে চন্দ্রালোকপ্লাবিত প্রকৃতিশোভা। কেমন যেন এক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পরেছে সে হঠাত এই রহস্যময় সৌন্দর্য্যের প্রাঙ্গনে। রাতের রশিপুর সে অনেকবার দেখেছে এর আগে। তবে আজ যেন একজোড়া নতুন আঁখি নিয়ে সে দেখছে সেই একই রাতকে। এবং সেই দৃশ্য তার গোটা সত্তাকে আবর্তন করে ফেলেছে যেন। শুধু দুই চোখ নয়, নাক, ত্বক সমস্ত কিছু দিয়ে যেন তনিকা অনুভব করছে এই রাত্রিকে। চোখ বুজে শ্বাস নেয় তনিকা। ফুসফুস ভর্তি করে নিষ্কলুষ, ঠান্ডা বাতাস টেনে নেয়। আবার চোখ খুলে তাকায় সে। আবার নতুন করে বিমোহিত অপরূপ প্রকৃতিশোভায়। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন তাকে ওই গাছগুলি, ওই প্রান্তর, ওই খেত, ওই মাঠ, অনতিদূরে জ্যোৎস্নায় চিকচিক করতে থাকা ওই ভেড়ি! তনিকার মধ্যে কি যেন একটা ভর করে... সে লঘু পায়ে নূপুরের ছম ছম শব্দ তুলে বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে। সিঁড়ির পাশ দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা সরু অলিন্দের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে খুঁজে পায় জমিদারবাড়ির খিড়কি। অত্যন্ত সন্তর্পনে, খুব কম শব্দ করার চেষ্টা করে খুলে ফেলে মাঝে ও উপরে প্রাচীন, প্রায় অব্যবহৃত দুটি ছিটকিনি। খুলে দেয় দরজা।

একরাশ জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে ভিতরে অন্ধকারকে পরাভূত করে রুপালী শোভায়।

কোনরকম দ্বিধা না দেখিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাইরে বেরিয়ে আসে তনিকা। অনুভব করে নগ্ন ত্বকে গ্রীষ্মের রাতের নাতিশীতোষ্ণ স্পর্শ। দুই খালি পায়ের তলায় রুক্ষ্ম মৃত্তিকার বন্ধুর কর্কশতা। হেঁটে যায় নগ্ন মেয়েটি স্বাচ্ছন্দে, প্রকৃতির কন্যার মতো, নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ তুলে সরু পথ ধরে। পিছনে চাঁদের আলোয় হতবাক, বৃহত কঙ্কালের মতো জমিদারবাড়ি ফেলে রেখে।

দু-পাশে কালো কালো গাছগাছালি নিয়ে তনিকা হেঁটেই চলেছে। গাছের নুয়ে পড়া পাতারা এক আঁজলা করে করে জ্যোৎস্না ধরে রেখেছে প্রত্যেকে... লুকোচুরি খেলছে তা পাতায় পাতায়, ডালে ডালে। ওর পায়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে অগুন্তি ঝোপঝাড়, আলোকিত অস্থির জোনাকিরা তাদের পাক খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সেই ঝোপের মধ্যে নিবিড় নিকষ অন্ধকারে চোখে পড়ছে শুধু একজোড়া চেরা জ্বলন্ত চোখ। কিন্তু তনিকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কোনো। লঘু পায়ে, নূপুরের শব্দে নিঃস্তব্ধ প্রকৃতিতে আলোড়ন তুলতে তুলতে সে হেঁটে যাচ্ছে। হাওয়ায় মেঘের মতো উড়ছে তার চুল তার পেছনে। কি যেন অদ্ভূত আবেশে বয়ে চলেছে রাত্রির মধ্যে দিয়ে। নিজের সমূহ নগ্নতা দিয়ে রাত্রিকে অনুভব করতে করতে।

এমনভাবে হাঁটতে হাঁটতে তনিকা এসে পৌঁছয় ভেড়ির ধারে। ভেড়িটি চওড়ায় খুব একটি বড় না। এধার থেকে ওধার দেখা যায় বেশ ভালই। চোখে পড়ে গ্রামীন ছোটখাটো বসতবাড়ি। ইঁটভাটা। মাথা ও রাস্তা।

এখন সবাই ঘুমন্ত।

শুধু ভেড়ির মাঝখানে প্রায় স্থির জলে যেন রুপালী চাঁদ যেন গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চিকচিক করছে আলো, যেন অজস্র চুমকি ছড়ানো জলে। তনিকা আবিষ্ট হয়ে যায় সেই দৃশ্যে। কি এক অজানা সম্মোহনকারী শক্তি এই দৃশ্যপটের... দু-চোখ ভরে দেখতে থাকে সে তার সামনে।

পূর্নিমার পূর্ণ প্রকৃতি-প্রভা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে সম্পূর্ণভাবে তার মোহিনী মোহজালে, মায়াবী মনমাতানো মর্মস্পর্শী মেদুরতায়!

জলের উপর পূর্ণ চাঁদের প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল তনিকার। এবার সে চোখ তুলে তাকাতেই চমকে ওঠে।

ওপারে, জলের বাঁধের ধরে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে এক আটপৌড়ে শাড়ি পড়া মধ্যবয়স্কা নারীকে। ওরই মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একইভাবে। যেন সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন মুখোমুখি।

প্রচন্ড তৎপরতায় তনিকা নিজের বুক ও যোনিদেশ ঢাকে দুহাতে, কে এত রাত্রে ওখানে?

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব এসে ভীষণ জোরে আঘাত করে তাকে। কি করছে সে মাঝরাত্রে ভেড়ির ধরে? এখানে এলো কি করে সে? অন্ধকারে যদি সাপ-খোপ বা বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ে দিত? সে কি পাগল?

ত্রস্তভাবে আবার চোখ তুলে তাকায়। মহিলা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তনিকা বোঝার চেষ্টা করে তাঁর চারপাশে কেউ আছে কিনা... কেউ নেই। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে চাঁদের আলোয় ভেড়ির ধরে একাকী নারীর এই উপস্থিতি! কে তিনি? কি কারণে এসেছেন? কোনো পুরুষ নেই কেন সাথে?

কিন্তু সে তো নিজেই একাকী দাঁড়িয়ে আছে, নগ্নিকা! তনিকা আর ভাবতে পারে না। চোখ টিপে বোজে সে এবার। তারপর আবার খোলে...

কেউ নেই ওপারে। সম্পূর্ণ ফাঁকা। সম্পূর্ণটাই তার দৃষ্টিভ্রম। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে তনিকা। তার দুটি হাত দেহের দুপাশে নেমে আসে।

-"তনিকা!.."

কানের ঠিক পাশে, যেন মাথার ভিতরে এক প্রচন্ড খসখসে, প্রায় ফিসফিস করে ওঠা কণ্ঠস্বরে প্রচন্ড চমকে ওঠে তনিকা। তার কাঁধে এসে পড়ছে কার যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ!... তরিতবেগে ঘুরে দাঁড়ায় সে।

তার গায়ের একদম কাছে, ঠিক এক ইঞ্চি ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছেন সেই আটপৌড়ে শাড়ি পরিহিতা নারী! এত কাছে দাঁড়ানো তাঁর সমস্ত অবয়ব এখনো অস্পষ্ট, যেন দূরদর্শনে যান্ত্রিক গোলযোগে ঝাপসা সম্প্রচারের মতো...

-"আঁআঃ.." তনিকা অসম্ভব ত্রাসে চিৎকার করে উঠতে চায় কিন্তু তার গলা দিয়ে শুধু অস্ফুট ধ্বনি ছাড়া কিছুই বেরোয় না... সে শুনতে পায় আবার তার মাথার মধ্যে সেই খসখসে, মৃত কণ্ঠস্বর

"তনিকা, এস...."

ঝাপসা অবয়বটি আরও এগিয়ে আসছে, যেন মিশে যাবে তার দেহে... তনিকা এবারে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্তে চাওয়া হৃতপিন্ডটি সামলে প্রানপনে দৌড়াতে শুরু করে। দিগ্বিদিকজ্ঞানশুন্য সে। তার দেহের সমস্ত কোষ আর্তনাদ করে উঠছে ভয়ে!...

দু-পাশে ঝোপঝাড় ফেলে রেখে দৌড়ে যাচ্ছে প্রাণভয়ে এক উলঙ্গ তরুণী। জ্যোৎস্নার আলো সমস্ত পাতায় পাতায়, ডালে ডালে যেন তাদের রুপোলি দন্ত বিকশিত করে নিষ্ঠুর ভাবে হাসছে, সারা রাত্রির অন্ধকার যেন গিলে ফেলতে চাইছে তাকে...

ভীষণ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিতে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি-পেটা সামলাতে সামলাতে সসবে দুটি ছিটকিনি আঁটে তনিকা। দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে দুরদাড়িয়ে. পিতার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি আঁটে ভালোভাবে। প্রচন্ড হাঁপাচ্ছে সে।

"ঢং ঢং ঢং ঢং"

প্রচন্ড চমকে উঠে তনিকা তাকায়। দেয়ালঘড়িতে ভোর চারটে বাজছে। ভিতরে অত্যন্ত আতংক সত্যেও অবাক হয়ে যায় তনিকা। জানালার বাইরে চোখ পড়ে তার। ভোরের আভা ফুটে উঠেছে!.. নরম আলোয় উদ্ভাসিত রশিপুর। এ কি করে সম্ভব? তার স্পষ্ট মনে আছে সে যখন নেমে এসেছিলো সিঁড়ি বেয়ে দেয়াল ঘড়িতে তখন বেজেছিলো রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ! সে সাড়ে চার ঘন্টা বাইরে ছিল?

অসম্ভব! আধ ঘন্টার বেশি কিছুতেই হতেই পারেনা!

তনিকা আর ভাবতে পারেনা। তার সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে ত্রস্ত বিমূঢ়তায়।

বিছানায় বিভুকান্ত শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। নাক ডাকেন না তিনি। সাদা চাদরে আবৃত তাঁর চিত্ হওয়া দেহটি যেন মৃতদেহের মতো....

তনিকা আর না ভেবে ছুটে এসে উঠে পড়ে বিছনায়। পিতার গায়ের চাদর তুলে ঢুকে পড়ে তার মধ্যে। ঘনভাবে ওঁর শরীর ঘেষে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে...

-"উম্ম.." ঘুমের মধ্যেও মেয়ের শরীরের স্পর্শে বিভুকান্ত পাশ ফিরে ওর দিকে ঘুরে শুয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলিঙ্গন করেন ওকে দুহাতে।

তনিকা পিতার বুকে ভীষণভাবে মুখ গুঁজে দেয়। ঘনভাবে মিশে যেতে চায় ওঁর শরীরের উষ্ণতার নিরাপত্তায়... চোখদুটি টিপে বোজা তার। কিছুতেই সেদুটি খুলবে না সে...

সকালবেলা মুখের একপাশে রোদের উষ্ণ স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে যায় বিভুকান্তের।

-"হমমমম..." আড়মোড়া ভাঙ্গেন তিনি চোখ বন্ধ অবস্থাতেই। চোখ খুলতেই জানালা দিয়ে এসে পড়া সুর্যরশ্মি তাঁর চোখে পড়ে। চোখ কুঁচকে ওঠেন তিনি। তারপর চোখ নামতেই অপূর্ব এক দৃশ্য চোখ ভরিয়ে দেয় তাঁর।

চিত্ হয়ে শুয়ে আছে তনিকা। ওর মুখটি তাঁর দিক থেকে ফেরানো। সাদা চাদরটি ওর গায়ে লুটিয়ে আছে এমনভাবে যাতে ওর নগ্ন ডানস্তনটি চাদরের বাইরে একটি কৌতূহলী ফর্সা টিলার মতো বেরিয়ে পড়েছে। স্পষ্ট। চুড়ায় বাদামি স্তনবৃন্ত ও এখন স্তিমিত বোঁটাটি ধুয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল সূর্যালোকে। অন্য স্তনটি ঢাকা কিন্তু তার বোঁটার আভাস স্পষ্ট সাদা চাদরে। চাদর থেকে একটি ফর্সা সুঠাম উরুও নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আছে বাইরে। সকালের স্নিগ্ধ, উষ্ণ আলোয় ওকে যেন এক স্বর্গ-চ্যুত অপ্সরার মতো লাগছে। বাঁধনহীন ঘন কালো চুল মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সাদা বিছানার বালিশে,.. চাদরে।

-"উম্ম,.." বিভুকান্ত ঘুমন্ত কন্যার পাশে ঘন হয়ে তাঁর বাঁহাত অলসভাবে স্থাপন করেন ওর চাদরের বাইরে উন্মুক্ত নগ্ন ডান পয়োধরটির উপর। যেভাবে জলের গ্লাস হাতে ধরে, সেইভাবে নরম, সুগোল, ফর্সা মাংসপিন্ডটি তিনি মুঠোয় গ্রহণ করেন। টিপে ধরেন, নরম নির্যাসে পরিপূর্ন দুধে আলতা ত্বকে তাঁর খয়রী, মোটা আঙ্গুলগুলি ডুবে যেতে দেন। ফুলে ওঠে স্তনটি বৃন্তসহ তাঁর মুঠোর ফাঁক দিয়ে। আআআহহ.. কি নরম, সজীব, টাটকা, তরতাজা ও প্রগল্ভা একটি অঙ্গ! চাপ

কমিয়ে দেন তিনি, তারপর আবার টিপে ধরেন। নরম তুলতুলে মাংস গলে যায় যেন তাঁর মুঠোয়। এক সুন্দর উষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন বিভুকান্ত সকালের রোদ গায়ে নিয়ে তাঁর পাশে শায়িত অষ্টাদশী রূপসী কন্যার সুগঠিত নগ্ন স্তন মুঠো পাকিয়ে পাকিয়ে টিপতে।

তনিকার ডানস্তনটি টিপতে টিপতে তিনি আলগোছে হাত দিয়ে ওর অপর স্তনটি থেকেও চাদর সরিয়ে দেন। উন্মুক্ত হয়ে পড়ে অভিমানী বিহঙ্গীটি। বিভুকান্ত এবার আয়েশ করে তনিকার দুটি নগ্ন, উদ্ধত স্তন একটির পর একটি বাঁহাতে পালা করে টিপতে থাকেন। মাঝে মাঝে তর্জনী দিয়ে ওর স্তনদুটির বোঁটায় সুরসুরি দিতে থাকেন...

-"উঁহম.." তনিকা এবার নরম স্বরে গুমরে ওঠে মুখ কাত করে পিতার দিকে। তার চোখদুটি বোজা এখনো।

-"উমম" বিভুকান্ত তনিকার মুখের অপরূপ লাবন্যশোভা উপভোগ করেন ওর বুকের নরম, নগ্ন গ্রন্থিদুটি মুঠোয় পেষণ করতে করতে। তিনি মনে করতে পারেন না আগে কখনো তাঁর এত সুন্দর জাগরণ হয়েছে কিনা।

বুকের উপর একটি খসখসে, উষ্ণ হাতের একটানা মর্দনে ও আদরে ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙ্গে যায় তনিকার। চোখ খুলেই সে দেখে তার বুক থেকে আবরণ সরানো। এবং তার পিতা তার উন্মুক্ত স্তনদুটি পীড়ন করে চলেছেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে। লজ্জা পেয়ে যায় সে।

-"বাপ্পি, কি করছো!"

-"উম, তোর নরম নরম বুকজোড়া টিপছি সোনামণি।'

-"উমমম"

-"তোর মুখ খানা কি সুন্দর লাগছে তনি, যেন বেহেস্তের হুরী আমার, স্বর্গের পরী!"

-"উম্ম.." তনিকা মিষ্টি হেসে বুকটা উঁচিয়ে ওঠে পিতার কর্মরত হাতের তলায়,.. এতক্ষণ একটানা মর্দনের ফলে তার ধবধবে, দুধে আলতা স্তনদুটির ত্বকে লাল আভা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, বোঁটাদুটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে বিভুকান্তের খসখসে তালুর নিরন্তর ঘর্ষণে ও দলনে। "আর কি কি লাগে?" সে শুধায় মুচকি হেসে পিতার পানে চেয়ে।

-"উম্ম.." কন্যার নগ্ন, ফর্সা দুটি স্তন এবারে থাবা প্রসারিত করে দুটি নরম গ্রন্থিই একসাথে টিপে ধরা চেষ্টা করতে থাকেন বিভুকান্ত। নমনীয়, নরম মাংসপিন্ডদুটি নানা আকারে বিকৃত হতে থাকে তাঁর তালু ও আঙ্গুলের সমূহ চাপে, শেষমেষ সেই ছটফটে পায়রাদুটিকে নাগালে পেয়ে তনিকার বুকের মাঝখানে একসাথে মুঠো পাকিয়ে ধরতে সক্ষম হন তিনি। "উমমম" সাফল্যের আনন্দে তিনি আদূরে শব্দ করে ওঠেন। তাঁর মুঠোর ফাঁক দিয়ে তনিকার নগ্ন কুচদুটি পরস্পরের সাথে জুড়ে যেন দুই বৃন্তযুক্ত দুটি হাঁসের ডিমের মতো ফুলে উঠেছে। তিনি সেই অবস্থায় স্তনদুটি পরস্পরের সাথে টিপে ধরে এবার সেদুটিকে একসাথে চটকাতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে তর্জনী

দিয়ে পাশাপশি দুটি তীক্ষ্ণ বোঁটা খুঁটে দিতে থাকেন। -"আরো প্রশংসা চাই? হম... রূপসী উর্বশী, সুন্দরী মনমোহিনী, পীনস্তনি অপরুপা!"

-"মম..ইশ বাপ্পি কি ভাবে টিপছ!"

-"উউম,... নরম তুলতুলে একেবারে!"

-"উমমম হিহি.." তনিকা চোখ বুজে হেসে ওঠে এবার নিজের শ্বেতশুভ্র দন্তপঙ্গক্তি উন্মোচিত করে, নিজের ফর্সা নগ্ন কাঁধে মুখ গুঁজে দেয়।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে কন্যার নগ্ন বক্ষদুটি চটকিয়ে যান বিভুকান্ত তাঁর লোভী বাঁহাত প্রয়োগ করে। তনিকাও আধো-ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে শুয়ে থেকে তার দুটি নরম, ফুলেল নগ্ন স্তন নিয়ে পিতাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দেয়। শুধু মাঝে মাঝে স্তনে পিতার থাবার চাপ বেশি হলে আদূরে শব্দ করে উঠতে থাকে। আর মাঝে মাঝে পিতার হাতের তলায় বুক ঠেলে গুমরে উঠতে থাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন আলস্যে শরীর মুচড়ে উঠে উঠে। অনুভব করে চলেছে সে তার নগ্ন স্তনদুটির ত্বক পিতার থাবার নিরন্তর পেষণে ও ঘর্ষণে আগুন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকা, বোঁটাদুটি খুবই সজাগ হয়ে উঠেছে তার। এবং বারবার তাদের উপর পিতার তালুর দলন তার শরীরে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দুহিতার নগ্ন বক্ষযুগল নিয়ে খেলা করতে করতে যখনি বিভুকান্ত ভাবছেন আরেকটি হাত, অথবা মুখ যোগ করবেন কিনা তখনি তনিকা আদূরেভাবে ঘুরে তাঁর দিকে মুখ করে শোয়। ওর প্রগল্ভা স্তন থেকে তাঁর হাত ফসকে যায়..

"ইশ, দাড়ি কামাও না কেন বাপ্পি?" সে নরম হেসে পিতার গালে হাত বোলায়।

-"কেন তোমার দাড়ি ভালো লাগেনা?"

-"উঁহুঃ"

-"উম্ম.. লাগবে, যখন তোমার কাঠবেড়ালীতে ঘষবো!"

-"ধ্যত!" তনিকার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। পিতার বুকে ঠেলা দিয়ে ওঠে সে।

-"হম" মেয়ের এমন লজ্জা পাওয়াটা বিভুকান্তের খুব ভালো লাগে। এমন আচরণ করছে যেন তাঁর সদ্য পরিনীতা নববধূ ও! বড় মিষ্টি ওর এই স্বভাবটা।

"উমমম.." তিনি গুমরে উঠে এবার ওর চিবুক তুলে ধরে আদেশ করেন "যাও এবার রশিপুরের ছোট জমিদারবাবুকে খুশি করো!"

-"হিহিহি..." তনিকা তার সমস্ত লাবন্য নিয়ে হেসে ওঠে "ছোট জমিদারটি আবার কে?"

-“উম্ম হাহা..” নিজের রসিকতায় হেসে ওঠেন “তিনি এখন পুরোপুরি ঘুম থেকে উঠে পরেছেন, তুমি মুখে নিয়ে সেবা করলে আনন্দিত হবেন। তোমার আদর খাবেন আর শেষে তোমায় দুধ খাওয়াবেন!”

-“ইশ, ধ্যত!” তনিকা মুখ নামায় “তুমি না... কি একটা!”

-“উম নীচে নাম সুন্দরী! চোষো বাপ্পির ‘ওই’টা। ভালো করে!” তিনি আলতো করে তনিকার মাথায় চাপ দেন।

তনিকার লজ্জা লাগে খুব। কিন্তু পিতার নির্দেশ সে অমান্য করতে পারেনা। বাধ্য মেয়ের মতো সে নীচে নেমে আসে পিতার দুটি উরুর কাছে। সরায় চাদর। পাজামা ঠেলে তাঁবুর মতো উঁচু হয়ে আছে বিভুকান্তের সম্পূর্ণ জাগ্রত লিঙ্গ। তনিকা ঠোঁট কামড়ে হেসে ফেলে। তারপর যত্ন করে, ধীরে ধীরে সলজ্জ ভঙ্গিতে ওঁর রাতপোশাকের পাজামার দড়ির গিঁট খোলে। পাজামা নামিয়ে উন্মুক্ত করে তাঁর শিশ্নদেশ।

ছাড়া পেয়ে বিভুকান্তের লিঙ্গটি লাফিয়ে উঠে দুলে ওঠে।

-“আঃ” উন্মুক্ত যৌনাঙ্গে সরাসরি খোলা হওয়ার স্পর্শ পেয়ে গুমরে ওঠেন বিভুকান্ত। পা দুটো ভালো করে মেলে দেন তিনি আরামে। চোখ বোজেন।

তনিকা সবিস্ময়ে নিজের চোখের সামনে পিতার মিনারের মতো উঁচু, দৃঢ় ও তেজোদ্দীপ্ত পুরুষাঙ্গটি দেখে। তার সর্বশরীরে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে যেন। ডানহাতের মুঠোয় সে লোমশ অন্ডকোষদুটির ঠিক উপরে লিঙ্গটির মোটা গোড়ার অংশটি মুঠো করে সেটিকে ধরে। উত্তপ্ত ও স্পন্দিত।

-“ওহ.. বাপ্পি, তোমার এটা কি শক্ত, আর কি বড়!” সে না বলে পারে না।

-“হাঃ” মেয়ের নরম হাতের চাপে মরে যেতে ইচ্ছা করে আরামে বিভুকান্তের। সুখের হিল্লোল উঠেছে তাঁর সারা শরীর জুড়ে। ছেড়ে দেন নিজেকে তিনি কন্যার হাতে।

তনিকা পিতার ঝুলন্ত, ঘন শিশ্নকেশে ভরা অন্ডকোষদুটি হাতে তুলে তুলে নিয়ে দেখে। যেন একেকটি লোহার বল... সে আবার খাড়া দন্ডটি হাতে নিয়ে শ্বাস ফেলে ওঠে আদূরেভাবে,.. তার বাঁহাত উঠে আসে, পিতার তলপেটের নীচে ঘন শিশ্নকেশে বিলি কেটে দেবার জন্য। হাতে ধরা লিঙ্গটির শক্ত গায়ে ফুলে ফুলে আছে অসংখ্য শিরা-উপশিরা। সে তাদের প্রত্যেকটিতে তর্জনী দিয়ে চাপ দিতে দিতে বলে “উম্ম.. তোমার এটার গায়ে এত শিরা কেন বাপ্পি?”

-“হমমম?..উম্হম্ম..” আরামে ঘরঘর করে ওঠেন বিভুকান্ত “ও খুব শক্তিশালী তো, তাই!”

-“উমমমম” তনিকার সরু ফর্সা তর্জনীটি পিতার গাঢ় বাদামি দন্ডটি প্রদক্ষিন করতে করতে উঠে আসে ওঁর লিঙ্গের ব্যাঙ্গের ছাতার মতো, চেরা মস্তকটির কাছে। ফুলে ওঠে অংশটির পরিধি বরাবর আলতো করে তর্জনী বুলায় সে।

-“আঃ.” বিভুকান্তর দুটি থাই কেঁপে ওঠে।

-“উম” তনিকার তর্জনী এবার উঠে আসে পিতার স্পর্শকাতর, ইশত নরম লিঙ্গের মুণ্ডটির উপরে। হালকা বাদামি গোলকটিতে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে সে পিতাকে ছটফট করে উঠতে দেখে বারবার... হাসি পায় তার। মুখ টিপে হেসেই সে এবার মস্তকটির খাঁজ বরাবর ওঁর মুত্রছিদ্রটি ছোঁয় তর্জনী দিয়ে, নোখ দিয়ে আলতো চাপ দেয় সেখানে..

-“আআউ!” কঁকিয়ে ওঠেন বিভুকান্ত।

-“হিহি” হেসে উঠে তনিকা আবার চাপ দেয় সেখানে, আর অতবড়ো মানুষটির গোটা দেহটি ছটফটিয়ে উঠতে দেখে।

-“আউচ কি করছিস মামনি!”

-“কেন বাপ্পি?”

-“অমন করে না! বাপ্পির লাগে তো!”

-“উম..” তনিকা মিষ্টি হেসে তার মুখ এগিয়ে আনে এবার পিতার দন্ডটির উপর। নিজের নরম গোলাপী ঠোঁটদুটি ওঁর হালকা বাদামি লিঙ্গমস্তকের উপর চেপে ধরবার আগে সেদুটি শুধু কয়েক মিলিমিটার ব্যবধানে রেখে আলতো করে ফুঁ দেয়।

-“মমঃ” বিভুকান্ত হাঁসফাঁস করে ওঠেন সুখে। বিছানার চাদর খামচে ধরেন।

-“ম্মুয়াঃ” তনিকা শব্দ করে চুমু খায় পিতার পুরুষাঙ্গের ফোলা মস্তকে। জিভ বার করে একবার চাটে ওঁর মুত্রছিদ্রটি। সেটি করাতে নিজের হাতের মধ্যে ওঁর লিঙ্গটির মুচড়ে ওঠা অনুভব করে হেসে ওঠে সে। সে এবার ফোলা মুণ্ডটি মুখে নিয়ে একবার চোষে, তারপর মুখ আরো নামিয়ে ওঁর মোটা তাগড়াই দন্ডটির অর্ধেকটি মুখে পুরে নেয়। তার দু-গাল ফুলে ওঠে মোটা দণ্ডটিকে জায়গা করতে দিয়ে। ডানহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে গোল করে ধরে দন্ডটির গোড়ার কাছটা। তারপর মুখ উপর নীচ করে সুষম গতিতে শোষণ করতে শুরু করে।

-“আআআআআহহহহহহহঃ..” নিজের জাগ্রত যৌনাঙ্গে দুহিতার নরম তুলতুলে, আঁটো, আর্য-উত্তপ্ত মুখের নিয়মিত শোষনের চাপে ভীষণ আরামে গুঙিয়ে ওঠেন দীর্ঘ স্বরে বিভুকান্ত। চোখ বুজে তিনি কিছুক্ষণ উপভোগ করেন অনুভূতিটুকু। তারপর চোখ খুলে দেখেন তাঁর লিঙ্গসেবা রত কন্যাকে। অভ্যস্ত দক্ষতায় পিতাকে আনন্দ দিচ্ছে সে।

-“হম, মনে হচ্ছে এই কাজে তুমি এর অনেক আগে থেকেই পটু!” তিনি ওর একগোছা নরম চুল হাতে তুলে নেন। খেলা করেন।

-“হম্ম্ম..” পিতার লিঙ্গ মুখে ঠাসা অবস্থায় অস্ফুটে, আধো-স্বরে হেসে ওঠে তনিকা।

-“আঃ” সুখে তলিয়ে যেতে চান বিভুকান্ত।

তনিকার ভীষণ ভালো লাগছে পিতার পুরুষাঙ্গ চুষতে। এর আগে নাচের শিক্ষককে সে অগুন্তিবার রুটিনমাফিক এই কাজে সন্তুষ্ট করেছে, কিন্তু এমন তেজস্বী, শক্তিশালী ও মোটা, লম্বা পুরুষাঙ্গ শোষনের সৌভাগ্য তার হয়নি। প্রাণভরে চোষে সে বিভুকান্তের যৌনাঙ্গ। মুখের মধ্যে সেটির সমস্ত শক্ত অথচ মোলায়েম উপস্থিতি চোয়াল দিয়ে চাপ দিয়ে সেটির সমস্ত স্বাদ শুষে নিতে নিতে। প্রেমে পড়ে গেছে যেন সে ওঁর এই বিশেষ অঙ্গটির সাথে। আর ওঁর বারবার আরামে গুঙিয়ে ছটফটিয়ে ওঠা তাকে আরও উৎসাহিত করছে। মুখের ভিতর সর্পিল জিভ দিয়ে আদর করছে সে তাঁর লিঙ্গাগ্রকে। তার ডানহাতটি আস্তে আস্তে কচলাতে শুরু করেছে সে গোড়ার অংশটি। আর তাঁর বাঁহাত ঘুরে বেরাচ্ছে ওঁর সমগ্র শিশ্নদেশে। বিলি কেটে দিচ্ছে ঘন কেশে, অন্ডথলি নিয়ে খেলা করছে, চুলকে দিচ্ছে...

-"উহম্ম্ম... হমমম.." আরামে চোখ বুজে গোঙাতে গোঙাতে বিভুকান্ত অনুভব করছেন তাঁর আসন্ন বীর্যমোচনের বেগটি। নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করে উপভোগ করছেন সেই স্বর্গীয় অনুভূতিটুকু। কিন্তু তনিকা যা শুরু করেছে তাতে কিছুতেই তিনি নিজেকে আটকাতে পারেন না। কঁকিয়ে ওঠেন তিনি, তাঁর পায়ের আঙুল কুঁকড়ে ওঠে। বিছানার চাদর খামচে ধরেন তিনি দুহাতে..

-"ঈঈন্হহহ্..."

তনিকা ওঁর দন্ড চুষতে চুষতে অনুভব করে তার বাঁহাতে ধরা ওঁর দুই অন্ডথলির সংকোচন, এবং মুখের মধ্যে হঠাতই যেন্ তাঁর পুরুষাঙ্গটির আরো বিবর্ধিত হয়ে ওঠা...

সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার পুরুষাঙ্গটি থেকে হাত ও মুখ সব সরিয়ে নেয়।

-"আআআআহঃ" ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে বিভুকান্তের শরীর... তাঁর লিঙ্গটি যেন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে এবং ফোয়ারার মতো সাদা বীর্যরস নিক্ষেপ করে সিলিঙের দিকে, তারপর সেটি ঘন ঘন আন্দোলিত হতে হতে আরও দু তিন ফোঁটা সাদা রস উগরে দেয় মূত্রছিদ্রটি দিয়ে.. কিন্তু স্পর্শাভাবে চাইলেও আর পেরে ওঠে না অসহায় পুরুষাঙ্গটি, খাবি খেতে খেতে এপাশ ওপাশ করে লাফাতে তাকে কাটা কইমাছের মতো। তনিকা ঠোঁটে একটি মুচকি হাসি নিয়ে পিতার দুই থাইয়ের উপর আড়াআড়িভাবে হাতের কব্জি দুটি শুইয়ে তার উপর চিবুক রেখে দেখে তাঁর বঞ্চিত লিঙ্গের হাহাকার ও ছটফটানি।

-"আহ.. এটা কি করলি মামণি! আহ.. আহাহ.." নষ্ট বীর্যমোচনের তীব্র হতাশায় প্রায় কেঁদে ওঠেন বিভুকান্ত। তাঁর ডানহাত নেমে আসে নিজের অনাথ দন্ডটিকে বাঁচানোর জন্য।

-"উম" আলতো করে পিতার হাত ওঁর যৌনাঙ্গের চৌহদ্দি থেকে সরিয়ে দিতে দিতে তনিকা মিষ্টি হাসে "কালকে আমাকে কিভাবে অত্যাচার করেছে মনে নেই! উম? শোধবোধ!"

-"হাঃ.. আঃ.. সোনা আমার, প্লিজ.. আহ.. একটু ছুঁয়ে দে ,, আহ.." বিভুকান্ত কাকুতি মিনতি করতে থাকেন.. তাঁর উরুদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে তনিকার দুই কব্জির তলায়..

-“উম” তনিকা হেসে আলতো করে পিতার উত্তেজনায় বেঁকে থাকা পুরুষাঙ্গটি স্পর্শ করে ডানহাত দিয়ে।

-“আহহহহখ..” শরীর ঘুলিয়ে ওঠে বিভুকান্তের,.. আরও একফোঁটা সাদা রস গড়িয়ে পড়ে তাঁর লিঙ্গের ছিদ্র দিয়ে নির্গত হয়ে।

-“উম্ম..” তনিকা আবার হাত সরিয়ে নেয়,.. ঠোঁট ফুলিয়ে বলে “বাপ্পি, তোমার ছোট জমিদারমশাই এত ডিপেন্ডেন্ট কেন, নিজে থেকে কিছু করতে পারেনা! চুষে দিতে হবে, হাত দিয়ে আদর করতে হবে,, উম?”

-“আঃ.. মিষ্টি সোনা আমার,.. প্লিজ প্লিজ,.. প্লিইজ..” সারা শরীর মুচড়িয়ে ঘুলিয়ে উঠছে বিভুকান্তের তীব্র বীর্যমোচনবেগের তাড়নায়,.. কিন্তু কিছুতেই তা সফল হচ্ছে না স্পর্শাভাবে। সামান্য স্পর্শের জন্য হাহুতাশ করে কাঁদছে তাঁর গোটা শরীর। শক্ত হয়ে গুটিয়ে উঠেছে তাঁর দুটি অন্ডথলি ভান্ডারে বীর্যের গরজাতে থাকা সুনামি নিয়ে, কিন্তু তাঁর অসহায় সিক্ত দন্ডটি তিরতির করে কাঁপছে অপারগতায়, খাবি খাচ্ছে চাতক পাখির মতো দুলে দুলে উঠে বারবার,... আবার তাঁর হাত নেমে আসে..

-“না!” তনিকা আবার পিতার হাত সরিয়ে দেয় “তোমার ছোট জমিদার খুব দুষ্টু হয়েছে। ওকে আমিই শায়েস্তা করবো!” হেসে ওঠে সে বলে।

অতএব হাত সরিয়ে নেন বিভুকান্ত। চোখ বুজে গুমরে ওঠেন তিনি। সম্পূর্ণ তনিকার হাতে জব্দ তিনি। তনিকা হাসিমুখে তাঁর লিঙ্গটি একটুও না ছুঁয়ে দেখে চলেছে সেটির কান্ডকারখানা। প্রচন্ড বীর্যমোচনের তাড়নায় বারবার সেটি নাড়িয়ে উঠছেন ছোঁয়া পাবার আশায় বিভুকান্ত। বারবার সেটি খাড়া অবস্থায় এক পৃথিবী প্রত্যাশায় স্থির হয়ে থাকছে, তারপর আবার হতাশ হয়ে আছড়ে পড়ছে। তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর লিঙ্গটি ফেটে যাবে এবার তা যেভবে শক্ত হয়ে উঠেছে।

তনিকা এবার পিতার জব্দ পরিস্থিতি প্রাণ ভরে উপভোগ করতে করতে ওঁর দুটি অন্ডথলি বাঁহাতে মুঠো করে ধরে..

-“তনিইইই... আহ” কঁকিয়ে ওঠেন বিভুকান্ত লিঙ্গের বদলে অন্ডকোষে ওর নরম উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ পেয়ে, কিভাবে যে তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা চাইছে ওই হাতটি তাঁর লিঙ্গে উঠে আসুক!

কিন্তু তা হয়না। তনিকা ধীরে ধীরে তাঁর অন্ডকোষদুটি মালিশ করে যায় আর তাঁর পুরুষদন্ডটি একবারও ছোঁয় না। বারবার সেটি তনিকার মুঠো পাকানো হাতের স্পর্শ নিতে চায় বেঁকে বেঁকে উঠে, কিন্তু তনিকা শুধুই হেসে যায়। কিছুতেই স্পর্শ করেনা।

-“আহহঃ” অত্যন্ত কষ্টসহকারে বিভুকান্ত অনুভব করেন তাঁর তীব্র বীর্যমোচনবেগ আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়ে আসা। ধ্বসে পরেন তিনি যেন।

পিতার প্রশমন বুঝতে পেরে এবার তনিকা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ডানহাতে আবার গ্রহণ করে তাঁর দন্ডটি। যেন একটু চাপ দিলেই তা ভেঙ্গে যাবে!

-“আআআছঃ!” কঁকিয়ে ওঠেন প্রচন্ড স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গ মেয়ের হাতের স্পর্শে আবার বিভুকান্ত। তাঁর সারা শরীর মুচড়ে ওঠে যৌন-তাড়নায়, তীব্র সুখে চোখে যেন অন্ধকার দেখেন তিনি।

-“উম্ম” তনিকা পিতার ভিজে, সংবেদনশীল পুরুষাঙ্গটি এবার আপাদমস্তক চুমু খেতে শুরু করে হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সেটি থেকে গড়িয়ে পড়া সমস্ত রস চেটেপুটে খেয়ে নিতে নিতে।

-“আঃ.. আহঃ..” বিভুকান্ত উসখুস করতে করতে চাদর খামচে মুঠো পাকিয়ে তুলতে থাকেন।

-“অম” সে ওঁকে আর না কষ্ট দিয়ে নিজের উত্তপ্ত মুখে পুরে নেয় দন্ডটি। আগের মতো করে কচলে কচলে শোষণ শুরু করে।

-“আহ.. আআহ.. আআআআআঃ.. আআআআআহঃ!” জান্তব স্বরে গোঙাতে গোঙাতে বিভুকান্ত হাঁসফাঁস করতে থাকেন, তাঁর মনে হয় এমন একটি বিস্ফোরণ আসছে যা তাঁর সামলাবার কেন, বহন করার ক্ষমতা নেই তাঁর শরীরের! সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনহীন তিনি!

“সব খেয়ে নিবি মামণি, সবটুকু খাবি দুষ্টু.. আহহঘঘঘঘ...” বলতে বলতে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি প্রচন্ডভাবে গুঙিয়ে ওঠেন।

তনিকার মুখের মধ্যে প্রচন্ড বীর্যের বিস্ফোরণ হয়। তার চোখ দুটি বড়বড় হয়ে ওঠে যখন প্রথম দলাটি তার আলজিভে গিয়ে আঘাত করে সরাসরি,.. কেশে ওঠে সে..

-“আহহম্ম..অগ্গলগ..” সে অভ্যস্ত পদ্ধতিতে সামলে ওঠে কণ্ঠনালীর পেশী নিয়ন্ত্রণ করে গিলে নয় তা। পিতাকে সুনিপুণ হাতে বীর্যমোচন করাতে থাকে ওঁর দন্ডটি কচলে কচলে, মুখে শোষনের সুষম চাপ অব্যাহত রেখে।

বিভুকান্ত যেন হুঁশ হারিয়েছেন। শুধু তাঁর দেহ নিংড়ে নিংড়ে ঢেলে দিচ্ছেন ঝলকের পর ঝলক কামরস তাঁর দুহিতার মুখের মধ্যে।

তনিকা মুখের মধ্যে বিস্ফোরণরত পিতার দন্ডটিকে সামলে উঠেছে। তাঁর বীর্যমোচনের লয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অভ্যস্ত পদ্ধতিতে কোঁত কোঁত করে গিলে ফেলছে তাঁর সমস্ত বীর্য মুখে জমে ওঠার আগেই। পিতার বীর্য খেতে খুব মজা লাগছে তার। তেমন নির্দিষ্ট স্বাদ নয়, একটু নোনতা মতো, অথচ কি যে প্রাণ অবশ করা সুখ মখমলের মতো ঘন, টাটকা, উত্তপ্ত, সান্দ্র দলাগুলি খেতে!... তার কণ্ঠনালিকে মোলায়েম আরাম দিতে দিতে নেমে যাচ্ছে যেন তা।

সমস্ত কামক্ষরণ শেষ হবার পর বিভুকান্তের নিজেকে সম্পূর্ণ অবশ লাগে। যেন মাথা থেকে পা অবধি নারাবার ক্ষমতা তাঁর লোপ পেয়েছে।

-“উমমম” তনিকা দেখে প্রচন্ড তীব্র এক বীর্যমোচনের পর খুব তাড়াতাড়িই পিতার দন্ডটির নরম হয়ে, মূষিকের মতো আকার ধারণ করা। সে সেটি যত্ন করে চেটে, চুষে সমস্ত বীর্য থেকে মুক্ত করতে করতে আদূরেভাবে গুমরে ওঠে। অন্ডকোষদুটি কিছুক্ষণ পালা করে মুখে নিয়ে চোষে

লজেন্সের মতো। তারপর আবার আদর করে মুখে তুলে নেয় পিতার নরম হয়ে আসা স্ফীত, সিক্ত যৌনাঙ্গটি। চুষে আরাম দেয় ওঁকে।

-"আঃ" তীব্র প্রশান্তিতে চোখ বুজে ছিলেন বিভুকান্ত। শুধু বীর্যমোচনের পরেই শরীরে এই অনির্বচনীয় শান্তিসুখ লাভ করে যেতে পারে।

-"উম্ম" পিতার স্তিমিত যৌনাঙ্গটি চাটতে চাটতে এবার তনিকা বলে ওঠে "আচ্ছা বাপ্পি, রাত্রি বেলা কে সাদা আটপৌড়ে শাড়ি পরে রাস্তায় ঘোরে বলত?"

-"কি?!" বিভুকান্ত যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠে ধরমরিয়ে উঠে বসেন।

তনিকাও থতমত খেয়ে উঠে বসে। "কি হলো বাপ্পি?"

-"কি বললি তুই?"

-"বলছিলাম একটা মহিলা,.. সাদা শাড়ি পরে.."

-"কখন দেখেছিস তুই?" প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন বিভুকান্ত।

তনিকা ইতস্ততঃ করে, পিতাকে বলবে কি সে? কিন্তু ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই তার কাল রাত্রের ঘটনাটা স্বপ্নের মতো লাগছে। স্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছিলো সে.. কিন্তু এখন..

-"ওই.... যখন ব্যালকনিতে একা একা দাঁড়িয়ে ছিলাম! তুমি অতো.."

-"আর কক্ষনো তুমি একা একা ওখানে দাঁড়াবে না! আমায় ছাড়া! বুঝেছো!?" বিভুকান্ত সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠেন। বিছানা থেকে উঠে পড়ে পাজামার দড়ি আটকান ।

-"আ.. আচ্ছা" তনিকা আমতা আমতা করে বলে ওঠে।

-"এখন যাও চান করে নাও!" তিনি রুক্ষ্ম গলায় আদেশ করেন তনিকাকে। তনিকা অবাক হয়ে ওঁর মুখপানে চায়। দেখতে পায় কি যেন এক অজানা ভয়ে ছেয়ে গেছে পিতার সারা মুখ! বিভুকান্ত দ্রুত চোখ সরিয়ে নেন ওর চোখ থেকে। "যাও!" আবার গর্জে ওঠেন তিনি।

তনিকা নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়।

%%%

চান করে গা মুছে এসে পিতার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে যায় সে। ঘরের বিশাল আলমারীটা খুলে কি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি এক দৃষ্টে দেখে চলেছেন বিভুকান্ত। কিছুক্ষণ পর তিনি তা আবার

ঢুকিয়ে রেখে আলমারি বন্ধ করে চাবি দেন। তারপর বিছানার গদির তলায় চাবিটা গুঁজে দিয়ে তিনি পেছন ঘোরেন।

তনিকা ততক্ষনাত নিজেকে দরজার আড়ালে সরিয়ে নেয়। তারপর কিছুই দেখেনি এমন ভান করে মুখ নিচু করে ঘরে ঢোকে হাঁটতে হাঁটতে।

বিভুকান্ত ওকে আসতে দেখে এগোয়ে এসে ওর মাথায় একটি চুমু খান "উম, মামণি, আমি চান করতে যাচ্ছি। ঘরের দরজা আটকে দাও! নইলে কাজের মাসি তোমায় জন্মদিনের পোশাকে দেখে ফেলবে!"

-"বাপ্পি, তুমি না!" তনিকা চাঁটি মারে পিতার বুকে।

-"উম্ম.. চান করে নিয়ে আমরা দুজনে মিলে ব্রেকফাস্ট খাবো!" বিভুকান্ত আরেকটি চুমু খেয়ে হেসে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। কিন্তু তাঁর হাসিটা অদ্ভূত লাগে তনিকার।

পিতা বেরিয়ে যেতেই সে দরজা আটকে ছিটকিনি দিয়ে দেয় তনিকা। তারপর বিছানার গদির তলা থেকে চাবিটা খুঁজে বার করে এনে আলমারি খোলে।

ছবির ফ্রেমটি বার করে এনে চোখের সামনে ধরতেই তার গোটা দেহ কেঁপে ওঠে।

এ কি দেখছে সে?

ছবি থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা এই অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরী মহিলাকে চিনতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়না। যদিও রাত্রের জ্যোৎস্নায় ঝাপসাভাবে দেখা সেই মুখের বয়স এই মুখের থেকে বেশি ছিল। তবুও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই!

ইনিই সেই রহস্যময়ী!

তনিকার গলা শুকিয়ে আসে।

তার মানে কাল যা যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয়? এই মহিলা কে? ছবির ফ্রেমে কোনো নাম নেই। এঁর কথা শুনে বিভুকান্ত অমন চমকেই বা উঠলেন কেন? অতো ভয়ই বা পেলেন কেন?

তনিকার মনে হয় এই প্রাচীন জমিদারবাড়ি তাকে নিজের প্রত্যেকটি দেয়ালের প্রত্যেকটি ইঁটে সঞ্চিত রহস্য নিয়ে তাকে গিলে ফেলতে আসছে। মা-বোন চলে যেতে এ কি অজানা এক মহাবিশ্বে এসে পড়ল? এখানকার বিভুকান্তকেই সে যেন একমাত্র চেনে। তবে তিনিও তাঁর সমস্ত খোলস বদলে নতুন রূপে বেরিয়ে এসেছেন স্পন্দিত রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা নিয়ে!

তনিকা মেরুদন্ড দিয়ে বয়ে যাওয়া শীতল স্রোতটি অনুভব করতে করতে খুঁটিয়ে দেখে হাতে ধরা ছবিটি। মহিলার মুখ চোখে সব থেকে প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হলো এক অপূর্ব নিষ্পাপ প্রভা। ওই সুন্দর চোখদুটিতে কোনো দ্বিধা বা রহস্য নেই.... স্পষ্ট, সরল ও দয়াময়ী। পানপাতার মুখের

গড়ন, নাকটি একটু চাপা। অপূর্ব সুন্দর দুটি তুলি দিয়ে আঁকা রেখার মতো পাতলা ঠোঁট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।

কে ইনি? বিভুকান্তের সাথে মুখের কোনো মিল নেই। তাহলে?

তনিকা আস্তে আস্তে ছবিটি আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে আলমারি বন্ধ করে কাঁপা কাঁপা হাতে। চাবি এনে তোষকের তলায় চালান করে ধপ করে বসে পড়ে বিছানার উপর।

রাত্রিবেলা কন্যার সাথে রতিলীলা সাঙ্গ হলে আজ বিভুকান্ত ঘুমিয়ে পরেন কোনো বাক্যব্যয় না করেই।

তনিকার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। শুয়ে আছে সে তার পিতার বীর্যে টইটম্বুর যোনি নিয়ে। অনুভব করছে তার যোনির ফাটল থেকে কিছু বীর্যরস তার যোনির তলদেশ বেয়ে নিতম্বের খাঁজ বেয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়া।

পিতার শ্বাস প্রশ্বাস ঘন এবং নিয়মিত হয়েছে দেখে তনিকা এবার উঠে পড়ে। বিছানা থেকে নেমে সন্তর্পনে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। পেছনে দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে সে ব্যালকনি দিয়ে হেঁটে এসে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। আলমারি থেকে একটি নরম, গোলাপী রঙের ম্যাক্সি বার করে গায়ে চাপিয়ে নেয়। প্রায় দুদিন পর গায়ে আবার পোশাকের স্পর্শে তার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। স্তনের দুটি বোঁটা যেন নিমেষে তীক্ষ্ণ হয় তাদের উপর কাপড়ের স্পর্শে।

তনিকা এরপর নিজের পড়ার টেবিলের ভিতর থেকে বড় টর্চলাইটটা খুঁজে বার করে আনে। সুইচ টিপে দেখে ঠিক থাক চলছে কিনা। তারপর বড় একটা শ্বাস টেনে নিয়ে সে নিজের ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজা আটকে দিয়ে বেরিয়ে আসে। পায়ে একজোড়া চটি গলিয়ে নেয়।

শব্দ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করে খিড়কির ছিটকিনি দুটি খুলে তনিকা বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রাণ ভরে শ্বাস নেয়। আকাশে দেখা যাচ্ছে চাঁদকে। পূর্নিমার পরের দিন বলে তার গায়ে যেন একটু টোল পড়েছে। জ্যোৎস্নাও কালকের মতো অমন দরিয়া ভাসানো নয়। একটু স্তিমিত। তাই প্রকৃতির রূপও অনেকটা বদলে গেছে।

তনিকা চোখ ভরে দেখে। দূর দিগন্তে লম্বা তালগাছটির দুটি ঝুলন্ত পাতার আঝে এক-খন্ড মেঘ, তার উপর চাঁদের রুপালী আলো পড়ে কি সুন্দর বাহারি লাগছে! মুখে একটা স্মিত হাসি ফোটে তার। কোনদিন সে ভাবতেও পারেনি যে রশিপুরের প্রকৃতির সাথে সে নিজেকে এমন একাত্ম করে ফেলবে... মেঘটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাতই যেন তার মনটা উদাস হয়..

কেমন আছেন মা বাপের বাড়িতে? কেমন আছে তন্নি-টা? কই এই দুদিনে তো একবারও ফোন করে তার খবর কেউ নিলো না?

চাপা একটি দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে তনিকা হাঁটতে শুরু করে। আজ আর তার পায়ে বিঁধছে না কাঁকর। কালকের মতো চারপাশে সে তেমন তাকিয়ে না দেখতে দেখতেই টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে নিজের সামনেটা আলোকিত করে নিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছায় ভেড়ির ধারে।

কালকের মতোই চিকচিক করছে স্থির জলে রুপালী অভ্রকুঁচিদের ভিড়। চোখ ঝলসিয়ে যায় যেন বেশিক্ষণ তাকালে। টর্চ নিভিয়ে দেয় তনিকা। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি তার একরাশ রহস্য নিয়ে আবার আবেষ্টন করে তাকে। সবকিছু যেন একটু বেশিই স্থির... এমনকি গাছের একটি পাতাও নড়ছে না!..

তনিকা নিজের হৃৎপিন্ডের ধুকপুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে টর্চের হ্যান্ডেলটি যেন কোনো অবলম্বনের মতো। ভেড়ির ওপারে চোখ তুলে তাকাতে যেন সাহস আনতে পারছে না সে....

-"আপনি কেডা?? কি করতেছেন এই খানে?"

তনিকা প্রচন্ডভাবে চমকে প্রায় লাফিয়ে ওঠে বাঁদিক থেকে আসা পুরুষকণ্ঠে।

চাঁদের আলোর বিপরীতে দাঁড়ানো ঋজু চেহারাটি সিল্যুয়েট হয়ে একটি কালো ছায়ামূর্তির মতো লাগছে।

-"আ..আমি..." তনিকার ভয়ে গলা আটকে যায়। কোনরকমে নিজেকে সামলে দুহাতে যেন আত্মরক্ষার্থে টর্চটিকে শক্ত করে চেপে ধরে সে বলে "আমি জমিদারবাড়ির বড় মেয়ে! আ.. আপনি কে?"

-"আমি তো যতীন মাঝির পো! দিদিমণি আপনি মাইয়ামানুষ, এমন ঠাঁয়ে, এত রাত্রে... মরদ বিনা.."

তনিকা এবার বুঝতে পারে কণ্ঠস্বরটির বয়স বেশি না। সবে বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে ভারী হয়েছে। বরজোর উনিশ কি কুড়ি। এবং তার পরিচয় শোনার পর তা যেন একটু বেশিই নিরীহ ও অমায়িক হয়ে পড়েছে! সে মনে বল ফিরে পায়।

"আজ বিকেলে আমার একটা নূপুর খুলে এখানে কোথায় একটা পড়ে গিয়েছিলো। এখন এসে খুঁজছিলাম।"

-"দিদিমণি কিছু মনে কইরবেন না, আপনারা আজকেলের মাইয়ারা আবার নূপুর পরেন নাকি গো? হিহি!"

তনিকার মন থেকে এবার শেষ ভয়টুকুও উধাও হয়। তার একটু রাগ হয়:

-"তুমি এখানে কি করছো?" সে বলে ওঠে গলায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে।

-“জা... জাল ফেলব দিদিমণি,” হঠাতই যেন ছেলেটির কন্ঠ আবার নুয়ে যায় “ওই, যে হুথায় নৌকা।” হাত তুলে দেখায় সে।

তনিকা ওর নির্দেশ অনুসারে একটি নৌকার ছায়ামূর্তি দেখতে পায় অনতিদূরে। আসার সময় সে ওটা খেয়াল করেনি।

-“এত রাত্রে?” তনিকা কিঞ্চিত অবাক হয়েই শুধায়।

-“হ্যাঁ গো দিদিমণি, ভেড়ির মাঝে এই সময় লাক ভালো থাইকলে দু-তিনটা বড় বড় কাতলা ধরতে পারা যায়,... আর ভোরের আলো ফুটার আগে, যদি সবার আগে কয়েকটা মাছুলাদের গসাইতে পারি, তা হইলে দর ভলো ওঠে। বাড়তি ইনকাম আর কি দিদিমণি...”

তনিকা নিঃশব্দে হেসে ওঠে ছেলেটির গলায় ‘লাক’, ‘ইনকাম’ শব্দগুলি শুনে। তার কেমন যেন ভালো লেগে যাচ্ছে ওর সরলতাটা কে।

“তাছাড়া মাছেদের লগে তো খাবারও ছড়াইতে হইব। .. তা দিদিমণি, তুমি এত রাইতে উদলা শরীরে, শীত করতিসে না?”

খুবই সরলভাবে শুধানো হলেও ছেলেটির মুখে ‘উদলা’ কথাটি শুনে তনিকা ততক্ষনাত আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। বুকের উপর দু-হাত আড়াআড়িভাবে জড়ো করে রাখে সে টর্চশুদ্ধ। ছেলেটি কি বুঝতে পেরেছে ম্যাক্সির তলায় সে আর কিছু... ভাবনাটাকে গুরুত্ব আরোপ না করে তনিকা মুখে একটি নারীসুলভ ঔদ্ধত্যমিশ্রিত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলে

“তুমি কেমন মাঝি? মাঝরাতে জাল ফেল? আর মেয়েদের সাথে সম্মান রেখে কথা বলতে শেখনি?”

ছেলেটি এতক্ষণ তনিকার মুখ দেখতে পায়নি। এবার জ্যোৎস্নার আলোয় ওর মুখ পরিস্ফুট হতেই চমকে ওঠে সে। এমন সুন্দরী রমণী সে ইহজীবনে পরিলক্ষ করেনি! তনিকার চাউনিতে একেবারে ঘাবড়ে যায় সে। কি করবে না বুঝতে পেরে সে দু-হাতজোর করে ফেলে “মাপ মাংছি দিদিমণি! আর এমনটি হবেনা! প্লিজ!”

-“হাহা” তনিকা এবার সশব্দে হেসে ওঠে ছেলেটির মুখে ‘প্লিজ’ শব্দটি শুনে। ওর ভঙ্গিটি তাকে আরও হাসি পায়ে দেয়...

ছেলেটি বুঝতে পেরে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় “তুমি আমার লগে মশকরা করতিসো দিদিমুনি?”

-“হাহাঃ” তনিকা নুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে। অনেকদিন বাদে সে প্রাণখুলে হাসছে।

-“তুমি হাইসতে থাকো! আমার তুমার লগে মশকরা করার সময় নাই! রাত বয়ে যায়...” রেগেমেগে ছেলেটি পেছন ফেরে।

-“আহা দাঁড়াও একটু.. যেও না!” তনিকা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বলে।

ছেলেটি ফিরে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে তনিকার নুয়ে পড়া শরীরের ম্যাক্সির গলার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাওয়া দুটি ফর্সা আন্দোলিত মাংসপিন্ডে চোখ পড়ে যায়, জ্যোৎস্না ঠিকরে উঠছে তাদের উপর, যেন দুটি বড় বড় হাঁসের ডিম... ততক্ষনাত চোখ সরিয়ে নেয় সে। মাথায় ও বুকে হাজার ভোল্টের বাজ পড়ছে তার!

-“তুমি এখানে নতুন না?”

-“হ্যাঁ।” ছেলেটি পেছন ফেরে না এবার। তনিকার দিকে তাকাতে হঠাতই যেন ভয় পাচ্ছে সে।

-“তোমার গলায় অদ্ভূত টানটা শুনেই বুঝেছি! কেমন যেন বেমানান লাগছে!”

ছেলেটি কোনো উত্তর করেনা।

-“এই, আমার দিকে ফিরছ না কেন?” তনিকা গলায় উদ্গাত চাপা হাসি নিয়ে শুধায়।

ছেলেটি ধীরে ধীরে যেন অপরাধীর মতো ফেরে তনিকার দিকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অষ্টাদশী তরুণীর দিকে তাকিয়ে যেন তার হৃদয় স্তব্ধ হবার উপক্রম হয়। এ যেন সাক্ষাত স্বর্গের কোনো দেবী নেমে এসেছেন! মিটিমিটি হাসতে থাকা ওই অপরূপ মুখটির উপর হাওয়ায় কিছু কেশগুচ্ছ এসে একপাশে লুটিয়ে পড়ছে,.. যেন চাঁদের গায়ে মেঘের মতো... বড় বড় দুটি চোখে কি যেন এক মায়াবী সংকেত... সে মুখ নামিয়ে নেয় আবার। পারেনা মন অবশ করে দেওয়া ওই রূপের জ্বলন্ত দীপশিখার দিকে তাকিয়ে থাকতে!

-“তা তোমার কোনো নাম নাই যতীন-মাঝির পো?” তনিকা মুখ টিপে হাসে।

-“মধু।” মুখ নিচু রেখেই ছেলেটি বলে অস্পষ্ট স্বরে।

-“কি?”

-“মধু!” সে এবার গলা একটু চরায়।

-“মধু? মধুমাঝি! হাহা..” তনিকা আবার হেসে ওঠে।

মধু অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

-“তা তুমি কি প্রতি রাতেই জাল ফেলো নাকি গো?”

-“নানা! শুধু মঙ্গল, বুধ আর বিষ্যুদবার..”

-“তার মানে কাল ফেলবে?” তনিকা টেরিয়ে তাকায় মুচকি হেসে।

-“হু”

তনিকার খুব হাসি পায়। একটু আগে তাকে অস্পষ্ট দেখে যে ছেলেটি এত হম্বিতম্বি করছিলো, এখন আধো জ্যোৎস্নায় তার রূপে ঘায়েল হয়ে একেবারে মিইয়ে গেছে বেচারী!

-"এই সময়েই?"

-"হু একই সময়।" মধু মাথা নিচু করা অবস্থাতেই দু-দিকে মাথা নাড়ে।

-"হম" তনিকা এবার কি ভেবে নিজের মনে মুচকি হেসে ওঠে। তারপর বলে "ঠিক হ্যায়. আমি চলি!"

বলে সে কথা না বাড়িয়ে পেছন ঘুরে হাঁটা লাগায়।

মধু যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ছাড়া পেয়েই প্রায় দৌড়ে পালায়!

ছোট্ট বালিকার মতো এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে নূপুরের ছম ছম আওয়াজে একটি ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে তনিকা। কেন জানি তার এক অদ্ভূত ভালোলাগায় মন ছেয়েছিল। সে বুঝতে পারছে না কেন তার এত হেসে উঠতে ইচ্ছা করছে বারবার।

পিতার ঘরে ঢুকে দরজা আটকে ওঁর পাশে গুটিসুটি মেরে উঠে পড়ে তনিকা। চাদরটি পুরোটাই ওঁর গা থেকে টেনে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে নেয়। এখনো ঠোঁট কামড়ে হেসে চলেছে সে। কেন সে জানেনা।

কিছুক্ষণ বাদেই তার চোখে ঘুম নেমে আসে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গেই নিজেকে ম্যাক্সি পরিহিত অবস্থায় পিতার পিঠ ঘেঁষে ঘুমাতে আবিষ্কার করে চমকে ওঠে তনিকা। এই মরেছে! তাকে নগ্ন অবস্থায় না দেখলে পিতা সকালে কেলেঙ্কারির শেষ রাখবেন না! ভাগ্যিস এখন তার ঘুমটা ভেঙ্গেছে! সে দ্রুত উঠে পড়ে নিজের ঘরে এসে ম্যাক্সি ছেড়ে ফেলে গুছিয়ে রাখে। তারপর আবার পিতার ঘরে এসে আগের মতো দরজা ভেজিয়ে দেয়। ওঁর পাশে এসে শুয়ে পড়ে অনাবৃত শরীর নিয়ে। একটু একটু শীত করছে তার। চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়ায় সে।

-"আঃ বাপ্পি, কি করছো উফ! এই... আঃ.. আউচ!"

সকাল থেকেই আজ বিভুকান্ত যেন হঠাতই ভীষণ খুনসুটিপ্রবণ হয়ে পড়েছেন! সকালের রোদ গায়ে মেখে বিছানায় কোলবালিশে ঠেসান দিয়ে নগ্ন দুহিতাকে নিয়ে অস্থির উন্মাদনায় মেতেছেন। সকালের উজ্জ্বল আলোয় তনিকার উলঙ্গ শরীর যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নিজেই যেন আভান্বিত হয়ে আলো বিকিরণ করছে তা। এখনো রাৎপোশাক ছাড়েননি বিভুকান্ত। ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয়েছে তাঁর নগ্ন কন্যাকে নিয়ে দুষ্টুমি খেলা।

নিজের পাশে বাঁহাতে ওকে জড়িয়ে নিয়েছেন তিনি। ওর সারা শরীরে আপাদমস্তক ঘুরে বেরাচ্ছে তাঁর ডানহাত। ওর নাক মুলে দিচ্ছেন, গাল টিপে দিছেন,... ঘাড়ে, চিবুকে চিমটি কাটছেন,

স্তনদুটির বোঁটা নিয়ে টানাটানি, মোচরামুচরি করছেন, নাভিতে খোঁচার পর খোঁচা... সুডৌল কোমরের ভাঁজে, বগলের তলায় সুরসুরি দিয়ে, পিঠে কুরকুরি কেটে, খাইয়ে আঁচড় দিয়ে উরুসন্ধিতে, জংঘায় হাত ঢুকিয়ে অবাধ্য বাড়াবাড়িতে মেতেছেন তিনি।

তনিকা খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠছে, কঁকিয়ে উঠছে, গুঙিয়ে উঠছে.. শরীর মুচড়িয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে পিতার বন্ধন থেকে, কিন্তু সবই পন্ডশ্রম।

-"বাপ্পি উফ, তোমার হাতটা কেটে ফেলে দেবো এবারে!" তনিকা রেগেমেগে নিজের দুই উরুর ফাঁক থেকে থেকে পিতার হাত ঝাপটা মেরে সরাতে চায়...

-"উম্ম.. কেন রূপসী!" বিভুকান্ত মেয়ের অপরূপ মুখে রাগের আঁচটা উপভোগ করতে করতে আহ্লাদে হেসে ওঠেন "খেলো না একটু বাপ্পির সাথে!" তনিকার নির্লোম, উত্তপ্ত যোনিস্থলটি পুরোটাই থাবায় চেপে ধরেছেন তিনি, কচলাচ্ছেন।

-"এর নাম খেলা?" তনিকা চেপে ধরেছে দুই উরু দিয়ে পিতার অশালীন হাত "অসভ্য কোথাকার!"

-"উম্ম" মেয়ের ঘাড়ের কাছে নাক নিয়ে এসে সেখানকার সুগন্ধ নিতে নিতে বিভুকান্ত এবার ওর যোনি চটকাতে চটকাতে নিজের তর্জনীটি দিয়ে ওর যোনির নরম দুটি পাপড়ির মতো বিভাজিকা আলাদা করে ওর পিচ্ছিল উত্তপ্ত যোনিছিদ্রটি খুঁজে নিয়ে তর্জনীটি তার ভিতরে আমূল প্রবেশ করিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে টের পান তাঁর অনধিকার প্রবেশকারী আঙ্গুলটির চারপাশে তনিকার শুষ্ক যোনিপেশীর মরণফাঁদের মতো কামড়ে ধরা...

-"আঁআআআউচ্চ!" তনিকা কঁকিয়ে ওঠে জোরে, চিবুক ঠেলে, ঠোঁট কামড়িয়ে ওঠে এমন আকস্মিক প্রবেশের আক্রমনে।

-"এই তো মনা, ঢুকে গেছে। আর চিন্তা নেই!" বিভুকান্ত কন্যার গালে একটি চুমু দেন। তিনি এবার ওর যোনির ভিতরে প্রবিষ্ট আঙ্গুলটি সেই আঁটো, উত্তপ্ত পরিসরে ঢোকা-বের করে চালনা করতে শুরু করেন।

-"উফফ.. কি হচ্ছে টা কি! কি জ্বালাও তুমি না!" তনিকা গুমরিয়ে উঠে শরীর ঠেলে ওঠে অসন্তোষে, যৌনাঙ্গ থেকে নিজের নরম দুটি হাত দিয়ে পিতার হাত সরাবার বিফল চেষ্টা করতে করতে সে নিম্নাঙ্গ বেঁকিয়ে উঠতে থাকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায়।

-"উমমম.." মেয়ের কোমর নিবিড়ভাবে পেঁচিয়ে ধরে যোনির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করতে করতে ওর সুন্দর মুখে একটি চুমু খেয়ে হেসে বিভুকান্ত বলেন "একটা কথা কি জানিস খুকুমণি?"

-"কি?" রাগতভাবে চায় তনিকা আধো-দৃষ্টিতে পিতার দিকে। নিজের যোনির অভ্যন্তরে পিতার মোটা আঙ্গুলের যাতায়াত বন্ধ করার প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে নিজের এমতবস্থা কতকটা মেনে নিয়েই।

-“উমমম..” তনিকার যোনির শুস্ক, উত্তপ্ত অভ্যন্তর কিছুটা আর্দ্রতালাভ করেছে। সেই সম্পৃক্ত অলিন্দের মধ্যে তর্জনী ঠাসতে ঠাসতে বুড়ো আঙুল গিয়ে ওর যোনির এখন অর্ধস্ফিত ভগাঙ্কুর ও বাকি সমস্ত নরম পাঁউরুটির মতো অঞ্চল ডলতে ডলতে ওর লাল দুটি ঠোঁটের পাশে একটা চুমু খেয়ে বিভুকান্ত বলেন

“তোকে সকালের এই আলোয় আরও যেন বেশি বেশি সুন্দরী লাগে!”

-“উম তা তো বলবেই!” তনিকা নিষ্প্রভ উষ্মায় গুমরে ওঠে। যদিও সে তার দুহাত দিয়ে বাধা-প্রধান বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও তার নিম্নাঙ্গ সমানে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে পিতার একনাগারে কর্মরত হাতের তলায়.. ওর সমতল উদরের পেশী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে উঠছে স্বতস্ফুর্তভাবেই...

-“হুহু..” সপ্রসন্ন হেসে বিভুকান্ত তাকান মেয়ের মুখের দিকে, ওর কাঁধে এসে লুটিয়ে পড়া ঘন কালো চুলের দিকে তারপর ওর বুকের উপর দুই অহংকারী, অভিমানী স্তনের উপর। স্তনের দুটি বোঁটা শক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর পূর্বকৃত অত্যাচারসমূহের ফলস্বরূপ। তিনি মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে চুম্বন করেন, গলার কাছে নামিয়ে ঘষেন্..

-“উম্স্হ..” তনিকা কাতরে ওঠে “সুরসুরি লাগছে!”

-“উমমম..” বিভুকান্ত এবার মেয়ের বুকের উপর মুখ নামিয়ে আনেন। মুখ দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকেন ওর বুকের উপর দুটি সুগঠিত, দানাবাধা ফল নিয়ে। ঘষাঘষি করতে থাকেন নিজের শশ্রুগুম্ফযুক্ত মুখ তনিকার দুটি নরম তুলতুলে, দুধে আলতা নগ্ন স্তনের উপর। তাঁর হাত এখনো অবাধ্য ভাবে খেলছে ওর যোনি নিয়ে একইভাবে।

-“উম্ম.. উফ .. আহ” তনিকা অস্থির হয়ে পড়ে পিতার এই যৌথ আক্রমনে। বুঝতে পারেনা সে নিজের এই উলঙ্গ আঠেরো বছরের শরীরটি নিয়ে কি করে সে এই ভোগলিপ্সু কুম্ভীরের থেকে মুক্তিলাভ করবে...

-“ঔম.. উহম্ম..” বিভুকান্ত এবার তনিকার স্তনদুটি পালা করে চুষতে শুরু করেন একের পর এক। একেকটি স্তন বৃন্তসহ মুখে নিয়ে নিবিড় শোষণ করেন আরামে গভীর শব্দ করতে করতে ..

-“উফ..” তনিকা এক আনুপূর্বিক অস্বস্তিতে শরীর মুচড়িয়ে ডানকাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে গুমরে ওঠে, তারপর আবদারের মতো করে বলে “বাপ্পি, প্রত্যেকদিন বাড়ির মধ্যে এই একই রকম বসে থাকা একঘেঁয়ে লাগে!”

-“হমম..” মেয়ের উত্তপ্ত যোনির গহিনে অস্থির আঙুল, মুখ ভর্তি ওর টাটকা নরম, প্রগল্ভা স্তন নিয়ে বিভুকান্ত গভীর আশ্লেষে গুমরে ওঠেন ওর কথা শুনে। ওর উগ্র স্তন থেকে মুখ তুলে ওর চিবুকে কামড় বসিয়ে ওর যোনির যতটা গভীরে পারেন তর্জনীটি সেঁধিয়ে দিয়ে ঘরঘর করে বলে ওঠেন “সারাদিন বাড়িতে আঠারো বছরের একটা অসম্ভব সুন্দরী ন্যাংটো মেয়ে খেলা করতে নিয়ে কেউ, কোনদিন একঘেঁয়ে বোধ করে না!”

-“আঃ..” কথা বলার সময় পিতার উত্তপ্ত শ্বাসের ছোঁয়ায় কাতরে ওঠে তনিকা নগ্ন শরীর নিয়ে। রেগে উঠে সে এবার তার ডানহাত দিয়ে তার উরুদুটির মধ্যে ঠাসা, যোনি নিয়ে অসভ্যতা করতে রত পিতার রোমশ হাতটি খামচে ধরে নোখ বসিয়ে দিয়ে বলে “তুমি শুধু তোমার কথা ভাববে তাই না? আমার কথা ভাববে না একবারও? তাই না?”

-“আচ্ছা ঠিক আছে।” বিভুকান্ত এবার দুহিতার দুটি স্তনবৃন্তে চুমু খেয়ে ওর গলা বেয়ে উঠে ওর ঠোঁটে সশব্দে একটি চুমু বসিয়ে বলেন “কি চাও আজ তুমি? বাপ্পি শুনবে বায়না!”

-“উম, আজকে আমাদের বাগানটা আমি ঘুরতে যাবো!” তনিকা আবদার করে।

-“ঠিক হ্যায়!” বিভুকান্ত তনিকার যোনির গভীরে সাঁটা তর্জনী নাড়াতে নাড়াতে সেখানকার নরম, নমনীয় দেয়ালে মোচড় দিতে দিতে বলেন “তবে ন্যাংটো হয়েই যেতে হবে, তা মাথায় থাকে যেন।”

-“ধ্যত, তা হয় নাকি!” তনিকা প্রতিবাদ করে “ওখানে লোক কাজ করে না?”

-“উম্ম আজ সবাইকে আসতে মানা করে দেবো রূপসী! ও নিয়ে ভেবো না! ত্রিসীমানায় কেউ থাকবে না... শুধু তুমি.... আর আমি!”

-“ধ্যত! তা হয় না! অমন খোলা জায়গায়... আমি পারবো না!” তনিকার লজ্জায় মুখ লাল হতে শুরু করেছে, বিভুকান্ত অনুভব করেন তাঁর তর্জনীর চারপাশে ওর যোনির পেশীও কেমন যেন লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরে সেটির গভীরে ঢোকানো ওঁর মোটা শক্ত আঙ্গুলটি..

-“উমমমম হাহা..” বিভুকান্ত কন্যার নাকে নাক ঘষতে ঘষতে হেসে ওঠেন “আচ্ছা ঠিকআছে তোমাকে আমি জামা পরতে দিতে পারি বাইরে, তবে একটি শর্তে!”

-“কি?”

-“উম্ম.. আমরা একটা খেলা খেলবো! আমি তোমাকে বাগানে নিয়ে যেতে যেতে তোমাকে নানা রকমের ফুল, গাছ প্রভৃতি দেখাবো! চিনতে পারলে সব ঠিক আছে, আর যদি চিনতে না পারো..”

তনিকা একটু তুলে তেরছা ভাবে পিতার দিকে চায়।

-“তাহলে প্রত্যেকটি ভুলের জন্য তোমার একটি একটি করে জামা খুলে দিতে হবে। ব্রা-প্যান্টিও বাদ যাবেনা!”

-“ইশশশ.. ধ্যত!” তনিকা আবার মুখ নামায়। নিম্নাঙ্গ মুচড়িয়ে ওঠে পিতার হাতের বিরুদ্ধে।

-“উম, এটাই আমার শর্ত.. কোনো এদিক ওদিক নেই!” তনিকার যোনির ভিতর থেমে থাকা তর্জনী আবার চালনা করতে শুরু করেন বিভুকান্ত।

-“বাপ্পি তুমি জানো আমি ভালো গাছপালা চিনি না, ইশ কি দুষ্টু তুমি!” তনিকা নিজের গোপনাঙ্গের গভীরে পিতার খসখসে মোটা আঙ্গুলের পুনরায় নিয়মিত সঞ্চালনের লয়ে অসহায়ভাবে কাতরিয়ে উঠতে উঠতে বলে।

-“উম, তুমি বাইরে যেতে চেয়েছিলে খুকি! আমি না!” বিভুকান্ত কন্যার নরম গালে নাক ঘষেন্। ওর যোনিতে অঙ্গুলিমেহনের গতি বাড়ান। তনিকার যোনির ভিতরটা এখন রসলিপ্ত হয়ে পুরোপুরি পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। পচ-পচ আওয়াজ হচ্ছে তাঁর আঙ্গুল মৈথুনের গতির সাথে সাথে।

-“উফ... আঃ.. আচ্ছা ঠিক আছে! অসভ্য কোথাকার!” তনিকা গুমরে ওঠে অস্থির নিম্নাঙ্গ নিয়ে। তার উরু কাঁপতে শুরু করেছে এবার।

-“আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে! আমরা ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে নিই.. তারপর সেজেগুজে যাওয়া যাবে!” বিভুকান্ত মেয়ের ঠোঁটে ও নাকে পরপর দুটো চুমু খান। তারপর ওর যোনি থেকে হাত খুলতে যেতেই তনিকা ঝট করে খামচে ধরে পিতার হাত, যোনিতে চেপে রাখে।

-“উম্ম.. খুকুমনির দেখছি আরাম লেগে গেছে!” হেসে ওঠেন বিভুকান্ত। তারপর আবার মেয়ের কাছ ঘেঁষে এসে জোরে জোরে আঙুল ঠাসতে থাকেন ওর যোনির মধ্যে।

-“হাআঃ..আহঃ..” তনিকা চোখ বুজে ঠোঁট কামড়ে শীৎকার করে ওঠে। তার সমস্ত নগ্ন শরীর ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে,.. যোনিতে আগুন জ্বালাতে থাকা পিতার লোমশ হাতটি সে নিজের দুহাতে চেপে ধরে,... তার সারা দেহ মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে ছটফটিয়ে উঠতে থাকে....

-“হম্ম্হ.. আঃ.., তুমি কি অসভ্য! আহ.. উমমমমম...”

-“উম জানি তো!”

-“আঃ.. ইশশ.. উম্মঃ..” তনিকা শরীর টানটান করে ঠেলে ওঠে, পিতার পানে চায় দুটি লাল টকটকে ফোলা ঠোঁট নিয়ে..

-“উম্ম্হ” কন্যার চোখের ভাষা পড়ে তিনি অপর হাতে আবার ওর নগ্ন শরীর পেঁচিয়ে ধরেন জোরে। ওর ঠোঁটদুটি মুখে পুরে নিয়ে কামড় দেন.. আঙ্গুলের গতি আরও বাড়ান..

-“আঁহহ..” তনিকা গুমরে উঠে নিজের ঠোঁট ছাড়িয়ে পিতার গলার কাছে কামড় বসায় খিপ্ত বাঘিনীর মতো। অপূর্ব নানা ভঙ্গিমায় তার নগ্ন শরীর বেঁকেচুরে যাচ্ছে পিতার বাহুডোরে... পিতার হাতের তলায় তার নিম্নাঙ্গ ওঁর অঙ্গুলিসঞ্চালনের গতির সাথে পাল্লা দিতে দিতে একই লয়ে অস্থির আবহে ওঠানামা করছে..

“ঢং ঢং ঢং... “ সশব্দে দেয়ালঘড়িতে সকাল আটটার ঘন্টা বেজে ওঠে।

জমিদারবাড়ির বাইরে তখন নানা পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়েছে। দূরে রাস্তায় শুরু হয়েছে জনসংযোগ। রাস্তার ধারে, সকালের শুরুতেই মুখে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে একটি শ্রমিক তার লুঙ্গি

দুপায়ের ফাঁকে গুটিয়ে রেখে টিউবওয়েল থেকে বালতিতে ভর্তি করছে জল। জমিদারবাড়ি থেকে ভেসে আসা ক্ষীন ঘন্টার শব্দে সচকিত হয়ে সে তার হাতের গতি বাড়ায়।

প্রাতঃরাশ ও স্নানের আরো বেশ কিছুক্ষণ পর বিভুকান্ত একই কালোর উপর সোনালী জরি দেওয়া জমকালো পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা পরে নীচে নামতেই দেখেন সদর দরজার সামনে তনিকা একটি গোলাপী ব্লাউজ ও মেরুন রঙের স্কার্ট পরে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। আবার যেন নতুন্ করে মুগ্ধ হবার পালা বিভুকান্তের। প্রথমত গত দুদিন কন্যাকে একনাগারে নগ্ন দেখার পর এখন পোশাক পরিহিতা অবস্থায় অন্যরকম লাগছে... আর ওর বাছা এই বিশেষ পোশাকটিতে ওকে একদম বাচ্চা মেয়ের মতো লাগছে। শুধু শরীরের অত্যন্ত আকর্ষনীয়, সুডৌল ভাঁজ গুলো যদি উপেক্ষা করা যায়, তাহলে। আর দুদিকে দুটি মাঝারি আকৃতির বিনুনি করে সেই শিশুসুলভ ভঙ্গি আরো বেড়ে উঠেছে ওর।

সিঁড়ি দিয়ে রাশভারী কদমে পিতাকে নামতে দেখেই সে মিষ্টি হেসে সামান্য লাফিয়ে উঠে হাত নাড়ে..

বিভুকান্ত ওর কাছে এসে প্রথমেই ওর দুটি বিনুনি দুহাতে ধরে টান দিয়ে বলেন “খুব মিষ্টি লাগছে...” তারপর ওঁর দৃষ্টি নামে গোলাপী ব্লাউজে খাড়া খাড়া হয়ে উঁচিয়ে ওঠা দুটি স্তনের উপর “আর সুন্দরীও লাগছে!”

-“উম, অনেক হয়েছে” তনিকা তার সুন্দর মুখে অল্প উষ্মা ফুটিয়ে চোখ পাকায় “চলো তো এখন!”

-“হ্যাঁ, চলো।” হেসে বিভুকান্ত কন্যার সংক্ষিপ্ত কোমরে হাত রাখেন। আরেকবার দেখেন লোভী দৃষ্টিতে তনিকার অহংকারী দুটি স্তন। ওর কোমর, নিতম্ব বেয়ে তাঁর দৃষ্টি নামে.... ভেবে রোমাঞ্চিত হন তিনি কিভাবে আজ আমের খোসা ছাড়াবার মতো তিনি একটি একটি করে ওর বস্ত্র উন্মোচন করবেন!

বাগানের মধ্যে এসে মুগ্ধ হয়ে যায় তনিকা। বেশ কয়েকবছর এই বাড়িতে আসা সত্ত্বেও সে কোনদিন এইভাবে এত কাছ থেকে জমিদারবাড়ির এই বিখ্যাত বাগানটি দেখেনি। সে শুনেছে মাঝে মাঝেই নাকি দূর-দূরান্ত থেকে নানা পর্যটক মাঝে মাঝে এইখানে ভ্রমন করতে আসেন। তবে পূর্ব-অনুমতি যোগার না করলে এখানে কারোরই ঢোকার ক্ষমতা নেই। সেই দিক থেকে যেন এই স্থানটি এক দুর্গম জঙ্গলের মতো। এর আগে প্রতিদিন কিছুটা তাচ্ছিল্য নিয়েই মারুতি গাড়ি করে কলেজ যাবার পথে তনিকা তাকিয়ে দেখে যেত একবার করে বাগানটি। এবং অন্তত কুড়ি-জন মালিকে নানাভাবে বাগানটিকে শুশ্রুষার কাজ চালিয়ে যেতে দেখত। কিন্তু আজ বিভুকান্তের আদেশে শুধু তনিকারই ইচ্ছায় তিনি একদম নির্জন করে দিয়েছেন বাগানটি। সত্যিই ত্রিসীমানায় কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না আজ। হয়তো এই একদিন দুর্লভ ছুটি পেয়ে সব কর্মচারী আজ বাড়িতে আরামের বিশ্রামের দিন যাপন করছে প্রিয়জনেদের সাথে।

সুবিস্তৃত এই অপরিমিত ফুলের বর্ণসম্ভারে রঙিন, উঁচু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে লুকোচুরি খেলতে থাকা সূর্যালোকের বাহারি ছায়া-আলোয় সজ্জিত, বিশাল এই বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি দেওয়া পথ দিয়ে পিতার পাশে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে যেন রাজকন্যার মতো লাগে তনিকার.. ফুলে-ফলে সম্ভারে ও সৌরভে সুমিষ্ট বাতাস সে সমস্ত অন্তর ভরে টেনে নেয়..

বাগানের প্রথমে দু-ধরে নানারকম পাতাবাহার গাছের সমারোহ। ফুল ফোটেনা এসব মাঝারি আকৃতির গাছগুলিতে। কিন্তু নাম তাদের সার্থক। পাতার এই অসম্ভব মনোরঞ্জনকারী কারুকার্য যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়, তনিকা যেন শিশুর বিস্ময়ে দেখে নিতে থাকে তাদের প্রত্যেকটি পাতা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বিভুকান্ত ওকে সময় দেন। ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করেন্ ওর সাথে যতক্ষণ ওর কৌতূহল মেটে।

হাঁটতে হাঁটতে এবার তারা দুজনে এসে পরেন দু-পাশে ফুলগাছের বর্নাঢ্য সমৃদ্ধির মাঝে।

-"হমম... বলত রূপসী, ওই ফুলগুলো কে কি বলে?" তিনি আঙুল তুলে দেখান তাঁদের ডানদিকে অপূর্ব সুন্দর লাল ও গোলাপী ফুলে ফুলে ঢেকে থাকা গাছের দিকে...

তনিকা প্রথমেই সচকিত হয় ভয় পাওয়া স্কুলছাত্রীর মতো তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া পিতার প্রথম প্রশ্নে। কিন্তু পিতার অঙ্গুলি নির্দেশ করা দিকে তাকিয়েই তার ভয় উবে যায় "ওগুলো, রডোডেনড্রন বাপ্পি! সবাই জানে..!"

-"ঠিক বলেছ!" বিভুকান্ত মেয়ের বিনুণীতে একটি টান দেন।

-"হিহি.." সাফল্যের আনন্দে একটু হেসে ওঠে তনিকা। আবার চলতে থাকেন তাঁরা। তনিকার একটু ভয় মনের কোনে মেঘ করে থাকে পরের প্রশ্নের সম্ভাব্যতা নিয়ে, কিন্তু সে সেই নিয়ে নিজের মনকে ভাবতে না দিয়ে দুচোখ ভরে তার দুধারে অপূর্ব ফুলের শোভা দেখতে থাকে। চারিপাশে অজস্র পাখির কিচিরমিচির শব্দে যেন কান পাতাই দায়!

কিছুটা দূর এগোতেই শুরু হয় নানা রঙের গোলাপের শোভা। তনিকা পিতার দিকে আড়চোখে তাকাতে থাকে হলুদ, লাল, সাদা নানা গোলাপের হাওয়ায় দুলে দুলে ওঠা দেখতে দেখতে। কিন্ত তিনি কোনো প্রশ্নই করেন না এই সময়ে। তনিকা মাঝে মাঝে মুখ ঝুঁকিয়ে গোলাপগুলির সুমিষ্ট ঘ্রাণ নিতে থাকে।

নানাবিধ ফুলের মন অবশ করে দেওয়া শোভায় যেন বিমোহিত স্তাবকের মতো চলতে থাকে তনিকা। সে কি করে এতদিন না জেনে থাকলো নিজের বাড়ির পাশেই এত সুন্দর একটি জায়গার অস্তিত্বের মাহাত্ম্যের কথা?

-"উম, বলো দেখি সোনা, এই ফুল গুলো কি?"

হঠাতই পিতার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে তনিকা। তিনি দেখছেন তাদের বাঁদিকে রাস্তার ধরে নিচু ঝোপের মতো গাছে ফুটে থাকা সুন্দর কমলা, গোলাপী ও সাদা রঙের ফুলগুলির দিকে।

ফুলগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হলেও একই সাথে তনিকার মাথায় যেন বাজ পড়ে!

-"এ.. এগুলো.."

-"মনে রাখবে, না বলতে পারলে একটা, আর ভুল বললে ডাবল পেনাল্টি!"

-"এই নিয়ম আবার কখন হলো?" তনিকা রুস্ত হয়ে চায় পিতার দিকে।

-"এক্ষুনি সোনামণি!" হেসে বিভুকান্ত ওর বিনুনি নেড়ে দেন।

তনিকা ঠোঁট কামড়ে ধরে... তারপর অসহায় ভাবে পিতার দিকে তাকিয়ে একবার ক্ষীন মিনতি করে ওঠে "বাপ্পি, প্লিইজ!.."

-"না!' বিভুকান্তের কণ্ঠস্বর দৃঢ়; "নিয়মের এদিক ওদিক জমিদারমহলে হয়নি, হবেও না! টপটা খুলে ফেল সুন্দরী!"

তনিকা শ্বাস ফেলে। তারপর নিজের পেছনে দুহাত পাঠিয়ে চেন নামিয়ে দেয়, দু-হাতা দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে ফেলে ব্লাউজ।

বিভুকান্ত লোভে সিক্ত দৃষ্টিতে দেখেন ওর হালকা গোলাপী রঙের ব্রা কিভাবে ওর বুকের নরম, সুডৌল দুটি ফলকে ধরে রেখেছে। খোলা আলোর মধ্যে ওকে আরও ফর্সা লাগছে! যেন আলো সোনা হয়ে গলে পড়ছে ওর মসৃণ পেলব ত্বক নেয়ে...

-"কি এই ফুলগুলো? এবার তো বলো?" তনিকা ঠোঁট ফুলিয়ে তাকায় পিতাকে তার পরিত্যক্ত ব্লাউজটি দিতে দিতে।

-"এগুলো বালসাম। ক্যামেলিয়া বালসাম।"

-"জীবনে কেউ কোনদিন নাম শোনেনি!" তনিকা উষ্মাসহকারে বলে ওঠে।

মেয়েকে নিয়ে বিভুকান্ত আবার হাঁটতে শুরু করেন। হেসে বলেন "কিন্তু গন্ধ শুঁকেছে অনেক, হাহা..!"

কিছুদূর গিয়ে তাঁরা আস্তে আস্তে ঢুকে পরতে থাকেন লম্বা - মাঝারি গাছেদের রাজত্বের মধ্যে। তাদের আকাশে ছাউনি দেওয়া পাতাসমূহের ফাঁক দিয়ে এসে একেকটি সূর্যরশ্মি যেন বিঁধে যাচ্ছে চোখের মধ্যে মাথা উঁচু করে তাকালে।

একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পরেন বিভুকান্ত। ডানদিকে মাটির উপর সুন্দর ভাবে সাজানো লম্বা লম্বা পাতা-ওলা ছোট ছোট গাছের ঝার। তাদের মধ্য দিয়ে যেন আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে ফুটে আছে অনেকগুলি বেগুনি, গোলাপী, হালকা গোলাপী রঙের নজরকারা ফুলের দল। তাদের দিকে নির্দেশ করে ওঠেন তিনি।

তনিকা মুশকিলে পড়ে। তার মনে হচ্ছে এক দিক থেকে তাকালে ফুলগুলি কেমন যেন অর্ধস্ফুট গোলাপের মতো। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে অন্যরকম লাগছে... গোলাপ নিয়ে তার খুব সন্দেহ আছে ফুলগুলির অমন গলা উঁচিয়ে ফুলে ওঠার ধরণ দেখে। তার উপর ডাবল পেনাল্টির ভয়ে সে কথা বলতেই ভরসা পাচ্ছে না.. সে ঠোঁট উল্টিয়ে পিতার দিকে তাকায়।

-"এই যাঃ.. এটা তুই বলতে পারবি! চেষ্টা কর! খুব বিখ্যাত ফুল!" বিভুকান্ত খোঁচান ওকে।

-"উম..." তনিকার ভ্রু-জোড়া বেঁকে ওঠে বিরম্বনায়,... কোনো অন্য প্রজাতির গোলাপ কি? কিন্তু... নাহ... গোলাপের পাতা অমন হয় না। তাছাড়া ডালগুলিতে কাঁটা কই? আর এত সহজ ধরবেনও না বিভুকান্ত।

শেষমেষ সে হাল ছেড়ে দিয়ে তাকায় অসহায় দৃষ্টি নিয়ে আবার পিতার পানে;

-"উম, ব্রা-টি খুলে ফেলো সুন্দরী!" বিভুকান্ত হেসে বলেন।

তনিকা বুঝে গেছে যে কাকুতি-মিনতিতে কোনো লাভ নেই। বাধ্য হয়ে সে ব্রায়ের হুক খুলে ফেলে.. অত্যন্ত দ্বিধা সহকারে স্তনযুগল থেকে সেটি সরিয়ে পিতাকে দেয় ওর দিকে না তাকিয়েই। একহাত দিয়ে ঢেকে রাখে নিজের দুটি বহুমূল্যবান বক্ষসম্পদ!

-"উঁহুঃ.." বিভুকান্ত মাথা নাড়েন।

তনিকা হাত সরিয়ে পিতার লোলুপ দৃষ্টিতে দগ্ধ হতে দেয় তার নগ্ন স্তনযুগল। গত দুদিন ধরে, এবং আজও কিছুক্ষণ আগে অবধিও সে তার সমূহ নগ্নতা নিয়েই তাঁর সামনে ছিল, অথচ এখন তার মনে হচ্ছে যেন জীবনে প্রথম এক পুরুষের সামনে সে নিজের দুটি পয়োধর অনাবৃত করলো। শুধু বিভুকান্ত নয়, তার মনে হয় ওই বিশাল জমিদারবাড়ি, বাগানের সমস্ত গাছ, ফুল, ফল. পাখি, মৌমাছি, প্রজাপতি... সকলে যেন গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে তার বুকের উপর মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বেতধবল দুটি স্তনকে! বাগানের খোলা হাওয়ায় অনাবৃত স্তনে স্পর্শ লেগে যেন তনিকার দুটি স্তনবৃন্ত নিমেষের মধ্যে শক্ত হতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ দু-চোখ ভরে বাগানের শোভার উপর্যুপরি কন্যার নগ্ন স্তনশোভা পান করে নিয়ে আবার ওর কোমরে হাত রাখেন বিভুকান্ত "উম, বলতে পরনে না ফুলরানী? এগুলোকে বলে টিউলিপ ফুল!"

-"ইশ!" তনিকা ঠোঁট কামড়ে ওঠে নিজের অপারগতার হতাশায়। কত উপন্যাসে, কত ছবিতে, কত সিনেমায় এই টিউলিপ ফুল বারবার উঠে এসেছে... অথচ এখন সে চিনতেই পারলো না! মুখ নামিয়ে রেখেই সে পিতার পাশাপাশি আবার হাঁটতে শুরু করে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তার খোলা স্তন দুটি কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

-"উম্ম.." হাঁটতে হাঁটতে আদর করে মেয়ের কাঁধ জড়িয়ে ওকে নিজের গায়ে ঘেঁষে নেন বিভুকান্ত: "রাগ করে না রূপসী, খেলাধুলায় তো হারজিত থাকবেই!"

-“হ্যাঁ এখানে শুধু আমার হার আর তোমার জিত! খুব মজা না!” তনিকা গুমরে ওঠে।

-“হাহাহাহা..” অট্টহাস্য হেসে ওঠেন বিভুকান্ত।

ক্রমশ দু-জনে ঢুকে পড়েন দু-পাশে গাছেদের ভিড়ের মধ্যে। দু-পাশের আমগাছের ঘন সারি ফেলে আসার পর একটি লম্বা, পাতা ঝিরঝিরে গাছ দেখান বিভুকান্ত। গাছটির অনেক উঁচু থেকে শুরু হয়ে অনেক তলা অবধি শাখা নেমে এসেছে। প্রত্যেকটি পাতা যেন চিকচিক করছে রৌদ্রালোকে।

-“এটা আমি জানি! তন্নি এই গাছটা থেকে একদিন কুল চুরি করে এনেছিল, আমরা আচার বানিয়ে খেয়েছিলাম! এটা কুল গাছ!” তনিকা উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে।

-“বাঃ!” বিভুকান্ত খুশি হন নগ্নস্তনী কন্যার কথায়, ওর পিঠ আলতো করে চাপড়ে দেন।

-“হিহি!” তনিকা হেসে ওঠে মুখ উজ্জ্বল করে সাফল্যের প্রভায়।

-“তবে তন্নি আসলে তোমাদের দু-জনের কুল চুরি নিয়ে শাস্তি হচ্ছে!”

-“হাহা,.. তন্নি সব গাছ চেনে! ওকে আমার মতো একটুও মুরগি বানাতে পারতে না! ও গাছে উঠতেও পারে!”

-“তাই? তা তুমি তার দিদি হয়ে এত ক্যাবলা কেন? উম?” তনিকার বিনুনি ধরে টান দেন বিভুকান্ত।

-“ধ্যাত!” তনিকা বিনুনি ছাড়িয়ে নেয় জোর করে।

আরেকটু হেঁটে যাবার পর ডানদিকে পড়ে বিশাল উঁচু উঁচু সারি সারি কৌণিক মস্তকযুক্ত বড় বড় পাতার লম্বা লম্বা অনেকগুলি গাছের সারি।

-“বলে ফেলো এদেরকে কি বলে! খুব সোজা কোয়েশ্চেন!”

-“আমি জানি! এটাও আমি জানি!” তনিকা প্রায় লাফিয়ে ওঠে বাচ্চা মেয়ের মতো, খেয়াল নেই যেন তার স্তনদুটি ও সমূহ ঊর্ধ্বাঙ্গ এখন নগ্ন ও ভাস্বর.. “এগুলো হলো অশোক গাছ! তাই না?”

-“অশোক গাছ?” বিভুকান্ত এবার সত্যি সত্যি অবাক হন “কে বলেছে তোমায় এই গাছগুলো অশোক গাছ?”

তনিকার মুখ এবার শুকিয়ে আসে “ক...কেন? এগুলো অশোক গাছই তো! ডকুমেন্টারিতে দেখেছি, ইন্ডিয়া নিয়ে... এর তলায় বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল!”

-“প্রচন্ড ভুল কথা! এই ভাবে টি-ভিতে ভুল তথ্য প্রচার করে! বাঙালির মেয়ে হয়ে তুমি জানো না এগুলোকে দেবদারু গাছ বলে?”

-“দেবদারু?” তনিকা যেন আকাশ থেকে পড়ে, “দেবদারু গাছ এত বড় হয় নাকি?” আমতা আমতা করে বলে সে।

বিভুকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলে ওঠেন “ডবল পেনাল্টি! স্কার্ট আর প্যান্টি খুলে ফেলো!” তাঁর গলার স্বর এবার গম্ভীর।

তনিকা স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে স্কার্ট-টি খুলে ফেলে, প্যান্টির হেম-এ আঙুল ঢুকিয়ে নামাতে গেলে সে দ্বিধা করে ঠোঁট কামড়িয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে মিনতি করে:

“বাপ্পি প্লিজ,.. লজ্জা করছে তো!”

-“লজ্জা করছে?” বিভুকান্ত ওর দিকে তাকিয়ে নরম গরম ধমক দেন “বাঙালির মেয়ে, একটাও গাছপালা ঠিকমতো চেনো না! সেই নিয়ে তো কই একটুও লজ্জিত হতে দেখিনা? লজ্জা? নাও, লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্যান্টি খুলে দাও বাপিকে!”

তনিকা আর কিছু বলতে পারেনা। একরাশ অনিহা নিয়ে প্যান্টি খুলে দিয়ে পিতার হাতে দেয়।

-“হুম” প্রসন্ন চিত্তে এবার বাগানের মাঝে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নগ্নিকা কন্যার দাঁড়ান বিভুকান্ত। আলতো করে ওকে আলিঙ্গন করে বলেন “দেখেছো তো কত সহজে আবার তোমায় আমি সব খোসা ছাড়িয়ে দিলাম! অথচ একটু গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তোমায় হয়তো এভাবে ন্যাংটো শরীরে বাপির সাথে ঘুরতে হত না বাগানে! হাহা..”

-“উম!” তনিকা উষ্মাসহকারে পিতার বুকে কিল মারে।

বিভুকান্ত হেসে এবার হাতে ধরা তনিকার সমস্ত জামা ও অন্তর্বাস বাগানের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

-“এই! কি করলে!..” তনিকা চেঁচিয়ে ওঠে!

-“হাহা, তোমাকে আমি অনেক জামা কিনে দেবো রূপসী!”

-“বাপ্পি, ওই টপটা আমার খুব প্রিয়!” তনিকা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে ওঠে..

-“ওর থেকেও অনেক সুন্দর টপ আমি তোমায় এনে দেবো ফুলটুসি!” বিভুকান্ত চুমু খান মেয়ের ঠোঁটে মুখ নামিয়ে। তারপর উলঙ্গ তনিকাকে আবার পাশে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন।

পিতার পাশাপাশি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে তনিকার এবার এক অদ্ভূত অনুভূতি হতে থাকে। সম্পূর্ণ নগ্নতা দিয়ে সে অনুভব করছে প্রকৃতি। সেই রাত্রের মতো। তবে সেই রাত্রের অনুভূতির সাথে এই আবেশের কত ফারাক। নগ্ন ত্বকে রোদ মেখে চোখ বুজে শ্বাস নেয় তনিকা। লজ্জা ঝেরে ফেলে নিজেকে প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ মনে করে তার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে চেষ্টা করে, পাশে পিতার লোভাতুর দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই।

নিঃশব্দে তারা দুজনে আরও বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে পেরিয়ে আসেন বড় বড় গাছের সমারোহ ছাড়িয়ে। এবং সেই স্থানটি থেকে বেরিয়ে আসতেই হঠাত যেন তনিকার মনে হয় সে কোন এক রূপকথার দেশে চলে এসেছে!

তার চোখের সামনে একি রঙের মেলা বসেছে?

রেলিং দিয়ে ঘেরা বিশাল বিশাল দুটি কক্ষ। আর সেই দুই প্রকোষ্ঠ ছাপিয়ে উঠেছে একশো রঙের বাহার নিয়ে ফুলের পর ফুলে ভরা গাছেরা! ফুলের গায়ে ঢলে পড়ছে ফুল, ফুলের কোলে ফুল, ফুলের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আরো ফুলের কুঁড়ি.. বড় বড় লম্বা সুঁচালো পাতা তাদের ধরে রেখেছে সূর্যের আবদার... আভায় আলোকিত তারা!

তনিকা আত্মহারা হয়ে পড়ে এমন মন অবশ করে দেওয়া সৌন্দর্য্যে। ভুলে যায় একটু আগে তার বিবস্ত্র হবার অপদস্থতা, নগ্নতার আরষ্টতা... সমস্ত শরীর যেন তার পিপাসার্ত পথিকের মতো জলস্পর্শে ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে ছুঁতে চায় ওই চোখ জুরানো, মন মাতাল করা শোভাকে!..

-"বাপ্পি! অর্কিড! এত অর্কিড!" তনিকা রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে।

বিভুকান্ত যারপরনাই আহ্লাদিত হন মেয়ের তাঁর অর্কিড সংগ্রহ দেখে উত্তেজনায়। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করতে দিয়ে তিনি বলে ওঠেন "হুম, এই হচ্ছে আমার বাগানের বিখ্যাত অর্কিড নার্সারী। এর টানেই বছরে অন্তত দশ-বারো জন বিশেষজ্ঞ ও কয়েকশো পর্যটক ছুটে আসে এখানে। কিন্তু ঢুকতে পারে মাত্র দুতিন জন!"

তনিকার কানে পিতার কথা কিছু ঢুকছিলো কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। সে যেন একটি পাখি হয়ে গেছিল। রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়া নানা বাহারি অর্কিডের ফুলের সাথে যেন কোন নিজের ভাষায় কথা বলে উঠছিলো মেয়েটি। এ রেলিং থেকে ও রেলিং ছুটে ছুটে গিয়ে দেখছে ফুলেদের... হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছে,.. খেলা করছে... বিভুকান্ত অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে নিজের নগ্নতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অষ্টাদশী মেয়েটি আত্মহারা হয়ে উঠেছে।...

একটি রঙিন প্রজাপতি অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরঘুর করছিল তনিকার দেহটি ঘিরে,.. এবার সেটি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে বসে ওর বামস্তনের বোঁটার ঠিক উপরে।

-"হিহিহিহি.." তনিকা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে "বাপ্পি, দেখো!"

বিভুকান্ত তা দেখে চমৎকৃত হয়ে পা টিপে টিপে এসে ঝুঁকে পড়েন কন্যার স্তনের উপর,.. বামস্তনের সূচাগ্র বৃন্তের ঠিক ডগায় বসে আছে ডানা মেলে অপরূপ সুন্দর প্রজাপতিটি। ডানায় লাল ও হলুদ ফুটকি। পাখাদুটি তিরতির করে কাঁপছে... তিনি এবার অত্যন্ত সাবধানে ধরতে যেতেই ডানা ঝাপটিয়ে উঠে উড়ে পালায় প্রজাপতিটি।

-"হাহাহা.." তনিকা আবার জোরে হেসে ওঠে।

-“উমমম” বিভুকান্ত এবার অমন ঝুঁকে পড়া অবস্থাতেই উলঙ্গ তনিকাকে জড়িয়ে ধরেন দুই বাহুতে সবলে “উম প্রজাপতিরা মধু রেখে যায়! এখন আমি মধু চুষে চুষে খাবো! উম্মম্মম্ম..” বলতে বলতে তিনি মুখ বসিয়ে দেন ওর বামস্তনের উপর বৃন্তসহ কিছুটা অংশ মুখে পুরে শোষণ করতে থাকেন নিবিড়ভাবে... “অহমমম”

-“এই,.. আঃ.. কি হচ্ছে! ইশ! এই..” তনিকা ছটফটিয়ে ওঠে পিতার দৃঢ় আলিঙ্গনে।

-“ঔম্ম..অম্ম্হ” তনিকাকে অমনভাবে জাপটে ধরে রেখে ওর বুকের ফর্সা গ্রন্থিদুটি পালা করে মৌখিক আক্রমন করেন বিভুকান্ত। মুখে পুরে পুরে ভক্ষণ করতে থাকেন নগ্ন স্তনজোড়া গভীরভাবে। আদূরে আওয়াজ করতে করতে। যেন গব-গব করে খাচ্ছেন সেদুটিকে...

-“আঃ বাপি,..কি পাগলাম শুরু করেছো! উফ..” তার বুকের ফর্সা দুটি গ্রন্থি নিয়ে পিতার এহেন ছেলেমানুষিতে ওঁর বাহুবন্ধনে কাতরে ওঠে তনিকা। কি যেন রাক্ষুসে ক্ষিদা ওঁর!..

কিছুক্ষণ এমন ভাবে দুহিতার স্তনসুধা পান করার পর বিভুকান্ত মুখ তুলে ওর ঠোঁটে চুমু খান “উম, খুব মিষ্টি খেতে!”

-“ধ্যত!” তনিকা পিতার নাক মুলে দেয়। দেখে সে তার দুটি স্তনের বৃন্তের চারপাশ পিতার লালে ভিজে চকচকে হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে নিয়ে কিছু করার নেই তার এখন।

-“এই হলো আসল অশোক গাছ! ভালো করে দেখে নাও!” বিভুকান্ত বলে ওঠেন কন্যাকে।

তনিকা তাকিয়ে দেখে গাছটিকে। কোনো মিল পাচ্ছে না সে দেবদারুর সাথে। শ্বাস ফেলে সে চোখ নামায় সে আবার।

আর কয়েকপা হেঁটেই বিভুকান্ত মেয়েকে নিয়ে এসে পড়েন একটি খোলা জায়গায়। জায়গাটির মাঝে একটি বড়, মোটা বট গাছ। অস্যংখ্য ঝুরি নেমে এসেছে তলায়, মাটিতে এসে মিশেছে। একবুক প্রাচীন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেন একা দাঁড়িয়ে আছে মহাবৃক্ষটি। গাছটির সামনে পাতার ছাউনির ছায়ায় একটি বিশাল বড় শ্বেতপাথরের বেদী। তার উপর জমা হয়েছে ঝরা পাতার বিক্ষিপ্ত দল।

তনিকাকে নিয়ে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হন বিভুকান্ত। হাত দিয়ে পাতা সরিয়ে ফাঁকা করেন জায়গাটি।

-“বাপ্পি, বাগানে আর কিছু দেখার নেই এরপর?” তনিকা শুধায়।

-“না মামণি!”

-“তাহলে আমরা এখানে কি করবো? ফিরে চলো আবার!”

-“ফিরে তো যাবই সোনা। তার আগে চলো না আমরা একটা খেলা খেলি!”

-“আবার খেলা?”

-“উম, এই খেলায় তুমি হবে ফুলরানী!”

-“আর তুমি?”

-“আমি?” বিভুকান্ত হেসে তনিকার একটি ফর্সা হাত ধরেন। বেদীর উপর বসে পড়ে ওর হাত ধরে টান দেন

“আমি হবো মৌমাছি!”

তনিকা চোখ সরিয়ে নেয়, সেই মুহূর্তে সে পিতার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলো না। রৌদ্রের কিরণ ছাপিয়ে সে দুটি যেন আরো জ্বলজ্বল করছে কি এক অপ্রশমিত কামবাসনার আকাঙ্খায়। সে পিতার হাতের টানে আস্তে আস্তে উঠে আসে বেদীর উপর নিজের সমূহ নগ্নতা নিয়ে।

-“হমমমম” মেয়ের নগ্ন শরীরটা ধীরে ধীরে বেদীর উপর চিত্ করে শুইয়ে দিতে দিতে বিভুকান্ত বলেন:

-“এবার হচ্ছে তোমার ফুলরানী সাজানো!..” বলতে বলতে তিনি প্রায় ম্যাজিকের মতো নিজের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে দুটি হলুদ অর্কিডের ফুল বার করেন।

-“উম্হ্.” তনিকা বেদীর উপর নগ্ন শরীর নিয়ে শায়িতা অবস্থায় একটু কাতরিয়ে ওঠে। বেদীর ঠান্ডা পাথুরে স্পর্শে তার গায়ে সামান্য কাঁটা লাগছে....

বিভুকান্ত এবার ঝুঁকে পড়ে তনিকার ডানকানের উপরের খাঁজটিতে একটি অর্কিড ফুল গুঁজে দেন -“উম্ম.. একটু হাসো?”

তনিকা সামান্য হেসে ওঠে। তার রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছে কেমন একটা সারা শরীর ও মন জুড়ে... সম্পূর্ণ অবারিত স্থানে বটের ছায়ায় অনাবৃত শরীরে...

-“উম, মিষ্টি সোনা, পা দুটো একটু ফাঁক করো!”

তনিকার আবেশ ছিঁড়ে পিতার কণ্ঠস্বর কানে ঢোকে...

দ্বিতীয় অর্কিড ফুলটি ডানহাতে ধরে তিনি অপেক্ষা করে আছেন। বট গাছের ছাউনির ফাঁক দিয়ে এসে পড়া বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে তাঁর মুখে ও কাঁধে পাতার বাধায়-বাহারি ছায়ার বিন্যাস... সে নিজের দুই মসৃণ মোমের মতো থাই অল্প একটু ফাঁক করে নির্লোম, স্পর্শকাতর যোনিদেশ মেলে ধরে পিতার উদ্দেশ্যে। কি যেন এক আদিম নেশা তার সত্তা আস্তে আস্তে গ্রাস করছে....

-“উমমম” বিভুকান্ত তনিকার ফুটফুটে, অপরূপ সুন্দর যোনিটির দুটি পাপড়ির মতো গোলাপী ঠোঁট বাঁহাতের দুই আঙুল দিয়ে ফাঁক করেন, প্রকাশিত করেন ওর যোনিছিদ্রটি। তারপর তিনি

ডানহাতে ধরে অর্কিড ফুলটির সবুজ রঙের ডাঁটি-টি আস্তে আস্তে সেই গহ্বরের ভিতর ঢোকাতে থাকেন...

-"আঃ. ইশ.." তনিকা শিউরে উঠে শরীর মোচড়ায় পাথুরে বেদীর উপর...

বিভুকান্ত ধীরে ধীরে পুরো ডাঁটিটিই তনিকার যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেন যাতে শুধু যোনির বাইরে ফুলটি আটকে থাকে। তারপর অপরূপ সুন্দর সেই দৃশ্য তিনি চোখ ভরে দেখেন..

যেন দুটি পুষ্প একসাথে ফুটে রয়েছে তাঁর চোখের সামনে, একটির পাপড়িদুটি হালকা গোলাপী, মাংসল, তরতাজা জীবনরসে স্ফীত, তার উপরেই অর্কিডটির হলুদ পাপড়িসমূহ যেন্ দুহাত মেলে কোন নর্তকীর নান্দনিক ছন্দে ছড়িয়ে আছে, যাদের মাঝে লাল লাল ছাপ যেন অগ্নি-সংকেতের মত!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ সেই অবর্ণনীয় সুন্দর শোভার দিকে।

তনিকা চোখ বুজে ফেলেছে, অনুভব করছে সে তার সমস্ত যোনি দিয়ে ফুলটির অস্তিত্ব। তার সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে যাচ্ছে বারবার কি এক আনুপূর্বিক অনুভূতির আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়া স্পর্শে,...

-"উম, আমার ফুলরানীর সাজুগুজু শেষ!" তনিকার খাইয়ে আলতো চাপর মেরে এবার বিভুকান্ত উঠে আসেন তনিকার পাশে। কনুইয়ে ভোর দিয়ে আধশোয়া হন ওর শরীর ঘেঁষে। বিশাল বেদীটি তাদের দুজনের শরীর নিয়েও যেন অনেকখানি ফাঁকা।

দু-চোখ ভরে তাকিয়ে দেখেন তিনি তাঁর চোখের সামনে শায়িতা, নগ্নিকা, ব্রীড়াবনতা রমণী সুষমা। বটের পাতার ফাঁক দিয়ে লুকোচুরিতে রত রৌদ্রের নক্সায় সুসজ্জিতা। কানের উপর ও যৌনাঙ্গে পুষ্প-সম্ভারে সুশোভিতা! মাথার দুপাশে দুটি বেণী কি অনির্ব্বচনীয় আবেদন নিয়ে লুটিয়ে আছে...

তনিকা তার দুই দীর্ঘ-পত্রপল্লব খুলে তাকায় পিতার দিকে, তার গোলাপী দুটি ঠোঁট একটু কেঁপে উঠে ফাঁক হয়..

-"বাপ্পি তোমার সাজ?"

বিভুকান্ত মৃদু হাসেন, দেখেন কিভাবে তাঁর কন্যার শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে উঠেছে, বুকের উপর দুটি উগ্র, নগ্ন পযধরের শীর্ষে অবস্থিত বোঁটা দুটি তীক্ষ্ণ সুঁচালো হয়ে উঠেছে আসন্ন কোনো এক অশনিসংকেতে...

-"মৌমাছির আর সাজ কি রূপসী ফুলকুমারী," তিনি বলেন "মৌমাছির শুধু মধু-সঞ্চয়, রেণু-মন্থন ও হুলের জ্বালা!... হাহাহা" তিনি তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ নামিয়ে আনেন নগ্নিকা তরুণীর উপর..

-"আঃ.." তনিকা কাতরিয়ে ওঠে..

-"উম্হঃ.. অম্হহম.." তনিকা গুমরিয়ে গুমরিয়ে উঠছে... তার নরম ঠোঁটদুটি পিষ্ট হচ্ছে পিতার রুক্ষ ঠোঁটদুটির তলায়। বটের ছায়ায় পাখির কূজনের মাঝে সেই অস্পষ্ট গোঙানি যেন প্রভাত-প্রকৃতির নিজস্ব এক আবহসঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছে...

বিভুকান্ত এই মুহূর্তে তাঁর নগ্না কন্যার উপর দেহের ঊর্ধ্বাংশ ঝুঁকিয়ে এনেছেন। মুখ নামিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন ওর ঠোঁট থেকে মধু-সঞ্চারের নেশায়। নরম, গোলাপী দুটি ঠোঁট কখনো বা তাঁর ঠোঁটের নিস্পেষণে দলিত মথিত হচ্ছে... কখনো বা তাঁর মুখের ভিতর শোষিত ও দংশিত হচ্ছে..

তনিকা যেন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে চলেছে পিতার এহেন ভোগবাদী, লালসালিপ্ত, প্রখর চুম্বন-স্পৃহার উত্তাপে। তার দুটি ঠোঁট যেন জ্যান্ত চুষে ভক্ষণ করে নেবেন এমন পণ করেছেন তিনি... তার উপর তিনি কামড়ে দিলে তীক্ষ্ণ ব্যথায় সে পিঠ বেঁকিয়ে উঠছে বারংবার... কিন্তু কোনো এক মন্ত্রবলে যেন সে বদ্ধ। কোনো বাধা দিতে পারছে না সে।

শিশু যেমন অনেকদিন আকাঙ্খিত খেলনাটি হাতে পেলে নিভৃতে সেটি নিয়ে নিজের মতো করে সবরকম শখ মিটিয়ে উপভোগ করতে চায়, তেমনি যেন বিভুকান্ত এখন তনিকাকে নিয়ে শুরু করেছেন... প্রত্যেকটি অংশ তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভোগ করবেন্ তাঁর এই প্রিয় খেলনাটির।

তনিকা অসহায়ভাবে চুম্বনের মাঝে স্পর্শকাতর বিরম্বনায় ছটফট করছে,.. আস্তে আস্তে চক্ষু মুদিত হয়ে এসেছে তার। পিতার পঞ্চাশোর্ধ্ব, অর্ধ-লোলচর্ম, লালসালিপ্ত মুখটি ঝাপসা হতে হতে প্রায় মুছে গেছে তার দৃষ্টির পরিধি থেকে। তার জায়গায় যেন ফুটে উঠতে শুরু করেছে এক অন্য, মায়াবী নীল জগৎ, তার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই। চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ সেই জগতের মাঝে সে একা নয়,.. চুম্বিত হচ্ছে কোনো পুরুষের আলিঙ্গনে। সারা দেহ আবেশে থরথর করে কেঁপে ওঠে তনিকার... নগ্ন পিঠের নীচে ভিজে মাটির স্পর্শ পাচ্ছে যেন সে... একপাশে কলকল করছে জলের শব্দ... কি সুমধুর সেই শব্দ!

কিন্তু কে সেই পুরুষ? যার বলিষ্ঠ, কালো দেহের নীচে তার নগ্ন দেহটি চন্দ্রাভায় উদ্ভাসিত,.. এক ছায়ামূর্তি যেন... আরষ্ট আবেশের মাঝেও তনিকা চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করে সেই পুরুষের মুখ। কিন্তু কিছুতেই যে সেই পুরুষের মুখ তার কাছে পরিস্ফুট হয়না... সম্পূর্ণ কালো। চাঁদের আলোয় বাধাপ্রাপ্ত সিল্যুয়েট!... কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জুড়ে কি যেন এক আঁশটে গন্ধ... তনিকা আর চেষ্টা করেনা সেই পুরুষকে চেনার... কিন্তু সে জানে সে তার মন দিয়ে ফেলেছে সেই অজানা পুরুষটিকে, সমস্ত সত্তা বন্ধক রেখেছে তার কাছে... ।

-"ঔহম" দীর্ঘক্ষণ তনিকার ঠোঁটদুটি মৌখিক নিপীড়ন করার পর বিভুকান্ত এবার মুখ তুলে সপ্রসন্ন চিত্তে দেখেন ওর ভিজে, রাঙ্গা, স্ফূরিত ওষ্ঠাধর। ফুলে উঠেছে পাপড়ি দুটি। চোখদুটি এখনো বোজা ওর। ভোগের উষ্ণ নেশায় মাতোয়ারা এখন বিভুকান্তের অশান্ত হৃদয়,... তিনি এবার কি মনে করে কন্যার দুটি বিনুনির বাঁদিকের টি তুলে এনে সেটি ওর অপরূপ সুন্দর মুখমন্ডলের উপর চেপে ধরেন, তারপর বিনুনির ঝালরটি ঘষতে শুরু ওর সমগ্র মুখমন্ডলে...

-“উমপফ..” কোন এক স্বপ্ন-ছিন্ন বেদনামেদুর স্বরে গুঙিয়ে ওঠে তনিকা, তার চোখে ঠোঁটে নাকে চুলের ঘষা ও সুরসুরি,.. মুখ এপাশ ওপাশ করতে থাকে সে অস্বস্তিতে।

কিন্তু বিভুকান্ত নাছোরবান্দা, খুব মজা পেয়েছেন তিনি। কিছুতেই ওর মুখকে নিস্তার দেবেন না তিনি বিনুনির মন্থন থেকে... ওর ছটফটানি তাঁকে আরও আমোদিত ও উত্তেজিত করে তোলে। আরও কিছুক্ষণ ঘষাঘষি করার পর তিনি আবার হমলে পড়েন সুন্দরী অষ্টাদশীর মুখের উপর। ঠোঁটদুটি থেতলে চুম্বন করে তিনি এবার মুখ সরিয়ে পর পর ওর দুটি গাল আপাঙ্গ লেহন করেন।

-“আঁহঃ..” তনিকা শিউরে ওঠে নিজের নরম, ফুলেল, ফর্সা গন্ডদেশে ওঁর খরখড়ে জিভের কর্কশ, সিক্ত ও উত্তপ্ত পরশে..

-“ঔম্ম..” যেন কোনো সুস্বাদু খাদ্যবস্তু উপভোগ করছেন, এমনভাবে তনিকার দুটি গাল পালা করে চুষে চুষে খেতে শুরু করেন বিভুকান্ত। শুধু দুটি গালে থেমে থাকেনা তার লোভার্ত, ক্ষুধার্ত মুখ।.. ওর ঠোঁট, চিবুক নাক, সর্বত্র তিনি চুষে চুষে যেন ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। সেই সাথে সাথে কামড়ও দিতে থাকেন নরম চামড়ায়...

তনিকা এবার যারপরনাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তার সারা মুখ পিতা এভবে কামড়ে চুষে খেতে শুরু করায়.. সমস্ত মুখ তার লালায় ভিজে জবজব করতে শুরু করেছে,.. “বাপ্পি,.. কি করছো!” সে কোনরকমে বলে ওঠে।

-“উঅম্ম..” ভোজনে মশগুল বিভুকান্তের মুখ দিয়ে আরামের গভীর শব্দ বেরিয়ে আসে। তিনি এই মুহূর্তে চুষে যাচ্ছিলেন তনিকার ছোট্ট সুডৌল চিবুকটি মুখে পুরে। আরও কিছুক্ষণ পর তিনি মুখ তোলেন। লালায় তিনি পুরো ভিজিয়ে ফেলেছেন কন্যার অপরূপ সুন্দর মুখশ্রী। গালে, চিবুকে এখানে ওখানে দংশনের প্রভাবে রক্তিমাভ হয়ে আছে। মন ভরে তিনি সে দৃশ্য দেখে নিয়ে এবার মুখ আরেকটু তুলে নজর দেন ওর বুকের উপর প্রগল্ভা দুটি গ্রন্থির উপর। ফর্সা ধবধবে, পীনোন্নত, সুমসৃণ দুটি অর্ধগোলক স্থলপদ্মের ন্যায় তনিকার বুক থেকে উঁচু উঁচু হয়ে উঠেছে শীর্ষে দুই বাদামি বৃন্ত ও তীক্ষ্ণ বোঁটা নিয়ে... তিনি তাঁর লালসানিষিক্ত উত্তপ্ত দৃষ্টির হোমহুতাশনে সেদুটিকে দগ্ধ করতে করতে এবার ওর দুই কাঁধ ধরেন দুইহাতে।

তনিকা আবার কাতরিয়ে ওঠে পিতার স্পর্শে। যেন এক অনাঘ্রাতা হরিণীর ন্যায় কেঁপে ওঠে... কিন্তু এখন সে অনেকটাই জানে তার দুটি আকর্ষনীয় সুবর্তুল বক্ষসম্পদের জন্য কি অপেক্ষা করছে অদৃষ্টে,... এবং সেই জ্ঞানই তাকে আরও স্পর্শকাতর করে তোলে যেন, হৃৎগতি বৃদ্ধি পায় তার... পিতার দৃষ্টির তলায় নিজের সদম্ভে ফুলে থাকা খাড়া খাড়া দুই নগ্ন স্তন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিজ্ঞাপিত মনে হয় তার এই মুহূর্তে,....

-“মৌমাছির আর সাজ কি রূপসী ফুলকুমারী,” তিনি বলেন “মৌমাছির শুধু মধু-সঞ্চয়, রেণু-মন্থন ও হুলের জ্বালা!... হাহাহা” তিনি তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ নামিয়ে আনেন নগ্নিকা তরুণীর উপর..

-"আঃ.." তনিকা কাতরিয়ে ওঠে..

-"উম্হঃ.. অম্হহম.." তনিকা গুমরিয়ে গুমরিয়ে উঠছে... তার নরম ঠোঁটদুটি পিষ্ট হচ্ছে পিতার রুক্ষ ঠোঁটদুটির তলায়। বটের ছায়ায় পাখির কূজনের মাঝে সেই অস্পষ্ট গোঙানি যেন প্রভাত-প্রকৃতির নিজস্ব এক আবহসঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছে...

বিভুকান্ত এই মুহূর্তে তাঁর নগ্না কন্যার উপর দেহের ঊর্ধ্বাংশ ঝুঁকিয়ে এনেছেন। মুখ নামিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন ওর ঠোঁট থেকে মধু-সঞ্চারের নেশায়। নরম, গোলাপী দুটি ঠোঁট কখনো বা তাঁর ঠোঁটের নিস্পেষণে দলিত মথিত হচ্ছে... কখনো বা তাঁর মুখের ভিতর শোষিত ও দংশিত হচ্ছে..

তনিকা যেন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে চলেছে পিতার এহেন ভোগবাদী, লালসালিপ্ত, প্রখর চুম্বন-স্পৃহার উত্তাপে। তার দুটি ঠোঁট যেন জ্যান্ত চুষে ভক্ষণ করে নেবেন এমন পণ করেছেন তিনি... তার উপর তিনি কামড়ে দিলে তীক্ষ্ণ ব্যথায় সে পিঠ বেঁকিয়ে উঠছে বারংবার... কিন্তু কোনো এক মন্ত্রবলে যেন সে বদ্ধ। কোনো বাধা দিতে পারছে না সে।

শিশু যেমন অনেকদিন আকাঙ্খিত খেলনাটি হাতে পেলে নিভৃতে সেটি নিয়ে নিজের মতো করে সবরকম শখ মিটিয়ে উপভোগ করতে চায়, তেমনি যেন বিভুকান্ত এখন তনিকাকে নিয়ে শুরু করেছেন... প্রত্যেকটি অংশ তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভোগ করবেন্ তাঁর এই প্রিয় খেলনাটির।

তনিকা অসহায়ভাবে চুম্বনের মাঝে স্পর্শকাতর বিরম্বনায় ছটফট করছে,.. আস্তে আস্তে চক্ষু মুদিত হয়ে এসেছে তার। পিতার পঞ্চাশোর্ধ্ব, অর্ধ-লোলচর্ম, লালসালিপ্ত মুখটি ঝাপসা হতে হতে প্রায় মুছে গেছে তার দৃষ্টির পরিধি থেকে। তার জায়গায় যেন ফুটে উঠতে শুরু করেছে এক অন্য, মায়াবী নীল জগৎ, তার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই। চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ সেই জগতের মাঝে সে একা নয়,.. চুম্বিত হচ্ছে কোনো পুরুষের আলিঙ্গনে। সারা দেহ আবেশে থরথর করে কেঁপে ওঠে তনিকার... নগ্ন পিঠের নীচে ভিজে মাটির স্পর্শ পাচ্ছে যেন সে... একপাশে কলকল করছে জলের শব্দ... কি সুমধুর সেই শব্দ!

কিন্তু কে সেই পুরুষ? যার বলিষ্ঠ, কালো দেহের নীচে তার নগ্ন দেহটি চন্দ্রাভায় উদ্ভাসিত,.. এক ছায়ামূর্তি যেন... আরষ্ট আবেশের মাঝেও তনিকা চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করে সেই পুরুষের মুখ। কিন্তু কিছুতেই যে সেই পুরুষের মুখ তার কাছে পরিস্ফুট হয়না... সম্পূর্ণ কালো। চাঁদের আলোয় বাধাপ্রাপ্ত সিল্যুয়েট!... কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জুড়ে কি যেন এক আঁশটে গন্ধ... তনিকা আর চেষ্টা করেনা সেই পুরুষকে চেনার... কিন্তু সে জানে সে তার মন দিয়ে ফেলেছে সেই অজানা পুরুষটিকে, সমস্ত সত্তা বন্ধক রেখেছে তার কাছে... ।

-"ঔহম" দীর্ঘক্ষণ তনিকার ঠোঁটদুটি মৌখিক নিপীড়ন করার পর বিভুকান্ত এবার মুখ তুলে সপ্রসন্ন চিত্তে দেখেন ওর ভিজে, রাঙ্গা, স্ফূরিত ওষ্ঠাধর। ফুলে উঠেছে পাপড়ি দুটি। চোখদুটি এখনো বোজা ওর। ভোগের উষ্ণ নেশায় মাতোয়ারা এখন বিভুকান্তের অশান্ত হৃদয়,... তিনি এবার কি মনে করে কন্যার দুটি বিনুনির বাঁদিকের টি তুলে এনে সেটি ওর অপরূপ সুন্দর মুখমন্ডলের উপর চেপে ধরেন, তারপর বিনুনির ঝালরটি ঘষতে শুরু ওর সমগ্র মুখমন্ডলে...

-“উমপফ..” কোন এক স্বপ্ন-ছিন্ন বেদনামেদুর স্বরে গুঙিয়ে ওঠে তনিকা, তার চোখে ঠোঁটে নাকে চুলের ঘষা ও সুরসুরি,.. মুখ এপাশ ওপাশ করতে থাকে সে অস্বস্তিতে।

কিন্তু বিভুকান্ত নাছোরবান্দা, খুব মজা পেয়েছেন তিনি। কিছুতেই ওর মুখকে নিস্তার দেবেন না তিনি বিনুনির মন্থন থেকে... ওর ছটফটানি তাঁকে আরও আমোদিত ও উত্তেজিত করে তোলে। আরও কিছুক্ষণ ঘষাঘষি করার পর তিনি আবার হমলে পড়েন সুন্দরী অষ্টাদশীর মুখের উপর। ঠোঁটদুটি থেতলে চুম্বন করে তিনি এবার মুখ সরিয়ে পর পর ওর দুটি গাল আপাঙ্গ লেহন করেন।

-“আঁহঃ..” তনিকা শিউরে ওঠে নিজের নরম, ফুলেল, ফর্সা গন্ডদেশে ওঁর খরখড়ে জিভের কর্কশ, সিক্ত ও উত্তপ্ত পরশে..

-“ঔম্ম..” যেন কোনো সুস্বাদু খাদ্যবস্তু উপভোগ করছেন, এমনভাবে তনিকার দুটি গাল পালা করে চুষে চুষে খেতে শুরু করেন বিভুকান্ত। শুধু দুটি গালে থেমে থাকেনা তার লোভার্ত, ক্ষুধার্ত মুখ।.. ওর ঠোঁট, চিবুক নাক, সর্বত্র তিনি চুষে চুষে যেন ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। সেই সাথে সাথে কামড়ও দিতে থাকেন নরম চামড়ায়...

তনিকা এবার যারপরনাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তার সারা মুখ পিতা এভবে কামড়ে চুষে খেতে শুরু করায়.. সমস্ত মুখ তার লালায় ভিজে জবজব করতে শুরু করেছে,.. “বাপ্পি,.. কি করছো!” সে কোনরকমে বলে ওঠে।

-“উঅম্ম..” ভোজনে মশগুল বিভুকান্তের মুখ দিয়ে আরামের গভীর শব্দ বেরিয়ে আসে। তিনি এই মুহূর্তে চুষে যাচ্ছিলেন তনিকার ছোট্ট সুডৌল চিবুকটি মুখে পুরে। আরও কিছুক্ষণ পর তিনি মুখ তোলেন। লালায় তিনি পুরো ভিজিয়ে ফেলেছেন কন্যার অপরূপ সুন্দর মুখশ্রী। গালে, চিবুকে এখানে ওখানে দংশনের প্রভাবে রক্তিমাভ হয়ে আছে। মন ভরে তিনি সে দৃশ্য দেখে নিয়ে এবার মুখ আরেকটু তুলে নজর দেন ওর বুকের উপর প্রগল্ভা দুটি গ্রন্থির উপর। ফর্সা ধবধবে, পীনোন্নত, সুমসৃণ দুটি অর্ধগোলক স্থলপদ্মের ন্যায় তনিকার বুক থেকে উঁচু উঁচু হয়ে উঠেছে শীর্ষে দুই বাদামি বৃন্ত ও তীক্ষ্ণ বোঁটা নিয়ে... তিনি তাঁর লালসানিষিক্ত উত্তপ্ত দৃষ্টির হোমহুতাশনে সেদুটিকে দগ্ধ করতে করতে এবার ওর দুই কাঁধ ধরেন দুইহাতে।

তনিকা আবার কাতরিয়ে ওঠে পিতার স্পর্শে। যেন এক অনাঘ্রাতা হরিণীর ন্যায় কেঁপে ওঠে... কিন্তু এখন সে অনেকটাই জানে তার দুটি আকর্ষনীয় সুবর্তুল বক্ষসম্পদের জন্য কি অপেক্ষা করছে অদৃষ্টে,... এবং সেই জ্ঞানই তাকে আরও স্পর্শকাতর করে তোলে যেন, হৃৎগতি বৃদ্ধি পায় তার... পিতার দৃষ্টির তলায় নিজের সদম্ভে ফুলে থাকা খাড়া খাড়া দুই নগ্ন স্তন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিজ্ঞাপিত মনে হয় তার এই মুহূর্তে,....

তনিকার দুটি ফর্সা স্তনের বোঁটা বাদামের ন্যায় শক্ত হয়ে উঠেছে।.... তাদের চারপাশে হালকা বাদামি রঙের বৃন্তবলয়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে কোন এক অজানা শিহরণের প্রহর গুনতে গুনতে...

বিভুকান্তের দুটি লোভী, মোটা থাবা এবার কন্যার দুই কাঁধ ছেড়ে উঠে আসে ওর নগ্ন যুবতী-স্তন দুটির উপরে। যেভাবে মুরগি কাটার আগে কসাই পাখিটিকে টুঁটি চেপে ধরে, ঠিক সেইভাবে বিভুকান্ত তনিকার ধবধবে ফর্সা, নগ্ন পয়োধরজোড়া মুঠো পাকিয়ে ধরেন তাঁর মোটা মোটা কালো আঙুল গুলি তাদের মাখন-নরম মাংসে ডুবিয়ে দিয়ে। এঅক্ষণ সুডৌল আকৃতি নিয়ে উদ্ধত অহমিকায় তনিকার বুক থেকে ফুলে ওঠা স্তনদুটি ওঁর দুটি হাতের পাকানো মুষ্টির চাপে বিপন্ন অবস্থায় আকারে বিকৃত হয়ে তাঁর দুটি মুঠোর বাইরে ফুলে ওঠে...

-"আঃ!" তনিকা কঁকিয়ে উঠে ঘাড় বেঁকায়, তার দুটি কাঁধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সংকুচিত হয়ে শক্ত হয়ে যায়..

-"আঃ! কাঁধ শক্ত করছো কেন?" বিভুকান্ত দু-থাবায় বন্দিনী তনিকার কুচদ্বয় মলতে মলতে বিরক্তিপ্রকাশ করেন "বুক টিপতে গেলেই কাঁধ অতো শক্ত হয় কেন? ছেড়ে দাও কাঁধদুটো। ভালো করে পায়রাদুটোকে টিপতে দাও, উম।"

-"উম্হ.." তনিকা তার কাঁধদুটো শিথিল করে। অল্প কামড়ে ওঠে তলার ঠোঁটটি কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার ফেরানো মুখে শিথিল চুলের একটি গোছা এসে আড়াল করে।

-"উম..হমম.." দুহাতে তনিকার বুকের উপর ওর যৌবনের রসস্ফিত স্তনদ্বয়কে তাদের সমস্ত নরম-গরম নির্যাস-সহ ভালো করে ডলে ডলে মালিশ করতে থাকেন বিভুকান্ত। ভীষণ আরাম লাগে তাঁর... কবুতরী দুটি উষ্ণ স্তনের ওমে ও রোমাঞ্চকর নরম-পশম আবেশে তাঁর দু-হাতের তালু, সমস্ত আঙুল আহ্লাদিত হতে থাকে।

দুটি হাতের চেটোয় রগড়ানি খেতে খেতে ফুটতে থাকে তাঁর তনিকার বাদামের মতো শক্ত হয়ে ওঠা বোঁটাদুটি।

-"আঃ.. উহঃ..উম.." তনিকা তার উন্মুক্ত দেহের দুপাশে পাথুরে বেদীতে দুহাত প্রসারিত করে ছড়িয়ে দিয়েছে। বুকের উপর তার নরম মাংসপিন্ডদুটিতে পিতার দুই পুরুষালী থাবার একের পর এক শক্ত মোচড়ের পর মোচড়ে সে কাতরে কাতরে উঠছে বিছানো দুই হাতে ভর দিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে। ঊর্ধ্বাঙ্গ উঁচিয়ে তুলছে পীড়নের তাড়নায় কখনো কখনো.. ধনুকের মতো বেঁকে উঠছে তার নমনীয় শরীর...

বিভুকান্ত তাঁর নগ্নিকা কন্যার লোভনীয় স্তনদুটি দুহাতে মুঠোবন্দী করে নিবিড় মুষ্টিপেষণ করে টিপে টিপে ওকে অস্থির থেকে অস্থিরতর করে তুলছেন। তাঁর দু-হাতের মধ্যে উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হচ্ছে নরম টগবগে কুচযুগ... যেন জোয়ার এসেছে তনিকার যুবতী শরীরের রেশম নরমত্বে... গাছের উপর বিক্ষিপ্ত পাখির কুজন ও ওর মিষ্টি কণ্ঠের গুঙিয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই..

-"বাপ্পি, একটু আস্তে!.."

-"কি মামনি?"

-“লাগছে... আঃ..”

-“হাহা..হাহাঃ..” আমুদে অথচ ক্রুঢ় হাসি হেসে ওঠেন। একনাগাড়ে তনিকার নগ্ন, ফর্সা বক্ষযুগল মর্দন করে করে লাল করে ফেলেছেন তিনি। এবার তিনি সেদুটি তাঁর মুষ্টিমুক্ত করেন। আরক্তিম স্তনদুটি সামান্য আন্দোলিত হয়ে আবার তাদের স্বাভাবিক সুডৌল আকৃতি ধারণ করে।

-“উম.. এতক্ষণ টিপেটুপে দেখছিলাম আমার কবুতরদুটো কতটা তাজা... এখন চুষে কামড়ে খাবো..” বলতে বলতে বিভুকান্ত নগ্ন কন্যার উপর দেহের একাংশের ভার ছেড়ে ওর পিঠের তলায় বাঁহাত পাঠিয়ে ওকে ঘনভাবে আলিঙ্গন করতে করতে ওর বুকের উপর দুখানি উদ্ধত সম্পদের উপর লালার্ত মুখ নামান...

পিতার কথাগুলি শুনে তনিকার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে... পিতার শরীরের উষ্ণ আশ্লেষে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেহ মুচড়িয়ে ওঠে...

বিভুকান্ত প্রথমে, যেন কোনো লোভনীয় খাদ্যবস্তু চাখছেন এমন ভঙ্গীতে তনিকার উন্মুক্ত দুটি স্তন আপাঙ্গ লেহন করেন পরপর।

তনিকা প্রচন্ডভাবে শিউরে ওঠে তার স্তনের নগ্ন চামড়ায় পিতার খরখড়ে উষ্ণ জিভের স্পর্শে... পিঠ বেঁকিয়ে তুলে সে ঠোঁট কামড়ায়।

বিভুকান্ত এবার তাঁর মুক্ত ডান হাত তুলে এনে ওর স্তনদুটির দুই বোঁটায় পরপর তর্জনীর নোখ দিয়ে চাপ দেন..

-“আঃ বাপ্পি, কি করছো..” তনিকা দেহ ঠেলে ওঠে।

তিনি এবার পালা করে দুটি বোঁটা তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে চেপে ধরে মুচড়ে মুচড়ে দিতে থাকেন..

-“আহঃ... উহঃ! আউচ!..” তনিকা কেঁপে কেঁপে কাতরে উঠতে থাকে প্রতিটি মোচড়ে... তার শরীর বেঁকে যেতে থাকে..

-“উম্ম্হ..” এবার বিভুকান্ত হাত তুলে নিজের জিহ্বা থেকে একটু লালা আঙুলে সংগ্রহ করে তারপর নগ্ন কুচ-যুগলকে পরপর মুঠোবন্দী করে সেদুটিকে ভালো করে চটকে চটকে মাখেন সংগৃহিত সমস্ত লালা সহ- লেপে দেন স্তনদ্বয়ের সর্বাঙ্গে...

-“আহঃ...” তনিকা চোখ বুজে কঁকিয়ে ওঠে তার অনিন্দ্যসুন্দর বক্ষসম্পদগুলি নিয়ে এহেন অত্যাচারে...

-“অম্হ” এবার মুখটা হাঁ করে নামিয়ে এনে তনিকার প্রথমে ডানস্তনটি মুখে পুরে কামড়ে ধরেন বিভুকান্ত

-“আহ!” সশব্দে কঁকিয়ে ওঠে তনিকা চোখ খুলে ফেলে “বাপ্পি, কি করছো আহঃ!”

-“মমউম্ম..” বিভুকান্ত সশব্দে চোষেন্ মুখপ্রবিষ্ট মাংসপিন্ডটি, নরম মাংসে কামড় বসিয়ে বসিয়ে,.. ভক্ষণ করতে করতে তিনি অসহায় স্তনটি টেনে ধরতে থাকেন মুখ তুলে তুলে বারবার,.. যেন সেটির স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করছেন...

-“বাপ্পি, আস্তে... আঃ” তনিকা এবার যন্ত্রনায় ঠোঁট কামড়ে পিতার পিঠে ওঁর পাঞ্জাবীর উপর দিয়ে নোখ বসিয়ে দেয়। শরীর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উঠছে সে পিতার মুখের তলায় দুখানি বিপন্ন স্তন নিয়ে..

-“অম্হ্” স্তনবদল করেন বিভুকান্ত। বারবার তনিকার এ-স্তন থেকে ও-স্তনে তাঁর মুখ ঘোরে বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত শাবকের মতো,... সেদুটিকে সশব্দে, স-লালসায় ভক্ষণ করতে করতে। তাঁর স্তন-ভক্ষণের উত্তেজনাপূর্ণ ভঙ্গি দেখে মনে হবে যেন তনিকার বুক থেকে সেই ফর্সা, নরম-উন্মুখ মাংসপিন্ডদুটি তিনি চুষে, কামড়ে আজ ছিঁড়েই নেবেন!

নিজের বুকের উপর যেন গর্জাতে থাকা এক আজন্ম ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রশাবকের অস্থির মাথা দুহাতে, সামলাতে সামলাতে তনিকা গুমরিয়ে উঠছে, কঁকিয়ে উঠছে, তার উলঙ্গ শরীর এঁকে-বেঁকে উঠছে নানা ভঙ্গিমায়, নানা ছন্দে, পিতার ভোগ-ব্যাকুলতার উন্মাদনার উতরাই ও চড়াই-এ ঢেউ-এর মতো উঠতে ও নামতে নামতে... পিতার লালায় জবজবে ভিজে উঠছে তার বক্ষযুগল, জ্বালা করছে দংশনস্থানে, জ্বালা ধরছে সাড়া নগ্ন শরীরে...

দীর্ঘক্ষণ পর তনিকার আরক্তিম, ভিজে চপচপে স্তনযুগল থেকে মুখ নামিয়ে মসৃণ মোমের মতো চামড়ায় কামড় দিতে দিতে নেমে আসতে থাকে তার মুখ আরও,...

-“হাআঃ....” নাভির উপর একটি জোরদার কামড় পড়তে ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে ওঠে তনিকা... বিভুকান্ত জিভ ঠেলেন সেই উষ্ণ কুন্ডের মধ্যে, চাপ দেন। চোষেন্। তনিকা সবলে খামচে ধরে পিতার দুই পাঞ্জাবী-আবৃত কাঁধ।

-“উম্ম” তনিকার নাভিকুন্ডটিকে বেশ অনেকক্ষণ চুষে, কামড়ে, জিহ্বামন্থন করে হেনস্থা করার পর বিভুকান্ত ওর মসৃণ, ঢালু, দুধে আলতা তলপেট বেয়ে ছোট ছোট কামড় দিতে দিতে এবার দুই বাহুতে সবলে জাঁকিয়ে ধরে ওর দুটি নগ্ন উরু। মুখ নামিয়ে আনেন তিনি ওর ফুলে সুশোভিত যোনির উপর।

তনিকার যোনির ভিতর ফুলটির ডাঁটিটি পুরোটাই প্রবিষ্ট, শুধু পাপড়ি গুলি মেলে আছে নিজেদেরকে যোনির বাইরে। বিভুকান্ত এবার তনিকার বাম-উরু পেঁচিয়ে ধরা তাঁর ডান-হাতটি বাড়িয়ে এনে ফুলটি ধরে টান দিয়ে তনিকার যোনির ভিতর থেকে ডাঁটিটি কিছুটা বার করেন, পুরোটা না। দিনের আলোয় সদ্য উন্মুক্ত, যোনিরসে অল্প সিক্ত ডাঁটিটির অংশটুকু চক চক করে ওঠে।

তনিকার দেহটি সামান্য কেঁপে ওঠে।

-“সুন্দরী ফুলরানী মধুক্ষরণ করছে মনে হচ্ছে!” অল্প হাসির আমেজে বিভুকান্ত বলেন। তিনি এবার তনিকার যোনির সংক্ষিপ্ত আঁটো গহ্বরটির মধ্যে ডাঁটি বারবার চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে ও বার করে করে চালনা করতে থাকেন।

-“আঃ.. ইশশ.. উম্হ..” তনিকার নিম্নাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে তাঁর বাহুবন্ধনে, তলপেটের পেশী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

-“হুম..” বিভুকান্ত ফুলের ডাঁটিটি তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাধ্যমে ধরে তনিকার যোনিগহ্বরে একই ভাবে চালনা করতে করতে এবার তাঁর মধ্যমাটি প্রসারিত করে ওর ভগাঙ্কুরটি চেপে ধরে গোল গোল করে ডলতে শুরু করেন একইসাথে।

-“আআআহ.. হম্হ.. আউচ... উম্হ.. বাপ্পি.. ইশশ কি করছো নাঃ.. উম্ম..” তনিকা শীৎকার করে উঠতে উঠতে শরীর মোচড়াতে থাকে, তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বারবার টানটান ও শিথিল হতে থাকে, স্তনজোড়া আন্দোলিত হয়ে উঠতে থাকে দুটি ফর্সা প্রানবন্ত পায়রার মতই।

তনিকার যোনিতে নিষিদ্ধ খেলা চালাতে চালাতে বিভুকান্ত মুখ তুলে দেখেন ওর দুটি সজীব স্তনের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে ওর অনুপম সুন্দর মুখটি। দুই গাল রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে তাঁর লাবণ্যময়ী তনয়ার, সুন্দর দুটি লাল চেরিফলের মতো ঠোঁট ইশত স্ফূরিত, মুখের একপাশে এসে পড়েছে ঘন কালো কেশরাশি, কানের উপর আটকানো ফুলটি যাদের সাথে লুকোচুরি খেলছে। তিনি ওর মুখ থেকে এবার চোখ নামান ওর ফুলের আঘাতে জর্জরিত হতে থাকা যোনিতে। সম্পূর্ণ কেশমুক্ত, চিক্কন সেই অঙ্গটিও এতক্ষণে তাঁর আঙুল ও অর্কিডের সবুজ ডাঁটির সম্মিলিত অত্যাচারে আরক্তিম ও স্ফীত হয়ে উঠেছে। বিভুকান্ত এবার ফুলটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই আঙুলে ফাঁক করেন কন্যার যোনিপুষ্পটি। দুটি কোঁচকানো পাপড়ি আলাদা করতেই অন্তর্বর্তী গাঢ় গোলাপী, সুমসৃণ, আর্দ্র চকচকে অংশটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে মাঝখানে ছোট্ট একটি ছিদ্রসহ। যোনির ফাঁক করা দুটি পাপড়ি যেখানে মন্দিরের চূড়ার মতো, একটু একটু এঁকেবেঁকে গিয়ে একসাথে মিলিত হয়ে কুঁচকে ফুলে উঠেছে, সেখানে তাঁর মধ্যমা এখনো সমানে ডলে চলেছিলো। এবার তিনি তা বন্ধ করে তনিকার সমগ্র যোনিটির উপর একটি চাঁটি কষান ‘চটাস’ শব্দ করে, তাঁর ডানহাতের প্রসারিত আঙ্গুলগুলি দিয়ে..

-“আঃ..” তনিকা যেন ছিটকে ওঠে তাঁর বাহু-বেষ্টনে..

-“হউমমম” তিনি এবার আঙুলে সজোরে টিপে ধরেন তনিকার যোনির পাঁউরুটির মতো নরম, উত্তপ্ত, সজীব মাংস, ডলেন।

-“ইহমহ” তনিকা ঠোঁট কামড়ে গুমরিয়ে উঠে কাতরাতে থাকে আবার, অসহায় হরিণীর মতো।

বিভুকান্ত এবার অত্যচার বন্ধ করে তাঁর বিশাল মুখ নামিয়ে এনে গুঁজে দেন তনিকার দুই উরুর ফাঁকে, তাঁর না-কামানো ঠোঁট নাক চেপে ধরেন তনিকার সমস্ত যোনিস্থলের উপর। তারপর নিজের নাকমুখ দিয়ে ডলাডলি করতে থাকেন সদ্য যৌবনা অষ্টাদশীর যৌনাঙ্গের নরম, গনগনে উত্তপ্ত, সুগন্ধি তুলতুলে মাংস।

-“হাহহঃ.. আঃ.. বাআপ্পিইই...ইহহখ.. উমঃ” জ্বরের রুগীর মতো গোঙাতে গোঙাতে তনিকা শরীর মোচড়াতে থাকে,.. তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী ও দ্রুত হয় আরো,.. গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার শরীরের সবথেকে স্পর্শকাতর স্থানে পিতার খরখড়ে নাক মুখের নিবিড় রগড়ানি খেতে খেতে...

-“হমম... উমঃ..” কন্যার রসস্ফিত, উন্মুক্ত যোনির আরামে ও সুগন্ধে মাতোয়ারা হতে হতে বিভুকান্তও যেন উন্মাদতর হয়ে ওঠেন... পাগলের মতো তিনি সমস্ত যৌনাঙ্গটিতে চুমুতে চুমুতে ছয়লাপ করতে থাকেন মুখ ঘসরাতে ঘসরাতে,.. মিষ্টি আঠালো রসের প্রভাবে চটচট করছে তাঁর মুখ, তিনি কামড় লাগান মুখের নীচে নরম রসালো ফলটিতে।

-“আঃ!” তনিকা আর্তনাদ করে ওঠে।

-“আআউহম্ম..” উত্তরে দুই ঠোঁটের ফাঁকে যতটা পারেন ওর যোনি চেপে ধরেন বিভুকান্ত। সশব্দে নিবিড়ভাবে চুষতে আরম্ভ করেন... চাটতে থাকেন পাগলের মতো যোনিখাতটি, সমস্ত নিসৃত রসামৃত চেটেপুটে খেতে থাকেন প্রাণভরে...

পিতার মুখের তলায় আটকানো যৌনাঙ্গ নিয়ে বেদীর উপর অপরূপ সুন্দরী, নগ্নিকা অষ্টাদশী মেয়েটি কাটা কইমাছের মতো ছটফট করতে শুরু করে উত্তেজনায়,.. বারবার তার নিম্নাঙ্গ উত্তোলনের চেষ্টা,.. কিন্তু বিফলতায় শুধু দুটি পুষ্পস্তবকের ন্যায় হাতের আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া বেদীর পাথুরে নিশ্প্রভাব শরীরের উপর। ওর মিষ্টি স্বরের গোঙানি আস্তে আস্তে শ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে খসখসে হয়ে উঠছে। দুই চক্ষু মুদিত, দুই স্তন জীবন্ত, দুই ঠোঁট স্ফূরিত, দুই গাল আভান্বিত।

বিভুকান্ত এবার ঝটিতি তনিকার উল্টে উপুড় করে দেন। তাঁর চোখের সামনে সদম্ভে দুটি ফুলে ফুলে ওঠা সুঠাম নিতম্ব স্তম্ভ, যার উপরে নৌকার মতো বাঁক খেয়ে ওর সম্পূর্ণ মেদহীন কোমর নেমে গেছে তারপর আবার ভেসে উঠেছে ওর পিঠের সমতল উপত্যকা, মাঝখানে সুনিপুণ খাঁজ নিয়ে।

-“আঃ!” তনিকা হঠাত এমন অবস্থার পরিবর্তনে গুমরে ওঠে। তার দুই স্তন, উদর চেপে বসেছে এখন ঠান্ডা বেদীর পাথরের উপর। গালের একপাশে সে পাছে তার শীতল-কঠিন দৃঢ় স্পর্শ। দু-হাত ছড়িয়ে দেয় সে মাথার উপরে..

-“উম্ম্হ..” বিভুকান্ত তাঁর দুই কালো থাবায় সবলে মুঠো পাকিয়ে তোলেন তনিকার দুটি নগ্ন, উত্তপ্ত নিতম্বের সুগঠিত অথচ নরম তুলতুলে স্তম্ভ। মুঠো করে তোলা দুটি ঢিবির উপর তিনি যত্রতত্র হিংস্র কামড় বসাতে থাকেন, সুস্বাদু, মসৃণ ত্বক লেহন করতে থাকেন।

-“আঃ বাপ্পি অভাবে কামড়িও না! লাগছে আঃ!.. উম্ম্হ..” তনিকা গুমরে কঁকিয়ে উঠতে থাকে...

-“হ্রম্ম.” ওর পিতা এবার তাঁর দংশনচিন্হে আরক্তিম, লালায় চকচক করতে থাকা ফর্সা স্তম্ভ-দুটি মুষ্টিমুক্ত করে সেদুটিতে পালা করে চপেটাঘাত করতে থাকেন ডানহাত দিয়ে চটাস চটাস শব্দে।

তাঁর প্রত্যেকটি আঘাতে নরম ঢিবিদুটি আকর্ষনীয় নান্দনিকতায় আন্দোলিত হয়ে উঠতে থাকে বারংবার...

-"আহ! ধ্যত! কি হচ্ছে টা কি!" তনিকা এবার উষ্মাসহ কনুইয়ে ভর দিয়ে পেছন ফিরতে গেলে ওর পিতা জোর করে ওকে উপুড় করে রেখে আবার দুহাতের মুঠোয় ফুলিয়ে তোলেন ওর নরম নিতম্বের গম্বুজদ্বয়কে... তারপর সেদুটিকে পরম আশ্লেষে নিষ্পেষণ করতে করতে তিনি এবার তাদের ফাঁকে তাঁর দাড়ি-গোঁফ যুক্ত মুখ গুঁজে দেন, জিভ চালান তনিকার পায়ুছিদ্রের উপর, তারপর সেখান থেকে নামিয়ে দুই ঠোঁট ও জিভ চেপে ধরেন তাঁর অষ্টাদশী দুহিতার রসস্ফীত অগ্নিকুন্ডের উপরে...

-"হাহহঃ..." তনিকা দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহকাণ্ড বাঁকিয়ে তোলে ধনুকের মতো.... তার দুই চোখের পাতা অর্ধনিমীলিত হয়ে আসে....

-"অম্ম. হমম.." চাকুম চুকুম শব্দে আবার তনিকার যোনিভোজনে মত্ত হন বিভুকান্ত দু-হাতে ওর নরম, ধবধবে ফর্সা নিতম্ব দলন করতে করতে।

তনিকা পিতার ভোগপ্রাবল্যে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে... যৌনাঙ্গ-ময় দাহ্য স্পর্শব্যাকুলতা ও একইসাথে নিপীড়নের তাড়নায় কামাগ্নির লেলিহান লেহনে তার সমস্ত নগ্ন শরীর জ্বলছে,... এমন পর্যায়ে যৌনসুখ সে এই পর্যন্ত কারোর কাছ থেকে পায়নি.... ঠোঁট কামড়ে মাথা নামিয়ে ফেলে সে, একরাশ ঘন কালো চুল এসে ঢেকে দেয় তার মুখাবয়ব।

অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণীর নগ্ন শরীরের প্রত্যেকটি অংশও নির্বিচার দলনে, লেহনে, দংশনে, চুম্বনে উন্মত্তের মতো ভোগ করতে করতে লাল হয়ে উঠেছে বিভুকান্তের চোখ-মুখ এখন,.. তাঁর দুই হাতের তালু ও আঙুলসমূহ হাঁসফাঁস করছে নিতম্বের পশম নরম পুষ্টতার মাঝে,.. তাঁর জিভ যোনির নরম পাপড়ি মন্থনে ও ঠোঁটের মাঝে তীব্র শোষণটানে নিষ্কাশন করে আনছে তনিকার যৌনাঙ্গ-নিসৃত অফুরন্ত মধু... দুই কানে জলতরঙ্গের মতো বাজছে তাঁর দুহিতার কাম-দগ্ধ, উত্তপ্ত স্বরে গুঙিয়ে ও গুমরিয়ে ওঠার মিষ্টি, উত্তেজক শব্দগুলি... পাগল করে দিচ্ছে তাঁকে আরও ওর ওই গলার আওয়াজ! কামোত্তেজনার চূড়ান্ত আহুতিতে তিনিও উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন.... পাজামায় বন্দী তাঁর টনটনে শক্ত হয়ে ওঠে পুরুষাঙ্গটি বারবার পাথুরে বেদীতে ঘষা খেতে খেতে খাবি খাচ্ছে, আর পারছেন না তিনি! কিন্তু স্বর্গীয় এই শরীর ভোগের অদম্য ইচ্ছাও এত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারছেন না... টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে তাঁর লালসালিপ্ত, ক্ষুধার্ত অন্তর!

এবার তিনি তনিকার নিতম্ব ছেড়ে ওর মসৃণ নরম কোমর ও পিঠ বেয়ে দু-হাত তুলতে তুলতে সেখানকার সমস্ত অংশে খুঁটিয়ে চুম্বন ও লেহন করতে করতে তিনি উঠে আস্তে থাকেন উপরে। এতক্ষণে তাঁর অশান্ত পুরুষাঙ্গ পাথুরে শীতলতার বদলে দুহিতার নরম-উত্তপ্ত, নগ্ন নিতম্বের স্পর্শ পেয়ে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে, বিভুকান্ত প্রবল উত্তেজনায় নিজের শিশ্নদেশ গেঁথে দেন তনিকার উপচে ওঠা নিতম্বের নরম শরীরে দাবিয়ে, ডলাডলি কতে থাকেন তা সেখানে... মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসে তাঁর..."আহহঘঘঘ.."

তনিকা ছটফট করছিলো তার নগ্ন পশ্চাদভাগে পিতার প্রত্যেকটি স্পর্শে, এখন তার নিতম্বে পিতার পাজামা-আবৃত উত্তপ্ত, লৌহকঠিন পুরুষদন্ডের স্পর্শ পেয়ে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়!... আর থাকতে না পেরে তনিকা উন্মাদিনীর মতো শরীর মুচড়ে ঘুরিয়ে পিতার মুখোমুখি হয়ে দুই মৃণাল বাহুলতায় সবলে পেঁচিয়ে ধরে ওঁর গলা, সমস্ত দেহকান্ড বেঁকিয়ে নিরন্তর ব্যাকুলতায় ওঁর দেহের সাথে নিজের নগ্ন শরীরের প্রত্যেকটি কোষ মেলাবার কি এক অত্যুগ্র বাসনায় আত্মহারা হয়ে উঠেছে মেয়েটি..

বিভুকান্তরও দুহিতার এরূপ নিবিড় আত্মসমর্পনে সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গে। চরম উত্তেজনার হুতাশনে তিনিও উন্মাদপ্রায়... ওর সারা মুখে পাগলের মতো চুম্বন করতে করতে তিনি পাজামার দড়ি খুলে ফেলেন দ্রুত,... উন্মুক্ত, গর্জাতে থাকা লিঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে চেপে বসে তনিকার জঙ্ঘার নরম তুলতুলে উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে,... লিঙ্গমুখ হতে নিসৃত হতে থাকা কামরসে মাখামাখি হতে হতে পিচ্ছিল হয়ে ওঠে সেই জায়গাটি দলনে দলনে...

তনিকা হাঁসফাঁস করতে করতে কাতরিয়ে উঠে উঠে বারবার যোনি উত্তোলন করে নিজের ক্ষুধার্ত কমে স্পর্শ পেতে চাইছে পিতার শক্ত দন্ডের... সমস্ত শরীর জুড়ে কি এক অসহনীয় জ্বালা যেন তার... নেভাতেই হবে এই আগুন! আর যে পারছেনা সে..

আর পারছেন না বিভুকান্তও। তাঁর দু-চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে প্রচন্ড যৌন তাড়নায়, বুকের ভিতরে যেন হাজার দামামা পেটানোর আস্ফালন! জীবনে কখনো যেন তিনি এমন যৌন-উত্তেজনা লাভ করেননি! স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে... তিনি আর অপেক্ষা না করে তাঁর পুরুষাঙ্গ কন্যার যোনিমুখে ধরে এক ধাক্কায় পুরোটাই ঢুকিয়ে দেন সেই আঁটো, উত্তপ্ত অলিন্দের গভীরে...

-"আআআহঃ!" কঁকিয়ে ওঠে তনিকা পিতার পিঠে দশ আঙ্গুলের নোখ বসিয়ে,.. তার চোখদুটি টিপে বোজা, দেহের সমস্ত রোমকূপ জাগ্রত! ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছে ঊর্ধ্বাঙ্গ,..

আর কোনো বিলম্ব নয়, কোনো ছলনা নয়,.. দুটি শরীর যেন পরস্পরের প্রয়োজনেই আপন স্বতস্ফুর্ততায় প্রচন্ড উন্মত্ত হয়ে সচল হয়ে ওঠে। বিভুকান্ত তাঁর শরীরের সমস্ত উন্মাদনা জড়ো করে মন্থন করতে থাকেন দুহিতাকে। তনিকাও যেন দিগ্বিদিকজ্ঞানশুন্য হয়ে পিতার শরীরটা আঁকড়ে ধরে মন্থনের লয়ে একাত্ম হয়ে উন্মাদিনী হয়ে ওঠে... চুম্বনে, ঘর্ষণে, শীতকারে, শৃঙ্গারে বেদীর উপর দুটি শরীর যেন কি এক মিলন-সমরে অস্থির!

কিন্তু পিতা ও পুত্রী দুজনেই প্রচন্ড কামোত্তেজিত থাকায় এই মিলনক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রথমে সারা শরীর কাঁপতে কাঁপতে কামক্ষরণ করে তনিকা, পিতার লিঙ্গকে সমস্ত যোনি দিয়ে নিষ্কাশন করতে করতে...

দুহিতাকে আরও বেশ কিছুক্ষণ মন্থন করার পর বিভুকান্ত ঝটিতি ওর যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বার করে উঠে আসেন, ওর কাঁধের দুপাশে দুই-হাঁটু রেখে লিঙ্গ কচলে কচলে ওর সমগ্র মুখমন্ডলের উপর তীব্র ভাবে বীর্য নির্গমন করতে থাকেন।

তনিকা কাতরে উঠে মুখ সরাতে গেলে ওর পিতা দ্রুত ওর মাথা অন্য হাতে ধরে ওর মুখ বীর্যপ্লাবনের তলায় যথাস্থানে রাখে।

নিরুপায় হয়ে তনিকা নিজের সারা মুখে গ্রহণ করের পিতার লিঙ্গ থেকে বিস্ফোরণ হতে থাকা উত্তপ্ত বীর্যের ঝর্ণা, তার কপাল থেকে চিবুক অবধি সমস্ত মুখ থকথকে, ভারী, ঘন বীর্যের জোয়ারে প্লাবিত হতে থাকে। চোখ বুজে ফেলে সে...

-"আহঘঘর্ঘ.. হাহহঘঘ.." মুখ দিয়ে জান্তব শব্দ করতে করতে কন্যার মুখের উপর বীর্য ঢেলে যান বিভুকান্ত একনাগাড়ে ওর ঠোঁট, নাক, গাল সমস্ত সাদা বীর্যের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিতে দিতে... একের পর এক ভারী বীর্যের দলা যেন উল্কার গতিতে এসে আঘাত করে তনিকার মুখমন্ডলে... যেন দমতেই চাইছে না তাঁর অপরিমিত স্খলন বেগ..

কামক্ষরণ শেষ হলে তিনি তনিকার মুখের ভিতর তাঁর ভিজে অর্ধস্ফিত দন্ডটি ঢুকিয়ে দেন। তনিকা মুখের মধ্যে সেটি চুষে চুষে পরিস্কার করে দিতে থাকে শেষ বীর্য থেকে। ওর মুখের পরিচর্যায় বিভুকান্ত ওর মুখের ভিতরেই পূনরায় শক্ত হয়ে ওঠেন এবং উত্তেজনায় ওর মুখ মন্থন করতে শুরু করেন।

-"উমমম!.." তনিকা প্রতিবাদ করে ওঠে ওঁর এই আচরণে। তিনি তা অগ্রাহ্য করে মন্থন করে যান ওর মুখবিবর।

একটু পরেই পুণরায় ওর মুখের ভিতরেই কামক্ষরণ করতে শুরু করেন তিনি। তনিকা গিলে নেবার চেষ্টা করে সমস্ত বীর্য, কিন্তু পারেনা; তার কষ বেয়ে চিবুকে সাদা স্রোত এসে পড়ে একটু আগেই জমে ওঠা বীর্যের উপর। কেশে ওঠে সে।

সম্পূর্ণ শ্রান্ত হয়ে বিভুকান্ত নেমে এসে শুয়ে পড়েন কন্যার পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরেন পাশ থেকে।

-"উম্ম্হ.." পিতার দু-বার বীর্যমোচনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিতে তনিকার পুরো মুখটাই আবৃত এখন। কপাল থেকে চিবুক অবধি সাদা বীর্যের প্রলেপে থইথই করছে তার মুখ। বিশেষতঃ ঠোঁটের ও চিবুকের উপর ঘন ও পুরু বীর্যের আস্তরণ। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিতার বাহুবন্ধনে। মুখ পরিস্কার করার কোনো চেষ্টা করে না।

কিছুক্ষণ বাদেই ধাতস্থ হয়ে মেয়েকে আদর করতে শুরু করেন বিভুকান্ত। ওর কপাল থেকে চুল সরিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। তবে ওর মুখের উপর জমে থাকা দলা দলা নিজের বীর্যরস মোছার একটুও লক্ষন দেখান না। তনিকার চোখ, গাল, বিশেষ করে ঠোঁট ও চিবুক পুরোটাই ঢেকে গেছে সাদা সান্দ্র তরলের আস্তরণে। ওর গাল ও চিবুক বেয়ে সাদা স্রোত গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে। ওকে যেন চেনাই যাচ্ছেনা!

আদর করতে করতে কিছুক্ষণ বাদে তিনি বলে ওঠেন "তনিকা..."

-“উমমম” তনিকা ঠোঁট খুলে মৃদু শব্দ করতে গিয়ে তার ঠোঁটের উপর পুরু বীর্যের আবরণে বুদবুদ তোলে,.. বুদবুদটি ফেটে গেলে সে মুখ হাঁ করতে পারে,.. কষ বেয়ে গড়ায় তার বীর্যরস।

“কি বাপ্পি?” সে চোখ খুলতে পারেনা বীর্য দিয়ে ঢাকা থাকায়।

-“মায়ের সাথে এর মধ্যে কথা হয়েছে?” তিনি ভারী গলায় বলেন। কন্যার চিবুক থেকে একটি মোটা বীর্যের দলা তর্জনী ও মধ্যমায় সংগ্রহ করে ওর মুখে পুরে দিতে দিতে আঙুলদ্বয়।

-“মমম... না।” পিতার আঙুল চুষে নেয় তনিকা।.. ঢোঁক গেলে।

-“বোনের সাথে?” মেয়ের গাল থেকে আরও নিজের শুক্ররস সংগ্রহ করে ওর মুখের সামনে ধরেন বিভুকান্ত।

-“নাঃ..” তনিকা তার টুকটুকে লাল জিভটি বার করে তা চেটে নেয়, তারপর ঢোঁক গিলে বীর্যটুকু খেয়ে নিয়ে বলে “কেন?”

-“এমনিই..” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিভুকান্ত এবার তনিকার কপাল থেকে বীর্য সংগ্রহ করে আঙুল ওর মুখে ঢোকান।

-“মমঃ.. অম্ম” তনিকা আদূরেভাবে পিতার আঙুল নিজের উষ্ণ মুখে চুষতে চুষতে বলে ওঠে “বাপ্পি প্লিইজ আমাকে পোশাক পরতে দাও না কখনো সখনো!”

-“কেন রে? থাক না ন্যাংটো হয়ে, এত সুন্দর শরীর ঢেকে লাভ কি!” বিভুকান্ত এবার ওর মুখ থেকে আঙুল বার করে ওর দুই চোখের উপর থেকে বীর্যের আস্তরণ তুলে এনে ওর মুখে দেন আবার।

-“উম্ম” পিতার আঙুল চুষে বীর্যটুকু খেয়ে নিয়ে তনিকা এবার তার দুই চোখ খুলে মিষ্টি হেসে উঠে বলে “সবসময় আমায় এভাবে দেখতে দেখতে তোমারি একঘেঁয়ে লাগবে! দেখো!”

-“হমমম...!” বিভুকান্ত হেসে উঠে মেয়ের কপালে চুমু খান। নাক ভরে টেনে নেন ওর মুখ থেকে আসা নিজের স্খলিত বীর্যের টাটকা ঘ্রাণ.. “উমমম.. ফুলরানী একথাটা কিন্তু মন্দও বলেনি!”

-“উম্ম...” তনিকা চুমু খায় ওঁর শশ্রুমন্ডিত গালে “প্লিইজ বাপ্পি!”

-“উম.. ঠিক আছে ভেবে দেখবো!” তিনি মুখ গোঁজেন্ তনিকার গলায়, বাঁহাত উঠিয়ে নিজের গলার পাশে স-স্পর্ধায় ফুলে ওঠা ওর টগবগে ফুটন্ত ডানস্তনটি মুঠোয় ভরে চটকান।

-“উম্ম..” তনিকা গুমরিয়ে ওঠে, বাঁদিকে মুখ কাত করে। তার চোখের দৃষ্টি এখন পরিস্কার। বিশাল গাছটির গুঁড়ির যেন প্রস্তরে খোদাইকীর্তির মতো ভাঁজ ও খাঁজগুলি দেখতে থাকে। তারপর তার দৃষ্টি নেমে আসে বেদীর উপর।

প্রচন্ড চমকে উঠে আর্তনাদ করে ওঠে তনিকা... ! তার মাথার পাশে সমস্ত বেদী লাল টকটকে কাঁচা রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

নিজের উপর থেকে পিতাকে ঠেলে সরিয়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো উঠে বসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাবল্যে ও প্রচন্ড আতঙ্কে তার নাসারন্ধ্র স্ফূরিত, চক্ষু বিস্ফারিত।

বিভুকান্ত ভয় পেয়ে কন্যাকে দুহাতে ঝাঁকাতে থাকেন "কি হয়েছে? কি হয়েছে তনিকা?"

-"বাপ্পি এত রক্ত! এত রক্ত!" তনিকা আর কথা বলতে পারেনা, চোখ টিপে ডুকরে কেঁদে ওঠে সে আতঙ্কের প্রাবল্য আর সামলাতে না পেরে...

-"কোথায়? কোথায় রক্ত মামণি?"

তনিকা কোনমতে হাত বাড়িয়ে দেখায়..

বিভুকান্তের দু-চোখ তন্নতন্ন করে খোঁজে... কোথাও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই.... "কি বলছিস তুই? কো-.."

তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাতই থেমে যায়। তাঁর দৃষ্টি আটকে গেছে বেদীর মাথার কাছে এক কোনে কিছুটা অংশ জুড়ে বহু পুরাতন কালচে লাল একটা ছোপের উপর.... শ্বাস আটকে আসে তার গলার কাছে... তালগোল পাকিয়ে ওঠে তাঁর মস্তিষ্কে জ্বলন্ত সব ভয়ঙ্কর স্মৃতিসমূহ!..

তনিকা কেঁদেই চলেছে। চোখ খুলতে সাহস পাছে না সে। বিভুকান্ত এবার দ্রুত পাজামা সামলে নিয়ে রোদনরতা নগ্নিকা দুহিতাকে দু-বাহুতে গ্রহণ করে নেন। তারপর ওকে কোলে তুলে বেদী থেকে নেমে অতন্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাগান চিড়ে হেঁটে চলে যেতে থাকেন। তাঁর মুখচোখ শক্ত হয়ে উঠেছে...

তনিকা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও ফোঁপাতে ফোঁপাতে পিতার কাঁধে শক্তভাবে মুখ গুঁজে রাখে। দু-চোখ এখনো টিপে বোজা তার...

বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইয়ে দেন তনিকার নগ্ন দেহটি বিভুকান্ত। চোখ বুজে এলিয়ে পরে থাকে মেয়েটি। মুখের উপর ঘন কালো কেশরাশির অর্ধাবরণ ভেদ করে বিভুকান্ত দেখেন ওর চোখদুটি বোজা।

আতংক এক বলশালী দৈত্যের মতো দামামা পেটে তাঁর বুকের খাঁচায়.... তিনি তনিকার কাঁধ ধরে দুহাতে ঝাঁকাতে থাকেন "তনিকা.... তনি..... ওঠ...ওঠ বলছি.. কি হলো তোর!... চোখ খোল মনা... চোখ খোল বলছি!"

তনিকা চোখ খোলে, সটান পিতার অভিমুখে চেয়ে। কিন্তু ওর দুই চোখে দুটি মণি অদৃশ্য! দুটি চোখের সাড়া পরিধি জুড়ে শুধুই সাদা অংশ....

ভয়ে আঁতকে উঠে দু-পা পিছিয়ে যান বিভুকান্ত। "ত...তনিকা... !"

তনিকার সেই দুটি অপার্থিব চোখের একবারও পলক পরে না। চিত্ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই অপ্রাকৃতিকভাবে তার ঘাড়টি সটান ঘুরে যায় বাঁ-পাশে পিতার দিকে... তার দুই ঠোঁট প্রসারিত হয় এক অনির্বচনীয় হাসিতে:

“তনিকা? আমি তনিকা নই গো!” ওর গলার অস্বাভাবিক মত স্বরে চমকে ওঠেন বিভুকান্ত...

-“ক..কি বলছিস .. তনিকা কি হয়েছে ত.. তোর!”

-“হাহাহাহাহাহাহাহা...” ওর গলাফাটানো অট্টহাসিতে বিভুকান্তের প্রাসাদোপম বাড়িটি যেন কেঁপে ওঠে... “আমায় চিনতে পারছ না? হাহাহা..”

বিভুকান্ত আরও পিছিয়ে যান, “কি ব.. বলছিস...”

-“আমি কল্পনা গো, কল্পনা, ওগো আমায় চিনতে পারনা? তোমার বিয়ে করে বউ কল্পনা গো! হাহাহাহা....আমি কল্পনা!” ক্রুঢ় ভঙ্গীতে ঝকঝকে দাঁতের সারি মেলে হাসতে থাকে তনিকা, তার দুই মনিহীন চক্ষু পিতার দিকে অপলক নিবদ্ধ।

বিভুকান্তের দুটি চোখ বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে কতর থেকে। হঠাতই যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রং কেউ শুষে নিয়েছে! তিনি গলা দিয়ে একটি স্বরও বার করতে পারেন না!

হঠাতই তনিকার দেহটি যেন ধসে পরে, টানটান অবস্থা থেকে শিথিল হয়ে যায়,.. ওর চোখদুটো বুজে যায় আবার, ঠোঁটদুটো ইশত স্ফুরিতভাবে খুলে থাকে। এলিয়ে পর ওর মুখটি স্বাভাবিক ভাবে ওর ঘাড়ের কাছে।

বিভুকান্তর বুক হাপড়ের মতো ওঠানামা করছিলো। তিনি চোখ টিপে বুজে থাকেন কিছুক্ষণ। শ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হলে সাহস সঞ্চয় করে তিনি এগিয়ে আসেন নগ্নিকা কন্যার শায়িত দেহের কাছে। ওর নাকের তলায় হাত রাখেন।

স্বাভাবিক শ্বাস ফেলছে তনিকা।

কপাল থেকে আলতো ছোঁয়ায় ওর নরম চুল সরিয়ে বিভুকান্ত ওর বাঁ চোখের পল্লবটি একটু তুলে ধরেন, কালো মণির আভাস পেয়েই ছেড়ে দেন। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হন ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে যেন দুটি আঠা লাগানো চোখের পাতা ফাঁক করে তনিকা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। তার চারপাশে ঘরটি ম্রিয়মান গোধুলি লগ্নের আলোয় ভরা। তার মনে হচ্ছে যেন কোনো কড়া ওষুধের প্রভাবে তার হাত -পা শক্তিহীন হয়ে আছে। সহজে নড়তে পারছে না সে। আরও কিছুক্ষণ একইভাবে শুয়ে থাকে সে।

কিচ্ছু মনে করতে পারছে না তনিকা, সে এখনো শুয়ে আছে কি করে? সে বিকেল অবধি ঘুমালো? আর পিতা তাকে ডেকে তুললেন না একবারও? কোনো ঘুমের ওষুধ খাওয়ার স্মৃতিও তো তার মাথায় আসছে না!

শক্তি সঞ্চয় করে কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠে তনিকা। বিছনার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সে। পরিপাটি বিছানার উপর ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখা তার জন্য সাদা ব্রা-প্যান্টি, একটি সাদা ব্লাউজ ও মেরুন স্কার্ট। অত্যন্ত মামুলি পোশাক। ভ্রু কুঁচকে ওঠে তার। তার নগ্ন দেহকেলির শখ এত তাড়াতাড়ি ঘুঁচে গেল বিভুকান্তের? নাকি এও কোনো নতুন খামখেয়ালিপনা? সে আর না ভেবে পোশাক গুলো পরে নিয়ে ঘর থেকে দুর্বল পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে।

বৈঠকখানায় এসে পিতার খোঁজ পায় তনিকা। আরাম-চেয়ারে বসে অল্প অল্প দুলছিলেন তিনি, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন...

-"বাপ্পি.."

দোরগোড়ায় তনিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে ওঠেন বিভুকান্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে বলেন "কি... কি হয়েছে?"

পিতার কণ্ঠস্বর অদ্ভূত লাগে তনিকার। যেন সম্পূর্ণ অচেনা একটি লোকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে! নিজের নবলব্ধ পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে হাঁ করেও সে বলতে পারেনা... মুখ নামিয়ে সে বলে ওঠে

"আমি এতক্ষণ ঘুমালাম কি করে? আমায় ডেকে দাওনি কেন?"

-"তুই অঘোরে ঘুমাচ্ছিলিস, জ্বালাতন করি নি। তোর খাবার রাখা আছে ফ্রিজে। গরম করে খেয়ে নে।" দায়সারা ভঙ্গীতে কন্যার দিকে না তাকিয়ে বলে ওঠেন বিভুকান্ত।

হৃদয়টা ভারী হয়ে ওঠে তনিকার, বিভুকান্ত যেন একটা প্রাচীর তুলে ধরেছেন হঠাতই, আর তা ভেদ করে কিছুতেই এগোতে পারছে না সে... সে কিছু বলার চেষ্টা করেও পারে না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ নেয়..

-"তনি.."

-"হ্যা বাপ্পি?" একরাশ আশা নিয়ে ফিরে তাকায় মেয়েটি:

-"তোমার জামাকাপড় সব গুছিয়ে রেখেছি, সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাল সকাল আটটার সময় গাড়ি আসবে, তুমি মা আর বোনের কাছে চলে যাবে।"

তনিকার বুকে যেন একটি বজ্রপাত হয়। কিন্তু পিতার কণ্ঠে এমন একটি পরিমিত অনিবার্যতা ছিল সে বুঝতে পারে এর উপর কথা বলে কোনো লাভই নেই। সে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে পিতার দিকে আহত বিস্ময় নিয়ে,... কিন্তু বিভুকান্ত তার দিকে একবারও তাকান না।

নীরব পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে যায় তনিকা।

রাত্রিবেলা কিছুতেই ঘুম আসছিলো না তনিকার। চোখের দুই পাতা একদম হালকা। আজ সে আর বিভুকান্ত আলাদা ঘরে শুয়েছে। এ বিষয়ে কোনো কথাই হয়নি তাদের মধ্যে। রাত্রে খাবার সময়ও একবারের জন্যও বিভুকান্ত কন্যার দিকে তাকাননি।

তনিকা বুঝতে পারছিলো না সে কি দোষ করেছে। অতো বেলা অবধি ঘুমোনোর জন্য কি পিতা তার উপর ক্ষিপ্ত? কিন্তু এতটা বিরাগ সে জন্য হতে পারেনা। আর এই অদ্ভুত থমথমে ভঙ্গিটার মধ্যে যেন আরো অনেক বেশি গুরুতর কিছুর ইশারা লুকিয়ে আছে যার উৎস তনিকা আঁচও করতে পারছে না।

নাঃ, ঘুম আসা সম্ভব না। গোটা বাড়ি নিঝুম, অন্ধকার, সুপ্ত। সামান্য একটু পিনপতনের শব্দও যেন কানে বিঁধে যাবে,...

তনিকা উঠে পড়ে বিছানা থেকে। তার পরনে ছিল সাধারণ রাতপোশাক। বাথরুমে এসে চোখেমুখে জল দেয় কিছুটা। তারপর কি মনে করে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে লঘু ছন্দে।

খিড়কির দরজাটা খুলতেই অপরূপ এক মায়ারাজ্যের মতো প্রকাশিত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে রশিপুরের নৈশ-প্রকৃতিশোভা। তনিকার ভারী মনটার উপর দিয়ে যেন ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়।...

শিশুর অর্ধোচ্চারিত বাক্যগুলি যেমন পিতা-মাতার হৃদয়ে পুলক বন্যা তোলে, তেমনই যেন আধো-জ্যোৎস্নার আলো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, ডালে ডালে গড়িয়ে পড়ে, নুড়ি-বিছানো পথের উপর লুকোচুরিতে কি যেন আনন্দ-খেলায় মেতেছে।

তনিকার নগ্ন দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করে ঠান্ডা মাটিকে। হঠাৎ যেন ভীষণ হালকা লাগছে তার নিজেকে, নাক ভরে সে টেনে নেয় ঠান্ডা, মিষ্টি বাতাস। তারপর এগিয়ে যায় কিশোরীর ছন্দে...

ভেরীর সামনে এসে পৌছাতে বেশি সময় লাগে না তনিকার। অদূরে পাড়ে বাঁধা কালো নৌকাটি দেখে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে সে নৌকাটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র মাছের গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করে। মুখটা একটা টলমলে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তনিকার। সে হাত রাখে নৌকাটির কালো গায়ে। রুক্ষ, শীতল কাঠের সোঁদা স্পর্শ। নৌকাটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে প্রদক্ষিন করে সে, ঠান্ডা ভেরীর জল তার পায়ের পাতাকে স্নান করিয়ে যায়... তনিকা বুঝতে পারছে না কেন এত ভালো লাগছে তার! যেন বহুকাল বাদে কোনো আপনজনের দেখা পেয়েছে,... মনের ভিতর কি যেন এক নাম না জানা আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে চেপে ধরে রাখতে পারছে না সে... আরও কাছে এগিয়ে এসে সে তার নরম তনু লেপ্টে দেয় নৌকাটির ভিজে গায়ের সাথে, আলতো করে মাথা রাখে। ফিক করে হেসে ফেলে অকারণেই।

কতক্ষণ সে এভাবে ছিল জানে না। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দে তার সম্বিত ফেরে। চমকে ফিরে তাকায় সে এদিক ওদিক। কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখতে পায় না। নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে একদম

একা। শুধু অল্প অল্প বাতাসে গাছের পাতা নড়ে নড়ে উঠছে যেন আহ্লাদে। নৌকায় পিঠে নিজে হালকা শরীরটাকে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তনিকা।

দেখতে দেখতে কেটে যায় মিনিট পনেরো, আধ-ঘন্টা। কিসের জন্য অপেক্ষা তার? সে নিজেও জানেনা সঠিক... শুধু অসহায় তার দুটি চোখ খুঁজে চলে কিছু, কারো আগমনের প্রত্যাশায়, যে কোনো লঘু শব্দেই সর্বদা সজাগ থাকে তার দু-কান। যেন প্রানপনে শুনতে চায় ভিজে মাটির উপর চাপা কোনো পদশব্দ,...

আরো বহুক্ষণ সময় কেটে যায়। তনিকার মনটা দমে আসতে থাকে। একটা শীতল অনুধাবনের স্রোত বয়ে যায় যেন তার গোটা শরীর বেয়ে। মাটির দিকে তাকায় সে। তকে নিজের দু-পায়ের দিকে। স্তিমিত চন্দ্রাভায় ঝিকমিক করছে তার দুটি পায়ের নূপুর। অবাক হয়ে যায় সে। সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো এই-দুটোর কথা। অথচ এই ক-দিন সে টানা পরে আছে এ-দুটি। এদের শব্দ এখন এতই তার কান-সওয়া হয়ে গেছে যে সে আলাদা করে আর শুনতেই পায়না যেন।

তনিকা নিচু হয়ে তার বাম -পা থেকে খুলে আনে একটি নূপুর। হাতে অনুভব করে সেটির সুক্ষ্ম অস্তিত্ব। তারপর কি মনে করে সেটি তুলে যত্ন করে ঝুলিয়ে দেয় নৌকাটির ধরে। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার ভিতর থেকে।

ভেরীকে পেছনে ফেলে নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে হেঁটে ফিরে যেতে থাকে তনিকা। তার একটি পায়ে নূপুরের ধীর, পর্যাবৃত্ত শব্দ ভারী করে তোলে যেন প্রকৃতির হৃদয়...

ভাংটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো আজ মধুর। নৌকা সাজাতে না সাজাতেই বন্ধুরা প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো, ফিরতে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেলো মধুর।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। টলছে পা। চাঁদের অল্প আলোয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে যেন। কিন্তু তার দু-পায়ের মুখস্থ সবকিছু। তারাই যেন তার পরিশ্রান্ত, নেশায়-অবশ ভারী শরীরটি টানতে টানতে নিয়ে আসে ভেরীর ধারে। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সে যেন খুঁজে পায় নিজের নৌকাটি। আজ আর নৌকা টানতে একদম ইচ্ছা করছে না তার, একটা লম্বা ঘুম দরকার তার। কিন্তু কাল সকালে সরকারকে দুশো টাকা না দিতে পারলে শুধু শুধু তার বাবা যতীন-কে গালি খেতে খেতে হবে। সরকার কখনো তাকে সরাসরি দোষারোপ করে না। ডেকে আনে তার বুড়ো বাপকে, এবং তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে অকথ্য ভাষায়... মধু আর ভাবতে পারেনা... নৌকা আজ জলে নামবেই। সে বেহুঁশ হয়ে যাক,.. তবুও।

দাঁতে দাঁতে চেপে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে সে তার দুই পেশিবহুল হাত দিয়ে নৌকাটি টানতে গিয়েই অনুভব করে তার ডানহাতের মুঠোর মধ্যে কঠিন ধাতব স্পর্শ। মুঠো করা বস্তুটি তুলে চোখের সামনে এনে দেখার চেষ্টা করে মধু, কিন্তু অন্ধকার এবং তার নেশায় ঝাপসা চোখ বুঝতে পারেনা সেটি কি। হাতে বিচ্ছিরি ভাবে জড়িয়ে যেতে চাইছে যেন চেনের মতো জিনিসটা, বিরক্ত হয়ে মধু তা হাত থেকে তা ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভেরীর জলে। দু-হাতে দৃঢ় ও অনিচ্ছুকভাবে টানে নৌকাটিকে...

সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। সবকিছু চুপ করে আছে। হঠাৎ যেন প্রকৃতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কোনো এক অবশ্যম্ভাবী মাহেন্দ্রক্ষণের সম্মুখীন হয়ে আকস্মিক বিহ্বলতায়। সবকটি গাছের পাতা স্থির। পাখিরাও যেন আজ ঘুম থেকে ওঠেনি, তাদের পরিচিত কলতান আজ নিঃস্তব্ধ।

জানলার ধাপিতে থুতনি রেখে বসে ছিল তনিকা। একদৃষ্টে দেখে চলেছিলো অনতিদূরে টিউবওয়েলের সামনে এক স্ত্রীলোকের কাপড় কাচতে থাকা। সিক্ত কাপড় শানানো পাথরে আছড়ে পড়ছিল থপ থপ একঘেঁয়ে শব্দে। তনিকার চোখের মণি স্থির ছিল।

গাড়ি আসার কথা আটটার সময়। এখন সবে সাতটা বেজে ঘড়ির কাঁটা একটু হেলেছে ডানদিকে। তনিকা একটি সাদা কুর্তি ও পাজামায় নিজেকে অল্প প্রসাধনে সাজিয়ে নিয়ে বসে ছিল। সে বুঝতে পারছিলো না বিভুকান্ত কেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন,.... আকাশপাতাল অনেক ভেবে সে এখন বোঝার আশাও ছেড়ে দিয়েছে। আর ভাবছে না সে কিছু।

আরও কিছুক্ষণ পরে তনিকা উঠে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বারান্দার রেলিঙে হাত বোলাতে বোলাতে এসে পৌঁছায় বিভুকান্তের ঘরের সামনে। বাইরে থেকে দেখতে পায় আরামকেদারায় বসে তিনি খবরের কাগজ পড়তে রত।

একটু ইতস্ততঃ করে তনিকা ঢুকে আসে।

-"বাপ্পি, আমি রেডি।"

-"ভালো।" সংক্ষেপে উত্তর দেন পিতা। কাগজ তেকে মুখ না তুলে।

তনিকা ধীরে ধীরে আরো এগিয়ে আসে বিভুকান্তের পানে। ওঁর একদম সামনে এসে ওঁর মুখের সামনে থেকে কাগজটা নামায়। দুটি আয়ত্ চোখ নিয়ে ওঁর পানে চায়।

-"কিছু বলবি?" বিভুকান্ত নিরুত্তাপ গলায় শুধান।

তনিকা দু-দিকে মাথা নাড়ে ধীরে ধীরে। তারপর পিতার বাম-হাতটি নিজের হাতে তুলে এনে নিজের মুখের কাছে আনে। তারপর ওঁর হাতের প্রত্যেকটি আঙুল মুখে নিয়ে নিয়ে পালা করে চুষতে আরম্ভ করে। প্রথমে বৃধ্বাংগুষ্ঠ, তারপর তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা...

বিভুকান্ত সামান্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন, দ্বিধাগ্রস্ত, তবে ওকে বাধা দেন না। ওর মুখের দিকেও তাকান না।

তনিকা এবার পিতার হাতটি মুখ থেকে নামিয়ে কুর্তিতে উত্তুঙ্গ নিজের ডানস্তনের উপর রাখে, ওঁর তালু চেপে ধরে সুডৌল মাংসপিন্ডটির উপর।

বিভুকান্ত হাত সরিয়ে নেন না। তবে তনিকা ছেড়ে দিতেই তাঁর হাত ওর স্তন থেকে খসে পড়ে।

তনিকা শ্বাস ফেলে এবার পিতার সামনে থেকে কাগজটি সম্পূর্ণ সরিয়ে উঠে আসে সামনে থেকে ওঁর কোলের উপরে। তার ডানহাতটি সর্পিল গতিতে নেমে আসে ওঁর শিশ্নদেশে। লোহার মতো শক্ত আকার ধারণ করেছে তা। তনিকার দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা বেড়ে যায়, সে তার নরম করতল দিয়ে পিতার শক্ত পুরুষাঙ্গ মালিশ করতে করতে দুটি স্ফূরিত ওষ্ঠাধর নামিয়ে আনে ওঁর ঠোঁটের উপর।

পিতার কর্কশ দুটি ঠোঁটে নিজের নরম পেলব দুটি ঠোঁট চেপে বসতেই যেন তরিৎস্ফুলিঙ্গ বয়ে যায় তনিকার দেহ বেয়ে! ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে ওর পিঠ। পিতার দুই ঠোঁটের ব্যবধান পেরিয়ে নিজের জিভ ঠেলে দিতে চায় সে, বিভুকান্ত বাধা দেন না।

চুম্বনপর্ব শেষ করে তনিকার ফর্সা সুন্দর মুখশ্রী রক্তিমাভ হয়ে ওঠে, ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সে পিতার তলার ঠোঁট জোরে জোরে শ্বাস মোচন করতে করতে, ডানহাতে পিতার লিঙ্গটি কচলানো বন্ধ করে সেই বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে সে ওঁর গলা। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে ওঁর কোমর দু-উরু তে বেষ্টন করে নিজের যোনিদেশ চেপে ধরে ওঁর পৌরুষের উপর, ওঁর শরীরে শরীর ঘষতে ঘষতে চোখে ঘোলাটে ঝড় নিয়ে চুমু খেয়ে যেতে থাকে ওঁর ঠোঁটে, চিবুকে, গালে, হিংস্র বাঘিনীর মতো মাঝে মাঝে কামড়ও দিতে থাকে। ওর বাঁ-হাত পিতার পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে থাকে দ্রুত তৎপরতায়।

বিভুকান্তেরও শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী ও ঘন হয়ে এসেছিলো। কন্যার সাথে প্রশ্বাসে-নিঃশ্বাসে ঠোকাঠুকি হচ্ছিলো তাঁর... কিন্তু তাঁর দুটি হাত এখনো আরামকেদারার হাতলের উপর।

তনিকার নিজের উদ্ধত স্তনজোড়া মিশিয়ে ফেলতে চাইছিলো পাঞ্জাবীর বোতাম খুলে সদ্য উন্মুক্ত পিতার লোমশ-প্রস্ত বুকে। অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাবে তার দেহকান্ডটি বেঁকে উঠেছিলো। তার দুই ঠোঁট আগুন-উত্তপ্ত প্রজাপতির মতো চুম্বনে-দংশনে ভরিয়ে তুলছিলো পিতার ঠোঁট, চিবুক, গলা, কান, গাল.... তার যোনি দলিত মথিত করছিলো সে পিতার শিশ্নে, নিতম্বের পর্যাবৃত্ত সাবলীল ছন্দে, কোমরের প্রতিটি মোচড়ে। তার বাঁহাত এবার ওঁর বুক ছাড়িয়ে নেমে এসে ওঁর পাজামার দড়ি খুলে ফেলে, বার করে আনে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠা গর্জাতে থাকা লাঠির মতো শক্ত পুরুষদন্ডটি।

বিভুকান্ত এবার আর থাকতে না পেরে বাঁহাতে কন্যার সরু কোমর পেঁচিয়ে ধরে ডানহাতে সবলে আবেষ্টন করেন ওর পিঠ। ওর নরম হাতের স্পর্শে যেন হুঙ্কার ছাড়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ।

তনিকার শরীরে যেন রোমাঞ্চের ঝর্ণা বইতে শুরু করে পিতার পুরুষাঙ্গের কঠিন, শক্তিশালী আকারটি হাতে চেপে, সেটির উত্তাপ যেন পুড়িয়ে দেয় ওর করতল! উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ে ধরে সে অল্প সময়ের জন্য পিতার পুরুষাঙ্গ ছেড়ে নিজের পাজামার বাঁধন খুলে নিতম্বের নীচে নামিয়ে দেয়। তারপর আবার পিতার দন্ডটি ধরে সেটির ইতিমধ্যে কামরসে পিচ্ছিল মুণ্ডটি ঘষতে থাকে নিজের উন্মুক্ত, উত্তপ্ত, নির্লোম যোনির দুই ফোলা ঠোঁটের মাঝ বরাবর।

বিভুকান্ত সহ্য করতে পারেন না এই উত্তেজনা। তনিকার রাঙ্গা দুটি ঠোঁট মুখে পুরে নিয়ে ওর কোমর থেকে হাত খুলে নিজের লিঙ্গটি ওর যোনিমুখে চেপে ধরেন্, তারপর আবার ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে এক ধাক্কায় তা আমূল গেঁথে দেন ওর আঁটো অগ্নিকুন্ডের গভীরে।

-"আআআহঃ.." কঁকিয়ে শীৎকার করে ওঠে তনিকা। চিবুক ঠেলে দেয় পেছনে। নিজের গোপনাঙ্গে আমূল প্রবিষ্ট লৌহকঠিন, উত্তপ্ত অস্ত্রটি যোনির সমস্ত মাংসপেশী দিয়ে দলন করতে করতে সে লতাপাতার মতো মিশে যেতে চায় পিতার শরীরে...

বুকের উপর কন্যার দুটি নরম, সুগঠিত স্তনের নিবিড় চাপ, ওর নরম অথচ সবল দুই বাহুর শ্বাসরুদ্ধকর আশ্লেষ, ওর হিংস্র চুম্বন, ওর নরম শরীরের প্রত্যেকটি তন্ত্রীর অনুরণন যেন উন্মাদনার শেষ শিখরে নিয়ে যায় বিভুকান্ত কে। দুহাতে পেঁচিয়ে ধরে পাশবিক শক্তিতে মন্থন করতে থাকেন বিভুকান্ত তাঁর তনয়াকে। সুই নরনারীর গোঙানি ও আরামকেদারার প্রবল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে সরব হয় কক্ষ...

তনিকাও যেন কালবৈশাখীর মতো উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। নিতম্ব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিতার মন্থনরত দন্ড দলনে দলনে সে যৌনমিলনের সমস্ত সুখ নিংড়ে নিতে চাইছে যেন, চুম্বনে, দংশনে, দলনে সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দিতে চাইছে যেন মেয়েটি। সে এবার পিতার দুই কাঁধে দু-হাতের তালু দিয়ে ভর দিয়ে নিজের পিঠ সোজা করে ওঁর চোখে চোখে রাখে। নিতম্বের চলনে মিলনের বেগ বাড়ায়।

কন্যার দুই মায়াবী, টানা টানা চোখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেন বিভুকান্ত। পৃথিবীর আদিমতম ভাষা লেখা আছে যেন ওই দুটি স্বচ্ছ নীরে। যুগে যুগে ক্লান্ত নাবিকেরা যেন অন্ধকার সিন্ধুর বুকে হাতরে মরেছে ওই অনন্ত দীপশিখাকে, তৃষ্ণার্ত মরুপথযাত্রীরা ছুটে মরেছে ওই সায়রের স্নিগ্ধ আহ্বানে...

তনিকার চুলের বাঁধন থেকে একফালি চুল খুলে এসে ওর মুখের উপর এসে পড়েছে আংশিক ভাবে তা আড়াল করে, মন্থনের তালে তালে ওর উদ্ধত বুক হাপড়ের মতো উঠছে, নামছে। ক্রমশ আরও ঘন কালো হয়ে উঠছে ওর দু-চোখের মণি, পিতার দুই কাঁধে ওর দুই-হাতের নোখ চেপে বসেছে...

বিভুকান্তের মধ্যে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছে, উন্মত্ত সাগরের মতো এক-বিশ্ব ঢেউ নিয়ে যেন এগিয়ে আসছে ফুটন্ত লাভা পারের সন্ধানে। যার গতি আটকানোর ক্ষমতা তাঁর নেই...

স্খলন-মুহূর্তে তিনি চোখ বুজে ফেলেন। তাঁর সংজ্ঞা যেন লোপ পায়। শুধু নিজের দেহের চরম শৃঙ্গারের চুড়ায় মুচড়ে মুচড়ে উঠে তরল অগ্নি নির্গমন অনুভব করে যান...

একই সময় থরথর করে কেঁপে ওঠে তনিকার গোটা দেহ। কাঁপতেই থাকে, সে ধ্বসে পড়ে পিতার বুকের উপর দুহাতে ওঁর গলা বেষ্টন করে...

স্খলন-শেষের তীব্র আরামে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন বিভুকান্ত। পরম আশ্লেষে চুমু খেতে থাকেন ওর নরম মুখে, গালে। তনিকা শুধু নিজেকে সমর্পিতা করে রাখে পিতার বুকে। ওর নিতম্ব এখনো ধীরে ধীরে উঠছে, নামছে পিতার নিম্নাঙ্গের উপর।

হঠাৎ গাড়ির হর্নের তীব্র শব্দে দুজনেরই যেন সম্বিত ফেরে। বিভুকান্ত তাড়াহুড়ো করে নিজের পাজামার দড়ি বাঁধেন, তনিকারও পাজামা তুলে ফিতে আটকান।

তনিকা ত্রস্ত হরিণীর মতো দুই চোখ তুলে তাকায়.. "বাপ্পি.." তার দুই বাহু এখনও ওঁর স্কন্ধ বেষ্টন করে আছে।

-"গাড়ি এসে গেছে।" দৃঢ়, আবেগবিহীন গলায় বলে ওঠেন বিভুকান্ত। কন্যার দুই লতানো বাহু নিজের কাঁধ থেকে ছাড়াতে চানএক্স।।

-"বাপ্পি আমি যেতে চাই না!" তনিকা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে, চুমু খেতে যায় পিতাকে...

বিভুকান্ত এবার ধাক্কা মেরে কন্যাকে নিজের উপর থেকে তুলে দেন।

তনিকা আহত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে...

"তোমার জামাকাপড় তোমার ঘরে স্যুটকেসে রেডি করা আছে।" বিভুকান্তের গম্ভীর গলা গমগম করে ওঠে।

তনিকা নিজেকে ধরে রাখতে পারেনা, তার বাঁ-চোখ বেয়ে নিয়ন্ত্রনহীন একফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে নেমে আসে, দলাপাকানো কান্না গলায় চেপে সে কোনরকমে অস্ফুটে বলে

"বাপ্পি, আমি কি করেছি!..."

বিভুকান্ত কোনো উত্তর দেন না। ওর দিকে ফিরেও তাকান না। তাঁর দৃষ্টি এখন খোলা জানালার দিকে নিবদ্ধ।

তনিকা আরও কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকে। গাড়ি আবার হর্ন দেয়। সে নিজের ভারী দুটো পা-কে সচল করে কোনমতে এবার। বেরিয়ে আসে সে পিতার ঘর থেকে। নিজের ঘর থেকে স্যুটকেস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আর উদ্বেলিত কান্না চেপে রাখতে পারেনা।

গাড়ির পেছনের সিট-এ বসে অঝোরে কাঁদতে থাকে তনিকা। তার নিজের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। সে এমনি ভাবে কেঁদেছিলো মাত্র কয়েকদিন আগে। মা-বোন তাকে ছেড়ে চলে যাবার সময়, তন্নিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরে।

এখন কেন সে কাঁদছে এত?

বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেছে। ড্রাইভার ওয়াইপার চালু করে। সশব্দে গর্জে ওঠে ইঞ্জিন।

বিভুকান্ত নিজের ঘরে একইভাবে বসেছিলেন আরামকেদারায়। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতে তিনি এবার উঠে পড়েন। বিছানার তক্তপোষের তলা থেকে চাবি বের করে এনে খুলে ফেলেন আলমারি। বার করে আনেন একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

ফ্রেমটি খুলে ফটোটি বার করে আনেন তিনি। তারপর একহাতে তা নিয়ে ঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি লাইটার বার করে এনে সুইচ টেপেন।

দপ করে জ্বলে ওঠে আগুনের লালচে শিখা।